1.4

দেবদত্ত ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

শ্রীশ্রীচণ্ডী

[মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও সরলার্থ সমেত]

পাঠকগণ যাতে সহজে, অনায়াসে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা
বুঝতে পারেন, তারি জন্যে, এই সংস্করণে
সহজ চণ্ডী-সার সংযোজিত করা হয়েছে।
এ ছাড়া পরিশেষে শ্রীশ্রীদুর্গার অষ্টোত্তর শতনাম
ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সহজ চণ্ডী-সার লিখিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্‌ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

সংশোধিত সংস্করণ
মহালয়া, ১৩৬৮
৪

ছেপেছেন—
এস্‌. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১'৭০

ওঁ মা

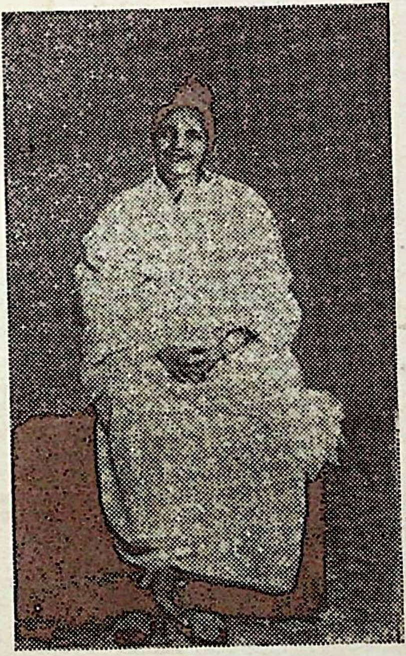

ভবতাপ প্রণাশিন্যৈ আনন্দঘনমূর্তয়ে
জ্ঞান-ভক্তি প্রদায়িন্যৈ মাতস্তুভ্যং নমোনমঃ।

করেছেন—
ধচন্দ্র মজুমদার
হিত্য-কুটি র প্রাই
মাপঃ

পুণ্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীশারদীয় দুর্গোৎসব প্রাঙ্গণে ব্রহ্মানন্দময়ী মাতৃদেবীর করকমল প্রদত্ত।

মহালয়া,
১৩৭১
শ্রীবৃন্দাবনধাম।

মাতৃচরণাশ্রিতা—

উপহার

ভূমিকা

সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ—এই তিনটি গুণের তারতম্য অনুসারে মানুষের স্বভাবের পার্থক্য হয়ে থাকে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য যাঁর মধ্যে, তাঁর স্বভাব হয় শান্ত, চিত্ত থাকে স্থির, আর ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধায় অন্তর থাকে অবিচল। রজোগুণ যাঁর মধ্যে প্রবল, তিনি হন কর্ম্মঠ, তাঁর থাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস। তৃতীয় তমোগুণ—জড়তা, আলস্য, কাপুরুষতা, কুরুচি, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি এর লক্ষণ।

আমাদের গীতা ভাগবত ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই সত্ত্বগুণের প্রশংসায় মুখর। সাত্ত্বিক ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাও জনগণের অত্যধিক। কিন্তু প্রকৃত সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়া বড়ই কঠিন, বহুদিনের সাধনা-সাপেক্ষ। সাধারণতঃ যাঁদের আমরা সাত্ত্বিক বলে মনে করি, তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে বহু তামসিক প্রবৃত্তি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। বাইরে থেকে যাঁকে শান্ত মনে হয়, তাঁর শান্তভাবের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অলসতা, ভীরুতা, জড়তা। কারণ অলসের শান্ত-ভাব আর সাত্ত্বিকের শান্তভাব বাইরে থেকে দেখতে একরকম। যাঁকে দেখলাম সাত্ত্বিকের মত দুর্জ্জনকে ক্ষমা করতে, আসলে তাঁর ক্ষমা হয়তো নির্বীর্য্যের অসহায়তা। সংসারে সেইজন্যে তমোভাব অধিকাংশ সময় একটা নিষ্ক্রিয় জড় সাত্ত্বিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

সেই জন্য অন্তর্নিহিত তমোভাবকে দূর করতে হলে, রাজসিক বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। রজোগুণকে ডিঙিয়ে একেবারে সত্ত্বগুণের অনুশীলন করতে গেলে, ফল হবে বিপরীত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে ইউরোপের লোকেরা ইচ্ছামত জীবনকে ভোগ করে নেয় বলেই, সত্যিকারের ত্যাগ তারাই করতে পারে। তন্ত্রেও এ কথার সমর্থন রয়েছে—"ভোগেন মোক্ষসাধনম্"। আমরা এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করেছি একালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখে। চিত্তরঞ্জনকে লোকে পরম বৈষ্ণব বলে জানতো, তিনি কিন্তু জীবনে প্রকৃতপক্ষে শক্তিরই সাধক ছিলেন। শক্তির সাধনা করেছিলেন বলেই, জীবনকে সর্ব্বরকমে ভোগ করে, তিনি সকল ভোগ-সুখের ঊর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন।

শক্তি না থাকলে জগতে ন্যায়, ধর্ম্ম কিছুই রাখা যায় না, এমন কি সংসারের কথা ছেড়ে দিলেও, শক্তিহীনের দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভও হয় না। উপনিষদ্ তাই বলেছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। স্বয়ং ভগবান্‌ও গীতায় অর্জ্জুনকে সেই শক্তিমন্ত্রের দীক্ষা দিয়েই বলেছেন—"ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"। এই শক্তি শুধু শরীরের নয়—মানসিক শক্তি, অর্থের শক্তি, বিদ্যার শক্তি, জনশক্তি—পৃথিবীর সর্ব্ব বস্তু, এমন কি জড়ের অন্তরালে যে মহাশক্তি সুপ্ত হয়ে আছে, সেই আদিশক্তি, মূলশক্তি।

মানুষের মনে যদি দুঃখীর দুঃখ দূর করার ইচ্ছা হয়, অর্থশক্তি না থাকলে তা পারে না। যদি প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্ব্বলকে বাঁচাতে হয় তবে শারীরিক শক্তি না থাকলে তা সম্ভব হয় না;

যদি কঠোর সাধনার শক্তি না থাকে তবে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কাজেই জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্ব্বপ্রকার শক্তি-অর্জ্জন মানুষকে অবশ্যই করতে হয়।

যিনি সকল শক্তির আধারভূতা, সেই মহাশক্তি-স্বরূপিণী দেবীর কথা, তাঁর মাহাত্ম্য, তাঁর আরাধনা, তাঁর কাছ থেকে সম্পদ্, যশঃ ইত্যাদি সকল কাম্যবস্তু লাভের উপায় চণ্ডীগ্রন্থের বিষয়বস্তু। কি করে কোন্ সাধনায় সেই শক্তিরূপিণী মহাদেবীকে সন্তুষ্ট করে, রাজা সুরথ পেলেন অক্ষয় সম্পদ্, আর সমাধি বৈশ্য পেলেন মোক্ষ, মহাদেবীর আবির্ভাবে দেবতা ও বিশ্বচরাচর হলো ত্রাসমুক্ত, তার কাহিনী ও মাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডীতে আমরা দেখি সত্ত্বগুণের আধারস্বরূপ দেবগণ বার বার দানব-শক্তির দ্বারা পরাভূত হয়ে স্বর্গভ্রষ্ট

হয়েছেন। এই পরাজয় এনে দেয় তাঁদের ঘোর জড়তা, অবসাদ। তখন তাঁরা রজঃশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে শক্তি-মন্ত্রে নিজেদের জাগিয়ে তুলেন, মহাশক্তি-স্বরূপিণী দানবদলনী দেবী মহামায়ার উপাসনা করে, আবার দানব-লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বিশ্বে আবার দেবাধিকার, ধর্ম্ম, সত্য ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেবত্ব, ধর্ম্ম, সত্য, সাত্ত্বিকতা এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই শক্তি। এবং সে শক্তি আসে সর্ব্বশক্তির আধার যিনি, সেই মহাদেবীর কৃপায়। তাই মহাশক্তি-স্বরূপিণী দেবী চণ্ডীর আরাধনা, তাঁর সাধনা সবাইকে করতেই হবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত জগন্মাতা বিষ্ণুশক্তি-স্বরূপিণী দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যপূর্ণ সাত শত মন্ত্র, তার অন্বয়, অনুবাদ ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়

সরল বাংলায় সকল শ্রেণীর বোধগম্য করে উপস্থাপিত করা হয়েছে আমাদের সম্পাদিত এই গ্রন্থে।

বাংলার জনসাধারণ আজ কপট সাত্ত্বিকতা, মর্কটবৈরাগ্য ছেড়ে সত্যিকারের শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হোক; জগজ্জননীর জয়গানের সঙ্গে জননী জন্মভূমির জয়গান মিলে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠুক; বাঙ্গালী ভুলে যাক এ-মা আর সে-মায়ের ভেদ, প্রত্যক্ষ করুক প্রতি নারীমূর্ত্তিতে জগন্মাতার স্বরূপ।

বন্দে মাতরম্।

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ষট্-সংবাদ-কথা	...	১
কোন্ চণ্ডীগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে	...	২
উত্তম পাঠকের লক্ষণ	...	৩
চণ্ডীপাঠের নিয়ম	...	৪
চণ্ডীপূজার বিধি	...	৬
অর্গলাস্তোত্র	...	২২
কীলকস্তব	...	৩১
দেবীকবচম্	...	৩৬
রাত্রিসূক্ত (১)	...	৫১
রাত্রিসূক্ত (২)	...	৫৪
সিংহের ধ্যান	...	৫৫
প্রথম চরিত—		
ঋষ্যাদিন্যাস	...	৫৭
মহাকালীর ধ্যান	...	৫৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম চরিতের আখ্যানাংশ	...	৫৮
প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভ-বধ	...	৬৩—১১২

মধ্যম চরিত—

ঋষ্যাদিন্যাস	...	১১৩
মহালক্ষ্মীর ধ্যান	...	১১৩
মধ্যম চরিতের আখ্যানাংশ	...	১১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-সৈন্যবধ	...	১১৭—১৫৩
তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-বধ	...	১৫৪—১৭৭
চতুর্থ অধ্যায়—দেবগণের চণ্ডীস্তব	...	১৭৮—২০৮

উত্তর চরিত—

ঋষ্যাদিন্যাস	...	২০৯
মহাসরস্বতীর ধ্যান	...	২০৯
উত্তর চরিতের আখ্যানাংশ	...	২১০
পঞ্চম অধ্যায়—দেবী-দূত-সংবাদ	...	২১৭—২৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচন-বধ	...	২৫৭—২৬৮
সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ড-বধ	...	২৬৯—২৮৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজ-বধ	...	২৮৪—৩১৭
নবম অধ্যায়—নিশুম্ভ-বধ	...	৩১৮—৩৩৭
দশম অধ্যায়—শুম্ভ-বধ	...	৩৩৮—৩৫৩
একাদশ অধ্যায়—দেবীস্তব	...	৩৫৪—৩৮৬
দ্বাদশ অধ্যায়—দেবীস্তব-মাহাত্ম্য	...	৩৮৭—৪০৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়—সুরথসমাধির বরলাভ	...	৪০৭—৪১৭
ক্ষমা-প্রার্থনা	...	৪১৮
প্রণাম-মন্ত্র	...	৪১৮
চণ্ডীপাঠফলম্	...	৪১৯
প্রাধানিক-রহস্যম্	...	৪২৪
বৈকৃতিক-রহস্যম্	...	৪৩৩
মূর্ত্তিরহস্যম্	...	৪৪৪
পুটিত চণ্ডীপাঠবিধি	...	৪৫০
দেবীসূক্ত	...	৪৫৩
সহজ চণ্ডী-সার	...	৪৬১
শ্রীশ্রীদুর্গার অষ্টোত্তর শতনাম	...	৫০৭

চণ্ডী-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

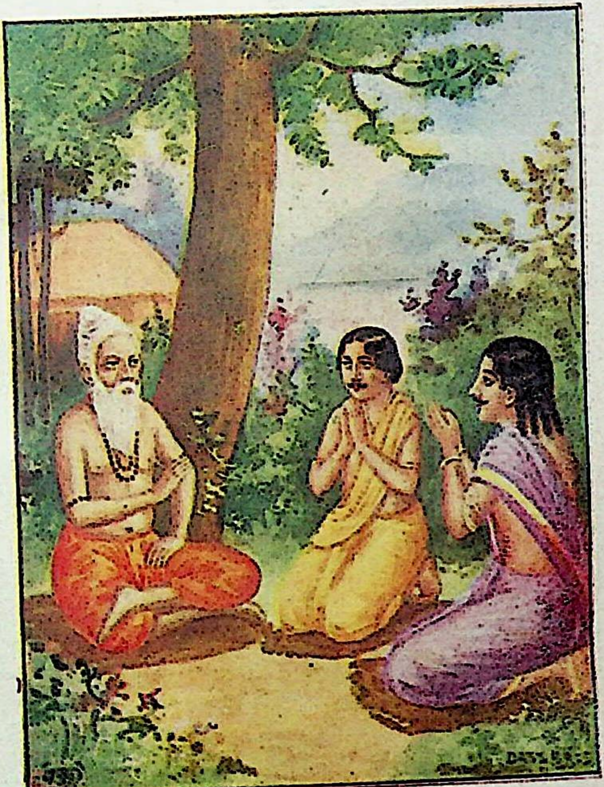

হে ভগবান্! আপনি যাঁহাকে দেবী মহামায়া বলিতেছেন,
তিনি কে,...॥৫৩-৫৬॥ [পৃষ্ঠা—৯১

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ষট্-সংবাদ-কথা

বা

শ্রীশ্রীচণ্ডী বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনী

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অপর নাম 'সপ্তশতী স্তোত্র', কারণ ইহার তেরটি অধ্যায়ে ৫৭৮টি শ্লোক এবং ৭০০ মন্ত্র ("অস্মিন্ দেব্যাঃ স্তবে পুণ্যে মন্ত্রাঃ সপ্তশতং শিবে")।

বক্তাদের ছয়টি পরম্পরা অনুসারে জগতে দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীর প্রবর্ত্তন হয় এইভাবে ঃ—

ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনি মহাভারত পাঠ শেষ করিয়া কয়েকটি বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। নিজের অবসর না থাকায় ব্যাসদেব জৈমিনিকে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে পক্ষিরূপধারী চারিজন মুনিপুত্রের নিকট পাঠাইলেন। পিতার অভিশাপে তাঁহারা পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ নামে চারিটি

পাখীতে পরিণত হইলেও তপস্যার প্রভাবে তাঁহাদের সব কিছুই মনে ছিল এবং মানুষের মত তাঁহারা কথাও বলিতে পারিতেন। তাঁহারা জৈমিনির নিকট সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলিবার পর 'দেবীমাহাত্ম্য' কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বপ্রথম এই 'দেবীমাহাত্ম্য' (১) মেধাঃ নামক মুনি (২) রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির নিকট বর্ণনা করেন। সেই কাহিনী পরে (৩) মার্কণ্ডেয় মুনি শিষ্য (৪) ভাগুরির নিকট বলেন। ভাগুরির দ্বারা কথিত সেই বিবরণ পরে দ্রোণ মুনির পক্ষিরূপী (৫) চারিপুত্র (৬) জৈমিনিকে বলেন। এই ভাবে দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীর প্রবর্ত্তন হয় এবং এই ছয়টি পরম্পরা হইতে ইহাকে ষট্-সংবাদ-কথা বলা হয়।

মেধাস্তু কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ ॥
তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি।
অনেনৈব বিধানেন কথাঃ ষড়্‌বিধিকা মতাঃ ॥

কোন্ চণ্ডীগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে

স্বয়ঞ্চ লিখিতং যচ্চ কৃতিনা লিখিতং ন যৎ।
অব্রাহ্মণেন লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ ॥

অথবা

লেখন্যা লিখিতং বিপ্রৈর্মুদ্রাভিরঙ্কিতঞ্চ যৎ।
শিল্পাদিনির্ম্মিতং যচ্চ পাঠ্যং ধার্য্যঞ্চ সর্ব্বদা॥

ভাবার্থ।—যাহা কোন পণ্ডিতের দ্বারা লিখিত নহে, কিংবা হয় নিজের হাতে অথবা অব্রাহ্মণের দ্বারা লিখিত, তাহা পাঠ করিলে কোন ফল হয় না।

অথবা

যে চণ্ডীগ্রন্থ বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক লেখনী দ্বারা লিখিত অথবা মুদ্রাঙ্কিত (ছাপান) এবং শিল্পাদিনির্ম্মিত, সেই চণ্ডীগ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ্য ও রক্ষণীয়।

উত্তম পাঠকের লক্ষণ

বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বর-সমাযুক্তং রসভাব-সমন্বিতম্।
বুধ্যমানঃ সদা হ্যর্থং গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ॥

ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থং চার্পয়েন্নৃপ।
য এবং বাচয়েদ্ ব্রহ্মন্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে॥

ভাবার্থ।—যিনি স্পষ্ট ভাবে, ধীরে ধীরে, মধুর স্বরে, রস ও ভাব সহকারে, অর্থ বুঝিয়া পাঠ করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পাঠকই উত্তম। সেইরূপ পাঠককেই চণ্ডী পাঠের ভার অর্পণ করিতে হয়।

জিতেন্দ্রিয়ান্ সদাচারান্ কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ।
ব্যুৎপন্নাংশ্চণ্ডিকাপাঠরতান্ লজ্জাদয়াবতঃ।
এতাদৃগ্‌লক্ষণোপেতান্ ব্রাহ্মণান্ বৃণুয়াৎ সদা॥
গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী স্বয়ংলিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥

ভাবার্থ।—জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী, সদ্বংশজাত, সত্যবাদী, পণ্ডিত, লজ্জাশীল, দয়ালু, চণ্ডীপাঠে অভ্যস্ত—এইরূপ লক্ষণাদিযুক্ত ব্রাহ্মণকে পাঠে নিযুক্ত করা উচিত। যিনি গান করিয়া চণ্ডীপাঠ করেন, যিনি তাড়াতাড়ি পড়িয়া যান, যাঁহার মাথা কাঁপে, যিনি নিজের লেখা চণ্ডী পাঠ করেন, যিনি অর্থ বুঝেন না, যাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ—এই ছয় প্রকার পাঠক অধম বলিয়া খ্যাত; ইঁহাদের দ্বারা চণ্ডীপাঠ করান বিধেয় নহে।

চণ্ডীপাঠের নিয়ম

পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া শুদ্ধমনে একাগ্রতার সহিত চণ্ডীপাঠ করা উচিত। উচ্চারণ বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

একটি অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত থামা উচিত নহে। কোন অধ্যায় শেষ হইবার আগে কোন কারণে থামিতে হইলে আবার সেই অধ্যায়ের প্রথম হইতে পাঠ করিতে হয়। প্রত্যেক অধ্যায় আরম্ভ করিবার সময়ে এবং শেষ করিবার সময়ে শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজাইতে হয়। মঙ্গলবার, শনিবার এবং অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথি চণ্ডীপাঠের পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণতঃ দিনের বেলাতেই চণ্ডীপাঠ করা উচিত, তবে কোন কোন মতে রাত্রিসূক্ত পাঠ করিবার পর রাত্রিতেও চণ্ডীপাঠ করা যায়। গ্রন্থ কোনো আধারে রাখিয়া পাঠ করা বিধেয়, হাতে করিয়া পাঠ করা অনুচিত।

আধারে স্থাপয়িত্বা চ পুস্তকং বাচয়েৎ ততঃ।
হস্তসংস্থাপনাদ্ দেবি নিহন্ত্যর্দ্ধফলং যতঃ॥

মনে মনে পাঠ না করিয়া উচ্চারণসহকারে পাঠই প্রশস্ত। নিজে অসমর্থ হইলে বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারাও চণ্ডীপাঠ করান যায়।

প্রথমে চণ্ডীপূজা করিয়া পরে যথাক্রমে অর্গলাস্তোত্র, কীলক-স্তব ও দেবী-কবচ পাঠ করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক চণ্ডী বা সপ্তশতী পাঠ করিতে হয়। যথা—

বিধায় পূজনং দেব্যা যথাশক্তি যথাবিধি।
সমাহিতমনা ভূত্বা প্রপঠেদর্গলং ততঃ॥

অর্গলং প্রপঠেদাদৌ কীলকঞ্চ ততঃ পঠেৎ।
পঠিত্বা কবচং দিব্যং ততঃ সপ্তশতীং পঠেৎ ॥

আবার চণ্ডীপূজার পর রাত্রিসূক্ত পাঠ করিয়া পরে সপ্তশতী স্তোত্র পাঠ ও তাহার পর দেবীসূক্ত পাঠের বিধানও আছে।

রাত্রিসূক্তং জপেদাদৌ মধ্যে চণ্ডীস্তবং পঠেৎ।
প্রান্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তম্ ইতি ক্রমঃ ॥

চণ্ডীপূজার বিধি

সংযমী পাঠক প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা ইত্যাদি শেষ করিয়া পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে আসনে বসিবেন এবং "ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ, ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ" বলিয়া* আচমন পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবেন, যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ,
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

---

* তান্ত্রিক আচমনের মন্ত্র—ওঁ ঐঁ আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা। ওঁ ক্লীঁ শিবতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা।

ইহার পর হাত জোড় করিয়া বলিবেন—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥
ওঁ নমো নারায়ণায় ॥

ওঁ শঙ্খচক্রধরং দেবং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্ ॥

অতঃপর "ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" এই বলিয়া ধূপ দীপ ফুল চন্দন ইত্যাদি পূজার দ্রব্যে তিনবার সামান্য জল ছিটাইয়া দিতে হইবে অর্থাৎ পূজার দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিতে হইবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধপুষ্পাদিভ্যো নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ", "এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ" এই বলিয়া পুষ্পচন্দনের দ্বারা পূজা করিবার পর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এই বলিয়া ইঁহাদের উদ্দেশে পূজাপাত্রে পুষ্পচন্দন দিবেন। অনন্তর "ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ" বলিয়া সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতে হইবে অর্থাৎ কুশীতে করিয়া

দুর্ব্বা, আতপচাউল ও জল পূজাপাত্রে সমর্পণ করিতে হইবে (যজুর্ব্বেদীয়গণ 'ইদমর্ঘ্যং' স্থলে 'এষোহর্ঘ্যঃ' বলিবেন)।

ইহার পর স্বস্তিবাচন*

কুশীতে সামান্য আতপচাউল লইয়া বলিতে হইবে—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দেবী-মাহাত্ম্য-পাঠ-সাঙ্গতার্থং দেবীপূজন-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" উত্তরে পুরোহিত তিনবার 'ওঁ পুণ্যাহম্' বলিবেন। ইহার পর পাঠ করিতে হইবে —"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দেবী-মাহাত্ম্য-পাঠ-সাঙ্গতার্থং দেবীপূজন-কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।" উত্তর—"ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।" আবার পাঠ করিবেন—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দেবী-মাহাত্ম্য-পাঠ-কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" উত্তর—"ওঁ ঋধ্যতাম্" (তিনবার)। সামবেদীয়গণ এই অতিরিক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন ঃ—

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥

---

* বাচন—শব্দের অর্থ অন্যকে দিয়া বলান। পুরোহিতের দ্বারা ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ স্বস্তি এবং ওঁ ঋধ্যতাম্ তিনবার করিয়া বলাইয়া লইতে হয়; পুরোহিত না থাকিলে নিজেই বলিতে হয়।

ইহার পর স্বস্তি-সূক্ত পাঠ করিতে হইবে, যথা—

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা
বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো
বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

সামবেদীয়গণ পুনরায় জোড় হাতে পাঠ করিবেন—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ
ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥

অনন্তর কুশীতে তিল, তুলসী, কুশ, জল ও হরীতকী লইয়া উত্তরমুখে বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্ অদ্য অমুকে (মাসের নাম) মাসি অমুকে (শুক্ল বা কৃষ্ণ) পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরের জন্য হইলে) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক মনোঽভীষ্ট-সিদ্ধিকামঃ (অথবা শ্রীচণ্ডিকাপ্রীতিকামঃ) শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়-পুরণান্তর্গতম্ ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ ইত্যারভ্য সাবর্ণির্ভবিতা

মনুঃ ইত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যং সকৃৎ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে (পরের জন্য হইলে করিষ্যামি)।

ইহার পর বলিতে হইবে—

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্ বো দেব
ওহতে ॥

ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু। অয়মারম্ভঃ শুভায়
ভবতু।

ইহার পর আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি করিতে হইবে। আসনশুদ্ধির নিয়ম এই :—

ডান দিকে আসনের নীচে মাটিতে জলের দ্বারা একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে ফুল ও চন্দন দিতে হইবে। পরে আসনটি ধরিয়া বলিতে হইবে—"ওঁ পৃথ্বীতি মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ, সুতলং ছন্দঃ, কূর্ম্মো দেবতা, আসন-গ্রহণে বিনিয়োগঃ"—

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ মাং ধারয় নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

অতঃপর পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে আসনে বসিয়া—"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ" বলিয়া বামদিকে প্রণাম করিতে হইবে। এইরূপে দক্ষিণে "ওঁ গণেশায় নমঃ", ঊর্দ্ধে "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" এবং সম্মুখে "ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিতে হইবে।

ভূতশুদ্ধির নিয়ম যথা :—

"রং" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজের চারিদিকে জল ছিটাইয়া দিয়া নিজেকে চারিদিকে অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত মনে করিতে হইবে। অতঃপর পাঠ করিতে হইবে—

ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্ণাপথেন জীবশিবং
পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।

ওঁ যং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥

ওঁ পরমশিবসুষুম্ণাপথেন মূলশৃঙ্গাটম্
উল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল
হংসঃ সোঽহং স্বাহা।

পুষ্পশুদ্ধিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুঁ ফট্ স্বাহা॥

অনন্তর জলশুদ্ধি করিয়া জলে* দেবীর পূজা করিতে হইবে। জলশুদ্ধির প্রকার যথা :—

মাটিতে একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র এবং তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত (গোল রেখা) ও এই দুইটির বাহিরে চতুষ্কোণ ক্ষেত্র আঁকিয়া তাহার উপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া ফুল চন্দন দিয়া 'ফট্' মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কোশা রাখিতে হইবে। তাহার পর "নমঃ" বলিয়া কোশা জলে ভরিয়া তাহার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইতে হইবে এবং "ওঁ" উচ্চারণ করিয়া তাহাতে ফুল-চন্দন দিয়া বলিতে হইবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

পরে মৎস্যমুদ্রায় জল ঢালিয়া দশবার "ওঁ" মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

ইহার পর গন্ধপুষ্প ইত্যাদির দ্বারা গণেশাদি পঞ্চ-দেবতার পূজার পর "হ্রীং" মন্ত্রে তিনবার প্রাণায়াম করিতে হইবে।

---

* ঘট, জল, প্রতিমা ইত্যাদিতে দেবীর পূজা বিধেয়। এখানে জলে পূজার পদ্ধতিই লিখিত হইয়াছে।

এইবার বলিতে হইবে—

ওঁ অস্য সপ্তশতীস্তোত্রমন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, দক্ষিণামুর্ত্তির্দেবতা হ্রীঁ বীজং স্বাহা শক্তির্মমেষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

মস্তকে ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। গুহ্যে ওঁ হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে ওঁ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ। হৃদয়ে ওঁ শ্রীদক্ষিণামুর্ত্তিদেবতায়ৈ নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যথা—

হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্॥

তাহার পরে 'হ্রীঁ' মন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রার সহযোগে চন্দনযুক্ত লাল ফুল হাতে লইয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। যথা—

ওঁ বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্।

স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্॥

ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্॥

অনুবাদ।—যাঁহার বর্ণ বাঁধুলী ফুলের মত লাল, যিনি শিবের উপর অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার মুকুটে উজ্জ্বল চন্দ্রের কলা রত্নের মত শোভা পাইতেছে, যাঁহার গলায় মুণ্ডমালা, যাঁহার চক্ষু তিনটি, যাঁহার পরিধানে রক্তবর্ণ বসন, যাঁহার স্তনযুগল উচ্চ, যিনি চারি হাতে পুস্তক, অক্ষমালা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন, সেই আগমশাস্ত্র-কথিতা দেবীকে নিত্য ধ্যান করা উচিত।

অন্যরূপ ধ্যান :—

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥

অনুবাদ।—সুধার সমুদ্রের মধ্যে মণি-দ্বারা নির্ম্মিত একটি মণ্ডপে রত্নবেদীর উপর যে পীতবর্ণা দেবী অবস্থান

করিতেছেন, যাঁহার পরিধানে পীত (হল্‌দে) বসন, যিনি সুবর্ণের অলঙ্কার ও মাল্যে সজ্জিতা, যাঁহার হস্তে মুদ্গর ও শত্রুর জিহ্বা রহিয়াছে, সেই দেবীকে আমি স্মরণ করিতেছি।

ধ্যানের পর মনে মনে দেবীর পূজা করিয়া তাঁহাকে আবাহন করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ; ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ; ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

অনন্তর হাত জোড় করিয়া বলিতে হইবে—

ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥

ইহার পর "ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ"—মন্ত্রে পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া চণ্ডী-গায়ত্রী জপ ও আবার দেবীর ধ্যান করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে।

চণ্ডী-গায়ত্রী যথা—

ওঁ ঐঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি।
তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ক্লীঁ॥

এইবার পাঠক আধারে পুস্তকটি রাখিয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া "ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায় নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে

পুস্তকটির পূজা করিবেন এবং পরে ১০৮ বার "হ্রীং" মন্ত্র জপ করিয়া নবার্ণ মন্ত্র, উৎকীলন মন্ত্র ও শাপোদ্ধার মন্ত্র জপ করিবেন।

নবার্ণ মন্ত্র বা নবাক্ষর মন্ত্র জপবিধি—অস্য শ্রীনবার্ণমন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগ্‌অনুষ্টুপ্‌ছন্দাংসি, শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ, নন্দা-শাকম্ভরী-ভীমাঃ শক্তয়ঃ, রক্তদন্তিকা-দুর্গা-ভ্রামর্য্যো বীজানি, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যাস্তত্ত্বানি, ঋগ্‌-যজুঃ-সামানি স্বরূপাণি, ঐঁ বীজম্‌, হ্রীং শক্তিঃ, ক্লীং ক্লীং কীলকম্‌, শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী-প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥

নবার্ণ মন্ত্র যথা—

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ।

অথবা—

ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে (যথাসম্ভব জপ করিতে হইবে)।

উৎকীলন মন্ত্র সাতবার জপ করিতে হইবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ চণ্ডিকে উৎকীলনং কুরু কুরু স্বাহা।

শাপোদ্ধার মন্ত্র সাতবার জপ করিতে হইবে—

ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ চণ্ডিকে দেবি শাপানুগ্রহং কুরু কুরু স্বাহা।

ইহার পর চণ্ডীপাঠের আগে পর পর অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব ও দেবী-কবচ এবং রাত্রিসূক্ত পাঠ করিতে হইবে। রাত্রিসূক্তের পর কেহ কেহ দেবীর বাহন সিংহের ধ্যান করেন। দেবীসূক্ত কেহ বা চণ্ডীপাঠের আগে, কেহ বা পরে পাঠ করিয়া থাকেন। চণ্ডীপাঠের আগে ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হইবে; তাহা যথাস্থানে দেওয়া হইল। গ্রন্থ শেষ হইলে দেবীসূক্ত ও রহস্যত্রয় পাঠ করিয়া চণ্ডীপাঠের দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। যথা—

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া
বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ
সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্॥

যন্মাত্রা-বিন্দুবিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনং,
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্ব্বং প্রসভকৃতিবশাদ্‌ব্যক্তমব্যক্তমম্ব !
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং
তে স্তবেঽস্মিং-
স্তৎ সর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ॥

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥
যস্যার্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে।
তস্য দেহস্য গেহস্য শান্তির্ভবতু সর্ব্বদা ॥

[শুধু অন্যের জন্য পাঠে শেষ শ্লোকটি লাগিবে]

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

অনুবাদ।—হে মহেশ্বরি ! চণ্ডীপাঠ করিবার সময়ে আমার যে অক্ষর বা মাত্রা অর্থাৎ আ-কার ই-কার ইত্যাদি বাদ পড়িয়াছে, তোমার দয়ায় সেই সকল সম্পূর্ণ হউক।

হে জগদম্বিকে ! চণ্ডীপাঠের সময়ে আমি বিসর্গ-চন্দ্রবিন্দু অথবা কোন অক্ষর বাদ দিয়া যে উচ্চারণ করিয়াছি, তোমার দয়ায় তাহা পূর্ণ হউক এবং সর্ব্বদা আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

হে দেবি! বরদায়িনি ভগবতি! এই মাত্র তোমার যে স্তব আমি পাঠ করিলাম, তাড়াতাড়ির জন্য, ভক্তি বা অভক্তি হেতু তাহাতে মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু, পদ, সমাস, সন্ধি ইত্যাদির ভুল হইয়াছে, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা অস্পষ্ট উচ্চারণ হইয়াছে, মোহ বা অজ্ঞানের জন্য কোথাও ঠিকভাবে পড়া হইয়াছে, কোথাও হয় নাই,—তোমার দয়ায় সেই সকল পূর্ণ হউক।

মা ভগবতি! আমার উপর প্রসন্ন হও, হে ভক্তবৎসলে, আমার উপর প্রসন্ন হও, হে দেবি! আমাকে অনুগ্রহ কর, দেবি দুর্গে! তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

হে শিবপ্রিয়ে! তোমার এই স্তোত্র যাহার (মঙ্গলের) জন্য পাঠ করা হইল তাহার শরীরে এবং গৃহে সর্ব্বদা শান্তি হউক।

ইহার পর আবার দেবীর ধ্যান করিয়া দেবীর বামহস্ত লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক গণ্ডূষ জল ছিটাইয়া দিতে হইবে—

মন্ত্র যথা—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥

ইহার পর হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া আরতি ও প্রণাম করিতে হইবে। প্রণামমন্ত্র—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ওঁ শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ইহার পর দক্ষিণাদান ইত্যাদি করিতে হইবে—

দক্ষিণা।—চণ্ডীপাঠ শেষ হইবার পর দক্ষিণাদান করিতে হইবে। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যরজতখণ্ডায় নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।"—তিনটি মন্ত্রে তিনবার ফুল চন্দন দিতে হইবে।

ইহার পর কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুশ ও জল ধরিয়া তাহার উপর বামহস্ত উপুড় করিয়া রাখিয়া বলিতে হইবে—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি (অর্থাৎ মাস তিথি ইত্যাদি) অমুককামনয়া কৃতৈতদ্দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীচণ্ডিকায়ৈ সম্প্রদদে (পরের জন্য হইলে সম্প্রদদানি)।

অনন্তর জোড়হাতে বলিতে হইবে—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। উত্তরে পুরোহিত বা তন্ত্রধারক বলিবেন—ওঁ অস্তু।

বৈগুণ্যসমাধান।—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি (মাস পক্ষ ইত্যাদির উল্লেখ হইবে)—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ইহার পর পাঠ করিতে হইবে—

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ,
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

অনন্তর 'ওঁ বিষ্ণুঃ' দশ বার জপ করিয়া পরে এক গণ্ডূষ জল লইয়া বলিতে হইবে,

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

"এতৎকর্ম্মফলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু", এই বলিয়া জলগণ্ডূষ মাটিতে বা পূজাপাত্রে ফেলিয়া পাঠ করিতে হইবে—

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ॥

ইতি চণ্ডীপূজা ও পাঠবিধি সমাপ্ত।

অর্গলাস্তোত্র

ওঁ অস্য শ্রীঅর্গলাস্তোত্রমন্ত্রস্য বিষ্ণুঃ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীমহালক্ষ্মীর্দেবতা, নবার্ণোমন্ত্রঃ শক্তিঃ, মন্ত্রোদিতা দেব্যো বীজম্, সপ্তশতীমন্ত্রস্তত্ত্বম্, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থং সপ্তশতীপাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ।

॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতার্ত্তিহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥ ২

অনুবাদ।—মার্কণ্ডেয়* বলিলেন—হে দেবি চামুণ্ডে! তোমার জয় হউক, হে দেবি! তুমি জীবগণের দুঃখবিনাশিনী; তুমি সর্ব্বব্যাপিনী অর্থাৎ সর্ব্বজীবে অবস্থিত, তুমি (প্রলয়কালে) সৃষ্টিসংহারিণী, তুমি কালরাত্রি, তোমায় নমস্কার করি ॥ ১ ॥ হে দেবি! তুমি জয়ন্তী, অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টা,

---

*মার্কণ্ডেয় ঋষি নিজের শিষ্যদিগকে এই অর্গলাস্তোত্র শুনাইয়াছিলেন।

মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৩

তুমি মঙ্গলা অর্থাৎ মোক্ষপ্রদায়িনী, তুমি সর্ব্বসংহারিণী কালী, তুমি ভক্তমঙ্গলদায়িনী, তুমি প্রলয়কালে ব্রহ্মা প্রভৃতিকে নিহত করিয়া তাঁহাদের কপাল (মাথার খুলি) হাতে করিয়া নৃত্য কর বলিয়া তুমি কপালিনী, বহুকষ্টে তোমাকে লাভ করা যায় বলিয়া তুমি দুর্গা, তুমিই শিবা অর্থাৎ চৈতন্যময়ী, তুমি ক্ষমা অর্থাৎ দয়াময়ী, তুমিই বিশ্বধারণকারিণী, তুমিই স্বাহা ও স্বধা অর্থাৎ দেবগণ ও পিতৃগণের পোষণ-কারিণী; হে দেবি! তোমায় প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥ হে মধুকৈটভ-বিনাশিনি, তুমি ব্রহ্মাকে বর দিয়াছিলে *। তোমাকে প্রণাম করিতেছি; আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রু নাশ কর [এখানে রূপ অর্থ নিজজনের নিকট মনোহর অথচ শত্রুদের নিকট ভীষণ রূপ, অথবা রূপ শব্দের অর্থ পরমাত্মবস্তু; জয় অর্থ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান, যশঃ অর্থ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ বলিয়া খ্যাতি এবং শত্রু অর্থ

---

* মহাপ্রলয়ের পর বিষ্ণু সারা বিশ্ব নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া যখন মহাসমুদ্রের উপর মহামায়ার প্রভাবে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার নাভি হইতে একটি নাল সমেত পদ্মের আবির্ভাব হয়। তাহার

মহিষাসুর-নির্ণাশি-বিধাত্রি বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪

ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৫

রক্তবীজবধে দেবি চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬

কাম, ক্রোধ ইত্যাদি]॥ ৩॥ হে মহিষাসুরনাশিনি! হে বরদায়িনী, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর॥ ৪॥ হে ধূম্রলোচনবিনাশিনি! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-প্রদান-কারিণি! আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর॥ ৫॥ হে রক্তবীজ এবং চণ্ড-মুণ্ড নামক দৈত্যগণের বিনাশকারিণি দেবি, আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর॥ ৬॥

উপর ব্রহ্মা বসিয়াছিলেন। তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য বাহির হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি বিষ্ণুকে জাগরিত করিবার জন্য মহামায়ার স্তব করেন। তখন মহামায়া বিষ্ণুর শরীর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে বর দেন।

নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৭

বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৮

অচিন্ত্য-রূপ-চরিতে সর্ব্ব শত্রু-বিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৯

নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১০

হে নিশুম্ভ-শুম্ভ-বিনাশিনি এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের মঙ্গলদায়িনি! আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ৭ ॥ হে দেবি, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমার চরণযুগল সর্ব্বদা বন্দনা করেন; তুমি সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য দান কর। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ৮ ॥ হে দেবি! তোমার রূপ ও কার্য্যসকল চিন্তার অতীত। তুমি সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া থাক। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ৯ ॥ হে চণ্ডিকে! যাহারা ভক্তিভরে সর্ব্বদা তোমাকে নমস্কার

স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১

চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪

করে তাহাদিগকে এবং তোমার চরণে প্রণত আমাকে তুমি রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর, এবং শত্রুনাশ কর ॥ ১০ ॥ হে ব্যাধিনাশিনি চণ্ডিকে! যাহারা ভক্তির সহিত তোমার স্তব করে, তুমি তাহাদিগকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং শত্রুনাশ কর ॥ ১১ ॥ হে চণ্ডিকে! তুমি সর্ব্বদা জয়লাভ কর, তুমি পাপ নাশ কর। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ১২ ॥ হে দেবি! আমাকে সৌভাগ্য, আরোগ্য, পরম সুখ দান কর; আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রু-নাশ কর ॥ ১৩ ॥ হে দেবি! তুমি আমার মঙ্গল বিধান কর, আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। আমাকে রূপ, জয় ও

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৫

সুরাসুর-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণাম্বুজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৬

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৭

দেবি প্রচণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-দৈত্যদর্প-নিসূদনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৮

যশ দান কর এবং শত্রুনাশ কর ॥ ১৪ ॥ হে দেবি! আমার শত্রুদের বিনাশ সাধন কর, আমাকে প্রচুর বল দান কর। আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ১৫ ॥ হে দেবি! দেবতা এবং দানবদের মুকুটের মণি তোমার চরণপদ্ম স্পর্শ করিতেছে। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ১৬ ॥ হে দেবি! আমাকে বিদ্বান্, যশস্বী ও শ্রীমান্ (ধনবান্) কর। আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং শত্রুনাশ কর ॥ ১৭ ॥ হে দেবি! তুমি নিজের প্রবল বাহু দ্বারা দৈত্যগণের দর্প নাশ করিয়া থাক। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং

প্রচণ্ড-দৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৯

চতুর্ভুজে চতুর্ব্বক্ত্র-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২১

হিমাচল-সুতা-নাথ-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২২

আমার শত্রুনাশ কর ॥ ১৮ ॥ হে চণ্ডিকে! তুমি অতি পরাক্রান্ত দৈত্যদের দর্প নাশ করিয়া থাক। চরণাশ্রিত আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ১৯ ॥ হে চতুর্ভুজে! হে পরমেশ্বরি! চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তোমার স্তব করেন। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ২০ ॥ হে অম্বিকে! শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির সহিত সর্ব্বদা তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ২১ ॥ হে পরমেশ্বরি! হিমালয়ের কন্যা উমার (অর্থাৎ তোমার) স্বামী শিব (ও) তোমার স্তব

ইন্দ্রাণীপতি-সদ্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৩

দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৪

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৫

করিয়া থাকেন। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ২২ ॥ হে পরমেশ্বরি! [দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীহীন হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র বহুকাল গোপনে পদ্মের মৃণালে যখন আত্মগোপন করিয়াছিলেন তখন] স্বামীর সন্ধান অর্থাৎ কোথায় আছেন তাহা জানিবার জন্য ইন্দ্র-পত্নী শচী তোমাকে পূজা করিয়াছিলেন। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর॥ ২৩ ॥ হে দেবি! তুমি ভক্তের মনে অপার আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাক। হে অম্বিকে! তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ২৪ ॥ হে দেবি! আমাকে এমন মনোরমা পত্নী প্রদান কর যে আমার মন বুঝিয়া চলে। আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর ॥ ২৫ ॥ হে গিরিসুতে! তুমি

তারিণি দুর্গ-সংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ২৬
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্॥ ২৭

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

॥ * ॥ ইত্যর্গলাস্তোত্রম্ ॥ * ॥

দুস্তর সংসার-সাগরে পতিত জীবের ত্রাণকারিণী। তুমি আমাকে রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং আমার শত্রুনাশ কর॥ ২৬॥ এই স্তব পাঠ করিয়া মহাস্তোত্র অর্থাৎ সপ্তশতীস্তব পাঠ করিতে হয়। এই ভাবে সপ্তশতীর পূজা করিলে মানব দুর্লভ বর লাভ করে॥ ২৭॥

কীলকস্তব

অস্য শ্রীকীলকমন্ত্রস্য শিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ,
শ্রীমহাসরস্বতী দেবতা, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থং
সপ্তশতীপাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ

॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-নিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥ ১
সর্ব্বমেতদ্ বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামপি কীলকম্।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জপ্যতৎপরঃ ॥ ২

অনুবাদ।—মহর্ষি মার্কণ্ডেয় নিজ শিষ্যগণকে বলিলেন—বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁহার দেহ, তিনটি বেদ যাঁহার চক্ষু, আমি কল্যাণ অর্থাৎ মোক্ষের জন্য সেই অর্দ্ধচন্দ্রধারী মহাদেবকে প্রণাম করি ॥১॥ এই মন্ত্রগুলি সপ্তশতী মন্ত্রসমূহের কীলক বা বিঘ্ন স্বরূপ (অর্থাৎ অপর কেহ অনিষ্ট কামনা করিয়া, সপ্তশতী মন্ত্র পাঠ করিলে, এই মন্ত্রগুলি দ্বারা সেই অনিষ্টের প্রতিরোধ হইবে)। যিনি ইহা সর্ব্বদা জপ করেন, তিনি মঙ্গল লাভ করেন ॥ ২॥

সিধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনি কর্ম্মাণি সকলান্যপি।
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ ॥ ৩

ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
বিনা জপ্যেন সিধ্যেত্তু সর্ব্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪

সমগ্রাণ্যপি সেৎস্যন্তি লোকে শঙ্কামিমাং হরঃ।
কৃত্বা নিয়ন্ত্রয়ামাস সর্ব্বমেবমিদং শুভম্।
স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ ॥ ৫

যঃ প্রাপ্নোতি সুপুণ্যেন তাং যথাবন্নিয়ন্ত্রিতাম্।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্ব্বমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬

ভক্তির সহিত এই স্তোত্রগুলি পাঠ করিয়া যে জন দেবীর স্তব করিবে, তাহার উচ্চাটন (অর্থাৎ শত্রুকে সমূলে বিনষ্ট বা ব্যাকুলকরণ) প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হইবে ॥ ৩ ॥ তাঁহার সিদ্ধিলাভের জন্য কোন মন্ত্র, ঔষধ বা অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই; উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য্যে যে সকল মন্ত্র জপ করিতে হয় তাহা না করিয়াও শুধু এই স্তোত্র পাঠেই সেই সকল সিদ্ধ হয় ॥ ৪ ॥ দুষ্ট লোক এই সহজ উপায়ে সকল অভিলাষ সিদ্ধ করিয়া লইবে এই আশঙ্কায় মহাদেব সমগ্র সপ্তশতী স্তবকে এই কীলক দ্বারা

কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ।
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি ॥ ৭

ইত্থংরূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্।
যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ।
সসিদ্ধঃ সগণঃ সোঽথ গন্ধর্ব্বো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৮

গোপনীয় করিয়া রাখিলেন (অন্য ব্যাখ্যা এই যে চণ্ডী পাঠে সহজে সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় কিনা লোকের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য মহাদেব সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে ইহাই কল্যাণকারক) ॥ ৫ ॥ যিনি পুণ্যফলে কীলকমন্ত্র দ্বারা সেই দেবীকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ ধ্যান করেন), তিনিও সকল কল্যাণ লাভ করেন ॥ ৬ ॥ সাধনায় বা ধ্যানে নিযুক্ত যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে বা চতুর্দ্দশীতে একমন হইয়া যথাবিধি ইহা দান অর্থাৎ পাঠ করে বা গ্রহণ অর্থাৎ শ্রবণ করে, তাহার প্রতি দেবী প্রসন্না হইয়া থাকেন। অন্য কোন কাজেই দেবী (এরূপ) প্রসন্না হন না ॥ ৭ ॥ এইরূপে কীলক স্তবপাঠে মহাদেব কর্ত্তৃক কীলিত অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ এই সপ্তশতী স্তব যে ব্যক্তি কীলকবিহীন করিয়া প্রতিদিন পাঠ করে, সে নিশ্চয় গন্ধর্ব্ব হইয়া সিদ্ধগণ এবং দেবীর অনুচরগণের সঙ্গে বাস করে ॥ ৮ ॥

ন চৈবাপাটবং তস্য ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে।
নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯

জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্বীত হ্যকুর্ব্বাণো বিনশ্যতি।
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ ১০

সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ললনাজনে।
তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং সদা ॥ ১১
শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ ॥ ১২

তাহার কোন বিষয়ে অপটুতা থাকে না, কোনও বস্তু হইতে ভয়ও হয় না। তাহার অপমৃত্যু হয় না এবং মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ এই কীলক স্তব জানিয়া বা বুঝিয়া পাঠ করিবার পর চণ্ডী পাঠ করিবে। যে ইহা না করে সে বিনষ্ট হইবে। সুতরাং পণ্ডিতগণ ইহা ভাল করিয়া জানিয়াই চণ্ডী পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ নারীগণের যে সৌভাগ্য ইত্যাদি দেখা যায়, সে সকল দেবীর অনুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে; অতএব এই স্তব সর্ব্বদা পাঠ করা উচিত ॥ ১১ ॥ এই স্তোত্র ধীরে ধীরে পাঠ করিলে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ লাভ হয়, সুতরাং ইহা অবশ্য পাঠ করিতে হয় ॥ ১২ ॥ দেবীর অনুগ্রহে ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ এবং

ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ॥ ১৩

চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ।
হৃদ্যং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ॥ ১৪

অগ্রতোঽমুং মহাদেব-কৃতং কীলকবারণম্।
নিষ্কীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ॥ ১৫

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

॥ *ইতি কীলকস্তবঃ॥**

শত্রুনাশ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং লোকে সেই দেবীর স্তব কেন না করিবে? ॥ ১৩ ॥ যে জন সর্ব্বদা দেবী চণ্ডিকাকে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহার মনের বাসনা সিদ্ধ হয় এবং দেবী সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে বাস করেন॥ ১৪ ॥ প্রথমে মহাদেব-কৃত এই বিঘ্ননিবারক কীলকস্তব পাঠ করিয়া চণ্ডী কীলক-শূন্য করিতে হয়; তাহার পর একাগ্রমনে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়॥ ১৫ ॥

ইতি কীলক-স্তবানুবাদ।

———

দেবীকবচম্ ।

অস্য দেবীকবচস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো মহিষমর্দ্দিন্যাদয়ো দেবতা দেবীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ।—ইহা বলিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে । যথা—

ওঁ কালীং রত্ননিবদ্ধনূপুরলসৎপাদাম্বুজামিষ্টদাং
কাঞ্চীরত্নদুকূলহারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্ ।

শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজাম্ উদ্‌বক্ত্র্‌পীনস্তনীম্
আবদ্ধামৃতরশ্মিরত্ন-মুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্ ॥

অন্বয়ঃ ।—ওঁ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-স্বরূপিণী) রত্ন-নিবদ্ধনূপুরলসৎপাদাম্বুজাম্ (যাঁহার পাদাম্বুজ অর্থাৎ চরণকমল দুইটি রত্নখচিত নূপুর দ্বারা শোভা পাইতেছে) কাঞ্চীরত্ন-দুকূলহারললিতাম্ (যিনি কাঞ্চী অর্থাৎ কোমরের অলঙ্কার এবং রত্নময় দুকূল অর্থাৎ বস্ত্র ও হার দ্বারা ললিতা অর্থাৎ শোভাময়ী হইয়াছেন) শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজাম্ (শূল প্রভৃতি সহস্র অস্ত্রে যাঁহার বাহুগুলি শোভিত) উদ্‌বক্ত্র-পীনস্তনীম্ (যাঁহার বদন উন্নত এবং স্তনযুগল স্থূল) আবদ্ধা-মৃতরশ্মিরত্ন-মুকুটাম্ (যাহা হইতে অমৃতরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে এমন রত্নমুকুটধারিণী) নীলাম্ (নীলবর্ণবিশিষ্টা)

ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্ (তিনটি চক্ষু দ্বারা উজ্জ্বলা) ইষ্টদাম্ (অভীষ্ট-প্রদায়িনী) মহেশপ্রিয়াম্ কালীম্ (মহেশ্বরের প্রিয়া দেবী কালীকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ।—যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন হইতে অভিন্না, যাঁহার চরণকমল রত্নখচিত নূপুর দ্বারা শোভিত, যিনি কোমরের কাঞ্চী এবং রত্নময় বস্ত্র ও হার দ্বারা শোভাময়ী হইয়াছেন, শূল প্রভৃতি সহস্র অস্ত্রে যাঁহার বাহুগুলি শোভা পাইতেছে, যাঁহার বদন উন্নত এবং স্তনযুগল স্ফীত, যিনি মস্তকে অমৃতরশ্মি-বিচ্ছুরণকারী রত্নমুকুট ধারণ করিয়াছেন, যিনি তিনটি নয়নদ্বারা উজ্জ্বলা, সেই নীলবর্ণবিশিষ্টা, অভীষ্ট-প্রদায়িনী, মহেশপ্রিয়া দেবী কালীকে আমি বন্দনা করি॥

ইহার পর কবচ পাঠ আরম্ভ, যথা—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ওঁ যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১

অনুবাদ।—ঋষি মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পিতামহ! জগতে যাহা সকল মানবের রক্ষার উপায় অথচ অতীব গোপনীয় এবং যাহা কাহারও নিকটে বলা হয় নাই, তাহা আমাকে বলুন॥ ১॥

ব্রহ্মোবাচ।

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্ব্বভূতোপকারকম্।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে ॥ ২

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥ ৩

পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ ॥ ৪

নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥ ৫

ব্রহ্মা মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পবিত্র দেবীকবচ জগতে অতি গোপনীয় এবং সকল জীবের উপকারক। তাহার বিষয় শোন ॥ ২ ॥ মহাত্মা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর এই সকল নাম উক্ত হইয়াছে। যথা—প্রথম "শৈলপুত্রী"; দ্বিতীয় "ব্রহ্মচারিণী"; তৃতীয় "চণ্ডঘণ্টা"; চতুর্থ "কুষ্মাণ্ডা"; পঞ্চম "স্কন্দমাতা"; ষষ্ঠ "কাত্যায়নী"; সপ্তম "কালরাত্রী"; অষ্টম "মহাগৌরী"; নবম "সিদ্ধিদাত্রী"; ইঁহারা নবদুর্গা নামে কথিত হইয়াছেন ॥ ৩-৫ ॥

অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতা রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬

ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখভয়ঙ্করীম্।
যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৭

প্রেতসংস্থা চ চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা।
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা ॥ ৮

নারসিংহী মহাবীর্য্যা শিবদূতী মহাবলা।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা ॥ ৯

যাহারা অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে বা যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা পীড়িত হইতেছে বা বিষম সঙ্কটে পড়িয়া ভয়ে কাতর হইয়াছে, তাহারা দেবীর শরণ লইলে তাহাদের যুদ্ধ-সঙ্কটে কিছুমাত্র অশুভ ঘটে না, এবং তাহাদের শোক, দুঃখ বা ভীতিজনক বিপদও ঘটে না। যাহারা ভক্তির সহিত সর্ব্বদা দেবীকে স্মরণ করে, তাহাদের ঐশ্বর্য্য লাভ হয় ॥৬-৭॥
প্রেতবাহনা চামুণ্ডা, মহিষবাহনা বারাহী, গজারূঢ়া ঐন্দ্রী, গরুড়বাহনা বৈষ্ণবী, মহাবীর্য্যশালিনী নারসিংহী, অতীব শক্তিশালিনী শিবদূতী, বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী, ময়ূরবাহনা

ব্রাহ্মী হংস-সমারূঢ়া সর্ব্বাভরণভূষিতা।
লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া ॥ ১০

শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা।
ইত্যেতা মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বযোগ-সমন্বিতাঃ ॥ ১১

নানাভরণ-শোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ।
শ্রেষ্ঠৈশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্ব্বা দিব্যহারপ্রলম্বিভিঃ ॥ ১২

ইন্দ্রনীলৈর্ম্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশোভনৈঃ।
দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ ॥ ১৩

শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্।
খেটকং তোমরঞ্চৈব পরশুং পাশমেব চ ॥ ১৪

কৌমারী, সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা হংসারূঢ়া ব্রাহ্মী, হস্তে পদ্মযুক্তা পদ্মাসনা হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, শ্বেতবর্ণা বৃষবাহনা ঈশ্বরী, এই মাতৃকাগণ সর্ব্বপ্রকার যোগ বা সাধনযুক্তা। তাঁহারা নানারূপ অলঙ্কারে ও রত্নে এবং শ্রেষ্ঠ মুক্তা, ইন্দ্রনীলমণি, মহানীলমণি ও পদ্মরাগমণি দ্বারা গ্রথিত আজানুলম্বিত দিব্যহারে শোভিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অতি ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে ॥ ৮—১৩॥ তাঁহারা দৈত্যগণের নাশের জন্য

কুন্তায়ুধঞ্চ খড়্গঞ্চ শার্ঙ্গায়ুধমনুত্তমম্।
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ।
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ ॥ ১৫

নমস্তেঽস্তু মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে।
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়-বিনাশিনি।
ত্রাহি মাং দেবি দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধিনি ॥ ১৬

প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণে চৈব বারাহী নৈর্ঋত্যাং খড়্গধারিণী ॥ ১৭

ও ভক্তগণের অভয়ের জন্য এবং দানবগণের দ্বারা পীড়িত দেবগণের মঙ্গলের জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, হল, মুষল, খেটক, তোমর, পরশু, পাশ, কুন্ত, খড়্গ ও অতি উত্তম ধনুঃ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৪—১৫ ॥ হে দেবি, তুমি মহারুদ্রের শক্তি-স্বরূপিণী, তুমি মহাপরাক্রমশালিনী, তুমি মহাবলধারিণী, তুমি মহোৎসাহিনী, তুমি মহাভয় অর্থাৎ ভক্তগণের মৃত্যুভয় দূর করিয়া থাক; তুমি শত্রুগণের ভয় বৃদ্ধি কর, তোমার রূপ সহজে দেখা যায় না। তুমি আমাকে রক্ষা কর। তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥ আমার পূর্ব্বদিকে দেবী ঐন্দ্রী (ইন্দ্রশক্তি), অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা, দক্ষিণে বারাহী, নৈর্ঋতকোণে

প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্ বায়ব্যাং বায়ুদেবতা।
উদীচ্যাং দিশি কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥ ১৮

ঊর্দ্ধে ব্রাহ্মী চ মাং রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডা শববাহনা ॥ ১৯

জয়া মামগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥ ২০

শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেদুমা মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা।
মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবোর্মধ্যে যশস্বিনী ॥ ২১

নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্শ্বকে।
শঙ্খিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী ॥ ২২

খড়্গধারিণী, পশ্চিমে বারুণী, বায়ুকোণে বায়ুদেবতা, উত্তরে কৌবেরী, ঈশানকোণে শূলধারিণী, ঊর্দ্ধদেশে ব্রাহ্মী, অধোদিকে বৈষ্ণবী এবং শববাহনা চামুণ্ডাদেবী আমার দশ দিক্ রক্ষা করুন ॥ ১৭-১৯ ॥ জয়াদেবী আমার সম্মুখভাগ, বিজয়া পৃষ্ঠদেশ, অজিতা বামপার্শ্ব, অপরাজিতা দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥ দ্যোতিনী আমার শিখা, উমা মস্তক, মালাধরী ললাট, যশস্বিনী দুইটি ভ্রূর মধ্যস্থল, চিত্রনেত্রা দুইটি নয়ন, যমঘণ্টা পার্শ্বদেশ, শঙ্খিনী দুইটি চক্ষুর মধ্যভাগ বা তারকা,

কপোলৌ কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে চ শঙ্করী।
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরৌষ্ঠে চ চর্চ্চিকা ॥ ২৩

অধরে চামৃতা চৈব জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী।
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠমধ্যে তু চণ্ডিকা ॥ ২৪

ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে।
কামাখ্যা চিবুকং রক্ষেদ্ বাচং মে সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ২৫

গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্দ্ধরী।
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকূবরী ॥ ২৬

খড়্গধারিণ্যুভৌ স্কন্ধৌ বাহূ মে বজ্রধারিণী।
হস্তয়োর্দ্দণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গুলীস্তথা ॥ ২৭

দ্বারবাসিনী দুইটি কর্ণ, কালিকা দুইটি গণ্ড, শঙ্করী কর্ণমূল, সুগন্ধা নাসিকা, চর্চ্চিকা ওষ্ঠ (উপরের ঠোঁট), অমৃতা অধর (নীচের ঠোঁট), সরস্বতী জিহ্বা, কৌমারী দন্তসমূহ, চণ্ডিকা কণ্ঠমধ্য, চিত্রঘণ্টা আলজিভ, মহামায়া তালুদেশ, কামাখ্যা চিবুক, সর্ব্বমঙ্গলা বাক্য, ভদ্রকালী গ্রীবাদেশ, ধনুর্দ্ধরী মেরুদণ্ড, নীলগ্রীবা কণ্ঠের বহির্ভাগ, নলকূবরী কণ্ঠনালী, খড়্গধারিণী দুইটি স্কন্ধ, বজ্রধারিণী দুইটি বাহু, দণ্ডিনী দুইটি হস্ত, অম্বিকা অঙ্গুলিসমূহ, সুরেশ্বরী নখসমূহ, নরেশ্বরী বাহুমূল,

নখান্ সুরেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষৌ রক্ষেন্নরেশ্বরী ।
স্তনৌ রক্ষেন্মহাদেবী মনঃ শোকবিনাশিনী ॥ ২৮

হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী ।
নাভৌ চ কামিনী রক্ষেদ্ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা ॥ ২৯

মেঢ্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাসিনী ।
কট্যাং ভগবতী রক্ষেদূরূ মে ঘনবাহনা ॥ ৩০

জঙ্ঘে মহাবলা রক্ষেজ্জানূ মাধবনায়িকা ।
গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে চ কৌশিকী ॥ ৩১

পাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাতাল-বাসিনী ।
নখান্ দংষ্ট্রাকরালী চ কেশাংশ্চৈবোর্দ্ধকেশিনী ॥ ৩২

মহাদেবী দুইটি স্তন, শোকবিনাশিনী মন, ললিতাদেবী হৃদয়, শূলধারিণী উদর, কামিনী নাভি, গুহ্যেশ্বরী মলদ্বার, দুর্গন্ধা জননেন্দ্রিয়, গুহ্যবাসিনী মলদ্বারের অভ্যন্তরভাগ, ভগবতী কটিদেশ, ঘনবাহনা দুইটি উরু, মহাবলা দুইটি জঙ্ঘা, মাধবনায়িকা জানুযুগল (দুই হাঁটু), নারসিংহী গুল্ফদ্বয় (দুইটি গোড়ালি), কৌশিকী পদদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ (পায়ের উপরিভাগ), শ্রীধরী পায়ের অঙ্গুলিসকল, পাতালবাসিনী পদতল, দংষ্ট্রাকরালী পায়ের নখসমূহ, ঊর্দ্ধকেশিনী কেশসমূহ,

রোমকূপাণি কৌমারী ত্বচং যোগেশ্বরী তথা।
রক্তং মাংসং বসাং মজ্জামস্থি মেদশ্চ পার্ব্বতী ॥ ৩৩

অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী।
পদ্মাবতী পদ্মকোষে কক্ষে চূড়ামণিস্তথা ॥ ৩৪

জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্ব্বসন্ধিষু।
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা ॥ ৩৫

অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্ম্মধারিণী।
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্ ॥ ৩৬

বজ্রহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা।
রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী ॥ ৩৭

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা।
আয়ূ রক্ষতু বারাহী ধর্ম্মং রক্ষতু বৈষ্ণবী ॥ ৩৮

কৌমারী লোমকূপসকল, যোগেশ্বরী ত্বক্ (চামড়া), পার্ব্বতী রক্ত, মাংস, বসা, মজ্জা, অস্থি ও মেদ, কালরাত্রী অন্ত্রসমূহ, মুকুটেশ্বরী পিত্ত, পদ্মাবতী পদ্মকোষ (ফুস্ফুস্), চূড়ামণি কক্ষ, জ্বালামুখী নখরের জ্যোতি. অভেদ্যা সমস্ত সন্ধিস্থান, ব্রহ্মাণী আমার শুক্র, ছত্রেশ্বরী ছায়া, ধর্ম্মধারিণী অহংকার, মন ও বুদ্ধি এবং কল্যাণ-শোভনা বজ্রহস্তা আমার প্রাণ, অপান,

যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু পার্ব্বতী।
গোত্রমিন্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা॥ ৩৯

পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষ্মীর্ভার্য্যাং রক্ষতু ভৈরবী।
ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্যকাং তথা॥ ৪০

মার্গং ক্ষেমঙ্করী রক্ষেদ্ বিজয়া সর্ব্বতঃ স্থিতা।
রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি দুর্গে দুর্গাপহারিণি॥ ৪১

সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্ব্বদা জপেৎ।
ইদং রহস্যং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্॥ ৪২

ব্যান, উদান ও সমান বায়ু, যোগিনী রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও গন্ধ, নারায়ণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, বারাহী আয়ুঃ, বৈষ্ণবী ধর্ম্ম, পার্ব্বতী যশঃ, কীর্ত্তি এবং লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ্, ইন্দ্রাণী গোত্র বা বংশ, চণ্ডিকা (গৃহপালিত) পশুসমূহ, মহালক্ষ্মী পুত্রসমূহ, ভৈরবী পত্নী, ধনেশ্বরী ধন, কৌমারী কন্যা, ক্ষেমঙ্করী পথ এবং বিজয়া সর্ব্বত্রই রক্ষা করুন। হে দুঃখহারিণি দেবি দুর্গে! আমার যে যে স্থান কবচ দ্বারা রক্ষিত হয় নাই সেই সকল তুমি রক্ষা কর॥ ২১-৪১॥ হে বিপ্রর্ষি! আমি তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া এই গোপনীয় কবচ বলিলাম; সর্ব্বরক্ষাকর পুণ্যজনক

দেব্যাস্তু কবচেনৈবমরক্ষিততনুঃ সুধীঃ।
পাদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ৪৩

কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে।
তত্র তত্রার্থলাভঃ স্যাদ্ বিজয়ঃ সার্ব্বকালিকঃ ॥ ৪৪

যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্নোতি লীলয়া।
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্নোত্যবিকলঃ পুমান্ ॥ ৪৫

নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্ত্যঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
ত্রৈলোক্যে চ ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্ ॥ ৪৬

এই কবচ সর্ব্বদা জপ করা উচিত ॥ ৪২ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যদি নিজের মঙ্গল কামনা করেন তবে এই কবচের দ্বারা আত্মরক্ষা না করিয়া একপাদও গমন করিবেন না ॥ ৪৩ ॥ এই কবচ দ্বারা আবৃত অর্থাৎ রক্ষিত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিবেন সেই স্থানেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং সর্ব্বদা বিজয় লাভ হইবে ॥ ৪৪ ॥ লোকে ইহার দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিবে এবং সহজেই নিজের আশানুরূপ ফল লাভ করিবে ॥ ৪৫ ॥ এই কবচ দ্বারা রক্ষিত পুরুষ ভয়শূন্য হয়, যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ত্রিভুবনে পূজিত হয় ॥ ৪৬ ॥ যে জন ত্রিসন্ধ্যায় শ্রদ্ধার সহিত একমনে দেবগণেরও দুর্লভ এই কবচ পাঠ করে, দেবী তাহার

ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৪৭

দেবী বশ্যা ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ ।
জীবেদ্ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যু-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৮

নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে লূতা-বিস্ফোটকাদয়ঃ ।
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বাপি যদ্ বিষম্ ॥ ৪৯

অভিচারাণি সর্ব্বাণি মন্ত্রযন্ত্রাণি ভূতলে ।
ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশজাঃ ॥ ৫০

বশীভূত হইয়া থাকেন ; সে ত্রিভুবনে অজেয় হইয়া একশত আট বৎসর আয়ু অর্থাৎ পূর্ণায়ুঃ লাভ করে ও তাহার অপমৃত্যু হয় না ॥ ৪৭—৪৮ ॥ যে এই কবচ দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহার পৃষ্ঠব্রণ ইত্যাদি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, তাহার প্রতি প্রাণিজ, অপ্রাণিজ ও কৃত্রিম—সর্ব্ববিধ বিষ, উচ্চাটনাদি সমস্ত অভিচার কিংবা সমস্ত মন্ত্র ও যন্ত্র, কেহ প্রয়োগ করিলে তাহা বিনষ্ট ও বিফল হয়। ভূচর, খেচর, কুলজ, উপদেশজ, সহজ, কুলিক, নাগ ও ভীষণ অন্তরীক্ষচরসমূহ, ভীষণ শব্দকারিণী ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, শাকিনী, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, কুষ্মাণ্ড ও ভৈরব ইত্যাদি

সহজাঃ কুলিকা নাগা ডাকিনী শাকিনী তথা।
অন্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ ॥ ৫১

গ্রহ-ভূত-পিশাচাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ।
ব্রহ্মরাক্ষস-বেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ।
নশ্যন্তি দর্শনাত্তস্য কবচেনাবৃতো হি যঃ ॥ ৫২

মানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিঃ পরা ভবেৎ।
যশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্ত্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ॥ ৫৩

তস্মাজ্জপেৎ সদা ভক্ত্যা কবচং কামদং মুনে।
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ।
নির্ব্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপ-সমুদ্ভবা ॥ ৫৪

যাবদ্ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্।
তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং জপকর্ত্তুর্হি সন্ততিঃ ॥ ৫৫

অপদেবতাসমূহ তাহাকে দেখিয়াই পলায়ন করে॥ ৪৯—৫২ ॥ এই কবচ দ্বারা রাজার নিকট মানবৃদ্ধি এবং তেজঃ, যশঃ ও কীর্ত্তি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে; সেইজন্য হে মুনে! অভীষ্ট প্রদান-কারী এই কবচ ভক্তির সহিত সর্ব্বদা পাঠ করিবে। প্রথমে এই কবচ পাঠ করিয়া সপ্তশতী পাঠ করিলে চণ্ডীপাঠজনিত

দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্।
সম্প্রাপ্নোতি মনুষ্যোঽসৌ মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥ ৫৬

তত্র গচ্ছতি ভক্তোঽসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি।
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ ॥ ৫৭

ওঁ ॥ ইতি বরাহ-পুরাণে শ্রীহরিহর-ব্রহ্মবিরচিতং
দেব্যাঃ কবচম্ সমাপ্তম্ ॥

ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৫২-৫৪ ॥ যে পর্য্যন্ত পর্ব্বত বন ইত্যাদির সহিত এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত জপকর্ত্তার সন্ততি বর্ত্তমান থাকিবে এবং জপকারী ব্যক্তি মহামায়ার অনুগ্রহে মৃত্যুর পর দেবগণেরও অগম্য শ্রেষ্ঠলোক বা স্থান প্রাপ্ত হইয়া শিবের সমান হইবেন। তাঁহার আর এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না ॥ ৫৫-৫৭ ॥

ইতি দেবীকবচানুবাদ।

রাত্রিসূক্ত (১)

রাত্রীতি সূক্তস্য কুশিক ঋষিঃ, রাত্রির্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠাদৌ জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১

ওর্ব্বপ্রা অমর্ত্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২

অনুবাদ।—সর্ব্বত্র দীপ্তিমতী জগতের অধীশ্বরী রাত্রি আসিতেছেন এবং আসিতে আসিতে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা (অথবা নক্ষত্ররূপ চক্ষুসমূহ দ্বারা) সমস্ত বিশ্ব দেখিতেছেন। তিনি অসীম কল্যাণ বা শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

মরণরহিতা নিত্যা রাত্রি-দেবতা বিস্তীর্ণ আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিতেছেন, সেইরূপ ক্ষুদ্র লতাগুল্ম ও উচ্চ বৃক্ষসমূহকেও আবৃত করিতেছেন। আবার অন্ধকারকে নিজের জ্যোতিতে (অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্র দ্বারা) বিনষ্ট করিতেছেন ॥ ২ ॥

নিরুস্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী ।
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩

সা নো অত্ত যস্যা বয়ং নিতে যামন্যবিক্ষহি ।
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেনমূর্ম্মে ।
অথা ন সুতরা ভব ॥ ৬

রাত্রি দেবী আসিতে আসিতে (অথবা যাইতে যাইতে) নিজ ভগিনী উষাকে প্রকাশিত করিতেছেন। অন্ধকার দূরে সরিয়া যাইতেছে ॥ ৩ ॥

সেই রাত্রি দেবী এখন আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। পাখীরা যেমন সুখে বৃক্ষে বাস করে, আমরাও সেইরূপ রাত্রির অনুগ্রহে সুখে (গৃহে) বাস করি ॥ ৪ ॥

রাত্রিদেবতার দয়ায় গ্রামবাসীরা, গো-মহিষ প্রভৃতি পশুগণ, পক্ষিসমূহ, কামার্থিগণ এবং শ্যেন (বাজ) পক্ষিগণও সুখে শয়ন করে ॥ ৫ ॥

হে দেবি রাত্রি! তুমি ব্যাঘ্রী, ব্যাঘ্র ও চোর-সকলকে দূর কর, এবং তাহার পর আমাদের সুখদায়িনী হও (অথবা আমাদের রক্ষাকারিণী হও) ॥ ৬ ॥

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭

উপ তে গা ইবকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮

॥ * ॥ ইতি রাত্রিসূক্তম্ ॥ * ॥

হে উষা (রাত্রি) দেবি! সর্ব্ববস্তুতে সুসংলগ্ন অতি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ঋণের ন্যায় তাহা দূর কর (অর্থাৎ তোমার স্তবকারিগণকে অর্থদান করিয়া যেমন তাহাদের ঋণ দূর কর সেই ভাবে) ॥ ৭ ॥

হে রাত্রিদেবতা! দুগ্ধবতী ধেনুর মত তোমাকে স্তব ইত্যাদি দ্বারা প্রসন্ন করিতেছি; হে পরমাকাশের (বা সূর্য্যের) কন্যা! আমি শত্রু জয় করিতে ইচ্ছা করি, আমার স্তব ও হবিঃ গ্রহণ কর ॥ ৮ ॥

ইতি রাত্রিসূক্তানুবাদ। (১)

রাত্রিসূক্ত (২)

ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীচক্ষুষে বায়ুঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায়াপঃ স্নেহায় মনোঽনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরম্।

ইতি সামবিধানব্রাহ্মণধৃতং রাত্রিসূক্তম্॥

অনুবাদ।—যে দেবী অসুরবধের জন্য বার বার আবির্ভূতা হন, যিনি জীবগণের সুখদায়িনী, কুমারী, ময়ূরপুচ্ছশোভিতা, হস্তে পাশ নামক অস্ত্রধারিণী, যুবতী এবং কুমারী প্রভৃতি শক্তির সমষ্টিভূতা, আমি সেই রাত্রি দেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি। [তাঁহার প্রভাবে] সূর্য্যদেব আমার চক্ষু দুইটিকে শোভাযুক্ত করিয়া রক্ষা করুন, বায়ুদেব আমার প্রাণ রক্ষা করুন, সোমদেব আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) রক্ষা করুন, জলদেব বরুণ আমার তরল পদার্থ সকল রক্ষা করুন, মনোদেব অর্থাৎ চন্দ্র আমার প্রতিজ্ঞা (বা মন) রক্ষা করুন এবং পৃথিবী আমার শরীর রক্ষা করুন।

ইতি রাত্রিসূক্তানুবাদ। (২)

দেবীপুরাণোক্ত দেবীর বাহন সিংহের ধ্যান

শ্রীবায়াং মধুসূদনোঽস্য শিরসি শ্রীনীলকণ্ঠঃ স্থিতঃ
শ্রীদেবী গিরিজা ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে শারদা।
ষড়্‌বক্ত্রো মণিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্তু পার্শ্বস্থিতাঃ
কর্ণৌ যস্য তু চাশ্বিনৌ স ভগবান্ সিংহো
মমাস্ত্বিষ্টদঃ ॥ ১

যন্নেত্রে শশিভাস্করৌ বসুকুলং দন্তেষু যস্য স্থিতং
জিহ্বায়াং বরুণস্তু হুঙ্কৃতিরিয়ং শ্রীচর্চ্চিকা চণ্ডিকা।
গণ্ডৌ যক্ষযমৌ তথৌষ্ঠযুগলং সন্ধ্যাদ্বয়ং পৃষ্ঠকে
বজ্রী যস্য বিরাজতে স ভগবান্ সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ॥ ২

অনুবাদ।—যাঁহার গলদেশে বিষ্ণু, মস্তকে মহাদেব, ললাটে (কপালে) দেবী গিরিসুতা বা পার্ব্বতী, বক্ষঃস্থলে (বুকে) দেবী শারদা অর্থাৎ দুর্গা, মণিবন্ধে (হাতের কব্জিতে) কার্ত্তিকেয়, দুই পার্শ্বে নাগসমূহ, কর্ণ দুইটিতে অশ্বিনীকুমার যুগল, সেই ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদিযুক্ত সিংহ আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ১ ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার দুইটি চক্ষু, যাঁহার দন্তগুলিতে বসুগণ অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার জিহ্বাতে বরুণ, গর্জ্জনে শ্রীদুর্গা চণ্ডিকা, দুইটি গণ্ডে (গালে) যক্ষ ও যম, দুইটি ওষ্ঠে (ঠোঁটে)

গ্রীবাসন্ধিষু সপ্তবিংশতিমিতান্যৃক্ষাণি সাধ্যা হৃদি
প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমোঽস্য তু মহাক্রৌর্য্যে সমাঃ
পূতনাঃ।

প্রাণে যস্য তু মাতরঃ পিতৃকুলং যস্যাস্ত্যপানাত্মকং
রূপে শ্রীকমলা কচেষু বিমলা তে স্যু রবে রশ্ময়ঃ ॥ ৩

দুই সন্ধ্যাদেবী এবং পৃষ্ঠে বজ্রধারী ইন্দ্র অবস্থিত সেই ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদিযুক্ত সিংহ আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ২ ॥

সেই সিংহের গলদেশের সন্ধিগুলিতে সাতাশটি নক্ষত্র, হৃদয়ে সাধ্য নামক দেবগণ বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার তমঃ অর্থাৎ তামসিক ভাবের প্রকাশ তাঁহার অত্যধিক নিষ্ঠুরতায়; সেই তমঃ বা অজ্ঞান মূর্ত্তিমতী মহাক্রূরতার (অতীব নিষ্ঠুরতার) তুল্য (শ্রীকৃষ্ণকে বিষলিপ্তস্তন্যদানকারিণী) পূতনা। যাঁহার প্রাণবায়ুতে মাতৃগণ, অপানবায়ুতে পিতৃগণ, রূপে বা আকৃতিতে দেবী কমলা (লক্ষ্মী) এবং সূর্য্যের কিরণতুল্য কেশরগুলিতে দেবী বিমলা বিরাজ করিতেছেন (সেই সিংহ আমার ইষ্টদ হউন) ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রথম চরিত

মধুকৈটভ-বধ

ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ দেব্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্যাসায় নমঃ, ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ঋষ্যাদিন্যাস

প্রথমচরিতস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, মহাকালী দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, নন্দা শক্তিঃ, রক্তদন্তিকা বীজম্, অগ্নিস্তত্ত্বম্, ঋগ্বেদঃ স্বরূপম্, শ্রীমহাকালীপ্রীত্যর্থং প্রথমচরিতজপে বিনিয়োগঃ ।

মহাকালীর ধ্যান

ওঁ খড়্‌গং চক্রগদেষু-চাপ-পরিঘান্ শূলং ভূশুণ্ডীং শিরঃ,
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।

যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্য-পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাম্॥

অনুবাদ।—যিনি হাতে খড়্গ, চক্র, গদা, ধনুক, বাণ, পরিঘ (লগুড় বা লাঠি), শূল, ভুশুণ্ডী নামক অস্ত্র, নরমুণ্ড ও শঙ্খ ধারণ করেন, যাঁহার চক্ষু তিনটি, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভূষণে (অলঙ্কারে) শোভিত, যাঁহার শরীরের জ্যোতিঃ নীলকান্ত মণির মত, যাঁহার দশটি বদন ও দশটি চরণ, হরি যোগনিদ্রামগ্ন থাকার সময়ে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাকালীর সেবা বা উপাসনা করিতেছি।

প্রথম চরিতের আখ্যানাংশ

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় শিষ্য ভাগুরিকে বলিলেন—সূর্য্যের পুত্র অষ্টম মনুর * নাম সাবর্ণি। তিনি দ্বিতীয় মনু

---

* ব্রহ্মার এক একটি দিনে সৃষ্টি এবং এক একটি রাত্রিতে প্রলয় ঘটে। এই দিনরাত্রিকে এক একটি কল্প বলে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর

স্বারোচিষের রাজত্বকালে চৈত্রবংশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সুরথ। প্রজাদিগকে তিনি নিজ সন্তানের মত পালন করিতেন। তাঁহার কোলা নামক যে একটি অতিরিক্ত রাজধানী ছিল যবনজাতীয় রাজগণ তাহা অধিকার করিয়া ফেলাতে, তিনি নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সেখানেও মন্ত্রীরা সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার রাজ্য, অর্থ, সৈন্য ইত্যাদি অধিকার করিল। তখন তিনি একটি ঘোড়ায় চড়িয়া মনের দুঃখে বনে চলিয়া গেলেন। বনে গিয়া তিনি একটি অতি সুন্দর তপোবন দেখিতে পাইলেন। তাহা মেধা (মেধস্) নামক মুনির আশ্রম। মুনি তাঁহাকে আদর করিয়া তপোবনে থাকিতে বলিলেন।

সেই শান্ত তপোবনে থাকিয়াও কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি

ও কলি এই চারি যুগে এক দিব্যযুগ। এক হাজার দিব্যযুগে ব্রহ্মার এক এক দিন বা সৃষ্টিকল্প। প্রতি সৃষ্টিকল্পে পর পর চৌদ্দজন মনু রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নাম যথা—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। এখন সপ্তম মন্বন্তর অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর রাজত্ব চলিয়াছে। ইহার পরই দেবী মহামায়ার বরে দ্বিতীয় মন্বন্তরের সুরথ নামক একজন রাজা সাবর্ণি নামে পুনরায় জন্মলাভ করিয়া অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন। সেই সুরথের কাহিনী দ্বারাই দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীগ্রন্থের আরম্ভ।

নাই। তিনি শুধু ভাবেন তাঁহার সেই ধন জন সৈন্য রাজধানী ইত্যাদির কথা। এইরূপে রাজা সুরথ কত কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময় সমাধি নামক এক বৈশ্য অতি বিষণ্ণ মনে ও ম্লানমুখে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার নামধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈশ্য বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীপুত্র সকলে মিলিয়া তাঁহার বিষয়সম্পদ্ সব আত্মসাৎ করিয়াছে এবং বাড়ী হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে; অথচ তিনি তাহাদের কথা ভুলিতে পারিতেছেন না, তাহাদের প্রতি মমতায় তিনি কাতর হইতেছেন। রাজা সুরথ দেখিলেন তাঁহার অবস্থা এবং বৈশ্য সমাধির অবস্থা একই রকম। কাজেই দুইজনে মিলিয়া ঋষি মেধার নিকট গেলেন এবং যাহারা তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের প্রতি দুইজনই কিজন্য মমতায় অধীর হইতেছেন সেই কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঋষি মেধা বলিলেন যে, শুধু মানুষ নয়, এমন কি ইতর প্রাণীরাও যে স্নেহ, মমতা এবং মোহের বশীভূত হইতেছে, তাহা মহামায়ার প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহারই মায়ায় জীব তাঁহাকে বা পরম সত্য বস্তুকে ভুলিয়া পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী বস্তুসকলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সংসারের মায়ামমতার বন্ধনের তিনিই কারণ। অথচ ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহারই দয়ায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। তিনি একাধারে অবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী সনাতনী পরমেশ্বরী।

রাজা সুরথ তখন সেই দেবী মহামায়া বা যোগনিদ্রা কিরূপে আবির্ভূতা হন, কেমন তাঁহার কার্য্য ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর মেধা বলিতে লাগিলেন—

এই বিশ্বসংসার দেবী মহামায়ারই মূর্ত্তি, তিনি চিরকালই আছেন ও থাকিবেন; তবে কখনও প্রকাশ্যভাবে, কখনও বা অপ্রকাশ্য-ভাবে। তাঁহার আবির্ভাব নানাভাবে নানা সময়ে হইয়াছে এবং হইবে।

মহাপ্রলয়ে বিশ্বসংসার যখন প্রলয়-সাগরে ডুবিয়া যায়, তখন ভগবান্ বিষ্ণু সেই সাগরজলে অনন্তনাগের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রায় বিভোর ছিলেন। তাঁহার নাভি হইতে উৎপন্ন একটি পদ্মফুলের উপর ব্রহ্মা বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দুই ভীষণ দৈত্য জন্মিয়া ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন ব্রহ্মা কি করিবেন! স্বয়ং বিষ্ণু ছাড়া এই দুই দানবকে কে সংহার করিবে? তিনি বুঝিলেন যে দেবী মহামায়া নিদ্রারূপে স্বয়ং ভগবান্‌কে বিভোর করিয়া রাখিয়াছেন। সেইজন্য তিনি দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুর চোখ, মুখ, বুক, নাক ইত্যাদি হইতে সেই দেবী যোগনিদ্রা বাহির হইলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

যোগনিদ্রা যখন বিষ্ণুকে ছাড়িয়া গেলেন, তখন বিষ্ণু জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন—দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে যাইতেছে। তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ চলিল। তখন মহামায়ার মায়ায় দুই দৈত্য স্বয়ং ভগবান্‌কে

না চিনিয়া গর্ব্বভরে বলিল—"তুমি আমাদের নিকট কি বর চাও?" বিষ্ণু বলিলেন—"তোমরা আমার হাতে মর, আমি এই বর চাই।"

দৈত্য দুইটি তখন নিজেদের মূর্খতা বুঝিয়া ও সেই মূর্খতার জন্যই যে বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল, দেখিল জল ছাড়া কোথাও কিছু নাই। তখন তাহারা বলিল—"হাঁ, তোমার যুদ্ধে যখন সন্তুষ্ট হইয়াছি, তখন তোমার হাতে মরিতে আপত্তি নাই, তবে জলে নয়, জল ছাড়া অন্য কোন স্থান থাকিলে সেইখানে আমাদিগকে বধ করিতে পার।"

বিষ্ণু মধুকৈটভের কথা শুনিয়া নিজের উরুর উপরে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া, চক্রদ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। [মধুকৈটভের মেদ হইতে মেদিনী বা পৃথিবীর উৎপত্তি হইল।]

এইভাবে ব্রহ্মার স্তবে একবার দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

[মধ্যম চরিতের সারাংশ দ্রষ্টব্য]

———

প্রথম অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ১

ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদগদতো মম ॥ ২

অন্বয়ঃ।—মার্কণ্ডেয় উবাচ (ঋষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন) সূর্য্যতনয়ঃ সাবর্ণিঃ (সূর্য্যদেবের পুত্র সাবর্ণি) যঃ অষ্টমঃ মনুঃ কথ্যতে (যিনি অষ্টম মনু বলিয়া কথিত হন) বিস্তরাৎ গদতো মম (আমি বিস্তারিতভাবে বলিতেছি, আমার নিকট) তদুৎপত্তিং (তাঁহার জন্মকাহিনী) নিশাময় (শোন) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ।—মার্কণ্ডেয় ঋষি নিজের শিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলিলেন—

সূর্য্যদেবের পুত্র সাবর্ণি (সবর্ণা বা ছায়ার গর্ভজাত) অষ্টম মনু বলিয়া কথিত আছেন, আমার নিকট তাঁহার জন্মকাহিনী শোন, আমি বিস্তারিতভাবে বলিতেছি ॥ ১-২ ॥

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ৩

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—স মহাভাগঃ (সেই মহা-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন) রবেস্তনয়ঃ সাবর্ণিঃ (সূর্য্যপুত্র সাবর্ণি) মহামায়ানুভাবেন (মহামায়ার প্রভাবে বা দয়ায়) যথা (যেরূপে) মন্বন্তরাধিপো বভূব (মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন) [তৎ নিশাময়—তাহা শোন] ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—সেই মহা-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন সূর্য্যপুত্র সাবর্ণি মহামায়ার দয়ায় যেরূপে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন [তাহাও বলিতেছি শোন] ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—পূর্ব্বং (পূর্ব্বে) স্বারোচিষে অন্তরে (স্বারোচিষ নামক মনুর অধিকারকালে) চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ (স্বারোচিষের বড় ছেলে চৈত্রের বংশে জাত) সুরথো নাম (সুরথ নামে) সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে (সারা পৃথিবীতে) রাজা অভূৎ (রাজা হইয়াছিলেন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বে স্বারোচিষ নামক মনুর অধিকারসময়ে [তাঁহার বড় ছেলে] চৈত্রের বংশে জাত সুরথ সমস্ত পৃথিবীতে রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

মধুকৈটভ-বধ

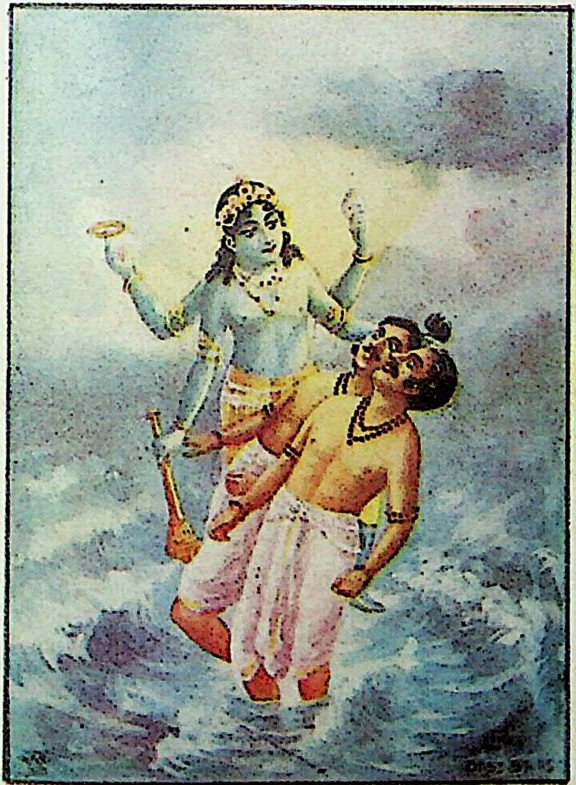

নিজের উরুদেশে রাখিয়া চক্রদ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন ॥১০০-১০১॥ [পৃষ্ঠা—১১১

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৫

তস্য তৈরভবদ্‌যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—ঔরসান্ পুত্রানিব (নিজের ছেলেদের মত) প্রজাঃ (প্রজাদিগকে) সম্যক্ (উত্তমরূপে) পালয়তঃ তস্য (পালনকারী তাঁহার) তথা কোলাবিধ্বংসিনো ভূপাঃ (সেই যবনরাজগণ) শত্রবো বভূবুঃ (শত্রু হইয়াছিল)॥ ৫

টীকা।—'কোলাবিধ্বংসী' শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে—'কোলা' ছিল রাজা সুরথের প্রধান রাজধানী ছাড়া আর একটি রাজধানী। সেই শত্রু রাজারা প্রথমে সেই রাজধানীটি ধ্বংস করে বলিয়া তাহারা কোলাবিধ্বংসী। অথবা 'কোল' শব্দের অর্থ শূকর সুতরাং কোলাবিধ্বংসী=শূকর বধকারী অর্থাৎ যবন।

অনুবাদ।—তিনি প্রজাগণকে নিজের ছেলের মত পালন করিতেন। [সেই সময়ে] যবন রাজগণ তাঁহার শত্রু হইয়াছিল॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অতিপ্রবলদণ্ডিনঃ তস্য (যাহারা অত্যন্ত বলশালী তাহাদিগকেও যিনি শাসন করিতে পারেন এমন যে রাজা সুরথ তাঁহার) তৈঃ (তাহাদের সঙ্গে) যুদ্ধম্ অভবৎ

ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৭

(যুদ্ধ হইল)। সঃ (তিনি) যুদ্ধে ন্যূনৈঃ অপি (অল্প বলশালী হইলেও) কোলাবিধ্বংসিভিঃ তৈঃ (সেই যবনদের দ্বারা) জিতঃ (পরাজিত হইলেন) ॥ ৬

টীকা।—'প্রবলদণ্ডী' শব্দের নানা রকম অর্থ হয়, যেমন (১) যিনি প্রবলকেও দণ্ড দিতে পারেন, (২) প্রবল দণ্ড অর্থাৎ হস্তী-রথ ইত্যাদি যাঁহার, (৩) প্রবল দণ্ড অর্থাৎ দমন বা শাসন যাঁহার ॥ ৬

অনুবাদ।—[তখন] সেই শত্রুদের সঙ্গে অতিপ্রবলকেও যিনি শাস্তি দিতে পারেন সেই সুরথের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যবন রাজারা সুরথ অপেক্ষা হীনবল (অর্থাৎ যাহাদের সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি কম) হইয়াও যুদ্ধে সুরথ রাজাকে পরাজিত করিল ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) স্বপুরম্ (নিজ রাজধানীতে) আয়াতঃ [সন্] (আসিয়া) নিজদেশাধিপঃ (নিজ দেশের অধিপতি) অভবৎ (হইলেন)। স মহাভাগঃ (সেই মহাভাগ) তদা (তখন) তৈঃ প্রবলারিভিঃ (সেই সকল প্রবল শত্রুদ্বারা) আক্রান্তঃ (আক্রান্ত হইলেন) ॥ ৭

অমাত্যৈর্ব্বলিভির্দ্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ॥ ৮

টীকা।—রাজা সুরথ যখন সারা পৃথিবীর রাজা ছিলেন তখন তাঁহার রাজধানী ছিল কোলা। সেই রাজধানী শত্রুরা অধিকার করিবার পর তিনি নিজের পৈতৃক রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন।

মহাভাগ=(১) যাঁহার ভাগ অর্থাৎ ভাগ্য বা ঐশ্বর্য্য বিপুল, (২) যাঁহার অধীনে ভাগ অর্থাৎ সামন্ত রাজা অনেক।

অনুবাদ।—তারপর রাজা সুরথ নিজ (পৈতৃক) রাজধানীতে আসিয়া নিজ দেশের রাজা হইলেন। তখনও প্রবল শত্রুরা আসিয়া সেই মহাভাগকে আক্রমণ করিল॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন, পরে) তত্র স্বপুরে অপি (সেই নিজ রাজধানীতেও) দুরাত্মভিঃ দুষ্টৈঃ বলিভিঃ (অধর্ম্মাচারী দুষ্টমতি অথচ প্রবল) অমাত্যৈঃ (মন্ত্রীদের দ্বারা) দুর্ব্বলস্য [তস্য] (সেই বলহীন বা অসহায় রাজার) কোষঃ (ধনাগার) বলঞ্চ (এবং হস্তী রথ সৈন্য ইত্যাদি) অপহৃতম্ (অপহৃত হইল)॥ ৮

অনুবাদ।—পরে নিজ রাজধানীতেও পাপাশয়, লোভী (অথচ) বলশালী মন্ত্রীদের দ্বারা দুর্ব্বল সুরথ রাজার ধনাগার ও সৈন্য সকল অপহৃত বা অধিকৃত হইল॥ ৮

তেতো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥ ৯

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—ততঃ স ভূপতিঃ (তখন সেই রাজা) হৃতস্বাম্যঃ [সন্] (রাজ্যাধিকার হারাইয়া) হয়ম্ (ঘোড়ায়) আরুহ্য (চড়িয়া) মৃগয়াব্যাজেন (শিকার করিবার ছলে) একাকী গহনং বনং (একা গভীর বনে) জগাম (চলিয়া গেলেন)॥ ৯

অনুবাদ।—রাজ্যাধিকার হারাইয়া সেই রাজা সুরথ একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিবার ছলে গভীর বনে চলিয়া গেলেন॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সঃ (তিনি) তত্র (সেখানে) দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ (দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধার) প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং (শান্ত হিংস্র পশুসকলে পূর্ণ) মুনিশিষ্যোপশোভিতং (মুনির শিষ্যদের দ্বারা শোভিত) আশ্রমম্ (তপোবন) অদ্রাক্ষীৎ (দেখিতে পাইলেন)॥ ১০

টীকা।—প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণম্—তপস্যার প্রভাবে মুনিবর মেধার আশ্রমে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল হিংসা ভুলিয়া গিয়া শান্তভাবে চলাফিরা করিতেছিল। 'মুনিশিষ্য'

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১১

শব্দের দুই অর্থ হয়—(১) মুনি মেধার শিষ্য, (২) মননশীল অর্থাৎ বেদপাঠে নিরত শিষ্য ॥ ১০

অনুবাদ।—তিনি সেখানে বেদপাঠে নিরত শিষ্যদের দ্বারা শোভিত, শান্তভাবপ্রাপ্ত হিংস্র জন্তুদের দ্বারা পূর্ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধার আশ্রম দেখিতে পাইলেন ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সঃ (তিনি) তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে (সেই মুনিবরের আশ্রমে) তেন মুনিনা (সেই মুনির দ্বারা) সৎকৃতঃ (পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা সম্মানিত) [সন্=হইয়া] ইতশ্চেতশ্চ বিচরন্ (এদিকে ওদিকে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ পায়চারি করিয়া) কঞ্চিৎ কালম্ (কিছু কাল) তস্থৌ (অবস্থান করিলেন, রহিলেন) ॥ ১১

অনুবাদ।—তিনি সেই মুনিবরের আশ্রমে মুনির দ্বারা সমাদৃত হইলেন (অর্থাৎ মুনি তাঁহাকে অতিথির প্রতি যেরূপ আদর-আপ্যায়ন করা উচিত তাহা করিলেন)। তাহার পর তিনি (সুরথ) এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিয়া কিছু সময় সেখানে রহিয়া গেলেন ॥ ১১

সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ১২

মৎপূর্ব্বৈঃ লালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।

মদ্‌ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥ ১৩

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।

মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—স তত্র তদা (তিনি তখন সেখানে) মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ [সন্] (মমতার বশীভূত হইয়া) অচিন্তয়ৎ (ভাবিতে লাগিলেন) ॥ ১২

অনুবাদ।—তখন সেইখানে রাজা মমতার বশীভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হি (হায়) মৎপূর্ব্বৈঃ (আমার পূর্ব্বপুরুষদের দ্বারা) লালিতং (রক্ষিত) ময়া হীনং (আমার দ্বারা পরিত্যক্ত) তৎপুরং (সেই রাজধানী) অসদ্বৃত্তৈঃ তৈঃ মদ্ভৃত্যৈঃ (আমার সেই দুরাচার কর্ম্মচারীদের দ্বারা) ধর্ম্মতঃ (ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে) পাল্যতে ন বা (পালিত হইতেছে কিনা) ॥ ১৩ ॥ সঃ (সেই) মে (আমার) প্রধানঃ (শ্রেষ্ঠ) সদামদঃ শূরহস্তী (সর্ব্বদা মদরস ক্ষরণকারী শূরনামক হস্তী) মম বৈরিবশং যাতঃ [সন্] (আমার শত্রুদের হাতে পড়িয়া) কান্ ভোগান্ (কেমন আদরযত্ন ইত্যাদি) উপলপ্স্যতে (পাইতেছে) ন জানে (জানি না) ॥ ১৪

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্॥ ১৫

অসম্যগ্‌ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি॥ ১৬

টীকা।—মদ শব্দের অর্থ—অত্যন্ত আনন্দ উৎসাহ ইত্যাদির জন্য হাতীর গালে যে রস বাহির হয়।

অনুবাদ।—আমার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে যাহা রক্ষা করিয়াছেন এবং এখন আমি যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি—আমার সেই রাজধানী এখন আমার পাপাশয় ভৃত্যেরা কি ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে পালন করিতেছে॥ ১৩॥ জানি না আমার সেই শ্রেষ্ঠ শূরনামক হাতী যে সর্ব্বদা মদক্ষরণ করিত, সে শত্রুদের হাতে পড়িয়া কেমন ভোগ অর্থাৎ আদরযত্ন পাইতেছে॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—যে (যাহারা) নিত্যং (সর্ব্বদা) প্রসাদধন-ভোজনৈঃ (অনুগ্রহ, অর্থ, ভোজন ইত্যাদি পাইয়া) মম অনুগতাঃ (আমার বাধ্য ছিল) অদ্য তে (আজ তাহারা) অন্যমহীভৃতাম্ (অন্য রাজাদের) অনুবৃত্তিং (সেবা) ধ্রুবম্ (অবশ্যই) কুর্ব্বন্তি (করিতেছে)॥ ১৫॥ অসম্যগ্‌ব্যয়শীলৈঃ (যাহারা অমিতব্যয়ী) সততং ব্যয়ং কুর্ব্বদ্ভিঃ তৈঃ (সর্ব্বদা অর্থ ব্যয় করে এমন তাহাদের দ্বারা) অতিদুঃখেন সঞ্চিতঃ

এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ॥ ১৭

স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে॥ ১৮

(আমার দ্বারা বহুকষ্টে সঞ্চিত) স কোষঃ (সেই ধনভাণ্ডার বা রাজকোষ) ক্ষয়ং গমিষ্যতি (নিঃশেষ হইয়া যাইবে)॥ ১৬

অনুবাদ।—যাহারা সব সময় আমার নিকট হইতে দয়া, টাকাকড়ি ও খাদ্যদ্রব্য পাইয়া আমার বাধ্য ছিল, এখন তাহারা নিশ্চয়ই অন্য রাজাদের সেবা করিতেছে॥১৫॥ সর্ব্বদা নানারকমের অসৎ কার্য্যে ব্যয়পরায়ণ তাহাদের দ্বারা আমার বহুকষ্টে সঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেষ হইয়া যাইবে॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—পার্থিবঃ (রাজা) এতচ্চ অন্যচ্চ (এই সকল কথা এবং আরও কত কি) সততম্ (অনবরত) চিন্তয়ামাস (ভাবিতে-ছিলেন); হে বিপ্র (হে ভাগুরি)! তত্র আশ্রমাভ্যাসে (সেই আশ্রমের কাছে) সঃ (তিনি) একং বৈশ্যং দদর্শ (একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন)॥ ১৭

অনুবাদ।—হে ভাগুরি! রাজা এই সকল কথা এবং আরও কত কি চিন্তা করিতেছিলেন। (এমন সময়) তিনি আশ্রমের কাছে এক বৈশ্যকে দেখিলেন॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—তেন (তাঁহার দ্বারা) সঃ (সেই বৈশ্য) পৃষ্টঃ

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্॥ ১৯

জিজ্ঞাসিত হইল)। ভোঃ (হে মহাশয়) কস্ত্বম্ (আপনি কে) অত্র আগমনে (এখানে আসার) কঃ হেতুঃ (কি কারণ) কস্মাৎ (কেন) ত্বং (আপনি) সশোক ইব (শোকাকুলের ন্যায়) দুর্মনা ইব (বিষণ্ণের মত) লক্ষ্যসে (লক্ষিত হইতেছেন)॥ ১৮

অনুবাদ।—রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কে? এখানে আসিবার কারণ কি? আপনাকে শোকাকুল ও মনে বেদনাযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?" ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—সঃ বৈশ্যঃ (সেই বৈশ্য) তস্য ভূপতেঃ (সেই রাজার) ইতি প্রণয়োদিতং বচঃ (এইরূপ প্রীতিপূর্ণ কথা) আকর্ণ্য (শুনিয়া) প্রশ্রয়াবনতঃ [সন্] (বিনয়ে অবনত হইয়া) তং নৃপং (সেই রাজাকে) প্রত্যুবাচ (উত্তর করিলেন)॥ ১৯

অনুবাদ।—সেই বৈশ্য রাজার এইরূপ প্রীতিপূর্ণ কথা শুনিয়া বিনয়াবনত ভাবে (অর্থাৎ বিনয়ের সহিত) প্রত্যুত্তর করিলেন॥ ১৯

বৈশ্য উবাচ ॥ ২০

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ২১

বিহীনশ্চ ধনৈর্দ্দারৈঃ পুত্ৰৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ :—বৈশ্য উবাচ (বৈশ্য বলিলেন) ॥ ২০ ॥ অহম্ (আমি) ধনিনাং কুলে (ধনীদের বংশে) উৎপন্নঃ (জন্মিয়াছি, জাত) সমাধিঃ নাম বৈশ্যঃ (সমাধি নামে বৈশ্য)। ধনলোভাৎ (অর্থলোভে) অসাধুভিঃ পুত্রদারৈঃ (অসৎপ্রবৃত্তি স্ত্রীপুত্রদের দ্বারা) নিরস্তশ্চ (বিতাড়িত হইয়াছি) ॥ ২১

অনুবাদ।—বৈশ্য বলিলেন—আমি ধনীদের বংশে জাত বৈশ্য, নাম সমাধি। অসৎপ্রকৃতি স্ত্রীপুত্রেরা ধনলোভে লুব্ধ হইয়া আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে ॥ ২০-২১

অন্বয়ঃ।—মে ধনম্ আদায় (আমার টাকাকড়ি আত্মসাৎ করিয়া) ধনৈঃ (ধনযুক্ত) পুত্ৰৈঃ দারৈঃ (পুত্রপত্নীদের দ্বারা) বিহীনঃ (পরিত্যক্ত), আপ্তবন্ধুভিঃ (এবং নিজজন ও বন্ধুদের দ্বারা উপেক্ষিত বা বিতাড়িত হইয়া) দুঃখী [সন্] (দুঃখিত হইয়া) বনমভ্যাগতঃ (বনে আসিয়াছি) ॥ ২২

অনুবাদ।—আমার ধন আত্মসাৎ করিয়া ধনবান্ স্ত্রীপুত্রেরা আমাকে পরিত্যাগ করিলে এবং নিজজন ও বন্ধুগণ আমাকে

সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ ২৩

কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্।
কথন্তে কিন্নু সদ্বৃত্তা দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥ ২৪

বিতাড়িত করিয়া দিলে দুঃখিত মনে আমি বনে আসিয়াছি ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—সোঽহম্ (সেই আমি) অত্র সংস্থিতঃ (এখানে থাকিয়া) পুত্রাণাং (পুত্রদের) স্বজনানাং (নিজজনদের) দারাণাঞ্চ (এবং পত্নীদের) কুশলাকুশলাত্মিকাং (ভালমন্দ-বিষয়ক) প্রবৃত্তিং (সংবাদ) ন বেদ্মি (জানিতে'ছি না) ॥ ২৩

অনুবাদ।—সেই আমি এখানে থাকিয়া স্ত্রী, পুত্র এবং স্বজনগণের ভালমন্দের সংবাদ জানিতে পারিতেছি না ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—সাম্প্রতম্ (এখন) তেষাং গৃহে (তাহাদের গৃহে) ক্ষেমং কিং নু (ভালই হইতেছে) অক্ষেমং কিং নু (অথবা মন্দই হইতেছে)? মে সুতাঃ (আমার ছেলেরা) কথম্ (কেমন আছে)? সদ্বৃত্তাঃ কিং নু (সৎপথে চলিতেছে)? দুর্ব্বৃত্তাঃ কিং নু (অথবা অসৎপথে চলিতেছে) ॥ ২৪

অনুবাদ।—এখন গৃহে তাহাদের শুভ কি অশুভ হইতেছে? আমার ছেলেরা কেমন আছে? তাহারা সৎপথে চলিতেছে কি অসৎপথে চলিতেছে (তাহাও জানিতে পারিতেছি না)॥ ২৪

রাজোবাচ ॥ ২৫

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২৬

বৈশ্য উবাচ ॥ ২৭

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—রাজা উবাচ (রাজা বলিলেন)—ধনৈঃ লুব্ধৈঃ (ধনে লুব্ধ) যৈঃ পুত্রদারাদিভিঃ (যে পত্নী পুত্র দ্বারা) ভবান্ নিরস্তঃ (আপনি বিতাড়িত হইয়াছেন), তেষু (তাহাদের প্রতি) ভবতো মানসম্ (আপনার মন) কিং (কেন) স্নেহ-মনুবধ্নাতি (স্নেহযুক্ত হইতেছে) ॥ ২৫-২৬

অনুবাদ।—রাজা বলিলেন—আপনি ধনলোভী যে স্ত্রীপুত্রাদির দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনার মন কি জন্য স্নেহপ্রবণ হইতেছে? ॥ ২৫-২৬

অন্বয়ঃ।—বৈশ্য উবাচ (বৈশ্য বলিলেন)—ভবান্ (আপনি) অস্মদ্গতম্ (আমার বিষয়ে) বচঃ এতদ্ (এই কথা) যথা প্রাহ (যাহা বলিতেছেন) এবম্ (তাহা ঠিকই)। [কিন্তু] মম মনঃ (আমার মন) নিষ্ঠুরতাং ন বধ্নাতি (নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না) কিং করোমি (কি করিব) ॥ ২৭-২৮

যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥ ২৯

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥ ৩০

অনুবাদ।—বৈশ্য বলিলেন—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তা ঠিকই বটে ; কিন্তু আমার মন নিষ্ঠুর হইতেছে না, আমি কি করিব ? ॥ ২৭-২৮

অন্বয়ঃ।—ধনলুব্ধৈঃ যৈঃ (যে ধনলোভীদের দ্বারা) পিতৃস্নেহম্ (পিতার প্রতি ভালবাসা) পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ (স্বামী এবং নিজ জনের প্রতি ভালবাসা) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) [অহং] নিরাকৃতঃ (আমি বিতাড়িত হইয়াছি) তেষু এব (তাহাদের প্রতিই) মে মনঃ (আমার মন) হার্দ্দি (অনুরক্ত) ॥ ২৯

অনুবাদ।—যাহারা (অর্থাৎ আমার যে পুত্র, পত্নী ও বন্ধুগণ) ধনলোভে পিতার প্রতি ভালবাসা, স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুর প্রতি ভালবাসা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বিতাড়িত করিল, তাহাদের প্রতি আমার মন অনুরক্ত ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—হে মহামতে (মহাশয়)! বিগুণেষু অপি বন্ধুষু (গুণহীন নিজ জনের প্রতিও) চিত্তং (মন) যৎ প্রেমপ্রবণং (যে স্নেহপ্রবণ হয়) এতৎ কিম্ (ইহা কি বা

তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥ ৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ৩২

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ॥ ৩৩

কেমন) জানন্ অপি ন অভিজানামি (বুঝিয়াও বুঝিতেছি না)॥ ৩০

অনুবাদ।—মহাশয়! গুণহীন (অর্থাৎ নিজের অনিষ্টকারী) নিজ জনের প্রতি যে মন স্নেহপ্রবণ হইতেছে [ইহা কিরূপ তাহা বুঝিতেছি না]॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—তেষাং কৃতে (তাহাদের জন্য) মে নিশ্বাসাঃ (আমার দীর্ঘশ্বাস) দৌর্ম্মনস্যঞ্চ (ও মনের দুঃখ) জায়তে (হইতেছে)। অপ্রীতিষু তেষু (প্রীতিশূন্য তাহাদের প্রতি) মনঃ যৎ নিষ্ঠুরং ন ভবতি (মন যে নিষ্ঠুর হইতেছে না), কিং করোমি (কি করিব)॥ ৩১

অনুবাদ।—আমার এই দীর্ঘনিশ্বাস ও মনঃকষ্ট তাহাদের জন্যই হইতেছে। তাহারা (অর্থাৎ আমার পুত্র পত্নী প্রভৃতি) আমাকে ভালবাসে না, তবু তাহাদের উপর আমার মন নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না, কি করিব॥ ৩১

কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—মার্কণ্ডেয় উবাচ (মার্কণ্ডেয় বলিলেন)—হে বিপ্র (হে বিপ্র, অর্থাৎ হে ভাগুরি)! ততঃ (তাহার পর) অসৌ সমাধির্নাম বৈশ্যঃ (সেই সমাধিনামক বৈশ্য) স চ পার্থিবসত্তমঃ (এবং সেই উদারচরিত রাজা) তৌ সহিতৌ (দুইজনে মিলিয়া) তং মুনিং সমুপস্থিতৌ (সেই মুনির নিকটে গেলেন)॥ ৩২-৩৩

অনুবাদ।—মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তাহার পর সমাধি-নামক বৈশ্য ও এই উদারচরিত রাজা (সুরথ) দুইজনে মিলিয়া সেই (মেধা) ঋষির নিকটে উপস্থিত হইলেন॥ ৩২-৩৩

অন্বয়ঃ।—তৌ বৈশ্যপার্থিবৌ (সেই বৈশ্য ও রাজা) যথান্যায়ং (যথাবিধিমত) যথার্হং (যথাযোগ্য) তেন (তাঁহার সহিত) সংবিদং কৃত্বা (সম্ভাষণ করিয়া) উপবিষ্টৌ (বসিলেন এবং) কাশ্চিৎ কথাশ্চক্রতুঃ (নানারূপ কথা বলিতে লাগিলেন)॥ ৩৪

অনুবাদ।—সেই বৈশ্য ও রাজা দুইজনে যথানিয়মে সেই ঋষির সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বসিলেন এবং নানাকথা কহিতে লাগিলেন॥ ৩৪

রাজোবাচ ॥ ৩৫

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥ ৩৬

মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ! ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—রাজা উবাচ (রাজা বলিলেন)—হে ভগবন্! অহম্ (আমি) ত্বাম্ (আপনাকে) একম্ (একটি বিষয়) প্রষ্টুম্ (জিজ্ঞাসা করিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি), তৎ বদস্ব (তাহা বলুন)। যৎ (এই যে) স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা (নিজের মনের উপর নিজের কোন প্রভুত্ব না থাকায়) মে মনসঃ (আমার মনের) দুঃখায় (দুঃখেরই কারণ হইতেছে) ॥ ৩৫-৩৬

অনুবাদ।—রাজা বলিলেন—হে ভগবন্! একটি বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন—তাহা এই যে, আমার মন নিজের বশীভূত না থাকায় দুঃখের কারণ হইতেছে ॥ ৩৫-৩৬

সরলার্থ।—রাজা দেখিলেন যে, মনের উপর নিজের প্রভুত্ব নাই, অথচ মনের এই বশে না থাকার দরুণ মনঃকষ্টই হইতেছে। মন কেন তাহা বুঝিয়াও বোঝে না, ইহার কারণ তিনি মুনিবরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

অন্বয়ঃ।—হে মুনিসত্তম (হে মুনিবর)! জানতোঽপি

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দ্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্‌ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি॥ ৩৮

(জ্ঞানবান্ হইয়াও, জানা সত্ত্বেও) মম (আমার) অজ্ঞস্য যথা (অজ্ঞানের মত) রাজ্যস্য অখিলেষু রাজ্যাঙ্গেষু অপি (রাজ্যের সকল রাজ্যাঙ্গে অর্থাৎ রাজকোষ, রাজসৈন্য, রাজধানী ইত্যাদিতেও) মমত্বং (মমতা) এতৎ কিম্ (ইহা কি)? ॥ ৩৭

অনুবাদ।—হে মুনিসত্তম! জ্ঞানবান্ হইয়াও (অর্থাৎ মমতাই দুঃখের কারণ ইহা জানিয়াও) অজ্ঞান লোকের ন্যায় রাজ্য ও সকল রাজ্যাঙ্গের প্রতি (অর্থাৎ রাজকোষ, রাজসৈন্য ইত্যাদির প্রতি) আমার এই যে মমতা, ইহা কি? ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অয়ং চ (এবং ইনি অর্থাৎ এই বৈশ্যও) পুত্রৈঃ দারৈঃ নিকৃতঃ (স্ত্রী-পুত্রদের দ্বারা বিতাড়িত) তথা (এবং) ভৃত্যৈঃ (ভৃত্যদের দ্বারা) উজ্‌ঝিতঃ (পরিত্যক্ত) স্বজনেন চ (নিজজনদের দ্বারাও) সন্ত্যক্তঃ (পরিত্যক্ত হইয়াছেন) তথাপি (তবুও) তেষু অতি হার্দ্দী (তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত)॥ ৩৮

অনুবাদ।—(এবং) এই বৈশ্য, স্ত্রী-পুত্রদের দ্বারা বিতাড়িত, ভৃত্য এবং স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদেরই একান্ত অনুরক্ত॥ ৩৮

এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—এবম্ (এইরূপে) এষ তথা অহঞ্চ (ইনি এবং আমি) দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে (বিষয় যে নানা দোষপূর্ণ তাহা বুঝিয়াও, তাহার প্রতি) মমত্বাকৃষ্টমানসৌ (মনে মনে মমতাযুক্ত হইয়া) দ্বৌ অপি (দুইজনেই) অত্যন্তদুঃখিতৌ (অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি) ॥ ৩৯

টীকা।—বিষয় শব্দের আসল অর্থ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ অর্থাৎ চোখ যাহা দেখে, জিহ্বা যাহা আস্বাদন করে, নাক যাহার আঘ্রাণ লয়, ত্বক্ যাহা স্পর্শ করে, কাণ যাহা শোনে। তাহা হইতে ভোগ্য বস্তু, টাকাকড়ি, স্বজনপ্রীতি, শত্রুতে বিদ্বেষ ইত্যাদি সব কিছু সাংসারিক ব্যাপারকেই এক কথায় বিষয় বলা হয়। "দৃষ্টদোষে অপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ"—অর্থাৎ রাজ্য, ধন-সম্পদ্ ইত্যাদি বিষয় চিরস্থায়ী নহে, পরন্তু নানা দুঃখের কারণস্বরূপ। বিষয়ের এই সকল দোষ দেখিয়াও আমাদের মন সেই বিষয়ের প্রতিই মমতাযুক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ।—এইরূপ আমি এবং এই বৈশ্য দুইজনেই, বিষয়ের দোষ দেখিয়াও মমতার বশে সেই বিষয়েই অনুরক্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি ॥ ৩৯

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ ! যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি ।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥ ৪০

ঋষিরুবাচ ॥ ৪১

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে ।
বিষয়শ্চ মহাভাগ ! যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—হে মহাভাগ ! মম অস্য চ (আমার এবং ইঁহার) জ্ঞানিনোঃ অপি (জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও) যৎ মোহঃ (এই যে অজ্ঞানতা) এতৎ কেন (ইহার কারণ কি), বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা (যাহারা বিবেকশূন্য অর্থাৎ ভালমন্দ বোঝে না তাহাদেরই এইরূপ অজ্ঞতা হইতে পারে) ॥ ৪০

অনুবাদ।—হে মহাভাগ ! যাহারা ভালমন্দ বোঝে না, তাহাদেরই এইরূপ মূঢ়তা হইয়া থাকে, আমার ও ইঁহার মত জ্ঞানিজনেরও এই মূঢ়তা কেন ? ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন)—সমস্তস্য জন্তোঃ (সকল প্রাণীর) বিষয়গোচরে (রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) জ্ঞানমস্তি (জ্ঞান আছে), হে মহাভাগ (হে মহামতি) ! বিষয়শ্চ (কিন্তু রূপ রস প্রভৃতি বিষয়) এবং (যেরূপ বলা হইতেছে সেই ভাবে) পৃথক্ পৃথক্ যাতি (ভিন্ন ভিন্ন রূপে ইন্দ্রিয়-গোচর হয়) ॥ ৪১-৪২

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৩

অনুবাদ।—ঋষি মেধা বলিলেন—সকল প্রাণীরই রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়। হে মহাভাগ! এই বিষয়সকল নিম্নোক্ত প্রকারে (অর্থাৎ পরের শ্লোকগুলিতে যেমন বলা হইতেছে সেইরূপে) নানাভাবে জ্ঞানগোচর হয় ॥ ৪১-৪২

সরলার্থ।—মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীরই ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ রস গন্ধ ইত্যাদির বোধ হয়, সকলেই চোখে দেখে, কানে শোনে, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ লয়। কিন্তু বিষয়-জ্ঞান সকল প্রাণীর থাকিলেও তাহা একরকম নয়, এক এক প্রাণীর এক এক রকম। যেমন—কুকুরের ঘ্রাণশক্তি বেশী; মানুষের মুখে যাহা ভাল লাগে, গরুর বা ঘোড়ার তাহা ভাল লাগে না ইত্যাদি। পরের কয়েকটি শ্লোকে ইহা ভাল করিয়া বোঝান হইয়াছে ॥ ৪১-৪২

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ প্রাণিনঃ দিবান্ধাঃ (কোন কোন প্রাণী দিনের বেলায় অন্ধ অর্থাৎ চোখে দেখে না), তথা (সেইরূপ) অপরে প্রাণিনঃ রাত্রৌ অন্ধাঃ (অন্য কোন কোন প্রাণী রাত্রিতে অন্ধ), কেচিৎ প্রাণিনঃ দিবা রাত্রৌ তথা তুল্যদৃষ্টয়ঃ (আবার কোন কোন প্রাণী দিনরাত সব সময়েই সমান দেখে)॥ ৪৩

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৪৪

জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥ ৪৫

অনুবাদ।—কতকগুলি প্রাণী (যেমন—পেচক) দিনের বেলায় অন্ধ, অন্য কতকগুলি প্রাণী (যেমন—কাক) রাত্রিতে অন্ধ, আর কতকগুলি প্রাণী দিনে ও রাত্রিতে সমান দেখে (যেমন—বিড়াল)॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—মনুজাঃ (মানুষেরা) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানবান্) সত্যং (সত্য বটে) কিন্তু কেবলং তে ন হি (কিন্তু শুধু তাহারাই জ্ঞানবান্ নহে) যতো হি (কারণ) সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ (পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি সকল প্রাণীই) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানবান্)॥ ৪৪

টীকা।—এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ—তত্ত্বজ্ঞান নহে, বিষয়-জ্ঞান, অর্থাৎ শুনিতে পাওয়া, দেখিতে পাওয়া ইত্যাদি॥ ৪৪

অনুবাদ।—মানুষেরা যে জ্ঞানবান্, তাহা সত্য, কিন্তু শুধু যে মানুষই জ্ঞানী তাহা নহে, কারণ পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকল জীবেরই জ্ঞান আছে॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—তেষাং মৃগপক্ষিণাং (সেই সকল পশুপক্ষীদের) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান আছে) মনুষ্যাণাঞ্চ তৎ (মানুষদেরও তাহাই আছে) মনুষ্যাণাং যৎ (মানুষদের যাহা) তেষাঞ্চ তথা

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ ৪৬

(তাহাদেরও সেইরূপ) অন্যৎ (অন্যান্য বিষয় অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় ইত্যাদি) উভয়োঃ (উভয়ের অর্থাৎ মানুষ ও ইতর প্রাণীর) তুল্যম্ (সমান)॥ ৪৫

টীকা।—শ্লোকে 'জ্ঞান' শব্দে দেখা, শোনা ইত্যাদি বিষয়-বোধ এবং 'অন্যৎ' শব্দ দ্বারা খাওয়া, ঘুমান, ভয় পাওয়া ইত্যাদি বিষয়কে বুঝাইতেছে। নৃসিংহ পুরাণে আছে "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্" ॥ ৪৫

অনুবাদ।—মানুষের যে বিষয়-জ্ঞান আছে, পশুপক্ষী সাধারণ জীবেরও সে জ্ঞান আছে; আবার পশুপক্ষীদের যে জ্ঞান আছে, মানুষেরও তাহাই আছে। আবার আহার, নিদ্রা ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ও উভয়েরই সমান ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানেঽপি সতি (জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) ক্ষুধা পীড্যমানানপি (ক্ষুধায় কাতর হইয়াও) মোহাৎ (মোহ বা মায়ার বশে) শাবচঞ্চুষু (শাবকের চঞ্চুতে, বাচ্চার ঠোঁটের ভিতর) কণমোক্ষাদৃতান্ (শস্যকণা দানে আগ্রহযুক্ত) এতান্ পতগান্ (এই পক্ষীদিগকে) পশ্য (দেখুন)॥ ৪৬

অনুবাদ।—দেখুন, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পক্ষিগণ নিজে

মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥ ৪৭

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪৮

ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশে শাবকগণের ঠোঁটের ভিতর আদরের সহিত শস্যকণা দান করিতেছে ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—হে মনুজব্যাঘ্র (হে নরশ্রেষ্ঠ)! এতে মানুষাঃ (এই মানুষেরা) প্রত্যুপকারায় (বৃদ্ধ বয়সে প্রতিদান পাইবার আশায়) লোভাৎ (লোভে) সুতান্ প্রতি (পুত্রদের প্রতি) সাভিলাষাঃ (স্নেহপরায়ণ হয়)। কিং ন পশ্যসি (ইহা কি লক্ষ্য করেন না) ॥ ৪৭

অনুবাদ।—হে নরশ্রেষ্ঠ! মানুষ বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যুপকার লাভের আশায় পুত্রদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহা কি দেখিতেছেন না? ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—তথাপি (তবুও) সংসারস্থিতিকারিণঃ (জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর) মহামায়া-প্রভাবেণ (মহামায়ার প্রভাবে) মমতাবর্ত্তে (মমতার ঘূর্ণিপাকে) মোহগর্ত্তে (মোহ বা ভ্রান্তিরূপ গর্ত্তে) নিপাতিতাঃ (মানুষ পতিত হয়) ॥ ৪৮

অনুবাদ।—জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর মহামায়া-প্রভাবে

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ ৪৯

তবুও মানুষ মমতার ঘূর্ণিপাকে ও মোহের গর্ত্তে নিপতিত হয় ॥ ৪৮

সরলার্থ।—মানুষ জানিয়া শুনিয়াও মমতার বশ হয়, সেই জন্যই তাহার মুক্তি হয় না, তাহাকে বার বার জন্মিতে ও মরিতে হয়। মমতার বশে সংসারে তাহাকে ঘুরপাক খাইতে হয়। সেইরূপ জ্ঞানী হইয়া মানুষ মোহ বা ভ্রান্তির গর্ত্তে পড়িয়া থাকে, সে নিজের শরীরটাকেই আমি বলিয়া মনে করে, এবং সংসারের সকল তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে 'আমার' 'আমার' ভাবিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, সংসারকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর যে মহামায়া, তাঁহারই প্রভাবে ইহা হয়। নইলে সকল মানুষ সংসার অসার ও অনিত্য জানিয়া কবে ঘর-সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইত, সংসার অচল হইয়া যাইত ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—মহামায়া জগৎপতের্হরের্যোগনিদ্রা (মহামায়া হইলেন জগতের পালনকর্ত্তা হরির যোগনিদ্রা) তয়া (সেই মহামায়ার দ্বারাই) এতৎ জগৎ (এই জগৎ) সম্মোহ্যতে

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৫০

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৫১

(মোহিত হয়), তৎ (কাজেই) অত্র বিস্ময়ো ন কার্য্যঃ (ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই) ॥ ৪৯

অনুবাদ।—মহামায়া জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা, (কাজেই) তাঁহার দ্বারা এই জগৎ মোহিত হইয়া আছে—ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না। [স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নিদ্রা যান, তাঁহার দ্বারা জীব সকল মোহিত হইলে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই] ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—সা দেবী (সেই দেবী) ভগবতী (ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী) মহামায়া (মহামায়া) জ্ঞানিনামপি (জ্ঞানীদেরও) চেতাংসি (মন) বলাদাকৃষ্য (সবলে আকর্ষণ করিয়া) মোহায় প্রযচ্ছতি (মোহগ্রস্ত করেন, মোহিত করেন) ॥ ৫০

অনুবাদ।—সেই দেবী ভগবতী মহামায়া বলপূর্ব্বক জ্ঞানিগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মোহিত করেন ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—তয়া (তাঁহার দ্বারা) এতৎ চরাচরং বিশ্বং জগৎ (এই স্থাবর-জঙ্গম-সমেত সমগ্র জগৎ) বিসৃজ্যতে (সৃষ্ট হয়)। সৈষা (সেই তিনিই) প্রসন্না (প্রসন্না হইলে, দয়া করিলে)

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫২

রাজোবাচ ॥ ৫৩

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ ৫৪

বরদা (বরদানকারিণী হইয়া) নৃণাং (মানবের) মুক্তয়ে ভবতি (মুক্তিবিধান করেন) ॥ ৫১

অনুবাদ।—তাঁহার দ্বারা এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হয়, তিনি প্রসন্না এবং বরদা হইলে মানবের মুক্তিলাভ হয় ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—মুক্তের্হেতুভূতা (মুক্তির উপায়স্বরূপা) সা পরমা বিদ্যা (তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা) সনাতনী (আদি ও অন্ত বিহীনা) সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতিরও ঈশ্বরী) সৈব (তিনিই আবার) সংসারবন্ধহেতুশ্চ (সংসারে বন্ধনের কারণস্বরূপা অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যা) ॥ ৫২

অনুবাদ।—তিনি মুক্তির উপায়স্বরূপা ব্রহ্মবিদ্যা, আদি-অন্ত-বিহীনা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতিরও ঈশ্বরী; আবার তিনিই সংসারবন্ধনের হেতু (অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া) ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—রাজা উবাচ (রাজা বলিলেন)—হে ভগবন্ (হে প্রভো)। ভবান হি যাং মহামায়া ইতি ব্রবীতি (আপনি

যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৫৫

যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন) সা দেবী কা (সেই দেবী কে) কথম্ (কিরূপে) উৎপন্না (জন্ম লইয়াছেন) হে দ্বিজ (হে মুনিবর)! অস্যাঃ কর্ম্ম চ কিম্ (ইঁহার কার্য্যই বা কি) ॥ ৫৩-৫৪

অনুবাদ।—হে ভগবন্! আপনি যাঁহাকে দেবী মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কে, কি প্রকারে জন্মিয়াছিলেন, এবং ইঁহার কার্য্যই বা কি? ॥ ৫৩-৫৪

অন্বয়ঃ।—হে ব্রহ্মবিদাং বর (হে ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ মুনিবর) সা দেবী (সেই দেবী) যৎস্বভাবা (যেরূপ স্বভাববিশিষ্টা) যৎস্বরূপা (যে আকৃতিবিশিষ্টা) যদুদ্ভবা (যাহা হইতে-উৎপন্না) তৎ সর্ব্বং (তাহা সব) ত্বত্তঃ (আপনার নিকটে) শ্রোতুমিচ্ছামি (শুনিতে ইচ্ছা করি) ॥ ৫৫

অনুবাদ।—হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুনিবর! সেই দেবীর যেরূপ স্বভাব ও আকৃতি এবং যাহা হইতে জন্মিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আপনার নিকট হইতে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৫

ঋষিরুবাচ ॥ ৫৬

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥ ৫৭

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (ঋষি বলিলেন)—সা (তিনি অর্থাৎ মহামায়া) জগন্মূর্ত্তিঃ (এই বিশ্বজগৎ যাঁহার মূর্ত্তি) নিত্যা এব (নিত্যা, জন্মমৃত্যুরহিতা, সনাতনী), তয়া (তাঁহার দ্বারা) ইদং সর্ব্বম্ (এই সমগ্র বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত)। তথাপি (তাহা হইলেও) বহুধা (বহুরূপে) তৎসমুৎপত্তিঃ (তাঁহার আবির্ভাবের কাহিনী) মম শ্রূয়তাম্ (আমার নিকট শুনুন) ॥ ৫৬-৫৭

অনুবাদ।—সেই জগন্মূর্ত্তি মহামায়া নিত্যা (অর্থাৎ এই জগৎ দেবী মহামায়ারই মুর্ত্তিস্বরূপ এবং তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই), তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তথাপি আমি তাঁহার বহুরূপ আবির্ভাবের কাহিনী বলিতেছি, শুনুন ॥ ৫৬-৫৭

অন্বয়ঃ।—যদা (যখন) সা (তিনি) দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং (দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য) আবির্ভবতি

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫৯

(আবির্ভূত হন), তদা (তখন) সা (তিনি) নিত্যা অপি (জন্মমৃত্যুরহিতা হইয়াও) লোকে (জগতে) উৎপন্না ইতি অভিধীয়তে (উৎপন্না বলিয়া কথিত হন)॥ ৫৮

সরলার্থ।—দেবী মহামায়া চিরকালই আছেন, তাঁহার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই; তবে সব সময় সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না; দেবতারা যখন কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহার স্তব-স্তুতি করেন, তখনই সেই দেবী তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য রূপ ধারণ করিয়া দেখা দেন। তখনই বলা হয় তিনি উৎপন্ন হইলেন বা তাঁহার জন্ম হইল। এইভাবে তাঁহার জন্মমৃত্যু না থাকিলেও অনেকবার তাঁহার জন্ম হইয়াছে॥ ৫৮

অনুবাদ।—তিনি নিত্যা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরহিতা হইলেও যে সময়ে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন, তখন তাঁহাকে লোকে উৎপন্না বলিয়া থাকে॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—কল্পান্তে (প্রলয়কালে) জগতি একার্ণবীকৃতে (পৃথিবী এক বিরাট্ সমুদ্রে পরিণত হইলে) ভগবান্ প্রভুঃ বিষ্ণুঃ (ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু) শেষম্ (অনন্তনাগকে) আস্তীর্য্য (বিস্তৃত করিয়া) যদা (যখন) যোগনিদ্রাম্ অভজৎ (যোগনিদ্রায় মগ্ন হইলেন), তদা (তখন) ঘোরৌ (ভীষণ)

তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥ ৬০

স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্ ॥ ৬১

তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ৬২

বিখ্যাতৌ (প্রসিদ্ধ) মধুকৈটভৌ (মধু ও কৈটভ) বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ (বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে জাত) দ্বৌ অসুরৌ (দুই অসুর) ব্রহ্মাণং হন্তুং (ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে) উদ্যতৌ (উদ্যত হইল) ॥ ৫৯-৬০

অনুবাদ।—প্রলয়কালে জগৎ এক বিরাট্ সমুদ্রে পরিণত হইলে যে সময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু অনন্তনাগকে বিস্তৃত করিয়া (তাহার উপর) যোগনিদ্রায় মগ্ন হন, তখন মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত ভীষণ দুই অসুর বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে জন্মিয়া ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল ॥ ৫৯-৬০

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) নাভিকমলে (নাভিপদ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা (সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা) তৌ উগ্রৌ অসুরৌ (সেই দুই ভীষণ অসুরকে) জনার্দ্দনঞ্চ প্রসুপ্তম্ (এবং জনার্দ্দন অর্থাৎ বিষ্ণুকে নিদ্রামগ্ন) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) একাগ্রহৃদয়স্থিতঃ

বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্॥ ৬৩

নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥ ৬৪

(একাগ্রমনে) তাং যোগনিদ্রাং (সেই যোগনিদ্রাকে) তুষ্টাব (স্তব করিতে লাগিলেন)॥ ৬১-৬২

অনুবাদ।—সেই সময়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভীষণ দুই অসুরকে দেখিয়া ও জনার্দ্দনকে নিদ্রিত দেখিয়া একাগ্রচিত্তে যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬১-৬২

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) নাভিকমলে (নাভিপদ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত) সঃ (সেই) প্রজাপতিঃ (জীবলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা) প্রভুঃ (ঈশ্বর) ব্রহ্মা, তৌ উগ্রৌ অসুরৌ (সেই ভীষণ অসুর দুইটিকে) জনার্দ্দনম্ চ (এবং বিষ্ণুকে) প্রসুপ্তং (নিদ্রিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হরেঃ (বিষ্ণুর) বিবোধনার্থায় (জাগরণের জন্য) একাগ্রহৃদয়স্থিতঃ (একমনে এবং স্থিরভাবে) হরিনেত্রকৃতালয়াং (বিষ্ণুর নয়নে অবস্থানকারিণী) বিশ্বেশ্বরীং (জগদীশ্বরী) জগদ্ধাত্রীং (জগতের জননী) স্থিতিসংহার-কারিণীং (পালন ও বিনাশকারিণী) ভগবতীং (অচিন্ত্য-

ঐশ্বর্য্যাদি যুক্তা, সর্ব্বশক্তিমতী) অতুলাং (তুলনারহিতা) তেজসঃ বিষ্ণোঃ (তেজঃস্বরূপ বিষ্ণুর) নিদ্রাং (নিদ্রারূপা) তাং যোগনিদ্রাং (সেই মহামায়াকে) তুষ্টাব (স্তব করিতে লাগিলেন)॥ ৬৩-৬৪

অনুবাদ।—সেই সময়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত প্রজাপতি প্রভু ব্রহ্মা সেই দুই ভীষণ অসুরকে দেখিয়া এবং জনার্দ্দন বিষ্ণুকে নিদ্রামগ্ন দেখিয়া বিষ্ণুর জাগরণের জন্য তাঁহার নয়নাশ্রিতা তুলনারহিতা সর্ব্বশক্তিমতী স্থিতিসংহারকারিণী জগদ্ধাত্রী বিশ্বেশ্বরী ও বিষ্ণুর নিদ্রারূপিণী যোগনিদ্রাকে অর্থাৎ মহামায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬৩-৬৪

সরলার্থ।—বিষ্ণু যখন সারা বিশ্বকে নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রলয় মহাসাগরে অনন্তনাগের উপর মহামায়াকে বা যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া ঘুমাইতেছিলেন, তখন তাঁহার নাভি হইতে একটি নালসমেত পদ্মফুলের উৎপত্তি হইল। সেই পদ্ম হইতে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জন্মিলেন। তিনি যখন সেই পদ্মের উপর বসিয়া আছেন তখন সহসা বিষ্ণুর কানের মল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য জন্মিয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিল। ব্রহ্মা বুঝিলেন যে, বিষ্ণু হইতে যাহার জন্ম, তাহাকে বিষ্ণুই সংহার করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রভাবে ঘুমাইতেছেন! দেবী মহামায়া যতক্ষণ বিষ্ণুর দেহ হইতে বাহির হইয়া না আসেন, ততক্ষণ বিষ্ণুর ঘুম ভাঙ্গিবে না। কাজেই ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন॥ ৬৩-৬৪

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৬৫ ॥

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ৬৬

অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা ॥ ৬৭

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মা উবাচ (বলিলেন) ॥৬৫॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ।—হে নিত্যে (জন্মবিনাশাদিরহিতে) অক্ষরে (হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি রহিতে) ত্বং (তুমি) স্বাহা (যজ্ঞে দেবতাদিগকে ঘৃতদানের মন্ত্রস্বরূপা), ত্বং (তুমি) স্বধা (পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডাদিদানের মন্ত্রস্বরূপা), ত্বং হি (তুমিই) বষট্কারঃ (যজ্ঞমন্ত্র-স্বরূপা), স্বরাত্মিকা (উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতরূপা), ত্বং (তুমি) সুধা (অমৃতরূপা), মাত্রাত্মিকা স্থিতা (হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত—এই তিন মাত্রা রূপে থাকিয়া) ত্রিধা (তিনরূপ)। হে দেবি! বিশেষতঃ যা অনুচ্চার্য্যা (যাহার উচ্চারণ করা যায় না) নিত্যা স্থিতা সা ত্বমেব (তাহা তুমিই), অর্দ্ধমাত্রা (ব্যঞ্জনরূপা), ত্বং সাবিত্রী (গায়ত্রী), ত্বং পরা (শ্রেষ্ঠা) জননী ॥ ৬৬-৬৭ ॥

অনুবাদ।—হে নিত্যে! হে অক্ষরে (অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি-

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ॥ ৬৮

ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥ ৬৯

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥ ৭০

শূন্যে), তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি যজ্ঞস্বরূপা ও উদাত্তপ্রভৃতি স্বররূপিণী। তুমি সুধা, তুমি মাত্রা ও বর্ণস্বরূপা। যাহা (স্বরবর্ণের সহায়তা ছাড়া) বিশেষরূপে উচ্চারিত হয় না, সেই অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণস্বরূপা তুমিই। তুমিই সেই গায়ত্রী। হে দেবি! তুমিই শ্রেষ্ঠা এবং সকলের জননী ॥ ৬৬-৬৭ ॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! ত্বয়া এব (তোমার দ্বারাই) সর্ব্বং (সমস্ত) ধার্য্যতে (ধৃত হইতেছে, অর্থাৎ ধরিয়া রাখা হইয়াছে), ত্বয়া (তোমার দ্বারা) এতৎ জগৎ (এই জগৎ) সৃজ্যতে (সৃষ্ট হইতেছে)। ত্বয়া এতৎ পাল্যতে (তোমার দ্বারা ইহা পালিত হইতেছে)। অন্তে চ (এবং প্রলয়ে) সর্ব্বদা (সব সময়) ত্বম্ (তুমি) অৎসি (ভক্ষণ অর্থাৎ সংহার কর) ॥৬৮-৬৯॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমিই সারা বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, তুমিই জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, তুমিই ইহাকে পালন করিতেছ, আবার প্রলয়কালে সর্ব্বদা তুমিই ইহাকে সংহার করিতেছ ॥ ৬৮-৬৯ ॥

অন্বয়ঃ।—অস্য জগতঃ (এই জগতের) বিসৃষ্টৌ (সৃষ্টি-

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে* ॥ ৭১

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৭২

কালে) ত্বং সৃষ্টিরূপা (তুমি সৃষ্টিরূপা), পালনে চ (এবং পালনে) স্থিতিরূপা (পালনরূপা), হে জগন্ময়ে (হে জগৎ-স্বরূপিণি)! তথা (সেইরূপ) অন্তে (প্রলয়ে) সংহৃতিরূপা (সংহাররূপা) ॥ ৭০-৭১ ॥

অনুবাদ।—হে জগৎস্বরূপিণি! সৃষ্টিকালে তুমিই সৃষ্টিস্বরূপা, পালনকালে তুমিই স্থিতিস্বরূপা, প্রলয়কালে তুমিই সংহারস্বরূপা ॥ ৭০-৭১ ॥

অন্বয়ঃ।—ভবতী (তুমি) মহাবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী), মহামোহা (পরম অজ্ঞানরূপা), মহামেধা (সকল বিষয় বুঝিবার মত যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিস্বরূপিণী), মহাস্মৃতিঃ (মহা+অস্মৃতিঃ= তত্ত্বজ্ঞানবিলোপকারিণী অস্মৃতিস্বরূপা অথবা মহতী স্মৃতিস্বরূপিণী), মহাদেবী (মহাদেবের শক্তি অথবা ইন্দ্রাদি সকল দেবের শক্তিস্বরূপা) চ (এবং) মহাসুরী (মহতী অসুরশক্তিস্বরূপিণী) মহামায়া (দেবী মহামায়া) ॥৭২॥

অনুবাদ।—তুমিই ব্রহ্মবিদ্যা, আবার তুমিই মহা অবিদ্যা,

---

* 'জগন্ময়ি'-স্থানে আর্ষপ্রয়োগ

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৭৩

তুমিই মহতী মেধা, আবার তুমিই মহতী অমেধা, তুমিই দেবশক্তি, আবার তুমিই অসুরশক্তি, সেই তুমিই মহামায়া ॥৭২॥

সরলার্থ।—হে দেবি মহামায়া! যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম কি জানা যায় তাহাও যেমন তুমি, আবার যে অজ্ঞানে মায়াময় সংসারে আসক্তি জন্মে তাহাও তেমনি তুমি। স্মৃতিশক্তিও তুমি, আবার বিস্মৃতিও তুমি, তোমা হইতেই স্মৃতি বিস্মৃতি দুইই ঘটে। দেবশক্তি অর্থাৎ সত্ত্বগুণজাত যে শক্তি, তাহাও তুমি, আবার অসুরশক্তি অর্থাৎ রজোগুণজাত যে শক্তি, তাহাও তুমি।

অন্বয়ঃ।—ত্বম্ চ (এবং তুমিই) গুণত্রয়বিভাবিনী (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের পরিণামসাধনকারিণী অর্থাৎ এই তিন গুণের তারতম্য দ্বারা নানারূপ সৃষ্টিকারিণী) সর্ব্বস্য (সর্ব্বজীবের বা চরাচর জগতের) প্রকৃতিঃ (মূল কারণ বা স্বভাব)। [ত্বম্ (তুমি)] কালরাত্রিঃ (মহাপ্রলয়রূপ রাত্রি, যাহাতে ব্রহ্মারও লয় হয়) মহারাত্রিঃ (প্রলয়রূপ রাত্রি, যাহাতে জগতের লয় হয়, কিন্তু ব্রহ্মার লয় হয় না) দারুণা চ (এবং অতি ভয়ঙ্করী) মোহরাত্রিঃ (মানুষী রাত্রি অর্থাৎ যাহাতে প্রতিদিন মানুষের লয় হয়) ॥৭৩॥

অনুবাদ।—তুমি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা ॥ ৭৪
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥ ৭৫

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণ-ভূশুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥ ৭৬

তারতম্য দ্বারা নানারূপসৃষ্টিকারিণী—জীবসমূহের প্রকৃতি; তুমিই ব্রহ্মার লয়কারিণী কালরাত্রি, জগতের লয়কারিণী মহারাত্রি এবং মানুষের লয়কারিণী ভয়ঙ্করী মোহরাত্রি ॥৭৩॥

অন্বয়ঃ।—ত্বম্ (তুমি) শ্রীঃ (লক্ষ্মী), ত্বং (তুমি) ঈশ্বরী (সকলের প্রভু বা পরিচালনকারিণী), ত্বং (তুমি) হ্রীঃ (লজ্জা অর্থাৎ অন্যায় কাজ করিতে লজ্জা), ত্বম্ (তুমি) বোধলক্ষণা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি দ্বারা সন্দেহ বা সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া নিশ্চয়জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধি), লজ্জা (লোকনিন্দা-ভয়), পুষ্টিঃ (বৃদ্ধি) তথা (এবং) তুষ্টিঃ (সন্তোষ)। ত্বম্ এব (তুমিই) শান্তিঃ (বিষয়-সুখের পিছনে অশান্তভাবে না ছুটিয়া শান্ত হইয়া থাকা) ক্ষান্তিঃ চ (এবং ক্ষমা) ॥৭৪-৭৫॥

অনুবাদ।—তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি হ্রী (অধর্ম্ম-কর্ম্মে লজ্জা), তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তুমি লজ্জা (লোক-নিন্দা-ভয়জনিত লজ্জা), তুমি পুষ্টি ও তুষ্টিস্বরূপা, তুমিই শান্তি এবং ক্ষমাস্বরূপা ॥৭৪-৭৫॥

অন্বয়ঃ।—[ত্বম্ (তুমি)] খড়্গিনী (খড়্গধারিণী),

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৭৭

শূলিনী (শূলধারিণী), গদিনী (গদাযুক্তা), চক্রিণী (চক্রধারিণী), শঙ্খিনী (শঙ্খধারিণী), চাপিনী (ধনুকধারিণী), বাণ-ভূশুণ্ডীপরিঘায়ুধা (বাণ, ভূশুণ্ডী ও পরিঘ-নামক অস্ত্রধারিণী) [অতএব] ঘোরা (ভয়ঙ্করী) ॥৭৬॥

অনুবাদ।—তুমি খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, চাপ, বাণ, ভূশুণ্ডী ও পরিঘ অস্ত্রধারিণী, অতএব তুমি ভয়ঙ্করী ॥৭৬॥

অন্বয়ঃ।—[ত্বং (তুমি)] সৌম্যা (মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে যে যে শোভা সেই সেই শোভাবিশিষ্টা) সৌম্যতরা (চন্দ্র, পদ্ম ইত্যাদিতে যে অধিক শোভা সেই শোভাবিশিষ্টা) অশেষসৌম্যেভ্যঃ তু অতিসুন্দরী (কিন্তু যে সকল বস্তুর শোভা অসীম, তাহাদের অপেক্ষাও অত্যধিক শোভাযুক্তা)। [ত্বং] পরা (শ্রেষ্ঠা) ত্বমেব পরাণাং পরমা (শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা) পরমেশ্বরী (সর্ব্বনিয়ন্ত্রী) ॥৭৭॥

অনুবাদ।—তুমি মানুষ ইত্যাদিতে যে শোভা সেই শোভাবিশিষ্টা, আবার চন্দ্র পদ্ম ইত্যাদিতে যে শোভা সেই অধিক শোভাবিশিষ্টা, আবার অশেষ সুন্দর বস্তু হইতেও অতি সুন্দরী। তুমি শ্রেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ বস্তু সকল হইতে শ্রেষ্ঠতরা, তুমিই পরমেশ্বরী ॥৭৭॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥ ৭৮

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥ ৭৯

অন্বয়ঃ।—হে অখিলাত্মিকে (হে বিশ্বস্বরূপিণি) ক্বচিৎ (কোনও স্থানে) যৎকিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) সদসৎ বস্তু (বিদ্যমান বা অবিদ্যমান অর্থাৎ যাহা আছে এবং যাহা ছিল বা হইবে এমন বস্তু) তস্য সর্ব্বস্য (সেই সকলের) যা শক্তিঃ (যে শক্তি) সা (তাহা) ত্বং (তুমি) তদা (সেই অবস্থায়) কিং স্তূয়সে (কিরূপে স্তুতা হইবে)॥৭৮॥

অনুবাদ।—হে জগৎস্বরূপিণি! যাহা কিছু সৎ অর্থাৎ আছে এবং অসৎ অর্থাৎ ছিল বা হইবে—তাহা তুমিই। অতএব তাহাদের শক্তিরূপা তোমার কি স্তব আমি করিব?॥৭৮॥

অন্বয়ঃ।—যয়া ত্বয়া (যে তোমার দ্বারা) জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা (জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা) যশ্চ (এবং যিনি) জগৎ অত্তি (জগৎ সংহার করেন), সঃ অপি (তিনিও) নিদ্রাবশং নীতঃ (নিদ্রার অধীন হইয়াছেন অর্থাৎ নিদ্রামগ্ন হইয়াছেন) ইহ (এই জগতে) ত্বাং (তোমাকে) স্তোতুং (স্তব করিতে) কঃ (কে) ঈশ্বরঃ (সমর্থ)॥৭৯॥

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্
ভবেৎ ॥ ৮০

অনুবাদ।—যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা এবং যিনি জগৎ সংহার করেন, তিনিই তোমার দ্বারা নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। সেই তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ? ॥৭৯॥

অন্বয়ঃ।—যতঃ (যেহেতু) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) অহম্ (আমি অর্থাৎ ব্রহ্মা) ঈশান এব চ (এবং ঈশান অর্থাৎ মহাদেব) তে (তোমার দ্বারা) শরীরগ্রহণং কারিতাঃ (দেহ ধারণ করান হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু তোমার প্রভাবেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে), অতঃ (সুতরাং) ত্বাং (তোমাকে) স্তোতুং (স্তব করিতে) কঃ (কে) শক্তিমান্ ভবেৎ (শক্তিমান্ হইবে অর্থাৎ পারিবে) ॥৮০॥

অনুবাদ।—যেহেতু (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের কর্ত্তা) আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ (অর্থাৎ আমরা তোমা হইতেই জন্মিয়াছি), কাজেই কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? (অর্থাৎ তোমার মহিমা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়) ॥৮০॥

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৮১

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৮২

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! সা ত্বম্ (সেই তুমি অর্থাৎ এইরূপ মহিমান্বিতা তুমি) ইত্থম্ (এইরূপ) স্বৈঃ (নিজের) উদারৈঃ (অসাধারণ, অলৌকিক) প্রভাবৈঃ (মহিমাদ্বারা, অর্থাৎ মহিমা সকলের উল্লেখপূর্ব্বক) সংস্তুতা (সম্যক্‌রূপে স্তুত হইয়া) এতৌ (এই দুই) দুরাধর্ষৌ (দুর্দ্ধর্ষ) মধুকৈটভৌ (মধুকৈটভ-নামক) অসুরৌ (অসুরকে) মোহয় (মোহিত কর) ॥৮১॥

অনুবাদ।—হে দেবি! সেই তুমি এইরূপে নিজের অলৌকিক মহিমা দ্বারা স্তুত হইয়া এই দুর্দ্ধর্ষ মধুকৈটভ-নামক দুই অসুরকে মোহিত কর ॥৮১॥

অন্বয়ঃ।—জগৎস্বামী (জগতের প্রভু) অচ্যুতঃ (বিষ্ণুকে) লঘু (শীঘ্র) প্রবোধঞ্চ নীয়তাম্ (জাগরিত করা হউক)। এতৌ মহাসুরৌ (এই দুই মহাসুরকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) অস্য (ইঁহার) বোধশ্চ (প্রবৃত্তি) ক্রিয়তাম্ (সঞ্চার কর) ॥৮২॥

অনুবাদ।—জগতের স্বামী অচ্যুত অর্থাৎ বিষ্ণুকে শীঘ্র জাগরিত কর। এই দুই মহাসুরকে বধ করিবার জন্য ইঁহার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোল ॥৮২॥

ঋষিরুবাচ ॥৮৩॥

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ॥ ৮৪

বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ৮৫

নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৮৬

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ (মেধা মুনি) উবাচ (বলিলেন) ॥৮৩॥

অনুবাদ।—মেধা ঋষি বলিলেন ॥৮৩॥

অন্বয়ঃ।—দেবী তামসী (সেই যোগনিদ্রাস্বরূপিণী দেবী) তদা (তখন) তত্র (সেখানে) বেধসা (ব্রহ্মা কর্তৃক) এবম্ (এইরূপে) স্তুতা (স্তুত হইয়া) মধুকৈটভৌ (মধুকৈটভকে) নিহন্তুং (বধ করিবার জন্য) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) প্রবোধনার্থায় (নিদ্রাভঙ্গের জন্য) উরসঃ (বক্ষঃস্থল হইতে) তথা (এবং) নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যঃ (চক্ষু, মুখ, নাক, বাহু ও হৃদয় হইতে) নির্গম্য (বাহির হইয়া) অব্যক্তজন্মনঃ (অব্যক্ত ঈশ্বর হইতে যাঁহার জন্ম, অথবা স্বয়ম্ভু) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) দর্শনে তস্থৌ (দৃষ্টিগোচর হইলেন) ॥৮৪-৮৬॥

অনুবাদ।—যোগনিদ্রারূপিণী দেবী তখন সেইখানে ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া (অর্থাৎ ব্রহ্মা এইরূপে তাঁহার স্তব করিলে) মধুকৈটভের বধের জন্য বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের উদ্দেশ্যে

উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥ ৮৭

মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥ ৮৮

তাঁহারই চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে বাহির হইয়া অব্যক্ত-জন্মা (অথবা স্বয়ম্ভু) ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৮৪-৮৬॥

অন্বয়ঃ।—জগন্নাথঃ (জগতের প্রভু) জনার্দ্দনশ্চ (জনার্দ্দন) তয়া (সেই দেবী যোগনিদ্রার দ্বারা) মুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) একার্ণবে (সেই একীভূত মহাসাগরে) অহিশয়নাৎ (অনন্তনাগ-রূপ শয্যা হইতে) উত্তস্থৌ (উঠিলেন)। ততঃ (তাহার পর) অতিবীর্য্যপরাক্রমৌ দুরাত্মানৌ (অতি বলবান্ ও পরাক্রমশালী এবং দুষ্টস্বভাব) [এখানে 'দুরাত্মানৌ' শব্দ থাকাতে ছন্দে আট স্থানে নয় অক্ষর হইয়াছে] ক্রোধরক্তেক্ষণৌ (ক্রোধে যাহাদের চক্ষু লাল এমন) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) অত্তুং (ভক্ষণ করিতে) জনিতোদ্যমৌ (উদ্যত) তৌ মধুকৈটভৌ (সেই মধুকৈটভকে) দদৃশে (দেখিতে পাইলেন) [এখানে অসুরেরাও তাঁহাকে দেখিল এবং তিনিও তাহাদিগকে দেখিলেন এই কর্ম্মব্যতীহার অর্থে আত্মনেপদ] ॥৮৭-৮৮॥

অনুবাদ।—জগন্নাথ জনার্দ্দন সেই যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক মুক্ত

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥ ৮৯

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ ॥ ৯০

হইয়া একীভূত মহাসমুদ্রে (কারণ এক জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না) অবস্থিত অনন্ত-শয্যা হইতে উঠিলেন এবং দেখিতে পাইলেন—অতি বলবান্ পরাক্রমশালী ও দুরাত্মা এবং ক্রোধে রক্তচক্ষু সেই মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥৮৭-৮৮॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর, অনন্তর) বাহুপ্রহরণঃ (বাহুই যাঁহার প্রহরণ বা অস্ত্র) বিভুঃ (বিষ্ণু, প্রভু) ভগবান্ হরিঃ (ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ইত্যাদি সমন্বিত বিষ্ণু) সমুত্থায় (উঠিয়া) তাভ্যাং (তাহাদের সঙ্গে) পঞ্চবর্ষসহস্রাণি (পাঁচ হাজার বৎসর) যুযুধে (যুদ্ধ করিলেন) ॥৮৯॥

অনুবাদ।—অনন্তর প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু উঠিয়া তাহাদের সহিত পাঁচ হাজার বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন ॥৮৯॥

অন্বয়ঃ।—অতিবলোন্মত্তৌ (অত্যন্ত বলদর্পিত) মহামায়াবিমোহিতৌ (মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত) তৌ অপি (তাহারাও) "অস্মত্তঃ (আমাদের নিকট) বরঃ (বর)

উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥ ৯১

ভগবানুবাচ ॥ ৯২

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৯৩
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৯৪

ব্রিয়তাম্ (প্রার্থনা করা হউক, অর্থাৎ বর চাও)" ইতি (এই কথা) কেশবম্ (বিষ্ণুকে) উক্তবন্তৌ (বলিল) ॥৯০-৯১॥

অনুবাদ।—অতি বলদর্পিত সেই দুই অসুর মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিল—"আমাদের কাছে বর প্রার্থনা কর ॥"৯০-৯১॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (বিষ্ণু) উবাচ (বলিলেন) ॥৯২॥

অনুবাদ।—ভগবান্ বলিলেন ॥৯২॥

অন্বয়ঃ।—[যদি] অদ্য (আজ, এখন) মে (আমার প্রতি) তুষ্টৌ (সন্তুষ্ট হইয়া থাক) উভৌ (দুই জনেই) মম বধ্যৌ ভবেতাম্ (আমার বধ্য হও)। অত্র (এখানে, এখন) অন্যেন বরেণ কিম্ (অন্য বরের প্রয়োজন নাই), মম (আমার) এতাবৎ হি (এই-টুকুই) বৃতম্ (অভিলষিত অর্থাৎ প্রার্থনা) ॥৯৩-৯৪॥

অনুবাদ।—তোমরা যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে দুইজনেই আমার বধ্য হও (আমার হাতে মর), ইহাই আমার অভি-লষিত বর, অন্য বরে আমার প্রয়োজন কি? ॥৯৩-৯৪॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৫ ॥

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ ॥ ৯৬
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥ ৯৭
[প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বন্মৃত্যুরাবয়োঃ]*
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ৯৮

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ (মেধা মুনি) উবাচ (বলিলেন) ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন ॥৯৫॥

অন্বয়ঃ।—তদা (তখন) বঞ্চিতাভ্যাং (মহামায়ার দ্বারা মোহিত বা ছলিত) তাভ্যাং (তাহাদের দ্বারা) সর্ব্বং জগৎ (সারা জগৎ) আপোময়ং (জলময়) বিলোক্য (দেখিয়া) ভগবান্ কমলেক্ষণঃ (পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু) গদিতঃ (কথিত হইলেন, অর্থাৎ বিষ্ণুকে তাহারা বলিল)। যত্র (যেখানে) উর্ব্বী (পৃথিবী) সলিলেন (জল দ্বারা) ন পরিপ্লুতা (প্লাবিত হয় নাই) আবাং (আমাদিগকে) জহি (বধ কর) ॥৯৬-৯৮॥

অনুবাদ।—বঞ্চিত (অর্থাৎ মহামায়ার দ্বারা ছলিত) সেই দুই অসুর সারা জগৎ জলময় দেখিয়া পদ্মপলাশলোচন

---

* এই শ্লোকার্দ্ধ মূল সংহিতায় নাই বলিয়া টীকাকারগণ বাদ দিয়াছেন। ইহার অর্থ—তোমার যুদ্ধে আমরা প্রীত হইয়াছি, তোমার হস্তে আমাদের মরণ গৌরবের বিষয়।

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৯ ॥

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা ॥ ১০০

কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০১

এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্ ॥ ১০২

ভগবান্‌কে বলিল,—যেখানে পৃথিবী জলে প্লাবিত হয় নাই, সেইখানে আমাদিগকে বধ কর ॥৯৬-৯৮॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ (মেধা মুনি) উবাচ (বলিলেন) ॥৯৯॥

অনুবাদ।—মুনি বলিলেন ॥৯৯॥

অন্বয়ঃ।—তথা (তাহাই হউক) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) শঙ্খচক্রগদাভৃতা ভগবতা (শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক) তয়োঃ শিরসী (তাহাদের দুইজনের মস্তক) জঘনে (ঊরুদেশে) কৃত্বা (রাখিয়া) চক্রেণ (চক্রদ্বারা) ছিন্নে (ছিন্ন করা হইল, অর্থাৎ নিজের ঊরুতে রাখিয়া বিষ্ণু তাহাদের মস্তক ছিন্ন করিলেন) ॥১০০-১০১॥

অনুবাদ।—শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ "তাহাই হউক" এই বলিয়া (নিজের) ঊরুদেশে রাখিয়া চক্রদ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন ॥১০০-১০১॥

অন্বয়ঃ।—এষা (ইনি অর্থাৎ দেবী মহামায়া) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মা কর্ত্তৃক) এবম্ (এইরূপে) সংস্তুতা (সম্যক্ স্তুত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিলে) স্বয়ং সমুৎপন্না (নিজেই উৎপন্ন

প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ১০৩

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধঃ ॥

হইয়াছিলেন) অস্যা দেব্যাঃ (এই দেবীর) প্রভাবং (মহিমা, উৎপত্তি) * ভূয়ঃ (আবার) শৃণু (শোন) তে বদামি (তোমার নিকট বলিতেছি) ॥১০২-১০৩॥

অনুবাদ ।—এই মহামায়া এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। পুনরায় এই দেবীর মহিমা বা আবির্ভাবের বিষয় বলিতেছি শোন ॥১০২-১০৩॥

---

* শব্দটি প্রভব হইলে উৎপত্তি অর্থ হয় ; প্রভাব শব্দের অর্থ (প্রকৃষ্ট ভাব) 'মহিমা' ; তবে 'উৎপত্তি' অর্থও হইতে পারে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

মধ্যম চরিত

মহিষাসুর-বধ

ঋষ্যাদি ন্যাস

অস্য মধ্যমচরিতস্য—বিষ্ণুর্ঋষিঃ। মহালক্ষ্মীর্দেবতা। উষ্ণিক্ ছন্দঃ। শাকম্ভরী শক্তিঃ। দুর্গা বীজম্। বায়ুস্তত্ত্বম্। যজুর্ব্বেদঃ স্বরূপম্। মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং মধ্যমচরিতজপে বিনিয়োগঃ।

মহালক্ষ্মীর ধ্যান

ওঁ অক্ষস্রক্‌পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিম্ অসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্॥
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং
সেবে সৈরিভমর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥

অনুবাদ।—যিনি আঠারটি হাতে অক্ষমালা, কুঠার, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনুক, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, খড়্গ, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা,

মন্থপাত্র, শূল, পাশ এবং সুদর্শন চক্র ধারণ করেন, আমি সেই প্রসন্নবদনা মহিষমর্দিনী পদ্মের উপর অবস্থিতা মহালক্ষ্মীর আরাধনা করিতেছি।

মধ্যম চরিতের আখ্যানাংশ

পুরাকালে মহিষাসুর নামে অসুরদের এক রাজা ছিল। তাহার সঙ্গে দেবতাদের একশত বৎসর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় হওয়ায় দেবগণ স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে আসিলেন এবং মানুষের মতই দুঃখকষ্টে কাল কাটাইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা মনের দুঃখে ব্রহ্মাকে লইয়া শিব ও বিষ্ণুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজেদের দুঃখের কাহিনী তাঁহাদিগকে জানাইলেন। এই সকল কথা শুনিয়া মহাদেব ও বিষ্ণুর ভীষণ ক্রোধ হইল এবং তাঁহাদের শরীর হইতে তেজ বাহির হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও তেজ বাহির হইল। সেই তেজ একত্র জমাট বাঁধিয়া এক দেবীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। এক-এক দেবতার তেজ হইতে তাঁহার এক-একটি অঙ্গ হইল।

দেবগণ তখন নিজ নিজ অস্ত্র হইতে আর একটি করিয়া অস্ত্র বাহির করিয়া সেই দেবীকে দিলেন। সমুদ্র তাঁহাকে

নানা বস্ত্র ও অলঙ্কারে সাজাইলেন, হিমালয় তাঁহাকে বাহন করিবার জন্য একটি সিংহ দিলেন। এই ভাবে মহালক্ষ্মীরূপা দেবী দুর্গা বা মহামায়ার আবির্ভাব হইলে তাঁহার তেজে সারা জগৎ ব্যাপ্ত হইল এবং তিনি অট্টহাস্য ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন।

দেবীর সেই হুঙ্কার ও গর্জ্জনে সারা বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল, আর দেবগণ 'জয়' 'জয়' শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মহিষাসুর লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া সেই শব্দের দিকে ধাবিত হইল এবং সেই দেবীকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবীর বাহন সিংহ অসুরদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। দেবীর নিঃশ্বাস হইতে লক্ষ লক্ষ দেবী-সৈন্য জন্মিয়া অসুরদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে মহিষাসুরের চামর, চিক্ষুর, অসিলোমা প্রভৃতি সেনাপতিগণ সসৈন্যে নিহত হইল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এইভাবে নিজের সৈন্য ও সেনাপতিগণকে নিহত হইতে দেখিয়া মহিষাসুর এক ভীষণ মহিষের রূপ ধরিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল। দেবীর সঙ্গে শিবের অনুচর প্রমথগণও আসিয়া যোগ দিল। কিন্তু সেই ভীষণ মহিষের লেজ, ক্ষুর ও শৃঙ্গের আঘাতে দেবী-সৈন্য সকল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল এবং সারা বিশ্ব টলমল করিয়া উঠিল। দেবী সেই মহিষকে নাগ-পাশ দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলে সে এক সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিল। দেবী খড়্গ দ্বারা সেই সিংহকে কাটিয়া ফেলিলে সে প্রথমে একটি পুরুষ ও পরে এক হস্তীর রূপ ধারণ করিল। দেবী সেই

হস্তীর শুঁড়টি কাটিয়া ফেলিলেন, আবার সেই অসুর মহিষের রূপ ধরিলে, দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"রে অসুর,

দিব্য সুরা পান আমি করি যতক্ষণ।
ততক্ষণ যত ইচ্ছা কর্ আস্ফালন॥"

এই বলিয়া তিনি মধুপান করিলেন এবং লম্ফ দিয়া মহিষাসুরের উপরে চড়িয়া পায়ের দ্বারা তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেন ও বুকে শূল বিঁধাইয়া দিলেন। সেই মহিষের মুখ দিয়া যখন আবার এক ভীষণ অসুর বাহির হইতে লাগিল, তখন দেবী খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

মহিষাসুর নিহত হইলে যে সকল অসুর তখনও মরে নাই তাহারা 'হায়' 'হায়' শব্দে পলাইয়া গেল। দেবতারা সানন্দে উৎসব করিলেন এবং নানা ভাবে দেবীর স্তব করিলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন—

"মা, আমরা শুধু এই চাই যে আমাদের বিপদ্ উপস্থিত হইলে তুমি আসিয়া সেই সকল বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিও। কোনও মানুষ যদি তোমাকে আমাদের মত স্তব স্তুতি করে তাহার প্রতি সদয় হইও।"

দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

[ক্রমশঃ]

[উত্তম চরিত্রের সারাংশ দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে* দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ২

তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন) পুরা (পুরাকালে) অসুরাণামধিপে মহিষে (মহিষাসুর যখন অসুরদের রাজা ছিল) দেবানাঞ্চ পুরন্দরে (যখন দেবতাদের রাজা ছিলেন ইন্দ্র) পূর্ণম্ অব্দশতম্ (পূরা একশত বৎসর) দেবাসুরং (দেবতা ও অসুরদের মধ্যে) যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) অভূৎ (হইয়াছিল) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরদের ও ইন্দ্র দেবতাদের রাজা ছিলেন, তখন দেবতা ও অসুরদের মধ্যে পুরা একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১-২ ॥

অন্বয়ঃ।—তত্র (সেই যুদ্ধে) মহাবীর্য্যৈঃ অসুরৈঃ (মহা-পরাক্রমশালী অসুরদের দ্বারা) দেবসৈন্যং (দেবসৈন্য)

---

* মহিষে সুরাণামধিপে এখানে আট অক্ষর স্থানে নয় অক্ষর আছে, "মহিষে দানবাধিপে" দেবাধিপে পুরন্দরে থাকিলে আট অক্ষর হইত।

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ ৪

যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দ্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥ ৫

পরাজিতম্ (পরাজিত হইল)। মহিষাসুরঃ (মহিষাসুর) সকলান্ দেবান্ (সকল দেবতাকে) জিত্বা (জয় করিয়া) ইন্দ্রশ্চ অভূৎ (ইন্দ্র হইল অর্থাৎ ইন্দ্রের রাজপদ অধিকার করিল)॥ ৩॥

অনুবাদ।—সেই যুদ্ধে মহাপরাক্রমশালী অসুরগণ দেবসৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিল, এবং মহিষাসুর দেবগণকে জয় করিয়া ইন্দ্র হইয়াছিল (অর্থাৎ ইন্দ্রের রাজপদ অধিকার করিয়াছিল)॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) পরাজিতাঃ দেবাঃ (পরাজিত দেবগণ) পদ্মযোনিং প্রজাপতিং (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জাত ব্রহ্মাকে) পুরস্কৃত্য (অগ্রে করিয়া) যত্র (যেখানে) ঈশগরুড়ধ্বজৌ (মহাদেব ও বিষ্ণু ছিলেন) তত্র (সেখানে) গতাঃ (গেলেন)॥ ৪॥

অনুবাদ।—তাহার পর দেবগণ পরাজিত হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া যেখানে মহাদেব এবং বিষ্ণু ছিলেন সেখানে গমন করিলেন॥ ৪॥

অন্বয়ঃ।—ত্রিদশাঃ (দেবগণ) তয়োঃ (তাঁহাদের নিকট)

সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৬

স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৭

দেবাভিভববিস্তরং (যাহাতে দেবতাদের বিশেষভাবে পরাজয় হইয়াছে সেই) মহিষাসুরচেষ্টিতং (মহিষাসুরের কার্য্য) যথাবৃত্তং (যেমন যেমন ঘটিয়াছিল) তদ্বৎ (ঠিক সেইভাবে) কথয়ামাসুঃ (বলিলেন) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—নিজেদের যাহাতে বিশেষভাবে পরাজয় হইয়াছে, মহিষাসুরের সেই কার্য্যকলাপ দেবগণ তাঁহাদের অর্থাৎ মহাদেব ও বিষ্ণুর নিকটে যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (সে) সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং (সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও চন্দ্রের; অনিল=বায়ু, ইন্দু=চন্দ্র) যমস্য (যমের) বরুণস্য চ (এবং বরুণের) অন্যেষাং চ (এবং অন্যান্যদেরও) অধিকারান্ (অধিকার সকল) স্বয়ম্ এব (নিজেই) অধিতিষ্ঠতি (অধিকার করিয়া রাখিয়াছে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—[দেবতারা কহিলেন] সেই মহিষাসুর সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবগণের অধিকার নিজেই অধিকার করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—তেন দুরাত্মনা মহিষেণ (সেই দুরাত্মা মহিষা-

এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতম্ ।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৮

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ ॥ ৯

সুরের দ্বারা) সর্ব্বে দেবগণাঃ (দেবতারা সকলে) স্বর্গাৎ (স্বর্গ হইতে) নিরাকৃতাঃ (বিতাড়িত হইয়া) মর্ত্ত্যা যথা (মানুষদের মত) ভুবি (পৃথিবীতে) বিচরন্তি (বিচরণ করিতেছেন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—দেবগণ সেই দুরাত্মা মহিষাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মানুষের মত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—বঃ (আপনাদের নিকট) এতৎ সর্ব্বম্ (এই সকল) অমরারিবিচেষ্টিতং (দেবগণের শত্রু অর্থাৎ অসুরের কার্য্য) কথিতং (বলা হইল)। শরণং প্রপন্নাঃ স্মঃ (আপনাদের শরণ লইলাম) তস্য বধঃ (তাহার বধের বিষয়) বিচিন্ত্যতাম্ (চিন্তা করুন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—আপনাদের নিকটে অসুরগণের সকল কার্য্য বলা হইল। আমরা শরণাগত। তাহার বধের বিষয় চিন্তা করুন ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—মধুসূদনঃ (বিষ্ণু) শম্ভুশ্চ (এবং মহাদেব)

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১০

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১১

দেবানাম্ (দেবগণের) ইত্থম্ বচাংসি (এইরূপ বাক্যসমূহ) নিশম্য (শুনিয়া) ভৃকুটীকুটিলাননৌ (ভৃকুটি দ্বারা কুটিল অর্থাৎ ভীষণ আনন অর্থাৎ মুখ যাহাদের এমন হইয়া; ভ্রূকুটি দ্বারা মুখমণ্ডল ভীষণ করিয়া) কোপং (ক্রোধ) চকার (প্রকাশ করিলেন) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—মধুসূদন অর্থাৎ বিষ্ণু এবং মহাদেব এই সকল কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূকুটীভঙ্গে তাঁহাদের মুখ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) অতিকোপপূর্ণস্য (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) চক্রিণঃ (চক্রধারী বিষ্ণুর) বদনাৎ (মুখ হইতে) ততঃ (তাহার পর) ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ (ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের—'মুখ হইতে') মহৎ তেজঃ (মহাতেজ) নিশ্চক্রাম (নির্গত হইল) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চক্রধারী বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহাদেবের মুখ হইতে মহাতেজঃ নির্গত হইল ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—অন্যেষাং শক্রাদীনাং দেবানাং চ এব (শক্র অর্থাৎ

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥ ১২

ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণেরও) শরীরতঃ (শরীর হইতে) সুমহৎ তেজঃ (প্রচুর তেজ) নির্গতং (নির্গত হইল) তৎ চ (এবং তাহা) ঐক্যং সমগচ্ছত (ঐক্য প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ একত্র মিলিত হইল)॥ ১১॥

অনুবাদ।—ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও প্রচুর তেজ নির্গত হইল এবং সেই সমস্ত তেজোরাশি একত্র মিলিত হইল॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।—তত্র (তথায়)* তে সুরাঃ (সেই দেবগণ) জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরং (যাহার জ্বালা অর্থাৎ শিখায় দিগন্তরসমূহ ব্যাপ্ত হইয়াছিল এমন) অতীব জ্বলন্তং (যাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এমন) পর্ব্বতমিব (পর্ব্বতের মত) তেজসঃ কূটং (তেজের স্তূপ অর্থাৎ পুঞ্জীভূত তেজ) দদৃশুঃ (দেখিলেন)॥ ১২॥

অনুবাদ।—সেই স্থানে সেই দেবগণ শিখা দ্বারা দিগন্তব্যাপী জ্বলন্ত পর্ব্বতের মত সেই পুঞ্জীভূত তেজ দেখিতে পাইলেন॥ ১১॥

---

* সেই স্থান ছিল হিমালয় পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রম।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ন্ত্বিষা ॥ ১৩

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—তত্র (সেখানে) ত্বিষা (দীপ্তি দ্বারা) ব্যাপ্তলোকত্রয়ং (যাহা স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ছাইয়া ফেলিয়াছে এমন) সর্ব্বদেবশরীরজং (দেবগণের শরীর হইতে উৎপন্ন) অতুলং (যাহার তুলনা নাই, অনুপম) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) একস্থম্ (একত্র হইয়া) নারী অভূৎ (নারীতে পরিণত হইল—স্ত্রীলোকের রূপ ধারণ করিল) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—দেবতাদের শরীর হইতে উৎপন্ন স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল-ব্যাপী সেই অনুপম তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া এক নারীরূপ ধারণ করিল ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।—শাম্ভবং (শম্ভু অর্থাৎ মহাদেবের) যৎ তেজঃ (যে তেজ) অভূৎ (হইয়াছিল অর্থাৎ নির্গত হইয়াছিল) তেন (তাহা দ্বারা) তন্মুখম্ (তাঁহার মুখ) অজায়ত (হইল) যাম্যেন (যমের 'তেজে') কেশাঃ (কেশসমূহ, চুল) অভবন্ (হইল) বিষ্ণুতেজসা (বিষ্ণুর তেজে) বাহবঃ (বাহুগুলি 'হইল') ॥ ১৪ ॥

সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১৫

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥ ১৬

অনুবাদ।—মহাদেবের তেজে সেই নারীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুতেজের দ্বারা বাহুসকল হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—সৌম্যেন [তেজসা] (সোম অর্থাৎ চন্দ্রের তেজে) স্তনয়োর্যুগ্মম্ (স্তনযুগল) ঐন্দ্রেণ (ইন্দ্রের 'তেজে') মধ্যং (শরীরের মধ্যভাগ) বারুণেন (বরুণের 'তেজে') জঙ্ঘোরূ (জঙ্ঘা ও উরু*) ভুবঃ (পৃথিবীর) তেজসা (তেজে) নিতম্বঃ (কোমরের পিছনদিক্, পাছা) অভবৎ (হইল)॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—চন্দ্রতেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে মধ্যদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্ব হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) তেজসা (তেজে) পাদৌ (দুইটি পা) অর্কতেজসা (সূর্য্যের তেজে) তদঙ্গুল্যঃ (পায়ের অঙ্গুলিসমূহ) বসূনাঞ্চ (বসুদের তেজে) করাঙ্গুল্যঃ (হাতের অঙ্গুলিসমূহ) কৌবেরেণ (কুবেরের তেজে) নাসিকা (নাক 'হইয়াছিল')।

---

* হাঁটুর উপরের ভাগ উরু, নীচের ভাগ জঙ্ঘা বা জাং।

তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥ ১৭

ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥ ১৮

প্রাজাপত্যেন তেজসা (প্রজাপতির তেজে) তস্যাঃ (তাঁহার) দন্তাঃ (দাঁতগুলি) সম্ভূতাঃ (হইয়াছিল)। তথা (এবং) পাবক-তেজসা (অগ্নির তেজে) নয়নত্রিতয়ং (তিনটি নয়ন) জজ্ঞে (উৎপন্ন হইয়াছিল) ॥ ১৬-১৭॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মার তেজে তাঁহার দুইটি পা, সূর্য্যের তেজে পায়ের অঙ্গুলিসকল, বসুগণের তেজে হাতের অঙ্গুলিসকল, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত সকল ও অগ্নির তেজে তিনটি চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল ॥১৬-১৭॥

অন্বয়ঃ।—সন্ধ্যয়োঃ (দুইটি সন্ধ্যার অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার) তেজঃ (তেজ) ভ্রুবৌ (দুইটি ভুরু হইল) অনিলস্য (বায়ুর তেজ) শ্রবণৌ (দুইটি কর্ণ হইল) অন্যেষাম্ চ এব দেবানাং (এবং অন্যান্য দেবতাদের) তেজসাং সম্ভবঃ (তেজের উৎপত্তি) শিবা (দেবী শিবা অর্থাৎ দুর্গা 'হইলেন') ॥১৮॥

অনুবাদ।—প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যার তেজে দুইটি

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥ ১৯

শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্মৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥ ২০

ভুরু, বায়ুর তেজে দুইটি কর্ণ এবং অন্যান্য দেবগণের তেজের দ্বারা (সেই) শিবামূর্ত্তির উৎপত্তি হইল ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) মহিষার্দ্দিতাঃ (মহিষাসুরের দ্বারা লাঞ্ছিত) অমরাঃ (দেবগণ) সমস্তদেবানাং (সকল দেবতার) তেজোরাশিসমুদ্ভবাং (তেজোরাশি হইতে উৎপন্না) তাং (তাঁহাকে) বিলোক্য (দেখিয়া) মুদম্ (আনন্দ) প্রাপুঃ (লাভ করিলেন) ॥১৯॥

অনুবাদ।—অনন্তর মহিষাসুরদ্বারা লাঞ্ছিত দেবগণ সকল দেবতার তেজোরাশি হইতে উৎপন্ন সেই দেবীকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—পিনাকধৃক্ (পিনাক নামক ধনুক ধারণকারী মহাদেব) শূলাৎ (শূল হইতে) বিনিষ্কৃষ্য (বাহির করিয়া) তস্মৈ (তাঁহাকে) শূলং (শূল) দদৌ (দিলেন)। কৃষ্ণঃ (বিষ্ণু) স্বচক্রতঃ (নিজের চক্র হইতে) চক্রং (চক্র) সমুৎপাদ্য (সৃষ্টি করিয়া) দত্তবান্ (দিলেন) ॥২০॥

অনুবাদ।—মহাদেব নিজের শূল হইতে একটি শূল

শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥ ২১

বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্মৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্‌গজাৎ ॥ ২২

বাহির করিয়া তাঁহাকে দিলেন। বিষ্ণু নিজচক্র হইতে একটি চক্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দিলেন ॥২০॥

অন্বয়ঃ।—বরুণঃ (জলাধিপতি বরুণ) তস্মৈ (তাঁহাকে) শঙ্খং (শঙ্খ), হুতাশনঃ (অগ্নিদেব) শক্তিং (একটি শক্তি) দদৌ (দিলেন)। মারুতঃ (বায়ু অর্থাৎ পবনদেব) চাপং (একটি ধনুক) তথা (এবং) বাণপূর্ণে ইষুধী (বাণ দ্বারা পূর্ণ দুইটি তূণ) দত্তবান্ (দিলেন) ॥২১॥

অনুবাদ।—বরুণদেব একটি শঙ্খ, অগ্নিদেব একটি শক্তি, বায়ু একটি ধনুক এবং বাণের দ্বারা পূর্ণ দুইটি তূণ (বাণ রাখিবার থলে) তাঁহাকে দান করিলেন ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—অমরাধিপঃ (দেবরাজ) সহস্রাক্ষঃ (সহস্রলোচন) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) কুলিশাৎ (বজ্র হইতে) বজ্রম্ (একটি বজ্র) সমুৎপাদ্য (সৃষ্টি করিয়া) ঐরাবতাৎ গজাৎ (ঐরাবত নামক হস্তী হইতে) [ঘণ্টাং সমুৎপাদ্য—গলায় ঝুলান ঘণ্টা হইতে আর একটি ঘণ্টা সৃষ্টি করিয়া] ঘণ্টাং (একটি ঘণ্টা) দদৌ (দিলেন) ॥২২॥

কালদণ্ডাদ্‌যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দ্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্‌ ॥ ২৩

সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্‌ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্‌ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্‌ ॥ ২৪

অনুবাদ।—দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র নিজ বজ্র হইতে একটি বজ্র ও-ঐরাবত নামক হাতীর গলায় ঝুলান ঘণ্টা হইতে একটি ঘণ্টা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—যমঃ (যম) কালদণ্ডাৎ (কালদণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়া) দণ্ডম্‌ (একটি দণ্ড), অম্বুপতিঃ চ (এবং জলাধিপতি বরুণ) পাশং (একটি পাশ অর্থাৎ শত্রুকে বাঁধিয়া ফেলিবার ফাঁস) দদৌ (দিলেন)। প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা (প্রজাপতি ব্রহ্মা) অক্ষমালাং (রুদ্রাক্ষের মালা) কমণ্ডলুঞ্চ (এবং একটি কমণ্ডলু) দদৌ (দিলেন)।

দিবাকরঃ (সূর্য্যদেব) সমস্তরোমকূপেষু (সকল লোমকূপে) নিজরশ্মীন্‌ (নিজের কিরণসমূহ), কালঃ (কাল অর্থাৎ মৃত্যু-দেবতা বা নিমেষ প্রভৃতি কালের অধিষ্ঠাতা দেব) তস্যাঃ (তাঁহাকে) খড়্গম্‌ (একটি খড়্গ) নির্ম্মলং চর্ম্ম চ (এবং একটি চকচকে বা উজ্জ্বল চর্ম্ম অর্থাৎ অস্ত্রের আঘাত ফিরাইবার ঢাল) দত্তবান্‌ (দিলেন) ॥২৩-২৪॥

অনুবাদ।—যম তাঁহার কালদণ্ড হইতে একটি দণ্ড

মহিষাসুর-বধ

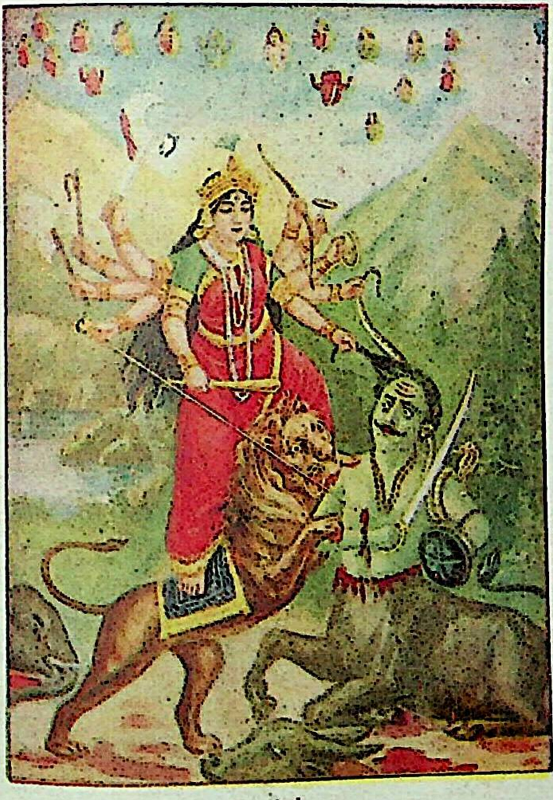

পা দিয়া গলায় চাপিয়া ধরিয়া বুকে

[পৃষ্ঠা—১৭৪

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৫

অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্ ॥ ২৬

অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ ॥ ২৭

আকর্ষণ করিয়া দিলেন, জলাধিপতি বরুণ একটি পাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডলু, সূর্য্যদেব সমস্ত রোমকূপে নিজের কিরণ, কাল বা মৃত্যুদেব একটি খড়্গ এবং উজ্জ্বল চর্ম্ম (ঢাল) তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ২৩-২৪॥

অন্বয়ঃ।—ক্ষীরোদঃ (ক্ষীরসমুদ্র) অমলম্ (উজ্জ্বল) হারং (হার) তথা (এবং) অজরে (যাহা কখনও জীর্ণ হয় না, চিরনূতন) চ তথা (এবং) দিব্যং (স্বর্গীয় অর্থাৎ অতি সুন্দর) চূড়ামণিং (মাথায় পরিবার মণি) কুণ্ডলে (কাণে পরিবার দুইটি কুণ্ডল) কটকানি চ (এবং বালাসমূহ) তথা শুভ্রম্ অর্দ্ধচন্দ্রং (ললাটে পরিবার একটি শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র) সর্ব্ববাহুষু (বাহুগুলিতে) কেয়ূরান্ (অঙ্গদ অর্থাৎ বাজুসমূহ), বিমলৌ নূপুরৌ (নির্ম্মল অর্থাৎ উজ্জ্বল নূপুর) তদ্বৎ (সেইরূপ) অনুত্তমম্ (অতি চমৎকার, অতুলনীয়)

বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্মৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ॥ ২৮

অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্।
অদদজ্জলধিস্তস্মৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্ ॥ ২৯

গ্রৈবেয়কং (গলায় পরিবার অলঙ্কার) সমস্তাসু অঙ্গুলীযু (সবগুলি অঙ্গুলিতে) অঙ্গুরীয়করত্নানি (অতি উত্তম অঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল আংটী) [দত্তবান্—দিলেন] ॥২৫-২৭॥

অনুবাদ।—ক্ষীরসমুদ্র উজ্জ্বল হার, চিরনূতন বস্ত্র, দিব্য চূড়ামণি, দুইটি কুণ্ডল, বালাসমূহ, একটি শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র, বাহুগুলিতে কেয়ূর, বিমল নূপুর, অতি উত্তম গলার আভরণ, অঙ্গুলিসমূহে সর্ব্বোত্তম অঙ্গুরী প্রদান করিলেন ॥২৫-২৭॥

অন্বয়ঃ।—বিশ্বকর্ম্মা (দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা) তস্মৈ (তাঁহাকে) অতিনির্ম্মলং (অতি উজ্জ্বল বা ধারাল) পরশুম্ (কুঠার) অনেকরূপাণি (অনেকরকমের) অস্ত্রাণি (অস্ত্র) তথা (এবং) অভেদ্যঞ্চ (যাহা কোনও অস্ত্রে ভেদ করিতে পারে না এমন) দংশনং (বর্ম্ম অর্থাৎ শরীরকে অস্ত্রের আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যে সাঁজোয়া পরা হয় তাহা) দদৌ (দিলেন)। জলধিঃ (সমুদ্র) তস্মৈ (তাঁহাকে) শিরসি

হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥ ৩০

(মস্তকে) উরসি চ (এবং বক্ষে) অম্লানপঙ্কজাং মালাম্ (অম্লান অর্থাৎ যাহা বাসি নয় তাজা এমন পদ্মফুলের মালা) অতিশোভনং (অতি সুন্দর) পঙ্কজঞ্চ (একটি পদ্মফুল) অদদৎ (দান করিলেন) ॥২৮-২৯॥

অনুবাদ।—বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে অতিনির্ম্মল বা ধারাল কুঠার, নানারকম অস্ত্র ও অভেদ্য বর্ম্ম এবং সমুদ্র তাঁহাকে মস্তকে ও বক্ষে অম্লান পদ্মের একটি মালা ও অতি মনোহর একটি পদ্ম * দান করিলেন ॥২৮-২৯॥

অন্বয়ঃ।—হিমবান্ (পর্ব্বতরাজ হিমালয়) বাহনং (যাহাতে চড়িয়া গমনাগমন করা হয়) সিংহং (সিংহ) বিবিধানি রত্নানি চ (এবং নানারূপ রত্ন) ধনাধিপঃ (ধনের অধিপতি কুবের) সুরয়া (সুরা অর্থাৎ মদ্য দ্বারা) অশূন্যং (পূর্ণ, ভরা) পানপাত্রম্ (একটি পানপাত্র) দদৌ (দিলেন) ॥৩০॥

অনুবাদ।—পর্ব্বতরাজ হিমালয় বাহন সিংহ ও নানা-

* পূর্ব্বকালের মেয়েরা একটি অলঙ্কার বা শোভা হিসাবেই হাতে একটি পদ্মফুল রাখিতেন, তাহাকে বলা হইত লীলাকমল।

শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্।
নাগহারং দদৌ তস্মৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্॥ ৩১

অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ॥ ৩২

বিধ রত্ন এবং ধনাধিপতি কুবের সর্ব্বদা সুরাপূর্ণ পানপাত্র দান করিলেন ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (যে) ইমাং পৃথিবীম্ (এই পৃথিবীকে) ধত্তে (ধারণ করে) সঃ সর্ব্বনাগেশঃ শেষঃ (সকল নাগের অধিপতি সেই শেষ নাগ বাসুকি) মহামণিবিভূষিতং (মহামণি-শোভিত) নাগহার (একটি নাগহার বা সাপের মালা) তস্মৈ (তাঁহাকে) দদৌ (দিলেন) ॥৩১॥

অনুবাদ।—এই পৃথিবীকে যিনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সর্পরাজ বাসুকি মহামণি-শোভিত একটি নাগহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥৩১॥

অন্বয়ঃ।—দেবী (সেই দেবী) অন্যৈঃ অপি সুরৈঃ (অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃকও) ভূষণৈঃ (অলঙ্কার দ্বারা) তথা (এবং) আয়ুধৈঃ (অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা) সম্মানিতা (সম্মানিতা অর্থাৎ বিভূষিতা হইয়া) মুহুর্মুহুঃ (বারবার, ঘন ঘন)

তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ ॥ ৩৩

চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ ৩৪

সাট্টহাসং (অট্টহাস্যের সহিত) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) ননাদ (গর্জ্জন করিতে লাগিলেন) ॥৩২॥

অনুবাদ।—সেই দেবী অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃকও অলঙ্কার এবং অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সম্মানিত হইয়া অট্টহাস্যের সহিত ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

অন্বয়ঃ।—তস্যাঃ (তাঁহার) অমায়তা (অপরিমিত, যাহার পরিমাণ করা যায় না) অতিমহতা (অতিমহান্ বা উচ্চ) ঘোরেণ নাদেন (সেই ভীষণ শব্দে) কৃৎস্নং (সমস্ত) নভঃ (আকাশ) আপূরিতম্ (পূর্ণ হইল, ভরিয়া গেল) মহান্ প্রতিশব্দশ্চ (এবং অতি উচ্চ প্রতিধ্বনি) অভূৎ (হইল) ॥৩৩॥

অনুবাদ।—অপরিমেয় অতি উচ্চ ও ভয়ানক সেই শব্দে সমগ্র আকাশ পূর্ণ হইল, এবং মহান্ প্রতিধ্বনি উঠিল ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।—সকলা লোকাঃ (সমস্ত ভুবন) চক্ষুভুঃ (ক্ষোভিত অর্থাৎ আলোড়িত হইল) সমুদ্রাশ্চ (এবং সমুদ্র সকল) চকম্পিরে (কাঁপিতে লাগিল)। বসুধা (পৃথিবী)

জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্।
তুষ্টুবুর্ম্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩৫

চচাল (বিচলিত হইল, অর্থাৎ কাঁপিয়া উঠিল) সকলা মহীধরাঃ (সমস্ত পর্ব্বত, পর্ব্বতসমূহ) চেলুঃ (কম্পিত হইল) ॥৩৪॥

অনুবাদ।—[সেই হুঙ্কার শব্দে] লোক সকল (অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন) আলোড়িত, সমুদ্রগুলি কম্পিত, পৃথিবী ও পর্ব্বত-সমুদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল (অর্থাৎ ভূমিকম্পে যেমন হয়, সেইরূপ হইল) ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।—দেবাশ্চ (দেবগণও) মুদা (আনন্দে) জয় (জয়লাভ করুন, আপনার জয় হউক) ইতি (ইহা) তাং সিংহবাহিনীং (সেই সিংহবাহিনীকে) ঊচুঃ (বলিলেন)। মুনয়শ্চ (এবং মুনিগণ) ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ (যাঁহাদের আত্মা অর্থাৎ মন এবং মূর্ত্তি অর্থাৎ শরীর ভক্তিভরে নত হইয়াছে এমন) এনাম্ (ইঁহাকে) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥৩৫॥

অনুবাদ।—(তখন) দেবগণ সেই সিংহবাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া জয়ধ্বনি করিলেন *। মুনিগণ ভক্তিভরে শরীর এবং মন নত করিয়া ইঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

---

* অথবা জয়া ইতি এইরূপে সন্ধি ভাঙ্গিলে হয় দেবগণ তাঁহার নাম দিলেন জয়া অর্থাৎ জয়লাভকারিণী।

দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ ॥ ৩৬

আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—তে অমরারয়ঃ (সেই দেবশত্রুগণ অর্থাৎ অসুরেরা) সমস্তং ত্রৈলোক্যং (সমগ্র ত্রিভুবন) সংক্ষুব্ধম্ (আলোড়িত বা ব্যাকুল) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাঃ (অখিল অর্থাৎ সমস্ত সৈন্যকে যাহারা সন্নদ্ধ অর্থাৎ সুসজ্জিত করিয়াছে এমন, সমস্ত সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করিয়া) উদায়ুধাঃ (উৎ অর্থাৎ উদ্যত বা উত্তোলিত আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্র যাহাদের; অস্ত্র উদ্যত করিয়া) সমুত্তস্থুঃ (সমুত্থান করিল, যুদ্ধের উদ্যোগ করিল) ॥৩৬॥

অনুবাদ।—অসুরগণ (এইরূপে) সমস্ত ত্রিভুবন ব্যাকুল দেখিয়া সমস্ত সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করিয়া ও অস্ত্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিল ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।—মহিষাসুরঃ (মহিষাসুর) আঃ কিমেতৎ (আঃ এ আবার কি) ইতি (এই কথা) ক্রোধাৎ (ক্রোধভরে) আভাষ্য (বলিয়া) তং শব্দম্ অভি (সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া) অধাবত (ধাবিত হইল) ॥৩৭॥

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥ ৩৮

ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥ ৩৯

অনুবাদ।—মহিষাসুর "আঃ এ আবার কি" ক্রোধভরে এইরূপ বলিয়া অসংখ্য অসুরের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (অতঃপর) সঃ (সে) ত্বিষা (তেজ দ্বারা) ব্যাপ্তলোকত্রয়াং (যিনি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছেন) পাদাক্রান্ত্যা (পায়ের চলনে, পদক্ষেপে) নতভুবং (যিনি পৃথিবীকে নত করেন) কিরীটোল্লিখিতাম্বরাং (যাঁহার কিরীট অর্থাৎ মুকুট অম্বর অর্থাৎ আকাশ উল্লিখিত করিয়াছে অর্থাৎ স্পর্শ করিয়াছে, গগন-স্পর্শী মুকুট-শোভিতা) ধনুর্জ্যানিস্বনেন (ধনুকের জ্যা অর্থাৎ ছিলার নিস্বনে বা শব্দে) ক্ষোভিতাশেষপাতালাং (যিনি সমগ্র পাতালকেও আলোড়িত করেন) ভুজসহস্রেণ (সহস্র বাহুতে বা অসংখ্য বাহুতে) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিকে) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত করিয়া) সংস্থিতাম্ (অবস্থিতা) তাং দেবীং (সেই দেবীকে) দদর্শ (দেখিতে পাইল)॥৩৮-৩৯॥

অনুবাদ।—অনন্তর সেই মহিষাসুর দেবীকে দেখিতে

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্॥ ৪০

মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ॥ ৪১

পাইল। সে দেখিল ঐ দেবীর তনু-কান্তিতে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার পদভরে পৃথিবী নত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুকুট আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার ধনুকের টঙ্কারে পাতাল আলোড়িত হইতেছে এবং তাঁহার সহস্র বাহুদ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত হইয়াছে ॥৩৮-৩৯॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) তয়া দেব্যা (সেই দেবীর সঙ্গে) সুরদ্বিষাম্ (অসুরদের) বহুধা (বহু প্রকারে) মুক্তৈঃ (নিক্ষিপ্ত) শস্ত্রাস্ত্রৈঃ (অস্ত্রশস্ত্রে) আদীপিতদিগন্তরং (যাহাতে সকল দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এমন ভাবে) যুদ্ধং (যুদ্ধ) প্রববৃতে (আরম্ভ হইল) ॥৪০॥

অনুবাদ।—অনন্তর সেই দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, নানারকম নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ॥৪০॥

অন্বয়ঃ।—চিক্ষুরাখ্যঃ (চিক্ষুর নামক) মহিষাসুরসেনানীঃ (মহিষাসুরের সেনাপতি), মহাসুরঃ চামরশ্চ (এবং

রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ।
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥ ৪২

পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥ ৪৩

মহাসুর চামর) চতুরঙ্গবলান্বিতঃ (চতুরঙ্গ সৈন্যদল লইয়া, অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকযুক্ত সৈন্যদল লইয়া) অন্যৈঃ (অন্যান্য অসুরদের লইয়া) যুযুধে (যুদ্ধ করিল) ॥৪১॥

অনুবাদ।—চিক্ষুর নামে মহিষাসুর-সেনাপতি এবং চামরনামক মহাসুরও চতুরঙ্গ-বল-যুক্ত হইয়া অন্যান্য অসুরদের লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ॥৪১॥

অন্বয়ঃ।—উদগ্রাখ্যঃ মহাসুরঃ (উদগ্রনামক মহাসুর) রথানাং ষড়্ভিঃ অযুতৈঃ (ষাট হাজার রথ লইয়া), মহাহনুশ্চ (এবং মহাহনু) অযুতানাং সহস্রেণ (সহস্র অযুত লইয়া—দশ সহস্রে এক অযুত সুতরাং সহস্র অযুতে এক কোটি) অযুধ্যত (যুদ্ধ করিল)॥ ৪২ ॥ অসিলোমা মহাসুরঃ (অসিলোমানামক মহাসুর) পঞ্চাশদ্ভিঃ নিযুতৈঃ (পঞ্চাশ নিযুত লইয়া—দশ লক্ষে এক নিযুত সুতরাং পঞ্চাশ নিযুতে পাঁচ কোটি) বাস্কলশ্চ (এবং বাস্কল) অযুতানাং ষড়্ভিঃ শতৈঃ (ছয়শত অযুত লইয়া অর্থাৎ ষাট লক্ষ

গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ।
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥ ৪৪

বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ।
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৫

লইয়া) রণে যুযুধে (যুদ্ধ করিল) ॥ ৪৩ ॥ পরিবারিতঃ (পরিবারিত নামক অসুর) তস্মিন্ যুদ্ধে (সেই যুদ্ধে) অনেকৈঃ গজবাজিসহস্রৌঘৈঃ (বহু হস্তী ও অশ্বসমূহ লইয়া; গজ=হস্তী, বাজিন্=অশ্ব, ওঘ=সমূহ) রথানাং কোট্যা চ (এবং কোটিসংখ্যক রথে) বৃতঃ (পরিবৃত হইয়া) অযুধ্যত (যুদ্ধ করিল) ॥৪৪॥

অনুবাদ।—উদগ্রনামক মহাসুর ছয় অযুত (ষাট হাজার) রথ ও মহাহনুনামক অসুর সহস্র অযুত (এক কোটি) রথ লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ॥৪২॥

অসিলোমনামক মহাসুর পঞ্চাশ নিযুত (পাঁচ কোটি) রথ ও বাস্কলনামক মহাসুর ছয়শত অযুত (ষাট লক্ষ) রথ লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ॥৪৩॥

পরিবারিতনামক মহাসুর বহু সহস্র গজ, অশ্ব ও এক কোটি রথ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই যুদ্ধে নামিয়াছিল ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ।—বিড়ালাক্ষঃ (বিড়ালাক্ষ নামক অসুর) তত্র সংযুগে (সেই যুদ্ধে) রথানাম্ অযুতানাং পঞ্চাশদ্ভিরযুতৈঃ

অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ॥ ৪৬

কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা।
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ॥ ৪৭

(পঞ্চাশ অযুতবার অযুত অর্থাৎ পাঁচশত কোটি রথের দ্বারা) পরিবারিতঃ (বেষ্টিত হইয়া) যুযুধে (যুদ্ধ করিয়াছিল)॥৪৫॥ অন্যে চ মহাসুরাঃ (অন্যান্য মহাসুরগণও) অযুতশঃ (অযুতে অযুতে) রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ (রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবৃত হইয়া; নাগ=হাতী; হয়=ঘোড়া) তত্র (সেই যুদ্ধে) দেব্যা সহ (দেবীর সঙ্গে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিল)॥৪৬॥

অনুবাদ।—বিড়ালাক্ষনামক মহাসুর পঞ্চাশ অযুত সংখ্যক অযুত (অর্থাৎ পাঁচশত কোটি) রথ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে নামিয়াছিল॥ ৪৫॥

অন্যান্য মহাসুরগণও অযুতে অযুতে রথ, হস্তী ও অশ্ব দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই যুদ্ধে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল॥৪৬॥

অন্বয়ঃ।—তত্র যুদ্ধে (সেই যুদ্ধে) মহিষাসুরঃ (মহিষাসুর) রথানাং (রথ) দন্তিনাং (হস্তী) তথা (এবং) হয়ানাঞ্চ (অশ্বসমূহের) কোটিকোটিসহস্রৈঃ (কোটি কোটি সহস্র সংখ্যা দ্বারা) বৃতঃ (পরিবৃত) অভূৎ (হইয়াছিল) অর্থাৎ

তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুষলৈস্তথা।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ ॥ ৪৮

মহিষাসুর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিল ॥ ৪৭ ॥ [কেচিৎ (কেহ কেহ)] তোমরৈর্ভিন্দিপালৈঃ শক্তিভিঃ তথা মুষলৈঃ খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ (তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল অর্থাৎ গদা, খড়্গ, কুঠার ও পট্টিশ এই সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া) দেব্যা (দেবীর সঙ্গে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিল) ॥৪৮॥

অনুবাদ।—সেই যুদ্ধে মহিষাসুর কোটি কোটি সহস্র (অর্থাৎ অসংখ্য) রথ, হস্তী ও অশ্ব দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিল ॥৪৭॥

(অসুরগণ) সেই যুদ্ধে তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু ও পট্টিশ নামক অস্ত্রসমূহ দ্বারা সেই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥৪৮॥

[তোমর—শর্ব্বলা অর্থাৎ শাবল ; ভিন্দিপাল—ধনুক ছাড়া হাতে নিক্ষেপ করিবার তীর, বর্শা-জাতীয় ; শক্তি—শূল বা বল্লম ; মুষল—গদা ; খড়্গ—খাঁড়া বা তলোয়ার ; পরশু—কুঠার বা কুড়াল ; পট্টিশ—ক্ষুরের মত ধারাল ফলাযুক্ত একরকম বল্লম ।]

কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে।
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ ॥ ৪৯

সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—কেচিচ্চ (এবং কেহ কেহ) শক্তীঃ (শক্তি অর্থাৎ শূলসকল) চিক্ষিপুঃ (নিক্ষেপ করিয়াছিল), অপরে তথা (এবং অন্যেরা) পাশান্ (পাশসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিল; পাশ=বাঁধিবার দড়ি বা জাল), কেচিৎ (কেহ কেহ) খড়্গপ্রহারৈঃ (খড়্গের আঘাতে) তাং দেবীং (সেই দেবীকে) হন্তুং (বধ করিতে) প্রচক্রমুঃ (উদ্যত হইল) ॥ ৪৯ ॥ সা অপি দেবী চণ্ডিকা (সেই দেবী চণ্ডিকাও) নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী (নিজের অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপকারিণী হইয়া অর্থাৎ নিক্ষেপ করিয়া) তানি শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি (অসুরদের নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র) লীলয়া এব (অনায়াসেই) প্রচিচ্ছেদ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥৫০॥

অনুবাদ।—কোন কোন অসুর আবার শক্তি এবং অপর কেহ কেহ পাশ নিক্ষেপ করিল; কেহ বা খড়্গের আঘাতে দেবীকে বধ করিবার উপক্রম করিল ॥৪৯॥

অনন্তর সেই দেবী চণ্ডিকাও নিজের শস্ত্র ও অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রকে অনায়াসেই ছেদন করিলেন ॥৫০॥

অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥ ৫১

সোঽপি ক্রুদ্ধো ধূতসটো দেব্যা বাহনকেশরী।
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেম্বিব হুতাশনঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—সুরর্ষিভিঃ (দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক) স্তূয়মানা (স্তুত অর্থাৎ আরাধিত হইয়া) অনায়স্তাননা (ন অর্থাৎ হয় নাই আয়স্ত অর্থাৎ আয়াসিত বা ক্লান্ত আনন অর্থাৎ মুখ যাঁহার, অর্থাৎ প্রফুল্লবদনা) ঈশ্বরী দেবী (সর্ব্বশক্তিমতী দেবী) অসুরদেহেষু (অসুরদের শরীরে) শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ (অস্ত্রশস্ত্রসমূহ) মুমোচ (নিক্ষেপ করিলেন) ॥৫১॥

অনুবাদ।—প্রফুল্লবদনা দেবী দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া অসুরদের শরীরে শস্ত্র ও অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিলেন ॥৫১॥

অন্বয়ঃ।—সঃ অপি দেব্যাঃ বাহনকেশরী (দেবীর বাহন সেই সিংহও) ক্রুদ্ধঃ (কুপিত) ধূতসটঃ সন্ (ধুত অর্থাৎ কম্পিত সটা অর্থাৎ কেশর যাহার এমন; কম্পিত-কেশর হইয়া) বনেষু (বনে) হুতাশনঃ ইব (অগ্নির মত) অসুরসৈন্যেষু (অসুরসৈন্যের মধ্যে) চচার (বিচরণ করিতে লাগিল) ॥৫২॥

নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা ।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৫৩

যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ ।
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ৫৪

অনুবাদ।—দেবীর বাহন সিংহও কেশর কম্পিত করিয়া বনমধ্যে অগ্নির ন্যায় অর্থাৎ দাবানলের মত অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৫২॥

অন্বয়ঃ।—যুধ্যমানা (যুদ্ধে নিরতা; যিনি যুদ্ধ করিতেছেন এমন) অম্বিকা (দেবী দুর্গা) রণে (যুদ্ধে) যান্ নিশ্বাসান্ মুমুচে (যে সকল নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন) তে এব (সেই নিশ্বাস সকলই) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) শতসহস্রশঃ (শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে) গণাঃ (দেবীর গণ অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীরূপে) সম্ভূতাঃ (পরিণত হইল)। তে (তাহারা) দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ (দেবী শক্তিতে উপবৃংহিত অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিযুক্ত হইয়া) পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ (কুঠার, ভিন্দিপাল, খড়্গ ও পট্টিশসকল দ্বারা) অসুরগণান্ নাশয়ন্তঃ (অসুর সকলকে বিনাশ করিতে করিতে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিতে লাগিল) ॥৫৩-৫৪ ॥

অনুবাদ।—দেবী যুদ্ধসময়ে যে সকল নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সেই সকল হইতে শত সহস্র দেবীর গণ অর্থাৎ প্রমথগণ উৎপন্ন হইল ॥৫৩॥

অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥ ৫৫

ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥ ৫৬

পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষয়ৎ ॥ ৫৭

তাহারা কুঠার, ভিন্দিপাল, খড়্গ ও পট্টিশ নামক অস্ত্র দ্বারা অসুরদিগকে বধ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে (সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে) গণাঃ (সেই দেবীর গণসমূহ) পটহান্ (ঢাকসকল) অবাদয়ন্ত (বাজাইতে লাগিল), তথা অপরে (আবার অন্যেরা) শঙ্খান্ (শঙ্খসমূহ), অন্যে (ও অপরেরা) মৃদঙ্গান্ (মৃদঙ্গসকল বাজাইতে লাগিল) ॥ ৫৫ ॥ ততঃ (তাহার পর) দেবী (দেবী) ত্রিশূলেন (ত্রিশূল দ্বারা), গদয়া (গদা দ্বারা), শক্তিবৃষ্টিভিঃ (শূল বর্ষণ দ্বারা), খড়্গাদিভিশ্চ (এবং খড়্গ ইত্যাদি দ্বারা) মহাসুরান্ শতশঃ (শত শত মহাসুরকে) নিজঘান (বধ করিলেন) ॥ ৫৬ ॥ (দেবী) ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ (ঘণ্টার শব্দদ্বারা বিমূঢ়) অন্যান্ (অন্যান্য অসুরকে) ভুবি (ভূতলে, মাটিতে) পাতয়ামাস (পাতিত করিলেন), অন্যান্ অসুরান্

কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে।
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥ ৫৮

(অন্যান্য অসুরদিগকে) পাশেন (পাশ দ্বারা) বদ্ধা (বাঁধিয়া) অকর্ষয়ৎ (আকর্ষণ করিলেন, টানিতে লাগিলেন) ॥৫৭॥

অনুবাদ।—সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে কেহ ঢাক, কেহ বা শঙ্খ, কেহ কেহ আবার মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল ॥৫৫॥

অনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা, শক্তি ও খড়্গাদি দ্বারা শত শত মহাসুরকে বিনাশ করিলেন ॥৫৬॥

দেবী অন্যান্য দৈত্যদিগকে ঘণ্টাশব্দ দ্বারা বিমোহিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। আবার অন্যান্য অসুরদিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ (কোন কোন অসুর) তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈঃ (তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে) দ্বিধাকৃতাঃ (দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল) তথা (এবং) অপরে (অন্যান্য অসুর) গদয়া (গদা দ্বারা) নিপাতেন (আঘাতে) বিপোথিতা (আহত বা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া) ভুবি (ভূতলে) শেরতে (লুটাইয়া পড়িল) ॥৫৮॥

অনুবাদ।—কোন কোন অসুর খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল। কোনও অসুর গদার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল ॥৫৮॥

বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুশলেন ভৃশং হতাঃ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি॥ ৫৯

নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ (কেহ কেহ) মুশলেন (মুষল দ্বারা) ভৃশং (খুব বেশী রকম) হতাঃ (আহত বা তাড়িত হইয়া) রুধিরং (রক্ত) বেমুঃ (বমি করিতে লাগিল)। কেচিৎ (কেহ কেহ) শূলেন (শূল দ্বারা) বক্ষসি (বুকে) ভিন্নাঃ (বিদ্ধ হইয়া) ভূমৌ (ভূতলে) নিপাতিতাঃ (নিপাতিত হইল)॥৫৯॥

অনুবাদ।—কোন কোন অসুর মুষলের আঘাতে ভীষণ রক্ত বমি করিতে লাগিল। আবার কোন কোন অসুর বুকে শূল বিদ্ধ হওয়ায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িল॥৫৯॥

অন্বয়ঃ।—রণাজিরে (যুদ্ধক্ষেত্রে; অজির=আঙ্গিনা, মাঠ) কেচিৎ (কোন কোন) সেনানুকারিণঃ (সেনাবাহিনীকে যাহারা অনু অর্থাৎ পিছনে রাখে; সেনার সম্মুখভাগে অবস্থিত) ত্রিদশার্দ্দনাঃ (ত্রিদশ অর্থাৎ দেবতাদের অর্দ্দন অর্থাৎ পীড়নকারী, অসুরগণ) শরৌঘেণ (বাণসমূহের দ্বারা) নিরন্তরাঃ কৃতাঃ (জর্জ্জরিত হইয়া) প্রাণান্ মুমুচুঃ (প্রাণত্যাগ করিল, মারা গেল)॥৬০॥

কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥ ৬১

বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ।
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ ॥ ৬২

অনুবাদ।—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগে বর্ত্তমান কতকগুলি অসুর দেবীর বাণসমূহের দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া মারা গেল ॥৬০॥

অন্বয়ঃ।—কেষাঞ্চিৎ (কাহারও কাহারও) বাহবঃ (বাহুসকল) ছিন্নাঃ (ছিন্ন হইল, কাটা গেল) তথা অপরে (সেইরূপ অন্য কেহ কেহ) ছিন্নগ্রীবাঃ (কর্ত্তিত-গলদেশ হইল), অন্যেষাম্ (অন্যদের) শিরাংসি (মাথাগুলি) পেতুঃ (পড়িতে লাগিল)। অন্যে (অপরেরা) মধ্যে (শরীরের মাঝখানে) বিদারিতাঃ (বিদীর্ণ হইল, কাটা গেল) ॥৬১॥

অনুবাদ।—কোন কোন অসুরের বাহু ও কোন কোন অসুরের গলা কাটা গেল। অন্য অসুরদের মাথা লুটাইয়া পড়িল (কাটা গেল) এবং আর আর অসুরগণ শরীরের মাঝখানে কাটা পড়িল ॥৬১॥

অন্বয়ঃ।—অপরে মহাসুরাঃ (অন্যান্য মহাসুরগণ) বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাঃ (যাদের জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ঠ্যাং কাটিয়া গিয়াছে এমন) কেচিৎ (কেহ কেহ) দেব্যা (দেবী

ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৬৩

কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।

ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ ॥ ৬৪

কর্ত্তৃক) দ্বিধাকৃতাঃ (দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া) একবাহ্বক্ষিচরণাঃ (এক বাহু, এক চক্ষু ও এক পদবিশিষ্ট হইয়া) উর্ব্ব্যাং (ভূমিতে) পেতুঃ (পতিত হইল, পড়িল) ॥৬২॥

অনুবাদ।—কোন কোন অসুরের জঙ্ঘাদেশ কাটা গেল এবং কোন কোন অসুরকে দেবী এমনভাবে আধাআধি কাটিয়া ফেলিলেন যে তাহাদের এক এক দিকে একটি করিয়া বাহু, চোখ ও পা রহিল; এইভাবে তাহারা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ॥৬২॥

অন্বয়ঃ।—অন্যে (কেহ কেহ) শিরসি ছিন্নেঽপি (মাথা কাটা গেলেও) পতিতাঃ (পড়িয়া গিয়া) পুনরুত্থিতাঃ (আবার উঠিল) ॥৬৩॥

অনুবাদ।—কেহ কেহ মাথা কাটা গেলেও পড়িয়া গিয়া আবার উঠিল ॥৬৩॥

অন্বয়ঃ।—কবন্ধাঃ (সেই কবন্ধগুলি; মাথা ছাড়া শুধু শরীরটাকে বলে কবন্ধ বা কন্ধকাটা) গৃহীতপরমায়ুধাঃ (ভাল ভাল অস্ত্র লইয়া) দেব্যা (দেবীর সঙ্গে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিতে লাগিল)। অপরে (অন্যেরা)

কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥ ৬৫

পাতিতৈরথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাঽভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥ ৬৬

তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ (বাদ্যের তালে তালে) তত্র যুদ্ধে (সেই যুদ্ধে) ননৃতুঃ (নাচিতে লাগিল) ॥৬৪॥

অনুবাদ।—সেই কবন্ধগুলি (কন্ধকাটাগুলি) ভাল ভাল অস্ত্র লইয়া দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যান্য কবন্ধ বাদ্যের তালে তালে নাচিতে লাগিল ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ।—অন্যে ছিন্নশিরসঃ (যাহাদের মাথা কাটা গিয়াছে) কবন্ধাঃ মহাসুরাঃ (অন্যান্য কবন্ধ-মহাসুরগণ) খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ (হাতে খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি লইয়া; ঋষ্টি=দুই দিকে ধারাল খড়্গ) তিষ্ঠ তিষ্ঠ (দাঁড়াও দাঁড়াও) দেবীং (দেবীকে) ভাষন্তঃ [বভূবুঃ] (বলিতে লাগিল) ॥৬৫॥

অনুবাদ।—হাতে খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি নামক অস্ত্র লইয়া কন্ধকাটা অসুরগণ দেবীকে "দাঁড়াও দাঁড়াও" এই কথা বলিতে লাগিল ॥৬৫॥

অন্বয়ঃ।—যত্র (যেখানে) স মহারণঃ (সেই মহাযুদ্ধ) অভূৎ (হইয়াছিল) তত্র (সেখানে) সা বসুন্ধরা (সেই পৃথিবী অর্থাৎ স্থান) পাতিতৈঃ (অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে নিপাতিত

শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্॥ ৬৭

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্॥ ৬৮

অর্থাৎ লুটাইয়া পড়িয়াছে এমন) রথনাগাশ্বৈঃ (রথ, হস্তী ও অশ্ব দ্বারা) অসুরৈশ্চ (এবং অসুরের দ্বারা) অগম্যা (দুর্গম) অভবৎ (হইল)॥ ৬৬॥ তত্র (সেখানে) অসুরসৈন্যস্য মধ্যে (অসুরসৈন্য মধ্যে) বারণাসুরবাজিনাং (হস্তী, অসুর ও অশ্বের; বারণ= হাতী; বাজী=ঘোড়া) শোণিতৌঘাঃ (রক্তসমূহ) মহানদ্যঃ (বিশাল নদীর আকারে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) বিসুস্রুবুঃ (বহিয়া যাইতে লাগিল)॥৬৭॥

অনুবাদ।—যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল সেই স্থান—যুদ্ধে যে সকল রথ, হস্তী, অশ্ব ও অসুর লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের দ্বারা দুর্গম হইয়া উঠিল॥৬৬॥

অসুরসৈন্যের মধ্যে মৃত হস্তী, অসুর ও অশ্বগণের রক্তস্রোত তৎক্ষণাৎ বিশাল নদীর আকারে বহিয়া যাইতে লাগিল॥৬৭॥

অন্বয়ঃ।—অম্বিকা (দেবী অম্বিকা) অসুরাণাং তৎ মহাসৈন্যং (অসুরদের সেই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে) বহ্নিঃ

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধূতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৯

(অগ্নি) তৃণদারুমহাচয়ং (তৃণ এবং কাষ্ঠের বিশাল স্তূপকে) যথা তথা (যে ভাবে 'ভস্ম করিয়া ফেলে' সেইভাবে) ক্ষণেন (ক্ষণকালমধ্যেই) ক্ষয়ং নিন্যে (ক্ষয় করিলেন, বিনাশ করিলেন) ॥ ৬৮ ॥ স চ সিংহঃ (সেই সিংহও) ধূতকেশরঃ (কেশর কম্পিত করিয়া) মহানাদম্ উৎসৃজন্ (ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে) অমরারীণাং (দেবশত্রুদের, অসুরদের) শরীরেভ্যঃ (শরীর হইতে) অসূন্ (প্রাণসমূহ) বিচিন্বতি ইব (যেন কুড়াইতে লাগিল; যেন বাহির করিতে লাগিল) ॥৬৯॥

অনুবাদ।—অগ্নি যেমন তৃণ ও কাষ্ঠের বিশাল স্তূপকে ক্ষণকালমধ্যেই ভস্ম করিয়া ফেলে, দেবী অম্বিকাও সেইরূপ ক্ষণকালমধ্যে অসুরদের বিশাল বাহিনীকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥৬৮॥

সেই সিংহও কেশর কাঁপাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে যেন অসুরদের শরীর হইতে প্রাণ বাহির করিয়া ফিরিতে লাগিল ॥৬৯॥

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৭০

অন্বয়ঃ।—তত্র (সেই যুদ্ধে) তৈঃ দেব্যাঃ গণৈঃ (সেই দেবীর গণ অর্থাৎ সৈন্যদলের দ্বারা) তথা যুদ্ধং (এমন যুদ্ধ) কৃতং (করা হইল) যথা (যে) এষাম্ (ইহাদের উপর) দেবাঃ (দেবতাগণ) দিবি (স্বর্গে) পুষ্পবৃষ্টিমুচঃ (পুষ্পবৃষ্টিকারী হইয়া অর্থাৎ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া) তুতুষুঃ (সন্তোষ লাভ করিলেন) ॥৭০॥

অনুবাদ।—সেই সকল দেবীর গণসমূহ অসুরদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করিল, যাহাতে স্বর্গে দেবগণ তাহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন ॥৭০॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্যবধঃ ॥ * ॥২

তৃতীয় অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ (মেধা মুনি) উবাচ (বলিলেন) ॥১॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন ॥১॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তর, ইহার পর) মহাসুরঃ সেনানীঃ চিক্ষুরঃ (মহাসুর সেনাপতি চিক্ষুর) তৎ সৈন্যং (সেই সৈন্য-বাহিনী) নিহন্যমানং (দেবী কর্তৃক নিহত হইতেছে) অবলোক্য (দেখিয়া) কোপাৎ (ক্রোধভরে) অম্বিকাং যোদ্ধুং (দেবী অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে) যযৌ (গেল) ॥২॥

অনুবাদ।—সৈন্যগণ নিহত হইতেছে দেখিয়া সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর ক্রোধে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল ॥২॥

স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥ ৩

তস্য ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—তোয়দঃ (মেঘ; যাহা তোয় অর্থাৎ জল দান করে) তোয়বর্ষেণ (জল বর্ষণ করিয়া) মেরুগিরেঃ (সুমেরু পর্ব্বতের) শৃঙ্গং (চূড়াকে) যথা (যেমন প্লাবিত করে) সমরে (যুদ্ধে) সঃ অসুরঃ (সেই অসুর) দেবীং (দেবীকে) শরবর্ষেণ (বাণ বর্ষণ করিয়া) ববর্ষ (বর্ষণ করিল, অর্থাৎ ছাইয়া ফেলিল) ॥ ৩ ॥ ততঃ (তখন) দেবী (দেবী) বাণৈঃ (বাণের দ্বারা) তস্য (তাহার) শরোৎকরান্ (বাণ-সমূহ) লীলয়া এব (অনায়াসেই) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া, কাটিয়া ফেলিয়া) যন্তারম্ (অশ্বদিগের চালককে, অর্থাৎ সারথিকে) তুরগান্ চ (এবং অশ্বগুলিকে) জঘান (বধ করিলেন) ॥৪॥

অনুবাদ।—মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের চূড়াকে প্লাবিত করে, সেই অসুর সেইরূপ বাণ বর্ষণ করিয়া দেবীকে ছাইয়া ফেলিল ॥৩॥

ইহার পর দেবী বাণের দ্বারা অতি সহজেই তাহার বাণ-

চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥ ৫

স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ ॥ ৬

গুলিকে ছেদন করিয়া তাহার রথের সারথি ও অশ্বগুলিকে বধ করিয়া ফেলিলেন ॥৪॥

অন্বয়ঃ।—[দেবী] সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) অতিসমুচ্ছ্রিতম্ (অত্যন্ত উন্নত, খুব উঁচু) ধ্বজং (পতাকা, অর্থাৎ নিশান) ধনুশ্চ (এবং ধনুক) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন, অর্থাৎ কাটিয়া ফেলিলেন) আশুগৈঃ (আশু অর্থাৎ অতি দ্রুত যাহা গমন করে, সেই বাণসমূহের দ্বারা) ছিন্নধন্বানং [অসুরং] (যাহার ধনুক ছিঁড়িয়া গিয়াছে বা কাটা গিয়াছে এমন, সেই অসুরকে) গাত্রেষু (অঙ্গপ্রত্যঙ্গে) বিব্যাধ চ (এবং বিদ্ধ করিলেন) ॥৫॥

অনুবাদ।—দেবী তাহার ধনুক ও অত্যন্ত উন্নত পতাকা ছেদন করিলেন। পরে ধনুকহীন সেই অসুরকে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—ছিন্নধন্বা (যাহার ধনুক ছিন্ন হইয়াছে এমন, অর্থাৎ ছিন্নধনু) বিরথঃ (রথশূন্য) হতাশ্বঃ, হতসারথিঃ (যাহার অশ্বগুলি ও সারথি নিহত হইয়াছে) সঃ অসুরঃ (সেই অসুর)

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্॥ ৭

তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ॥ ৮

খড়্গচর্ম্মধরঃ (খড়্গ ও ঢাল লইয়া) তাং দেবীম্ অভি (সেই দেবীর প্রতি) অধাবত (ধাবিত হইল) ॥৬॥

অনুবাদ।—(তখন) ধনু, রথ, অশ্ব ও সারথি হারাইয়া সেই অসুর খড়্গ ও ঢাল লইয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল ॥৬॥

অন্বয়ঃ।—[সঃ (সে)] তীক্ষ্ণধারেণ খড়্গেন (অতি ধারাল খড়্গের দ্বারা) সিংহং (সিংহকে) মূর্দ্ধনি (মস্তকে) আহত্য (আঘাত করিয়া) অতিবেগবান্ (অত্যন্ত বেগযুক্ত হইয়া, অতিবেগে) দেবীং (দেবীকে) সব্যে ভুজে (বাম বাহুতে) আজঘান (আঘাত করিল) ॥৭॥

অনুবাদ।—সে অতি ধারাল খড়্গ দ্বারা সিংহের মস্তকে আঘাত হানিয়া অতিবেগে দেবীর বাম বাহুতে আঘাত করিল ॥৭॥

অন্বয়ঃ।—হে নৃপনন্দন (হে সুরথ)! খড়্গঃ (সেই খড়্গ) তস্যাঃ (তাঁহার) ভুজং প্রাপ্য (বাহুতে লাগিয়া) পফাল (ভাঙ্গিয়া গেল)। ততঃ (তারপর) সঃ (সে) কোপাৎ

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥ ৯

(ক্রোধে) অরুণলোচনঃ (রক্তচক্ষু হইয়া) শূলং (শূল) জগ্রাহ (লইল) ॥৮॥

অনুবাদ।—হে রাজপুত্র সুরথ! সেই অসুরের খড়্গ দেবীর বাহুতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর সেই অসুর ক্রোধে চোখ লাল করিয়া একটি শূল লইল ॥৮॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) মহাসুরঃ (সেই মহাসুর) তেজোভিঃ জাজ্বল্যমানং (তেজোরাশির দ্বারা উজ্জ্বল) তৎ (সেই শূল) অম্বরাৎ (আকাশ হইতে) রবিবিম্বমিব (সূর্য্যবিম্বের ন্যায়) ভদ্রকাল্যাং (ভদ্রকালী অর্থাৎ দেবী দুর্গার প্রতি) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল) ॥৯॥

অনুবাদ।—অতঃপর সেই মহাসুর ভদ্রকালীর প্রতি আকাশ হইতে সূর্য্যবিম্বের ন্যায় সেই তেজোরাশি দ্বারা উজ্জ্বল শূল নিক্ষেপ করিল ॥৯॥

সরলার্থ।—সেই অসুর দেবীর প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল। শূলটি অতি ধারাল, কাজেই খুব ঝক্‌ঝকে। সেই ভীষণ ও উজ্জ্বল শূলটি নিক্ষেপ করিলে মনে হইল যেন কেহ আকাশ হইতে সূর্য্যকে ধরিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ ॥ ১০

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—দেবী (দেবী) তৎ শূলং (সেই শূলটিকে) আপতৎ (পড়িতে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শূলম্ (একটি শূল) অমুঞ্চত (নিক্ষেপ করিলেন)। তেন (তাহা দ্বারা, দেবীর সেই শূলের দ্বারা) তৎ শূলং (ঐ শূলটি, অসুরের নিক্ষিপ্ত শূলটি) স মহাসুরশ্চ (এবং সেই মহাসুর) শতধা নীতম্ (শত খণ্ড হইয়া গেল) ॥১০॥

অনুবাদ।—দেবী সেই শূলটি পড়িতে দেখিয়া নিজের শূল নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর শূল দ্বারা সেই শূল ও মহাসুর শত খণ্ড হইয়া গেল ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—মহিষস্য (মহিষাসুরের) তস্মিন্ মহাবীর্য্যে চমূপতৌ (সেই মহাপরাক্রমশালী সেনাপতি চিক্ষুর) হতে (নিহত হইলে) ত্রিদশার্দ্দনঃ (ত্রিদশ অর্থাৎ দেবতার অর্দ্দন অর্থাৎ পীড়নকারী—অসুর) চামরঃ (চামর) গজারূঢ়ঃ (হস্তীতে আরোহণ করিয়া, হাতীতে চড়িয়া) আজগাম (আসিল) ॥১১॥

অনুবাদ।—মহিষাসুরের সেনাপতি পরাক্রমশালী চিক্ষুর

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্॥ ১২

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥ ১৩

নিহত হইলে চামর নামক অসুর হাতীতে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল॥১১॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তর) সঃ অপি (সেও) দেব্যাঃ (দেবীর প্রতি) শক্তিং (শক্তি নামক অস্ত্র বা শেল) মুমোচ (নিক্ষেপ করিল)। অম্বিকা (দেবী অম্বিকা) হুঙ্কারাভিহতাং (হুঙ্কার দ্বারা নিবারিত, হুঙ্কার শব্দে যাহা থামান হইয়াছে এমন) নিষ্প্রভাং (নিস্তেজ) তাং (শক্তিটি) দ্রুতং (তৎক্ষণাৎ) ভূমৌ (ভূতলে) পাতয়ামাস (ফেলিয়া দিলেন)॥১২॥

অনুবাদ।—সেই চামরাসুর দেবীর প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল। অম্বিকার হুঙ্কার শব্দে বাধা পাইয়া ও নিস্তেজ হইয়া সেই শক্তি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল॥১২॥

অন্বয়ঃ।—চামরঃ (চামর) শক্তিং (শক্তিটি) ভগ্নাং (ভগ্ন, যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে) নিপতিতাং (এবং পতিত, যাহা পড়িয়া গিয়াছে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ক্রোধসমন্বিতঃ (ক্রোধযুক্ত হইয়া, ক্রোধভরে) শূলং (শূল) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥ ১৪

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥ ১৫

করিল)। সা (দেবী) তৎ অপি (তাহাও) বাণৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) অচ্ছিনৎ (ছেদন করিলেন, কাটিয়া ফেলিলেন)॥১৩॥

অনুবাদ।—শক্তিটি ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধে শূল নিক্ষেপ করিল। দেবী বাণ দ্বারা সেই শূলটিও কাটিয়া ফেলিলেন ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর, তখন) সিংহঃ (সিংহ) সমুৎপত্য (লাফ দিয়া) গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ (হাতীর মাথায় যে গোল মাংসপিণ্ড দুইটি থাকে তাহার মাঝখানে উঠিয়া) তেন ত্রিদশারিণা (সেই অসুরের সঙ্গে) বাহুযুদ্ধেন (বাহুযুদ্ধ দ্বারা) উচ্চৈর্যুযুধে (ভীষণ যুদ্ধ করিল)। ততঃ (তারপর) যুধ্যমানৌ (যুদ্ধ করিতে করিতে) তৌ (তাহারা উভয়ে অর্থাৎ সিংহ ও অসুর) তস্মাৎ নাগাৎ (সেই হাতীর উপর হইতে) মহীং (ভূতলে, মাটিতে) গতৌ (নামিয়া আসিল)। অতিসংরব্ধৌ (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) অতিদারুণৈঃ প্রহারৈঃ (ভীষণ প্রহারের দ্বারা) যুযুধাতে (যুদ্ধ করিতে লাগিল)॥১৪-১৫॥

ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্ত পৃথক্‌কৃতম্॥ ১৬

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ॥ ১৭

অনুবাদ।—তাহার পর সিংহ লাফ দিয়া হাতীর মাথায় যে দুইটি মাংসপিণ্ড আছে তাহার মাঝখানে উঠিয়া সেই অসুরের সঙ্গে ভীষণ বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। পরে তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে হাতীর উপর হইতে নামিয়া ক্রোধের সহিত পরস্পরকে অতি দারুণ আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥১৪-১৫॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) মৃগারিণা (সিংহকর্তৃক) বেগাৎ (বেগে) খম্ (আকাশে) উৎপত্য (লাফ দিয়া উঠিয়া) নিপত্য চ (এবং আবার নামিয়া পড়িয়া) করপ্রহারেণ (থাবার আঘাতে) চামরস্ত (চামরের) শিরঃ (মস্তক, মাথা) পৃথক্‌কৃতম্ (দ্বিখণ্ডিত হইল) ॥১৬॥

অনুবাদ।—তাহার পর সিংহ সবেগে আকাশে লাফ দিয়া [চামরের উপর] পড়িল এবং থাবার আঘাতে চামরের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিল ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—উদগ্রশ্চ (উদগ্র নামক অসুরও) দেব্যা

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥ ১৮

(দেবীকর্তৃক) রণে (যুদ্ধে) শিলাবৃক্ষাদিভিঃ (পাথর গাছ ইত্যাদি দ্বারা) হতঃ (নিহত হইল)। করালশ্চ (করাল নামক অসুরও) দন্তমুষ্টিতলৈঃ (দাঁত, মুষ্টি এবং করতল অর্থাৎ চপেটা দ্বারা) নিপাতিতঃ এব (বিনাশিত হইল)। দেবী ক্রুদ্ধা (দেবী কুপিত হইয়া) গদাপাতৈঃ (গদার আঘাতে) উদ্ধতম্ (উদ্ধত নামক অসুরকে) চূর্ণয়ামাস (চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন)। তথা (এবং) ভিন্দিপালেন (ভিন্দিপাল নামক অস্ত্রে) বাস্কলং (বাস্কলকে) বাণৈঃ (বাণের দ্বারা) তাম্রম্ অন্ধকং (তাম্র ও অন্ধক নামক দুই অসুরকে) চূর্ণয়ামাস (চূর্ণ করিলেন) ॥১৭-১৮॥

অনুবাদ।—দেবী যুদ্ধে গাছ-পাথরের আঘাতে উদগ্র নামক অসুরকে বধ করিলেন। দাঁত, মুষ্টি ও চপেটার আঘাতে করাল নামক অসুরকে নিপাত করিলেন। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া গদার আঘাতে উদগ্র নামক অসুরকে চূর্ণ করিয়া ভিন্দিপাল নামক অস্ত্রে বাস্কলাসুরকে এবং বাণের দ্বারা তাম্র ও অন্ধক নামক দুই অসুরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন ॥১৭-১৮॥

উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৯

বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী (যাঁহার তিনটি চোখ আছে, অর্থাৎ ত্রিনয়না পরমেশ্বরী) উগ্রাস্যম্ উগ্রবীর্য্যম্ চ (উগ্রাস্য ও উগ্রবীর্য্য নামক দুই অসুরকে) তথৈব চ (এবং) মহাহনুঞ্চ (মহাহনু নামক অসুরকেও) ত্রিশূলেন (ত্রিশূলের আঘাতে) জঘান (বধ করিলেন) ॥১৯॥

অনুবাদ।—ত্রিনয়না পরমেশ্বরী উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য ও মহাহনু নামক অসুরকে ত্রিশূলের আঘাতে বধ করিলেন ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—অসিনা (তলোয়ারের আঘাতে) বিড়ালস্য (বিড়াল নামক অসুরের) কায়াৎ (শরীর হইতে) শিরঃ (মস্তক) পাতয়ামাস (ফেলিয়া দিলেন, কাটিয়া ফেলিলেন)। দুর্দ্ধরং দুর্মুখঞ্চ উভৌ (দুর্দ্ধর এবং দুর্মুখ নামক দুইটিকেও) শরৈঃ (বাণের আঘাতে) যমক্ষয়ং নিন্যে (যমালয়ে পাঠাইলেন) ॥২০॥

অনুবাদ।—দেবী তলোয়ারের আঘাতে বিড়ালাসুরের শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুর্দ্ধর ও দুর্মুখ নামক দুই অসুরকে বাণ দ্বারা যমালয়ে পাঠাইলেন ॥২০॥

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥ ২১

কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ ক্ষুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গুলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—মহিষাসুরঃ (মহিষাসুর) এবম্ (এইভাবে) স্বসৈন্যে সংক্ষীয়মাণে (নিজের সৈন্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়া) মাহিষেণ স্বরূপেণ (নিজের মহিষ রূপ দ্বারা অর্থাৎ মহিষ রূপ ধরিয়া) তান্ গণান্ (সেই দেবীর গণ সকলকে) ত্রাসয়ামাস (সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল) ॥২১॥

অনুবাদ।—এইরূপে নিজ সৈন্য ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মহিষাসুর মহিষ রূপ ধরিয়া দেবীর সেই গণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—কাংশ্চিৎ (দেবীগণের কাহাকে কাহাকে) তুণ্ডপ্রহারেণ (মুখের আঘাতে; তুণ্ড—মুখ) তথা (এবং) অপরান্ (কয়েকজনকে) ক্ষুরক্ষেপৈঃ (খুরের আঘাতে), অন্যান্ (অন্যান্যকে) লাঙ্গুলতাড়িতান্ (লেজের দ্বারা আহত করিয়া), শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ (দুইটি শিঙের দ্বারা) বিদারিতান্ (বিদীর্ণ করিয়া, চিরিয়া ফেলিয়া), কাংশ্চিৎ (কাহাকে কাহাকেও) বেগেন (নিজের বেগ দ্বারা), অপরান্ (অন্যান্যকে) নাদেন ভ্রমণেন চ (শব্দ দ্বারা ও ছুটাছুটি করিয়া), অন্যান্ (কোন কোনটিকে)

বেগেন কাংশ্চিদপরান্নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপং চক্রে
ততোঽম্বিকা ॥ ২৪

নিশ্বাসপবনেন (নিশ্বাসের বায়ু দ্বারা) ভূতলে (মাটিতে) পাতয়ামাস (ফেলিয়া দিল) ॥২২-২৩॥

অনুবাদ।—[সেই দেবীর গণ অর্থাৎ সৈন্যদের মধ্যে] কাহাকে কাহাকেও মুখের আঘাতে, অন্য কতকগুলিকে খুরের আঘাতে, কাহাকেও লেজের আঘাতে, কাহাকেও বা শিঙের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, কাহাকেও বেগের দ্বারা, কাহাকেও গর্জ্জন দ্বারা, কাহাকেও ছুটাছুটি করিয়া ও অন্য কাহাকেও নিশ্বাস দ্বারা মাটিতে ফেলিয়া দিল ॥ ২২-২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ অসুরঃ (সেই অসুর) প্রমথানীকং (দেবীর সেই প্রমথ নামক সেনাবাহিনীকে ; অনীক—সৈন্যদল) নিপাত্য (নিপাত করিয়া, বিনাশ করিয়া) মহাদেব্যাঃ (মহাদেবীর) সিংহং (সিংহকে) হন্তুং (বধ করিতে) অভ্যধাবত (তাহার দিকে ছুটিয়া গেল)। ততঃ (তখন) অম্বিকা (দেবী অম্বিকা) কোপং চক্রে (ক্রোধ করিলেন) ॥২৪॥

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২৫

বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ২৬

অনুবাদ।—সেই অসুর (এইরূপে) প্রমথসৈন্য নিপাত করিয়া দেবীর সিংহকে বধ করিবার জন্য ছুটিয়া গেলে দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধ হইলেন ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—সঃ অপি মহাবীর্য্যঃ (মহাপরাক্রমশালী, অতি প্রবল সেই অসুরও) কোপাৎ (রাগে) খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ (খুরের আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া) শৃঙ্গাভ্যাম্ (দুইটি শিঙের দ্বারা) উচ্চান্ পর্ব্বতান্ (উচ্চ পর্ব্বত সকল) চিক্ষেপ চ ননাদ চ (নিক্ষেপ করিতে লাগিল ও গর্জ্জন করিতে লাগিল) ॥২৫॥

অনুবাদ।—অতি প্রবল সেই অসুরও ক্রোধে খুরের আঘাতে ভূমি বিদীর্ণ করিয়া দুইটি শিঙের দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্য (তাহার) বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা (বেগে ছুটাছুটি করাতে পীড়িত) মহী (পৃথিবী) ব্যশীর্য্যত (বিশীর্ণ হইল, শুকাইয়া গেল অর্থাৎ অত্যন্ত কাতর হইল)। অব্ধিঃ (সমুদ্র

ধূতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥ ২৭

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ ॥ ২৮

লাঙ্গুলেন (লেজের দ্বারা) আহতঃ (আহত হইয়া) সর্ব্বতঃ (সকল স্থান) প্লাবয়ামাস (প্লাবিত করিল, ভাসাইয়া দিল)। ঘনাঃ (মেঘগুলি) ধূতশৃঙ্গবিভিন্নাঃ (কম্পিত শিঙগুলির দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া) খণ্ডখণ্ডং যযুঃ (খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল)। অচলাঃ (পর্ব্বতগুলি) শ্বাসানিলাস্তাঃ (শ্বাসবায়ুতে উৎপাটিত হইয়া) শতশো (শতে শতে) নভসঃ (আকাশ হইতে) নিপেতুঃ (পড়িতে লাগিল) ॥২৬-২৭॥

অনুবাদ।—সে বেগে ছুটাছুটি করায় পৃথিবী অত্যন্ত কাতর হইল এবং তাহার লেজের আঘাতে সমুদ্র সকল স্থান প্লাবিত করিল। তাহার কম্পিত শিঙ ছুটির আঘাতে মেঘগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইল। তাহার নিশ্বাসবায়ু দ্বারা পর্ব্বতগুলি উৎক্ষিপ্ত হইয়া অর্থাৎ ছিটকাইয়া আকাশ হইতে মাটিতে পড়িতে লাগিল ॥ ২৬-২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—সা চণ্ডিকা (দেবী চণ্ডী) ইতি (এইরূপে) ক্রোধসমাধ্মাতম্ (ক্রোধে স্ফীত, অর্থাৎ রাগে যে ফুলিয়া

সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥ ২৯

ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ৩০

উঠিয়াছে এমন) আপতন্তম্ (আক্রমণের জন্য ধাবিত) মহাসুরং (মহাসুরকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তদ্বধায় (তাহার বধের জন্য) কোপমকরোৎ (কোপ করিলেন, ক্রুদ্ধ হইলেন)। সা (তিনি) তস্য (তাহার উপর) পাশং ক্ষিপ্ত্বা (পাশ নিক্ষেপ করিয়া) তং মহাসুরং (সেই মহাসুরকে) ববন্ধ (বাঁধিয়া ফেলিলেন)। সোঽপি (সেও) মহামৃধে (মহাযুদ্ধে) বদ্ধঃ (বাঁধা পড়িয়া) মাহিষং রূপং (মহিষের রূপ) তত্যাজ (ত্যাগ করিল) ॥২৮-২৯॥

অনুবাদ।—এই প্রকারে ক্রোধে স্ফীত সেই মহাসুর আক্রমণের জন্য ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া দেবী চণ্ডিকাও তাহার বধের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই দেবী পাশ নিক্ষেপ করিয়া সেই মহাসুরকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সেই মহাসুরও মহাযুদ্ধে বাঁধা পড়িয়া, মহিষের রূপ ত্যাগ করিল ॥২৮-২৯॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) স অসুরঃ (সেই অসুর) সিংহঃ অভবৎ (সিংহ হইয়া গেল)

তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥ ৩১

করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥ ৩২

অম্বিকা (দেবী অম্বিকা) যাবৎ (যেই মাত্র) তস্য শিরঃ (তাহার মাথা) ছিনত্তি (কাটিয়া ফেলিলেন) তাবৎ (তৎক্ষণাৎ) খড়্গপাণিঃ পুরুষঃ (হাতে খড়্গধারণকারী পুরুষ) অদৃশ্যত (দেখা গেল)। দেবী ততঃ এব (দেবী তখনই) আশু (শীঘ্র) খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং (খড়্গ ও ঢাল সমেত) তং পুরুষং (সেই পুরুষকে) সায়কৈঃ (বাণের দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন, কাটিয়া ফেলিলেন)। ততঃ (তাহার পর) সঃ (সে) মহাগজঃ অভূৎ (এক বিশাল হাতী হইল) ॥৩০-৩১॥

অনুবাদ।—তখন দেবী তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবামাত্র সে খড়্গহস্ত এক পুরুষের রূপ ধরিল। ইহার পর দেবী খড়্গ ও ঢাল সমেত সেই পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন সেই অসুর এক বিশাল হাতীর রূপ ধরিল ॥৩০-৩১॥

অন্বয়ঃ।—[সেই হাতীরূপধারী মহিষাসুর] করেণ (শুঁড়ের দ্বারা) তং মহাসিংহং (দেবীর বাহন সিংহকে) চকর্ষ

ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৩

(টানিতে লাগিল) জগর্জ্জ চ (এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল)। দেবী (দেবী) কর্ষতঃ [তস্য] (যখন সে টানিতেছে এমন অবস্থায় তাহার) করং (শুঁড়টি) খড়্গেন (খড়্গ দ্বারা) নিরকৃন্তত (কাটিয়া ফেলিলেন)। ততঃ (তাহার পর) মহাসুরঃ (সেই মহাসুর) ভূয়ঃ (আবার) মাহিষং বপুঃ আস্থিতঃ (মহিষের রূপ ধরিয়া; বপুঃ=শরীর) তথৈব (ঠিক আগের মত) সচরাচরং (স্থাবর জঙ্গম সমেত; অর্থাৎ জীবজন্তু প্রভৃতি যাহারা চলিতে পারে এবং পাহাড় পর্ব্বত সাগর ইত্যাদি যাহা নড়ে না, এই সব সমেত) ত্রৈলোক্যং (স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই তিন লোক) ক্ষোভয়ামাস (সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল) ॥৩২-৩৩॥

অনুবাদ।—(মহিষাসুর সেই বিশাল হাতীর রূপ ধরিয়া) শুঁড়ের দ্বারা সিংহকে টানিতে টানিতে গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে দেবী খড়্গ দ্বারা তাহার শুঁড়টি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার পর মহাসুর আবার মহিষের রূপ ধরিয়া আগের মতই চরাচর সমেত স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল ॥৩২-৩৩॥

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ ।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩৪

ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥৩৫

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) জগন্মাতা (সারা জগতের মা) চণ্ডিকা (দেবী চণ্ডিকা) ক্রুদ্ধা (ক্রুদ্ধ হইয়া) উত্তমং পানং (অতি উত্তম মদ) পুনঃ পুনঃ (বার বার) পপৌ (পান করিতে লাগিলেন)। অরুণলোচনা (যাঁহার লোচন অর্থাৎ চোখ অরুণ অর্থাৎ লাল হইয়াছে এমন, দেবী) জহাস চ (হাসিলেন)। সঃ অপি অসুরঃ (সেই অসুরও) বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ (শক্তি ও তেজের গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া) ননর্দ্দ (গর্জ্জন করিতে লাগিল)। চণ্ডিকাং প্রতি (দেবী চণ্ডিকার প্রতি) বিষাণাভ্যাং (শিঙের দ্বারা) ভূধরান্ (পর্ব্বত সকল) চিক্ষেপ (ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল) ॥৩৪-৩৫॥

অনুবাদ।—তাহার পর জগজ্জননী দেবী চণ্ডিকা কুপিত হইয়া বার বার উত্তম মধু (মদ্য) পান করিতে লাগিলেন এবং চোখ লাল করিয়া (তাচ্ছিল্য বা রাগের ভাবে) হাসিলেন। সেই অসুরও বল, তেজ ও গর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গর্জ্জন

সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্॥ ৩৬

দেব্যুবাচ॥ ৩৭

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥ ৩৮

করিতে লাগিল। সে দেবীর প্রতি শিঙ দুইটির দ্বারা পর্ব্বত সকল ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল॥৩৪-৩৫॥

অন্বয়ঃ।—সা চ (এবং সেই দেবী) তেন (তাহার দ্বারা) প্রহিতান্ (নিক্ষিপ্ত) তান্ (সেইগুলি, অর্থাৎ পর্ব্বতগুলি) শরোৎকরৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) চূর্ণয়ন্তী (চূর্ণ করিতে করিতে) মদোদ্ধূতমুখরাগা (মদ্যপান দ্বারা যাঁহার মুখের রাগ বা বর্ণ উদ্ধূত হইয়াছে অর্থাৎ খুব লাল হইয়াছে এমন) আকুলাক্ষরং (অস্পষ্ট কথায়, জড়ান স্বরে) তম্ (তাহাকে) উবাচ (বলিলেন)॥৩৬॥

অনুবাদ।—অসুর যে পর্ব্বতগুলি ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল, মধুপান-রক্তিমাননা সেই দেবী বাণের দ্বারা সেগুলিকে চূর্ণ করিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—রে মূঢ় (ওরে নির্ব্বোধ)! ক্ষণং (সামান্য কাল) গর্জ্জ গর্জ্জ (তুই গর্জ্জন কর)

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৯

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৪০

যাবৎ (যতক্ষণ) অহম্ (আমি) মধু পিবামি (মধু পান করি)। অত্র এব (এখানেই) ময়া ত্বয়ি হতে (আমার দ্বারা তুই নিহত হইলে) আশু (শীঘ্র) দেবতাঃ (দেবতারা) গর্জ্জিষ্যন্তি (আনন্দে কোলাহল করিবেন)। ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন) —সা (তিনি) এবমুক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) সমুৎপত্য (লাফ দিয়া) তং মহাসুরম্ (সেই মহাসুরের উপর) আরূঢ়া (উঠিয়া) পাদেন (পা দিয়া) কণ্ঠে (গলায়) আক্রম্য (চাপিয়া ধরিয়া) শূলেন (শূল দ্বারা) এনম্ (ইহাকে) অতাড়য়ৎ (আঘাত করিলেন) ॥৩৭-৪০॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—"রে মূঢ়! আমি যতক্ষণ মধুপান করিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গর্জ্জন কর্। এখানেই আমি তোকে বধ করিলে দেবতারা শীঘ্রই আনন্দ-কোলাহল করিবেন।" ঋষি বলিলেন—দেবী এই বলিয়া লাফ দিয়া সেই মহাসুরের উপর উঠিলেন এবং পা দিয়া গলায় চাপিয়া ধরিয়া বুকে শূলের আঘাত করিলেন ॥৩৭-৪০॥

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৪১

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) সঃ অপি (সেও) তয়া (তাঁহার দ্বারা, দেবীর দ্বারা) পদাক্রান্তঃ (পায়ের চাপ পাইয়া) ততঃ (তাহা হইতে, অর্থাৎ সেই মহিষ রূপ হইতে) নিজমুখাৎ (নিজের মুখ দিয়া) অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এব (অর্দ্ধেকটা বাহির হইয়াই) দেব্যা (দেবীর দ্বারা) অতিবীর্য্যেণ (উগ্র তেজে) সংবৃতঃ (আবৃত অর্থাৎ স্তব্ধ হইল)। অর্দ্ধনিষ্ক্রান্তঃ এব (অর্দ্ধেকটা বাহির হইয়াই) যুধ্যমানঃ (যুদ্ধ করিতে করিতে) অসৌ মহাসুরঃ (সেই মহাসুর) তয়া দেব্যা (সেই দেবী কর্ত্তৃক) মহাসিনা (বিশাল খড়্গদ্বারা) শিরশ্ছিত্ত্বা (মাথা কাটিয়া যাওয়ায়, মস্তক ছিন্ন হওয়ায়) নিপাতিতঃ (মাটিতে লুটাইয়া পড়িল) ॥৪১-৪২॥

অনুবাদ।—তাহার পর সেই অসুর দেবীর পায়ের আক্রমণে অর্থাৎ চাপে নিজমুখ দিয়া সেই মহিষের শরীর হইতে অর্দ্ধেকটা বাহির হওয়ামাত্র দেবীর উগ্র তেজে স্তব্ধ বা বিহ্বল হইয়া গেল। অর্দ্ধেকটা বাহির হওয়া অবস্থাতেই

ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥৪৩

তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৪

যখন সেই মহাসুর যুদ্ধ করিতেছিল সেই সময় দেবী বিশাল খড়্গদ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলাতে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ॥৪১-৪২॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (ইহার পর) হাহাকৃতং (হায় হায় শব্দ করিতে করিতে) সর্ব্বং তৎ দৈত্যসৈন্যং (সেই সমস্ত অসুর সৈন্য) ননাশ (বিনষ্ট হইল, পলাইয়া গেল)। সকলাঃ দেবতাগণাঃ (সমস্ত দেবতারা) পরম্ (অত্যন্ত) প্রহর্ষং জগ্মুঃ (আনন্দ লাভ করিলেন) ॥৪৩॥

অনুবাদ।—তখন অসুর সৈন্য সকল হায় হায় শব্দ করিতে করিতে বিনষ্ট হইল বা পলাইয়া গেল। দেবতারা মহা আনন্দ লাভ করিলেন ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ।—সুরাঃ (দেবতারা) দিব্যৈঃ (স্বর্গের) মহর্ষিভিঃ সহ (মহর্ষিদের সঙ্গে) তাং দেবীং (সেই দেবীকে) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন)। গন্ধর্ব্বপতয়ঃ (গন্ধর্ব্বরাজগণ)

জগুঃ (গান করিতে লাগিলেন) অপ্সরোগণাঃ (অপ্সরাগণ) ননৃতুঃ (নাচিতে লাগিল) ॥৪৪॥

অনুবাদ।—দেবগণ, স্বর্গের নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণের সঙ্গে সেই দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন ও অপ্সরাগণ নাচিতে লাগিল ॥৪৪॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধঃ ॥ * ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্র-শিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন)—অতিবীর্য্যে (অতি পরাক্রান্ত) দুরাত্মনি (দুরাত্মা) তস্মিন্ (সেই মহিষাসুর) সুরারিবলে চ (এবং অসুর সৈন্য) দেব্যা (দেবীকর্ত্তৃক) নিহতে (বিনাশিত হইলে) শক্রাদয়ঃ (ইন্দ্র প্রভৃতি) সুরগণাঃ (দেবতাগণ) প্রণতিনম্র-শিরোধরাংসাঃ (প্রণাম করিতে গিয়া যাঁহাদের গলদেশ ও স্কন্ধদেশ নুইয়া পড়িয়াছে এমন; শিরোধর=গলা; অংস=কাঁধ) প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ (অত্যন্ত আনন্দে পুলকিত হওয়ায় যাঁহাদের শরীর অতি

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম * বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ৩

সুন্দর হইয়াছে এমন) বাগ্‌ভিঃ (বাক্যের দ্বারা, নানারূপ কথায়) তাং তুষ্টুবুঃ (তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন) ॥১-২॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—অত্যন্ত বলশালী সেই দুরাত্মা মহিষাসুর ও তাহার সৈন্যগণ দেবী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা বাক্য দ্বারা দেবীর (এই) স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহাদের গলদেশ ও স্কন্ধদেশ নুইয়া পড়িয়াছিল; এবং খুব বেশী আনন্দে শরীর পুলকিত হওয়ায় তাঁহাদের বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল ॥১-২॥

অন্বয়ঃ।—নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা (সমস্ত দেবতার শক্তি বা তেজের মূর্ত্তিস্বরূপিণী) যয়া দেব্যা (যে দেবীর দ্বারা) আত্মশক্ত্যা (নিজের শক্তির প্রভাবে) ইদং জগৎ (এই জগৎ) আততং (ব্যাপ্ত হইয়াছে বা ছাইয়া রহিয়াছে) অখিলদেব-মহর্ষিপূজ্যাং (সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিদের আরাধ্যা) তাম্ অম্বিকাং (সেই দেবী অম্বিকাকে) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) নতাঃ স্ম

---

* 'স্মঃ' শব্দের বিসর্গলোপ আর্ষ; অথবা স্ম পাদপূরণে অব্যয়।

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তু মলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৪

(প্রণাম করিতেছি) সা (তিনি) নঃ (আমাদের) শুভানি (মঙ্গল) বিদধাতু (করুন) ॥৩॥

অনুবাদ।—সমস্ত দেবতার শক্তির সংহতি যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি নিজশক্তির প্রভাবে এই জগৎ ছাইয়া রহিয়াছেন, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিদের পূজনীয়া সেই দেবীকে ভক্তির সহিত নমস্কার করি, তিনি আমাদের মঙ্গল করুন ॥৩॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ অনন্তঃ (ভগবান্ বিষ্ণু) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) হরশ্চ (এবং মহাদেব) যস্যাঃ (যাঁহার) অতুলম্ (অতুলনীয়) প্রভাবং (তেজ) বলঞ্চ (এবং শক্তির কথা) বক্তুং (বলিতে) ন অলম্ (সমর্থ নহেন, পারেন না) সা চণ্ডিকা (সেই চণ্ডিকা) অখিলজগৎপরিপালনায় (সারা বিশ্বের রক্ষার জন্য) অশুভ-ভয়স্য (অমঙ্গলকারী অসুর হইতে যে ভয় তাহার) চ নাশায় (নাশে) মতিং করোতু (মনোযোগ করুন ॥৪॥

অনুবাদ।—ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যাঁহার অতুলনীয় প্রভাব এবং বলের কথা বলিতে পারেন না (অর্থাৎ

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি! বিশ্বম্॥ ৫

বলিয়া শেষ করিতে পারেন না), সেই দেবী সারা বিশ্বের পালনের এবং অমঙ্গলকারী অসুরদের দ্বারা সৃষ্ট ভয় নাশের জন্য ইচ্ছা করুন ॥৪॥

অন্বয়ঃ।—যা সুকৃতিনাং (পুণ্যবান্ লোকদের) ভবনেষু (ঘরে) স্বয়ং শ্রীঃ (নিজেই লক্ষ্মীরূপিণী বা সৌভাগ্যরূপিণী) পাপাত্মনাং (পাপীদের) ভবনেষু (ঘরে) অলক্ষ্মীঃ (দুর্ভাগ্য-রূপিণী) কৃতধিয়াং (যাঁহাদের মন নির্ম্মল সেই লোকদের) হৃদয়েষু (মনে) বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধিদ্বারা সন্দেহ দূর হইয়া ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধিরূপিণী) সতাং (সৎ লোকদের) শ্রদ্ধা (বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাসরূপিণী) কুলজনপ্রভবস্য (যে সৎকুলে জন্মিয়াছে তাহার) লজ্জা (মন্দ কাজ করিতে সঙ্কোচ) তাং ত্বাং (সেই তোমাকে) নতাঃ স্ম (নমস্কার করিতেছি)। হে দেবি (হে দেবি)! বিশ্বং (বিশ্বজগৎ) পরিপালয় (উত্তমরূপে রক্ষা কর) ॥৫॥

অনুবাদ।—যে দেবী পুণ্যবান্ লোকদিগের ঘরে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী (অর্থাৎ পুণ্যবান্ লোকদিগকে যিনি সুখসৌভাগ্য

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥ ৬

দিয়া দয়া করেন), পাপীদিগের ঘরে অলক্ষ্মীরূপিণী (অর্থাৎ পাপীরা যাঁহার নিকট শাস্তি পায়), যাঁহাদের মন নির্ম্মল (অর্থাৎ যে মনে পাপ, কুটিলতা ইত্যাদি নাই) সেই সকল লোকদের অন্তরে বুদ্ধিরূপিণী (যে বুদ্ধির দ্বারা সন্দেহ সংশয় ইত্যাদি দূর হইয়া ঠিকমত জ্ঞান হয় তাহা), যাঁহারা সৎ লোক (অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র মানিয়া চলেন) তাঁহাদের অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাসরূপিণী, যাঁহাদের ভাল বংশে জন্ম তাঁহাদের অন্তরে লজ্জারূপিণী (লজ্জা=কুকার্য্য করিতে লজ্জা), সেই তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবি! তুমি বিশ্ব পরিপালন কর ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি (হে দেবি)! তব (তোমার) এতৎ (এই) অচিন্ত্যং (ভাবিয়া উঠা যায় না এমন, অলৌকিক) রূপং (রূপ) কিঞ্চ (এবং) অসুরক্ষয়কারি (যাহা দ্বারা অসুরদের বিনাশ হইয়াছে এমন) ভূরি (অপরিমিত, যাহার পরিমাণ ঠিক করা যায় না) অতিবীর্য্যং (অত্যধিক পরাক্রম) কিঞ্চ (এবং) আহবেষু (যুদ্ধসমূহে) সর্ব্বেষু

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৭

অসুরদেবগণাদিকেষু (সমস্ত অসুর ও দেবতাদিগের মধ্যে) যানি (যে সকল) তব (তোমার) অতি (সর্ব্বাতিশায়ী) চরিতানি (কাজসমূহ) তানি (সেইসকল) কিং বর্ণয়াম (কি বর্ণনা করিব)॥৬॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তোমার এই রূপ, এবং এই অসুর-বিনাশী অপরিমিত পরাক্রম চিন্তার অতীত বস্তু, সুতরাং তাহা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব। আর যুদ্ধে দেবতা ও অসুরদের মাঝে তোমার যে অতি অদ্ভুত কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে বর্ণনা করিব॥৬॥

সরলার্থ।—অর্থাৎ তোমার রূপ, তোমার তেজ ও তোমার কাজ সকল এমনই অলৌকিক ও অপরিমিত যে তেমন আমরা কথায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিব না।

অন্বয়ঃ।—[ত্বং (তুমি)] সমস্তজগতাং (সারা বিশ্বের) হেতুঃ (মূল কারণ, যাহা হইতে জন্মিয়াছে তাহা) ত্রিগুণা

অপি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ থাকিলেও) দোষৈঃ (বিকারাদি দোষের দ্বারা) হরিহরাদিভিঃ অপি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের দ্বারাও) [ন জ্ঞায়সে (দৃষ্ট বা জ্ঞাত নহ)]। [ত্বং (তুমি)] অপারা (অন্তরহিতা, যাহার অন্ত নাই) সর্ব্বাশ্রয়া (সব কিছুর আশ্রয় বা আধারস্বরূপ) ইদম্ অখিলং জগৎ (এই সারা বিশ্ব) [তব (তোমার)] অংশভূতম্ (অংশস্বরূপ, অংশমাত্র) [ত্বং] অব্যাকৃতা (যাহার বিকার নাই, অথবা রূপের পরিবর্ত্তন নাই এমন) আদ্যা (প্রথম অর্থাৎ মূল) পরমা প্রকৃতিঃ (শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বপ্রধান প্রকৃতি বা মূল বস্তু) ॥৭॥

অনুবাদ।—হে দেবি! সমস্ত জগতের হেতু তুমি ত্রিগুণা হইয়াও গুণাতীতা। অতএব অচিন্ত্যস্বরূপা তুমি অজ্ঞেয়া, তাই হরিহরাদিও তোমাকে জানিতে পারেন না। তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপা, এই সারা বিশ্ব তোমার অংশ-স্বরূপ, তোমার বিকার অর্থাৎ রূপের পরিবর্ত্তন নাই, তুমি আদ্যা প্রকৃতি ॥৭॥

সরলার্থ।—দেবী ভগবতী হইতে সারা বিশ্ব জন্মিয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণও সেই দেবী হইতে আলাদা নহে—এই তিন গুণের দ্বারাই জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে, জগতের সব ভাঙাগড়া চলিয়াছে। ইহাদের পরি-মাণের কম-বেশিতে ভাল-মন্দ বস্তু সকল হইতেছে, জীবের মনে অনুরাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি হইতেছে। কিন্তু সেই ত্রিগুণময়ী

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি!
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮

হইয়াও দেবী ভগবতী এই গুণগুলির যে কাজ বা প্রভাব (দোষ) সে সকলের অধীন নহেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তাঁহাকে ভালরূপে জানিয়া উঠিতে পারেন না। কাজেই বলা যায়, এই তিন গুণ দ্বারা তিনি বিশ্বে ভাঙাগড়া কাজ করিতেছেন, অথচ নিজে তাহাদের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতেছেন না। তিনি গুণগুলির বশ নহেন, গুণগুলিই তাঁহার বশ। এই বিশ্বের তিনি আশ্রয়, সারা বিশ্ব তাঁহার অংশমাত্র। দেবীর রূপ বা ভাবের কখনও পরিবর্ত্তন নাই, সব সময় এক রূপ। তবে যে তাঁহার এক এক রূপ এক এক সময় দেখা যায় ইহা দেবতার কার্য্যসাধনের জন্য তাঁহার অলৌকিক মায়া মাত্র। পরমা প্রকৃতি বলিতে মূল বস্তু-প্রকৃতি।

অন্বয়ঃ।—হে দেবি (হে দেবি)! যস্যাঃ (যাঁহার) সমুদীরণেন (সম্যক্ উচ্চারণ দ্বারা, ভালরূপে উচ্চারণ করিলে) সমস্তসুরতা (সকল দেবতা) সকলেষু মখেষু (সকল যজ্ঞে) তৃপ্তিং প্রয়াতি (তৃপ্তি লাভ করেন) [ত্বম্ (তুমি সেই)] স্বাহা (যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিবার মন্ত্রস্বরূপিণী স্বাহা) অসি

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৯

(হও) পিতৃগণস্য চ (এবং পিতৃগণেরও) তৃপ্তিহেতুঃ (পরিতৃপ্তির কারণ) [ত্বম্ এব (তুমিই)] অতএব (সুতরাং) জনৈঃ (লোকের দ্বারা) স্বধা চ উচ্চার্য্যসে (উচ্চারিত হও) ॥৮॥

অনুবাদ।—সমস্ত যজ্ঞে যাঁহার (যে স্বাহার) সম্যক্ উচ্চারণ করিলে দেবগণ তৃপ্তি লাভ করেন, হে দেবি! তুমি সেই স্বাহাস্বরূপিণী, এবং তুমিই পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ-স্বরূপিণী স্বধা বলিয়াও অর্থাৎ স্বধা মন্ত্ররূপেও তুমিই উচ্চারিত হইয়া থাক ॥৮॥

সরলার্থ।—যজ্ঞে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন, আর শ্রাদ্ধে স্বধা মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন। হে দেবি, তুমিই সেই স্বাহা এবং তুমিই সেই স্বধা।

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! যা [ত্বং (যে তুমি)] সুনিয়তেন্দ্রিয়-তত্ত্বসারৈঃ (যাঁহারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন এবং

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ১০

তত্ত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জীবনের সার করিয়াছেন) অস্তসমস্ত-দোষৈঃ (সকল দোষ রহিত অর্থাৎ অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য) মোক্ষার্থিভিঃ (মুক্তিকামী) মুনিভিঃ (মুনিদের দ্বারা) অভ্যস্যসে (সাধনার বিষয়ীভূত হইয়া থাক) সা ত্বং (সেই তুমি) অবিচিন্ত্যমহাব্রতা (অবিচিন্ত্য অর্থাৎ অলৌকিক-করুণাময়ী, মুক্তিদানরূপ মহাব্রতধারিণী অথবা অলৌকিক কার্য্যকারিণী) মুক্তিহেতুঃ (মুক্তির কারণ) ভগবতী পরমা বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) অসি (তুমিই হও) ॥৯॥

অনুবাদ।—যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন ও পরম ব্রহ্মকে জীবনের সার করিয়াছেন, সেই রাগদ্বেষাদিদোষশূন্য মুক্তিকামী মুনিগণ তোমাকে মুক্তির হেতু বলিয়া অভ্যাস অর্থাৎ উপাসনা করেন। অতএব অলৌকিক-করুণাময়ী তুমি ভগবতী ব্রহ্ম-বিদ্যাস্বরূপা ॥৯॥

অন্বয়ঃ।—[ত্বং (তুমি)] শব্দাত্মিকা (শব্দস্বরূপা), উদ্গীতরম্যপদপাঠবতাং (যাহার শব্দগুলি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সহযোগে মধুর স্বরে পাঠ করা হয় এমন) সাম্নাং (সাম-

মেধাসি দেবি! বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১১

বেদের) সুবিমলর্গ্‌যজুষাং (নির্ম্মল জ্ঞানের কারণস্বরূপ অর্থাৎ যাহা হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এমন ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের) নিধানম্ (আশ্রয়স্বরূপ), ত্বং (তুমি) দেবী (দ্যোতনশীলা, অর্থাৎ যিনি সকল অর্থ প্রকাশ করেন), ভগবতী (সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যশালিনী), ত্রয়ী (ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদস্বরূপিণী) সর্ব্বজগতাং (সমগ্র জগতের) পরমার্ত্তিহন্ত্রী (ভবভয়নাশিনী) ভবভাবনায় (জগৎ প্রতিপালনের জন্য) বার্ত্তা চ (বৃত্তি বা জীবিকাস্বরূপিণী)॥১০॥

অনুবাদ।—তুমি শব্দস্বরূপিণী; তুমি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সহযোগে মধুর পদপাঠ-যুক্ত যে সামবেদ, তাহার আশ্রয়স্বরূপা, তুমি যাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদেরও আশ্রয়স্বরূপা; তুমি সকলার্থ-প্রকাশিকা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী ত্রয়ী (অর্থাৎ তিনটি বেদের সমষ্টি); তুমি—সমগ্র সংসার রক্ষার জন্য কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিস্বরূপা, তুমিই সমগ্র জগতের পরম দুঃখনাশিনী ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! [ত্বম্ (তুমি)] বিদিতাখিল-শাস্ত্র-

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১২

সারা (যাহার দ্বারা সকল শাস্ত্রের সার জানিতে পারা যায় এমন) মেধা (ধারণাবর্তী বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি) অসি (হও)। [ত্বম্ (তুমি)] অসঙ্গা (অদ্বিতীয়া, সকল প্রকার সঙ্গরহিতা), দুর্গভব-সাগরনৌঃ (দুস্তর ভবসাগরের তরণীস্বরূপা), দুর্গা (দুর্জ্ঞেয়া, যাঁহার স্বরূপ সহজে বুঝিতে পারা যায় না) অসি (হও)। [ত্বং] কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা (কৈটভ নামক দৈত্যের শত্রু বিষ্ণুর হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থানকারিণী) শ্রীঃ (লক্ষ্মী) শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা (শশিমৌলি, অর্থাৎ, মহাদেবের সঙ্গে যিনি অর্দ্ধাঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন এমন) গৌরী (গৌরী) ত্বম্ এব (তুমিই) ॥১১॥

অনুবাদ।—হে দেবি ! যাহা দ্বারা সকল শাস্ত্রের সার জানিতে পারা যায়, সেই মেধা (অর্থাৎ সরস্বতী) তুমি। তুমিই দুস্তর ভবসাগরে পার হইবার তরণীস্বরূপা ; তুমি অদ্বিতীয়া ; তুমি দুর্গা অর্থাৎ সহজে তোমার স্বরূপ জানা যায় না। তুমিই বিষ্ণুর হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থানকারিণী লক্ষ্মী এবং চন্দ্রচূড় মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গরূপে বিরাজমানা গৌরীও তুমি ॥১১॥

দৃষ্ট্বা তু দেবি! কুপিতং ভ্রূকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারি (পূর্ণচন্দ্রের তুল্য), কনকোত্তম-কান্তি-কান্তম্ (উত্তম সুবর্ণের কান্তির বা ছটার ন্যায় ছটা থাকাতে যাহা অতি কমনীয়), ঈষৎসহাসম্ (মৃদু হাস্যযুক্ত), অমলং (নির্ম্মল) বক্ত্রং (মুখ) বিলোক্য (দেখিয়া) তথাপি (তবুও) সহসা (হঠাৎ) আপ্তরুষা (ক্রুদ্ধ) মহিষাসুরেণ (মহিষাসুরের দ্বারা) প্রহৃতং (প্রহার করা হইয়াছে) অত্যদ্ভুতম্ (অতি আশ্চর্য্যের ব্যাপার) ॥১২॥

অনুবাদ।—[হে দেবি!] পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, উৎকৃষ্ট স্বর্ণের ছটার ন্যায় ছটাযুক্ত, অতএব কমনীয়, মৃদু হাস্যযুক্ত, বিমল, তোমার নির্ম্মল বদনমণ্ডল দেখিয়াও মহিষাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া যে হঠাৎ প্রহার করিল, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! মহিষঃ (মহিষাসুর) ভ্রূকুটীকরালম্ (ভ্রূকুটী দ্বারা ভীষণ) উদ্যচ্ছশাঙ্ক-সদৃশচ্ছবি (উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট) কুপিতং (ক্রুদ্ধ) [বক্ত্রং] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) যৎ (যে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রাণান্ ন মুমোচ (প্রাণত্যাগ

দেবি ! প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৪

করিল না, মরিল না) চিত্রং (বিস্ময়কর, অদ্ভুত) হি (কারণ) কুপিতান্তকদর্শনেন (ক্রুদ্ধ যমকে দেখিয়া) কৈঃ জীব্যতে (কাহারা বাঁচিতে পারে ?) ॥১৩॥

অনুবাদ।—হে দেবি! ভ্রুকুটী দ্বারা ভীষণ, উদয়কালীন চন্দ্রের ন্যায় রক্তিম দ্যুতিবিশিষ্ট তোমার কুপিত মুখ দেখিয়া, মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ যে প্রাণত্যাগ করে নাই ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কেননা ক্রুদ্ধ যমকে দেখিয়া কে বাঁচিতে পারে? ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! ভবতী (দীপ্তিশালিনী) পরমা (শ্রেষ্ঠা) ভবায় (মঙ্গলের জন্য) প্রসীদ (প্রসন্না হও)। কোপবতী (তুমি ক্রুদ্ধ হইলে) কুলানি (কুলসমূহ) সদ্যঃ বিনাশয়সি (বিনাশ করিয়া থাক), অধুনা (এখন) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞাতং (জানা গেল) যৎ (কারণ) মহিষাসুরস্য (মহিষাসুরের) এতৎ সুবিপুলং বলম্ (এই বিশাল সৈন্য) অস্তং নীতম্ (বিনষ্ট হইয়াছে) ॥১৪॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমি দীপ্তিশালিনী এবং শ্রেষ্ঠা, তুমি মঙ্গলের জন্য প্রসন্না হও। তুমি ক্রুদ্ধ হইলে যে তৎক্ষণাৎ

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৫

বংশনাশ করিয়া থাক ইহা এখন জানা গেল, কারণ মহিষাসুরের বিশাল সৈন্যবাহিনী [তোমার দ্বারা] বিনষ্ট হইয়াছে ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—ভবতী (তুমি) যেষাং (যাহাদের সম্বন্ধে, যাহাদের প্রতি) প্রসন্না (অনুগ্রহপরায়ণা) সদা (সর্ব্বদা) অভ্যুদয়দা (উন্নতিবিধায়িনী হইয়া থাক), জনপদেষু (সকল দেশে) তে (তাহারা) সম্মতাঃ (সম্মান লাভ করে), তেষাং (তাহাদের) ধনানি (ধনসম্পদ্) যশাংসি চ (ও কীর্ত্তি সকল) তেষাং (তাহাদের) ধর্ম্মবর্গশ্চ (ধর্ম্মসমূহ) ন সীদতি (ক্ষীণ হয় না)। নিভৃতাত্মজভৃত্যদারাঃ (নিভৃত অর্থাৎ বিনীত আত্মজ অর্থাৎ পুত্র, ভৃত্য, সেবক প্রভৃতি এবং দারা অর্থাৎ পত্নী যাহাদের এমন; অর্থাৎ তাহাদের পুত্র, ভৃত্য এবং পত্নী বিনীতস্বভাব হয়) তে এব (তাহারাই) ধন্যাশ্চ (ধন্য) ॥১৫॥

অনুবাদ।—তুমি প্রসন্না হইয়া যাহাদের উন্নতি বিধান কর (অর্থাৎ সকল প্রকার বাঞ্ছিত বস্তু দিয়া থাক) তাহারা সকল দেশে সম্মান পায়। তাহাদের ধনসম্পদ্, কীর্ত্তিসকল এবং

চণ্ড-মুণ্ড-বধ

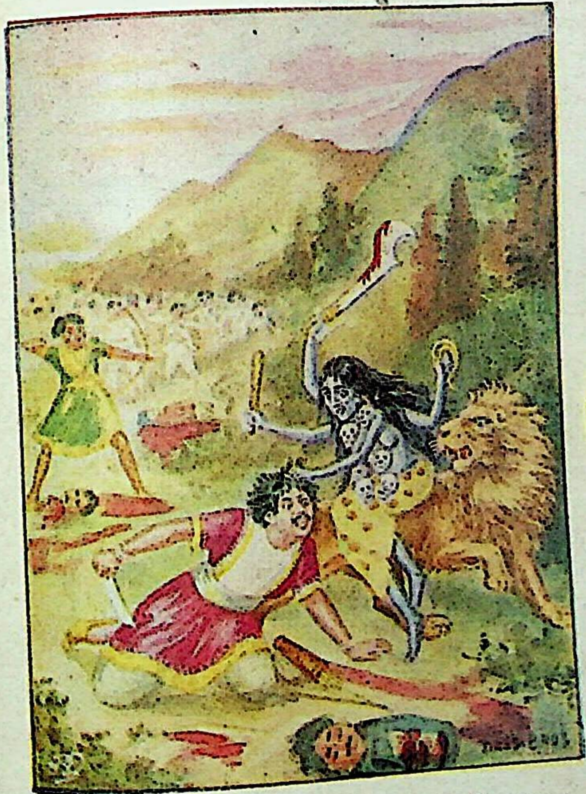

চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়ের খড়্গের দ্বারা মাথা কাটিয়া ফেলিলেন ।২০।

[পৃষ্ঠা—২১২

ধর্ম্ম্যাণি দেবি ! সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি! তেন ॥ ১৬

ধর্ম্মকর্ম্মসমুদয়ও ক্ষয় পায় না। বিনীতস্বভাব পুত্র, ভৃত্য ও পত্নীর সহিত তাঁহারাই ধন্য হন ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! সুকৃতী (পুণ্যবান্ ব্যক্তি) ভবতী-প্রসাদাৎ (তোমার দয়ায়) সদৈব (সব সময়েই) অত্যাদৃতঃ (অতিশয় আগ্রহের সহিত) প্রতিদিনং (প্রতিদিন) সকলানি ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি (সকল প্রকার পুণ্য কর্ম্ম) করোতি (করিয়া থাকে)। ততঃ (সেইজন্য) স্বর্গং প্রয়াতি চ (স্বর্গে যায়)। হে দেবি! ননু (অবশ্যই) তেন (সেই কারণে) লোকত্রয়ে অপি (এই তিন ভুবনে) [ত্বং (তুমি)] ফলদা (ফলদান-কারিণী) ॥১৬॥

অনুবাদ।—হে দেবি! পুণ্যবান্ ব্যক্তি প্রতিদিন আগ্রহের সহিত পুণ্য কার্য্য করিয়া তোমার অনুগ্রহে পরে স্বর্গে যায়। হে দেবি! সেই জন্য তুমিই স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল, এই ত্রিলোকের ফলদানকারিণী (অর্থাৎ ত্রিভুবনের যে কেহ কোন কাজ করে তাহার ফল তুমিই দান করিয়া থাক) ॥১৬॥

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—হে দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি (দারিদ্র্য, দুঃখ এবং ভয়বিনাশিনি) দুর্গে (সঙ্কটে, বিপদে) [ত্বং] স্মৃতা (তোমাকে স্মরণ করিলে) অশেষজন্তোঃ (সকল জীবের) ভীতিং (ভয়) হরসি (দূর কর)। স্বস্থৈঃ (আত্ম-অনাত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ বিবেকশালী ব্যক্তিগণের দ্বারা) স্মৃতা (স্মৃতা হইলে, অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরা তোমাকে মনে করিলে) অতীব শুভাং মতিং (অত্যন্ত শুভ বুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) দদাসি (দান করিয়া থাক)। সর্ব্বোপকারকরণায় (সকলের ভাল করিবার জন্য) সদার্দ্রচিত্তা (সর্ব্বদা করুণহৃদয়া) ত্বদন্যা (তুমি ছাড়া) কা (কে আছে) ॥১৭॥

অনুবাদ।—হে দারিদ্র্যনাশিনি, হে দুঃখনাশিনি, হে ভয়নাশিনি, বিপদে পড়িয়া তোমাকে মনে করিলে তুমি সকল জীবের ভয় দূর করিয়া থাক। যাহারা সুস্থ, অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা তোমাকে মনে করিলে তুমি তাহাদিগকে শুভবুদ্ধি (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) দান করিয়া থাক। সকলের

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৮

মঙ্গল করিবার জন্য এমন দয়ার্দ্রহৃদয় তুমি ছাড়া আর কে আছে ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! এভিঃ হতৈঃ (নিহত ইহাদের দ্বারা, অর্থাৎ ইহারা নিহত হইলে) জগৎ (বিশ্ব) সুখম্ উপৈতি (সুখ লাভ করে) তথা (এবং) এতে (ইহারা) চিরায় (চিরকাল) নরকায় (নরকে যাওয়ার জন্য) পাপং কুর্ব্বন্তু নাম (পাপ করুক না কেন) সংগ্রামমৃত্যুম্ (যুদ্ধে মরণ) অধিগম্য (লাভ করিয়া) দিবং (স্বর্গে)) প্রয়ান্তু (গমন করুক, যাউক) ইতি (এইরূপ) মত্বা (মনে করিয়া) নূনম্ (নিশ্চিতই) অহিতান্ (শত্রুদিগকে, অসুরগণকে) বিনিহংসি (নিহত করিয়া থাক) ॥১৮॥

অনুবাদ।—এই অসুরগণকে বধ করিলে জগৎ শান্তি লাভ করিবে এবং ইহারা চিরকাল নরকে যাওয়ার মত পাপ করুক না কেন, তবুও সম্মুখ-যুদ্ধে মরিলে ইহারা স্বর্গে যাইবে—ইহা মনে করিয়াই তুমি যুদ্ধে অসুরগণকে বিনাশ করিয়া থাক ॥১৮॥

দৃষ্ট্বৈব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—(হে দেবি!) ভবতী (তুমি) দৃষ্ট্বা এব (শুধু দৃষ্টিপাতের দ্বারা) সর্ব্বাসুরান্ (সকল অসুরকে) কিং ভস্ম ন প্রকরোতি (ভস্ম করিতে পার না কি)? অরিষু (শত্রুদের প্রতি) যৎ শস্ত্রং (যে শস্ত্র) প্রহিণোষি (প্রহার কর) [তৎ (তাহাতে)] রিপবঃ অপি (শত্রুরাও) শস্ত্রপূতা (তোমার শস্ত্রের আঘাতে পবিত্র হইয়া) লোকান্ (উত্তম লোকসমূহে) প্রয়ান্তু (যাউক, যাইবে) তেষু অপি (তাহাদের প্রতিও) ইত্থং (এইরূপ) অতিসাধ্বী (অতি উদার) তে (তোমার) মতির্ভবতি (মনের ভাব আছে) ॥১৯॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমি দৃষ্টি দ্বারাই অসুরগণকে কি ভস্মসাৎ করিতে পারিতে না? তোমার শস্ত্রের আঘাতে পবিত্র হইয়া শত্রুগণ স্বর্গ ইত্যাদি উত্তম লোকে গমন করুক, ইহা মনে করিয়াই ইহাদিগের প্রতি অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছ। সেই শত্রুদের প্রতিও তোমার মতি অর্থাৎ মনের ভাব এইরূপ অতি উদার ॥১৯॥

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—উগ্রৈঃ (প্রচণ্ড) খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈঃ (খড়্গের তেজোরাশির বিস্তারের দ্বারা) তথা (এবং) শূলাগ্রকান্তিনিবহেন (শূলের অগ্রভাগের জ্যোতিঃসমূহ দ্বারা) অসুরাণাং (অসুরদের) দৃশঃ (চোখগুলি) যৎ (যে) বিলয়ং ন আগতাঃ (বিলয়প্রাপ্ত হইল না, নষ্ট হইল না) তৎ (তাহার কারণ) তব (তোমার) অংশুমৎ (কিরণ-বিশিষ্ট, উজ্জ্বল) ইন্দুখণ্ডযোগ্যাননং (চন্দ্রকলার মত মুখ) বিলোকয়তাং (দর্শন করিতেছিল বলিয়া) এতৎ (ইহা হইয়াছে)॥২০॥

অনুবাদ।—(হে দেবি!) খড়্গের প্রচণ্ড তেজোরাশি ও শূলের অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত জ্যোতিঃসমূহ দ্বারা যে অসুরদের চোখ নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহার কারণ তাহারা তোমার উজ্জ্বল মুখচন্দ্র দেখিতেছিল। [তোমার মুখচন্দ্রের দৃষ্টিরূপ সুধায় তাহাদের চক্ষুগুলি খড়্গের এবং শূলের তেজে ঝলসিয়া নষ্ট হইয়া যায় নাই]॥২০॥

দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥ ২১

অন্বয়ঃ।—(হে দেবি!) তব (তোমার) দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং (দুর্ব্বৃত্তদের বৃত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা কার্য্য, তাহার শমন অর্থাৎ দমনকারী) শীলং (স্বভাব) অন্যৈঃ অতুল্যম্ (অনন্তসদৃশ, অসাধারণ, যাহার অন্যের সঙ্গে তুলনা হয় না) এতৎ রূপং (এই রূপ) তথা (এবং) হৃতদেবপরাক্রমাণাম্ (হৃত হইয়াছে দেবগণের পরাক্রম যাহাদের দ্বারা সেই অসুরদের) হন্তৃ (বিনাশক) বীর্য্যঞ্চ (তেজঃ, শৌর্য্য) অবিচিন্ত্যং (অচিন্তনীয়) বৈরিষু অপি (শত্রুদের প্রতিও) ইত্থম্ (এইরূপ) এব (তোমার দ্বারাই) দয়া (অনুগ্রহ) প্রকটিতা এব (প্রকাশিত হইয়াছে)॥২১॥

অনুবাদ।—হে দেবি! দুষ্টের দুষ্কার্য্য দমনরূপ তোমার স্বভাব অতুলনীয়, তোমার রূপ, এবং দেবতাদের পরাক্রম নাশকারী অসুরদের বিনাশের জন্য প্রযুক্ত তোমার শৌর্য্য, এই সকলই আমাদের চিন্তার অতীত। সেইরূপ শত্রুদের

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥ ২২

(অসুরদের) প্রতি তোমার অচিন্তনীয় দয়াও প্রকাশিত হইয়াছে ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—তে (তোমার) অস্য পরাক্রমস্য (এই পরাক্রমের) কেন (কাহার সহিত) উপমা (তুলনা) ভবতু (হইতে পারে)? অতিহারি (অতি মনোহর) শত্রুভয়কারি (শত্রুর ভীতিজনক) রূপঞ্চ (রূপই) কুত্র (কোথায়) [অস্তি (আছে)]? হে দেবি! বরদে (বরদায়িনি)! চিত্তে (মনে) কৃপা (দয়া), সমরনিষ্ঠুরতা চ (এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা) ভুবনত্রয়ে অপি (ত্রিভুবনে) ত্বয়ি এব (তোমাতেই) দৃষ্টা (দেখা যায়) ॥২২॥

অনুবাদ।—কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হইবে? শত্রুগণের ভীতিজনক-অতি মনোহর এই রূপই বা কোথায় (অর্থাৎ কাহার আছে)? হে দেবি বরদায়িনি! ত্রিভুবনের মধ্যে চিত্তে দয়া ও যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা তোমাতেই দেখা যায় ॥২২॥

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥ ২৩

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ত্বয়া (তোমার দ্বারা) রিপুনাশনেন (শত্রুবিনাশ দ্বারা) এতদ্ অখিলং ত্রৈলোক্যম্ (এই সমগ্র জগৎ) ত্রাতম্ (পরিত্রাণ পাইল)। তে (সেই) রিপুগণাঃ অপি (শত্রুগণও) সমরমূর্দ্ধনি (যুদ্ধক্ষেত্রে) হত্বা (নিহত হইয়া) দিবং (স্বর্গে) নীতাঃ (নীত হইয়াছে)। অস্মাকম্ (আমাদের) উন্মদ-সুরারিভবং (দুর্মদ অসুরগণ হইতে সঞ্জাত) ভয়মপি (ভয়ও) অপাস্তম্ (দূরীভূত হইল) [অতঃ (কাজেই)] তে নমঃ (তোমাকে নমস্কার) ॥২৩॥

অনুবাদ।—শত্রুনাশ করিয়া এই সমগ্র ত্রিভুবন তুমি রক্ষা করিলে। সেই শত্রুগণ তোমার দ্বারাই যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে নীত হইয়াছে। আমাদেরও দুর্দ্দান্ত অসুরগণ হইতে সঞ্জাত ভয় দূর হইল। তোমাকে নমস্কার ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! শূলেন (শূলের দ্বারা) নঃ (আমা-

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥ ২৫

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥ ২৬

দিগকে) পাহি (রক্ষা কর)। হে অম্বিকে! খড়্গেন ঘণ্টাস্বনেন চাপজ্যানিস্বনেন (খড়্গের দ্বারা, ঘণ্টার শব্দের দ্বারা, ধনুকের ছিলার শব্দের দ্বারা অর্থাৎ ধনুকের টঙ্কার দ্বারা) চ (এবং) নঃ (আমাদিগকে) পাহি (পালন কর) ॥২৪॥

অনুবাদ।—হে দেবি! শূল দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে! খড়্গ, ঘণ্টাশব্দ ও জ্যাশব্দ অর্থাৎ ধনুকের টঙ্কার দ্বারাও আমাদিগকে রক্ষা কর ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—হে চণ্ডিকে! আত্মশূলস্য ভ্রামণেন (নিজের শূলটি ঘুরাইয়া) প্রাচ্যাং (পূর্ব্ব দিকে) [অস্মান্ (আমাদিগকে)] রক্ষ (রক্ষা কর), প্রতীচ্যাং দক্ষিণে (পশ্চিমে ও দক্ষিণে) রক্ষ (রক্ষা কর), হে ঈশ্বরি! তথা (সেইরূপে, এবং) উত্তরস্যাম্ (উত্তর দিকে) রক্ষ (রক্ষা কর) ॥২৫॥

অনুবাদ।—হে চণ্ডিকে! নিজের শূলটি ঘুরাইয়া আমাদিগকে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রক্ষা কর ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।—ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) তে (তোমার) সৌম্যানি

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গিনী তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥ ২৭

(শান্ত, মনোহর) যানি রূপাণি (যে সকল রূপ) যানি চ অত্যর্থঘোরাণি (এবং যে সকল অতি ভয়ঙ্কর রূপ) বিচরন্তি (বিচরণ করে), তৈঃ (সেই সকলের দ্বারা) অস্মান্ (আমাদিগকে) তথা (এবং) ভুবং (জগৎকে) রক্ষ (রক্ষা কর) ॥২৬॥

অনুবাদ।—তোমার যে সকল মনোহর ও অতিশয় ভীষণ মূর্ত্তি ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের দ্বারা আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষা কর ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।—হে অম্বিকে! করপল্লবসঙ্গিনী (হস্তরূপ পল্লবে সংযুক্ত) খড়্গশূলগদাদীনি (খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি) যানি অস্ত্রাণি (যে সকল অস্ত্র) তৈঃ (সেগুলির দ্বারা) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অস্মান্ (আমাদিগকে) রক্ষ (রক্ষা কর) ॥২৭॥

অনুবাদ।—হে অম্বিকে! তোমার পল্লবের মত হাতগুলিতে যে খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র রহিয়াছে, সেগুলির দ্বারা সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা কর ॥২৭॥

ঋষিরুবাচ ॥ ২৮

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ২৯

ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দ্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ (মেধা মুনি) উবাচ (বলিলেন)—সুরৈঃ (দেবগণের দ্বারা) এবম্ (এইরূপে) স্তুতা (স্তুত হইয়া) নন্দনোদ্ভবৈঃ (নন্দনবনে জাত) দিব্যৈঃ (স্বর্গীয়) কুসুমৈঃ (ফুলের দ্বারা) তথা (এবং) গন্ধানুলেপনৈঃ (গন্ধ ও অঙ্গরাগের দ্বারা) অর্চ্চিতা (পূজিতা হইয়া) চ (এবং) দিব্যৈঃ ধূপৈঃ (স্বর্গীয় ধূপের দ্বারা) ধূপিতা (সুবাসিত হইয়া) জগতাং ধাত্রী (জগৎসমূহ পালনকারিণী), প্রসাদসুমুখী (প্রসন্নমুখে) সমস্তান্ (সকল) প্রণতান্ সুরান্ (প্রণত দেবগণকে) প্রাহ (বলিলেন) ॥২৮-৩০॥

অনুবাদ।—ঋষি (মেধা) বলিলেন—জগৎসমূহের পালনকারিণী দেবীকে সমস্ত দেবগণ এইরূপে নন্দনবনের দিব্য ফুল ও গন্ধ এবং অঙ্গরাগ দ্বারা পূজা করিলে ও স্বর্গীয় ধূপের দ্বারা সুবাসিত করিলে তিনি প্রসন্নমুখে প্রণত দেবগণকে বলিলেন ॥২৮-৩০॥

দেব্যুবাচ ॥ ৩১

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্।

দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা ॥ ৩২ *

দেবা ঊচুঃ ॥ ৩৩

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।

যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—হে সর্ব্বে ত্রিদশাঃ (হে দেবগণ)! অস্মত্তঃ (আমার নিকট) যদভিবাঞ্ছিতং (যাহা তোমাদের অভীষ্ট, অভিলষিত বর তাহা) ব্রিয়তাম্ (প্রার্থনা কর, চাও)। এভিঃ স্তবৈঃ (এই সকল স্তবের দ্বারা) সুপূজিতা (উত্তমরূপে আরাধিত হইয়া) অহম্ (আমি) অতিপ্রীত্যা (অত্যন্ত আনন্দের সহিত) দদামি (দান করিব) ॥৩১-৩২॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—হে দেবগণ! আমার নিকট তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমরা এই সকল স্তবের দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে আরাধনা করিয়াছ। আমি অত্যন্ত প্রীতির সহিত তোমাদিগকে (অভীষ্ট বর) দান করিব ॥৩১-৩২॥

অন্বয়ঃ।—দেবাঃ ঊচুঃ (দেবগণ বলিলেন)—যৎ (যেহেতু)

---

* এই অর্দ্ধ শ্লোক অনেকে গ্রহণ করেন নাই।

যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥৩৫

যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভি স্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্ ॥ ৩৬

অস্মাকং শত্রুঃ মহিষাসুরঃ (আমাদের শত্রু মহিষাসুর) ভগবত্যা (ভগবতীর দ্বারা) নিহতঃ (নিহত হইয়াছে) সর্ব্বং কৃতং (সব করা হইয়াছে) কিঞ্চিৎ ন অবশিষ্যতে (কিছুই বাকী নাই)। হে মহেশ্বরি ! যদি বা ত্বয়া (যদি তোমার) অস্মাকং (আমাদিগকে) বরঃ দেয়ঃ (বর দিতে হয়) ত্বম্ (তুমি) [অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা)] সংস্মৃতা সংস্মৃতা (বার বার স্মৃতা হইয়া) নঃ (আমাদের) পরমাপদঃ (ঘোর বিপদ্ সকল) হিংসেথাঃ (বিনষ্ট করিও, দূর করিও) ॥৩৩-৩৫॥

অনুবাদ।—দেবগণ বলিলেন—হে দেবি ভগবতি, তুমি শত্রু মহিষাসুরকে বধ করিয়াছ, তাহাতেই সব করা হইয়াছে। কিছুই বাকী নাই। হে মহেশ্বরি ! যদি বা তুমি বর দাও (তবে এই করিও—) আমরা বার বার তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি আমাদের ঘোর বিপদ্ সকল দূর করিও ॥৩৩-৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—হে অমলাননে (হে নির্ম্মলবদনবিশিষ্টা দেবি) যশ্চ মর্ত্ত্যঃ (যে মানব, যে জন) এভিঃ স্তবৈঃ (এই সকল স্তবের দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) স্তোষ্যতি (স্তব করিবে) তস্য (তাহার)

বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে ॥ ৩৭

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৮

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জ্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥ ৩৯

বিত্তর্দ্ধিবিভবৈঃ (বিত্ত [ধনসম্পদ্ বা জ্ঞানরূপ সম্পদ্],—ঋদ্ধি [উন্নতি], বিভব [ঐশ্বর্য্য] এগুলির সঙ্গে) ধনদারাদিসম্পদাং (অর্থাৎ সম্পদ্, পত্নী, পুত্র ইত্যাদি সকলের) বৃদ্ধয়ে (বৃদ্ধির নিমিত্ত) সর্ব্বদা (সব সময়) অস্মৎপ্রসন্না ত্বম্ (আমাদের প্রতি প্রসন্না তুমি) ভবেথাঃ (হইও) ॥৩৬-৩৭॥

অনুবাদ।—(আর) হে কমলাননে! হে অম্বিকে! যে মানব এই স্তবের দ্বারা তোমায় স্তব করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না তুমি তাহার ধন, সম্পদ্, বিভব, পত্নী, পুত্র প্রভৃতির বৃদ্ধি করিবে ॥৩৬-৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মেধা বলিলেন)—হে নৃপ (হে মহারাজ সুরথ)! ইতি (এইরূপে) দেবৈঃ (দেবগণ-কর্ত্তৃক) জগতঃ তথা আত্মনঃ অর্থে (জগতের এবং নিজেদের জন্য) প্রসাদিতা (প্রসাদিত হইয়া) ভদ্রকালী (কল্যাণময়ী দেবী) তথা ইতি (তাহাই হউক এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) অন্তর্হিতা বভূব (অন্তর্হিত হইলেন) ॥৩৮-৩৯॥

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ ! সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্ত্রয়হিতৈষিণী ॥ ৪০

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৪১

রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ৪২

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—মহারাজ (সুরথ), দেবগণ জগতের ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য দেবীকে এইভাবে (স্তবস্তুতি-দ্বারা) প্রসন্ন করিলে, সেই মঙ্গলময়ী দেবী তথাস্তু (তাহাই হউক) বলিয়া অন্তর্হিত (অদৃশ্য) হইলেন ॥৩৮-৩৯॥

অন্বয়ঃ।—হে ভূপ (হে মহারাজ)! পুরা (পুরাকালে) জগত্ত্রয়হিতৈষিণী (ত্রিভুবনের মঙ্গলবিধায়িনী) দেবী দেব-শরীরেভ্যঃ (দেবগণের শরীর হইতে) যথা (যেভাবে) সম্ভূতা (উৎপন্ন হইয়াছিলেন) ইত্যেতৎ (তাহা) কথিতম্ (বলা হইল)। পুনশ্চ (আবার) দুষ্টদৈত্যানাং (দুর্ব্বৃত্ত অসুরদের) তথা (এবং) শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ বধায় (শুম্ভ-নিশুম্ভের বধের জন্য)

লোকানাং (জগৎসমূহের) রক্ষণায় (রক্ষার জন্য) দেবানামুপ-কারিণী (দেবগণের মঙ্গলবিধায়িনী) সমুদ্ভূতা (উৎপন্ন হইয়া, জন্মিয়া) যথা (যেভাবে) সা (তিনি) গৌরীদেহা অভবৎ (গৌরীদেহধারিণী হন) ময়া (আমার দ্বারা) যথাবৎ (যথাযথরূপে) আখ্যাতং (কথিত) তৎ (তাহা) শৃণুষ্ব (শোন), তে (তোমাকে) কথয়ামি (বলিতেছি) ॥৪০-৪২॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! ত্রিভুবনের হিতকারিণী দেবী দেবগণের শরীর হইতে যেভাবে জন্মিয়াছিলেন, তাহা বলিলাম। আবার দুষ্ট অসুরদের ও শুম্ভ-নিশুম্ভের বধের জন্য এবং জগৎরক্ষার জন্য দেবগণের মঙ্গলবিধায়িনী দেবী যেভাবে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি যথাযথ বলিতেছি শোন ॥৪০-৪২॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী

উত্তরচরিত

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ

ঋষ্যাদিন্যাস

ওঁ অস্য উত্তরচরিতস্য রুদ্র ঋষিঃ, মহাসরস্বতী দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভীমা শক্তিঃ, ভ্রামরী বীজম্, সূর্য্যস্তত্ত্বম্, সামবেদস্বরূপম্, মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থঃ (কামপ্রাপ্ত্যৈ) উত্তমচরিত্ররূপে জপে বিনিয়োগঃ।

মহাসরস্বতীর ধ্যান—

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বমত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদি-দৈত্যার্দ্দিনীম্॥

অনুবাদ।—পদ্মের মত হাতে যিনি ঘণ্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ,

মুষল, চক্র, ধনুঃ ও বাণ ধারণ করেন ; যাঁহার প্রভা মেঘের ভিতর দিয়া যে চন্দ্রকিরণ আসে, তাহার মত স্নিগ্ধ ; যিনি গৌরীর দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিজগতের আধারস্বরূপিণী, অতি অপূর্ব্ব সেই শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্য-নাশিনী মহাসরস্বতীর ভজনা করিতেছি।

পুনঃ অঙ্গন্যাস

শিরসি ওঁ রুদ্রায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ উষ্ণিহে ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ মহাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

উত্তরচরিতের আখ্যানাংশ

পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য অতি প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের অধিকার কাড়িয়া লইল এবং তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন দেবগণ হিমালয়ে গিয়া দেবী বিষ্ণুমায়ার অর্থাৎ মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেবী পার্ব্বতী গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?" এমন সময় পার্ব্বতীর দেহ-কোষ হইতে তাঁহারই মত এক দেবী বাহির হইয়া বলিলেন, "ইঁহারা আমার স্তব করিতেছেন।" তিনি শরীর হইতে বাহির হইলে পার্ব্বতী কালো হইয়া গেলেন এবং হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম হইল 'কালিকা'।

সেই অপরূপ রূপবতী দেবী কৌষিকীকে দেখিয়া চণ্ড-মুণ্ড-নামক দুই দৈত্য শুম্ভের নিকট গিয়া তাঁহার বিষয় বলিল। শুম্ভ তখন তাঁহাকে স্ত্রীরূপে পাইবার জন্য সুগ্রীব-নামক দৈত্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। সুগ্রীব গিয়া দেবীকে শুম্ভ-নিশুম্ভের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যের কথা বলিল এবং তাহাদের কোন একজনকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে বলিল। দেবী বলিলেন যে তিনি বুদ্ধির দোষে আগেই একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছেন। যে তাঁহাকে যুদ্ধে হারাইতে পারিবে, তাহাকেই তিনি পতিরূপে গ্রহণ করিবেন।

দেবীর প্রতিজ্ঞার কথা সুগ্রীব গিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভকে জানাইলে সে সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলিল—"তুমি সৈন্যদল লইয়া যাও এবং ঐ দুষ্টা নারীকে চুল ধরিয়া লইয়া এস।" ধূম্রলোচন ষাট হাজার সৈন্য লইয়া গিয়া দূর হইতে ডাকিয়া জানাইল যে, দেবী অমনি যাইতে রাজি না হইলে সে জোর করিয়া চুল ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবে। কিন্তু দেবীর হুঙ্কারে সে ভস্ম হইয়া গেল, আর সেই ষাট হাজার সৈন্য দেবীর বাহন সিংহের দ্বারা নিহত হইল।

দৈত্যরাজ শুম্ভ এই সকল সংবাদ পাইয়া চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে এক বিরাট সৈন্যদল দেবীর বিরুদ্ধে পাঠাইল। সেই সৈন্যগণ দেবীকে দেখিয়া যখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য অস্ত্র হাতে ধাইয়া গেল, তখন ক্রোধে দেবী ভ্রূকুটি করিলেন। সেই ভ্রূকুটি হইতে এক ভীষণাকৃতি দেবী বাহির হইলেন। তাঁহার রং কালো, গলায় মানুষের মাথার

মালা, পরিধানে বাঘের ছাল, লক্লকে জিহ্বা, কোটরগত চক্ষু। সেই দেবী অসুরসৈন্যদের মধ্যে গিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া খাইতে লাগিলেন। তাহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রও খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। তখন চণ্ড ও মুণ্ড তাঁহার দিকে ধাইয়া গেলে তিনি সেই অসুরদ্বয়ের মুণ্ড ছেদন করিলেন। অন্যান্য অসুরেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক আনিয়া তিনি চণ্ডিকাকে অর্থাৎ কৌষিকীকে উপহার দিলেন। চণ্ড-মুণ্ড বধ করার জন্য চণ্ডিকা তাঁহার নাম দিলেন 'চামুণ্ডা'।

চণ্ড-মুণ্ড বধের পর শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই জনেই সমস্ত অসুরসৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে গেল। এদিকে দেবগণের শরীর হইতে তাঁহাদের শক্তিরূপিণী দেবীমূর্ত্তিসকল বাহির হইয়া দেবী চণ্ডিকার সহায়তা করিতে গেলেন। স্বয়ং মহাদেব সেই দেবশক্তিদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তখন দেবীর শরীর হইতে আর এক ভীষণ-মূর্ত্তি দেবীশক্তির আবির্ভাব হইল। সেই দেবী শিবকে বলিলেন —"আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে গিয়া বলুন যে, হয় তাহারা দেবতাদের অধিকার ছাড়িয়া পাতালে চলিয়া যাউক অথবা আমাদের হাতে মরুক।" শিবকে দূতরূপে পাঠাইলেন বলিয়া সেই দেবীর নাম হইল 'শিবদূতী'।

অসুরেরা শিবদূতীর কথা শুনিতে পাইয়াই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সেই দেবীযুদ্ধে তাহারা হাজারে হাজারে মরিতে লাগিল। তখন রক্তবীজ-নামক অসুর ধাইয়া আসিল। তাহার শরীর হইতে এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়িলে তাহা হইতে সেইরূপ আর একটি অসুর জন্মে।

কাজেই দেবীগণ তাহাকে বার বার আঘাত করায় তাহার রক্তজাত অসুরে যুদ্ধক্ষেত্র ছাইয়া গেল। তখন দেবী চণ্ডিকার আদেশে দেবী চামুণ্ডা সেই সকল অসুরকে খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং দেবী চণ্ডিকা রক্তবীজকে আবার আঘাত করিলে চামুণ্ডা দেবী তাহার রক্ত পান করিতে লাগিলেন। এইভাবে রক্তবীজের রক্ত নিঃশেষ হইয়া গেলে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দেব-দেবীগণ আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন।

রক্তবীজ-বধের পর শুম্ভ-নিশুম্ভ ভীষণ বিক্রমে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নিশুম্ভের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল দেবী নিজ অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে শূলের আঘাতে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। তখন শুম্ভের সঙ্গেও দেবীর বহুক্ষণ সেইরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে নিশুম্ভের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সে আবার উঠিয়া হাজার হাজার বাহু মেলিয়া দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবীর শূলের আঘাতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইলে তাহার বক্ষ হইতে আর একটি অসুর বাহির হইল। সেও দেবীর খড়্গাঘাতে নিহত হইল। এইভাবে নিশুম্ভ বধ হইল। বহু অসুরসৈন্য দেবশক্তিদের দ্বারা, এবং দেবী চামুণ্ডা, দেবী শিবদূতী ও দেবীর বাহন সিংহের দ্বারা নিহত হইল।

প্রাণাধিক প্রিয় ভাইকে মরিতে দেখিয়া শুম্ভ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে বলিল—"হে দুর্গা, তোমার গর্ব্ব সাজে না। তুমি অন্যান্য দেবীদের সহায়তায়ই যুদ্ধ করিতেছ।"

দেবী এই কথা শুনিয়া সকল দেবীকে নিজের মধ্যে লয় করিয়া লইবার ইচ্ছা করা মাত্র দেবীগণ তাঁহার শরীরে মিলাইয়া গেলেন। তখন দেবীর সঙ্গে শুম্ভের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে পরস্পরের প্রতি অস্ত্র ছুড়িয়া মারিতে লাগিলেন ও পরস্পরের অস্ত্র নিজ অস্ত্রে কাটিতে লাগিলেন। শেষে শুম্ভের অস্ত্র, রথ, সারথি সব বিনষ্ট হইলে সে দেবীর দিকে ধাবিত হইল। বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ হইলে শুম্ভ দেবীকে ধরিয়া আকাশে উঠিল। সেখানেও বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ হইলে পর দেবী শুম্ভকে ধরিয়া একটি বলের মত মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং সে আবার উঠিয়া দেবীর দিকে ধাইয়া গেলে তাহার বুকে দেবী শূল বিঁধাইয়া দিলেন। এইভাবে শুম্ভ নিহত হইলে সারা বিশ্বে শান্তির বাতাস বহিল ও আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা দিল।

শুম্ভ নিহত হইলে দেবগণ দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের স্তব শেষ হইলে দেবী তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য অভয় দিয়া বলিলেন—"আমি দ্বাপর যুগে নন্দ গোপ ও যশোদার গর্ভে জন্মিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে থাকিব, তখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে আর যে দুই অসুর হইবে, তাহাদিগকে বধ করিব। তাহা ছাড়াও আমি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বার বার আবির্ভূত হইব। বিপ্রচিত্তি বংশীয় অসুরদের বধের সময় আমার নাম হইবে 'রক্তদন্তিকা'। একশত বৎসরের অনাবৃষ্টি হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার জন্য আমি 'শতাক্ষী' নামে আবির্ভূত হইব এবং নিজের শরীর হইতে উৎপন্ন শাক দ্বারা জগৎকে বাঁচাইয়া 'শাকম্ভরী' নামে খ্যাত

হইব। দুর্গনামক অসুরকে বধ করিয়া 'দুর্গাদেবী' বলিয়াও আমি কথিত হইব। আবার 'ভীমাদেবী' নাম গ্রহণ করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে হিমালয়ের রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া আবার অরুণাসুরকে বধ করিবার জন্য আমি হাজার হাজার ভ্রমরের রূপ ধরিয়া 'ভ্রামরী' নাম লাভ করিব।"

এই বলিয়া দেবী বলিলেন—"যে এই সকল স্তব দ্বারা প্রতিদিন আমার আরাধনা করিবে, আমি তাহার সকল বিপদ্ দূর করিব। অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতেও আমার মধু-কৈটভ বধ ইত্যাদি লীলা পাঠ করিলে বা শুনিলে পাপ, তাপ ও দুঃখ দূর হইবে, কোন ভয় বা বিপদ্ থাকিবে না। যে বাড়ীতে আমার মাহাত্ম্য পাঠ হয়, আমি কখনও সেই বাড়ী ছাড়িয়া যাই না। বলিদানে, দেবপূজায়, যজ্ঞে, বিবাহাদি উৎসবে আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিলে আমি সন্তুষ্ট হই। দুর্গাপূজায়, শান্তিকর্ম্মে, গ্রহপীড়ার সময়ে আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিলে সুখ লাভ ও দুঃখ দূর হয়। বৎসর ধরিয়া আমার পূজা করিলে যে ফল হয়, একবার মাত্র আমার মাহাত্ম্য পাঠে সেই ফল হয়। ইহাতে শত্রুনাশ হয়, আমাকে পাওয়া যায়, শিশুদের বিপদ্ দূর হয়, ভূতপ্রেত ইত্যাদি দূরে সরিয়া যায়। যে কোনরকম বিপদে পড়িয়া আমার এই মাহাত্ম্য মনে করিলে সেই বিপদ্ কাটিয়া যায়।"—এই বলিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবতারা নিজ নিজ অধিকার আবার লাভ করিলেন বাকী যে সকল অসুর মরে নাই, তাহারা ভয়ে পাতালে চলিয়া গেল।

দেবীর লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিয়া মেধা ঋষি রাজা সুরথকে বলিলেন যে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভৃতির মূল কারণস্বরূপ সেই দেবীই রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার শরণ লইলেই সব দুঃখ দূরে যাইবে।

ঋষির কথা শুনিয়া তাঁহারা দুইজনে নদীর তীরে গিয়া কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেবীস্তব পাঠ ও দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর এইরূপ স্তব ও উপাসনা করিলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে বর চাহিতে বলিলেন। রাজা সুরথ চাহিলেন নিজ রাজ্যের উদ্ধার এবং পরজন্মে সাবর্ণি মনুরূপে পৃথিবীর আধিপত্য, আর বৈশ্য সমাধি চাহিলেন তত্ত্বজ্ঞান। দেবী তাঁহাদিগকে বাঞ্ছিত বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

———

পঞ্চম অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (ঋষি অর্থাৎ মেধা বলিলেন)—পুরা (পুরাকালে, দ্বিতীয় মন্বন্তরে) শুম্ভনিশুম্ভাভ্যাম্ অসুরাভ্যাং (শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের দ্বারা) মদবলাশ্রয়াৎ (গর্ব্ব ও শক্তির আশ্রয়ে) শচীপতেঃ (ইন্দ্রের) ত্রৈলোক্যং (ত্রিভুবন অর্থাৎ ত্রিভুবনের আধিপত্য) যজ্ঞভাগাশ্চ (এবং যজ্ঞভাগ সকল) হৃতাঃ (হৃত হইল) ॥১-২॥

অনুবাদ।—ঋষি (মেধা) বলিলেন—পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ* নামে দুই অসুর গর্ব্ব ও বলের প্রভাবে ইন্দ্রের ত্রিভুবন (অর্থাৎ ত্রিভুবনের উপর আধিপত্য) ও যজ্ঞভাগ সকল কাড়িয়া লইয়াছিল ॥১-২॥

---

* শুম্ভ-নিশুম্ভ ও নমুচি এই তিন অসুরের পিতা কশ্যপ ও মাতা দনু। মাতার নাম হইতে ইহাদিগকে দানব বলা হয়। "কশ্যপস্য দনুর্নাম ভার্য্যাসীদ্ দ্বিজসত্তম। তস্যাঃ পুত্রত্রয়ং জজ্ঞে সহস্রাক্ষাদ্বলাধিকম্। জ্যেষ্ঠঃ শুম্ভ ইতি খ্যাতো নিশুম্ভশ্চাপরাসুরঃ। তৃতীয়ো নমুচির্নাম মহাবল-পরাক্রমঃ।" —বামনপুরাণম্।

তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্ ।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥ ৩

তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্ব্বহ্নিকর্ম্ম চ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—তাবেব (=তৌ এব=তাহারা দুইজনই) সূর্য্যতাং (সূর্য্যের অধিকার) তদ্বৎ (সেইরূপ) ঐন্দবং (চন্দ্রের) তথা (আবার) কৌবেরম্ (কুবেরের) অথ (এবং) যাম্যঞ্চ (যমেরও) বরুণস্য চ (এবং বরুণেরও) অধিকারং চক্রাতে (অধিকার বা আধিপত্য গ্রহণ করিল)। তৌ এব পবনর্দ্ধিং (পবনের ঋদ্ধি অর্থাৎ ক্ষমতা বা অধিকার) বহ্নিকর্ম্ম চ (এবং অগ্নির জ্বলন, দহন ইত্যাদি কার্য্য) চক্রতুঃ (অধিকার করিল) ॥৩-৪॥

অনুবাদ।—তাহারা দুইজনই সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের অধিকার গ্রহণ করিল [অর্থাৎ শুম্ভ-নিশুম্ভ সকল দেবতার অধিকার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কাজ নিজেরাই করিতে লাগিল। দেবতাদের কাজ যেমন—তাপ ও আলো দেওয়া, দিনরাত ভাগ করা চন্দ্র-সূর্য্যের কাজ, দহন করা অগ্নির কাজ ইত্যাদি]। তাহারাই পবন ও অগ্নির কার্য্যও অধিকার করিল ॥৩-৪॥

ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর, তখন) দেবাঃ (দেবগণ) বিনির্দ্ধূতাঃ (ভয়ে কম্পিত বা অধিকারচ্যুত) ভ্রষ্টরাজ্যাঃ (রাজ্যভ্রষ্ট) পরাজিতাঃ (পরাজিত হইলেন), সর্ব্বে ত্রিদশাঃ (সকল দেবগণ) * হৃতাধিকারাঃ (অধিকারচ্যুত হইয়া) তাভ্যাং মহাসুরাভ্যাং (সেই দুই মহাসুরের দ্বারা) নিরাকৃতাঃ (দূরীকৃত হইয়া) তাম্ অপরাজিতাং দেবীং (সেই অপরাজিতা দেবীকে) সংস্মরন্তি (স্মরণ করিতে লাগিলেন) ॥৫॥

অনুবাদ।—ইহার পর দেবগণ সেই দুই মহাসুরের দ্বারা অধিকারচ্যুত, রাজ্যভ্রষ্ট ও পরাজিত হইলেন। (এইভাবে) সেই দুই মহাসুরের দ্বারা অধিকারচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া দেবগণ সেই অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

---

* ত্রিদশ—দেবতা; যাঁহাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি মাত্র দশা (জরা, মৃত্যু ইত্যাদি নাই)।

তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎস্থ স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৬

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্‌।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—তয়া (সেই দেবীকর্ত্তৃক) অস্মাকং (আমাদিগকে) বরো দত্তঃ (বর দেওয়া হইয়াছিল) যথা (এই বলিয়া) আপৎস্থ স্মৃতা (বিপদ্‌কালে স্মরণ করিলে) তৎক্ষণাৎ (সঙ্গে সঙ্গে) ভবতাম্‌ (তোমাদের) অখিলাঃ পরমাপদঃ (সমস্ত মহাবিপদ্‌) নাশয়িষ্যামি (নাশ করিব)। দেবাঃ (দেবগণ) ইতি (এইরূপ) মতিং কৃত্বা (চিন্তা করিয়া) নগেশ্বরং হিমবন্তং (পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে) জগ্মুঃ (গমন করিলেন), ততঃ তত্র (অনন্তর সেখানে) বিষ্ণুমায়াং (বিষ্ণুর মায়ারূপা দেবী মহামায়াকে) প্রতুষ্টুবুঃ (উত্তমরূপে স্তব করিলেন) ॥৬-৭॥

অনুবাদ।—"বিপদের সময় আমাকে মনে করিলে আমি তোমাদের ঘোর বিপদ্‌ সকল তৎক্ষণাৎ নাশ করিব।"—দেবী আমাদিগকে এই বর দিয়াছিলেন—এই কথা চিন্তা করিয়া দেবতারা পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে গেলেন এবং সেখানে বিষ্ণুর মায়ারূপা দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৬-৭॥

দেবা ঊচুঃ ॥ ৮

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—দেবাঃ ঊচুঃ (দেবগণ বলিলেন)—দেব্যৈ (দ্যুতিসম্পন্না, জ্যোতির্ম্ময়ী) মহাদেব্যৈ (মহাদেবীকে) নমঃ (নমস্কার), শিবায়ৈ (মঙ্গলময়ীকে) সততং (সর্ব্বদা) নমঃ (নমস্কার), প্রকৃত্যৈ (প্রকৃতিরূপিণীকে, সৃষ্টিকর্ত্রীকে) ভদ্রায়ৈ (মঙ্গলবিধায়িনীকে, পালনকর্ত্রীকে) নমঃ (নমস্কার), নিয়তাঃ (অভিনিবিষ্ট, স্থিরচিত্ত) তাম্ (তাঁহাকে) প্রণতাঃ স্ম (প্রণাম করিতেছি) ॥৮-৯॥

অনুবাদ।—দেবগণ বলিলেন (অর্থাৎ এইভাবে স্তব করিতে লাগিলেন)—জ্যোতির্ম্ময়ী মহাদেবীকে প্রণাম। মঙ্গলময়ীকে সর্ব্বদা প্রণাম। প্রকৃতিরূপা সৃষ্টিকারিণীকে এবং ভদ্রারূপা পালনকারিণীকে প্রণাম। আমরা স্থিরচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি ॥৮-৯॥

অন্বয়ঃ।—রৌদ্রায়ৈ (ভয়ঙ্করী সংহারশক্তিকে) নমঃ (নমস্কার), নিত্যায়ৈ (নিত্যাকে, যিনি ভূত, বর্ত্তমান ও

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋ‌ৈত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥১১

ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই বিদ্যমানা, তাঁহাকে) গৌর্য্যৈ (গৌরবর্ণা দেবীকে) ধাত্র্যৈ (জগতের আধাররূপিণীকে) নমঃ নমঃ (বার বার প্রণাম)। জ্যোৎস্নায়ৈ (চন্দ্রকিরণ-রূপিণীকে) চ (এবং) ইন্দুরূপিণ্যৈ (চন্দ্ররূপিণীকে) সুখায়ৈ (আনন্দদায়িনীকে) সততং (সর্ব্বদা) নমঃ (প্রণাম) ॥১০॥

অনুবাদ।—সংহারশক্তিকে নমস্কার। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল ব্যাপিয়া বিদ্যমানা, গৌরবর্ণা এবং জগতের আধার-স্বরূপা দেবীকে বার বার নমস্কার। চন্দ্রকিরণরূপিণী, চন্দ্ররূপিণী এবং আনন্দদায়িনী দেবীকে নমস্কার ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—কল্যাণ্যৈ (কল্যাণরূপিণীকে) প্রণতাঃ (আমরা প্রণাম করিতেছি), বৃদ্ধ্যৈ (সম্পদ্‌রূপিণীকে) সিদ্ধ্যৈ (অষ্টসিদ্ধি-স্বরূপাকে) নমঃ নমঃ কুর্ম্মঃ (বার বার নমস্কার করি)। নৈর্ঋ‌ৈত্যৈ (অলক্ষ্মীরূপিণীকে) ভূভৃতাং (রাজাদের) লক্ষ্ম্যৈ (লক্ষ্মীরূপিণীকে) সর্ব্বাণ্যৈ (মাহেশ্বরীকে, অর্থাৎ শিবশক্তি-রূপিণী) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (বার বার নমস্কার) ॥১১॥

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২

অনুবাদ।—কল্যাণরূপিণী এবং বৃদ্ধি ও সিদ্ধিস্বরূপা দেবীকে আমরা প্রণত হইয়া বার বার নমস্কার করি। তুমি অলক্ষ্মীরূপিণী ও রাজগণের লক্ষ্মীস্বরূপা, তুমি মাহেশ্বরী অর্থাৎ শিবশক্তি, তোমাকে বার বার নমস্কার ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—দুর্গায়ৈ (যাঁহাকে অতি দুঃখে বা কঠোর-তপস্থায় লাভ করা যায়, সেই দুর্গারূপিণীকে) দুর্গপারায়ৈ (দুস্তর সংসার-সাগরের পরিত্রাণকারিণীকে) সারায়ৈ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) সর্ব্বকারিণ্যৈ (সর্ব্বজননীকে) খ্যাত্যৈ (খ্যাতিরূপিণীকে) তথা এব (এবং) কৃষ্ণায়ৈ (কৃষ্ণবর্ণা দেবীকে) ধূম্রায়ৈ (ধূম্রবর্ণা দেবীকে) সততং (সর্ব্বদা) নমঃ (প্রণাম) ॥১২॥

অনুবাদ।—যাঁহাকে অতি কষ্টে জানা যায়, যিনি দুস্তর সংসার-সাগর পার করেন, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, যিনি সব কিছুরই আদি কারণ বলিয়া সর্ব্বজননী, যিনি খ্যাতিরূপিণী এবং কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা, তাঁহাকে সর্ব্বদা নমস্কার ॥১২॥

[টীকাকারগণ 'কৃষ্ণা' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) তামসী, (২) যিনি জগৎকে আকর্ষণ বা বশীভূত করেন, (৩) যিনি জগতের পাপ আকর্ষণ করিয়া লন, (৪)

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥ ১৩

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ (১৪) নমস্তস্যৈ (১৫) নমস্তস্যৈ, নমো
নমঃ॥ ১৬

যিনি সংসার-নিবৃত্তিকারিণী অর্থাৎ মোক্ষদায়িনী পরব্রহ্মস্বরূপা। ধূম্রা অর্থে—যজ্ঞবিদ্যারূপিণী।]

অন্বয়ঃ।—অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ (যিনি বিদ্যা বা জ্ঞানরূপে পরমানন্দদায়িনী এবং অবিদ্যা বা মায়ারূপে অতিভীষণা সেই দেবীকে) নতাঃ (আমরা প্রণাম করিতেছি)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ নমঃ (বার বার প্রণাম), জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ (জগতের আধার-স্বরূপাকে) নমঃ (প্রণাম)। কৃত্যৈ দেব্যৈ (ক্রিয়ারূপা দেবীকে) নমঃ নমঃ (বার বার নমস্কার)॥ ১৩॥

অনুবাদ।—যিনি বিদ্যা ও জ্ঞানরূপে পরমানন্দদায়িনী ও অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপে অতিভীষণা, আমরা নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি। জগতের আধার বা স্থিতিস্বরূপা অর্থাৎ পালন-কর্ত্রীকে প্রণাম। ক্রিয়ারূপিণী দেবীকে বার বার প্রণাম॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী (যে দেবী) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবের মধ্যে) বিষ্ণুমায়া ইতি শব্দিতা (বিষ্ণুমায়া নামে কথিত হন), তস্যৈ নমঃ (তাঁহাকে নমস্কার)। তস্যৈ নমঃ (তাঁহাকে

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৭-১৯

নমস্কার)। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ (তাঁহাকে বার বার নমস্কার) ॥১৪-১৬॥

অনুবাদ।—যে দেবী সকল জীবের মধ্যে থাকিয়া বিষ্ণুমায়া* বলিয়া কথিত হন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥১৪-১৬॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী (যে দেবী) সর্ব্বভূতেষু (সকল জীবের মধ্যে) চেতনা ইতি অভিধীয়তে (চেতনা বলিয়া কথিত হন), তস্যৈ নমঃ.........(তাঁহাকে বার বার নমস্কার) ॥১৭-১৯॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের মধ্যে চেতনা বলিয়া কথিতা, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥১৭-১৯॥

[চেতনা—অন্তঃকরণের যে শক্তি ইন্দ্রিয়গণকে কাজে প্রবৃত্ত করে, অথবা যে শক্তি সুখ-দুঃখ অনুভব করে।]

---

* বিষ্ণুমায়া—বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া এবং মহামায়া—দেবী ভগবতীরই বিভিন্ন নাম। নমস্তস্যৈ—কথাটি প্রতি শ্লোকে আছে এবং এক একটি পৃথক্ মন্ত্র বলিয়া গণনা করা হইয়াছে—কারণ নমস্কার তিন রকমের—শরীর দ্বারা নমস্কারকে কায়িক নমস্কার, কথা দ্বারা নমস্কারকে বাচিক নমস্কার এবং মন দ্বারা নমস্কারকে মানসিক নমস্কার বলে। কায়িক নমস্কার তামস, বাচিক নমস্কার রাজস ও মানসিক নমস্কার সাত্ত্বিক।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২০-২২

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৩-২৫

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৬-২৮

অন্বয়ঃ।—যা দেবী (যে দেবী) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বজীবে) বুদ্ধিরূপেণ (বুদ্ধিরূপে) সংস্থিতা (অবস্থান করিতেছেন), তস্যৈ নমঃ…(তাঁহাকে বার বার নমস্কার)॥২০-২২॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার॥২০-২২॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী (যে দেবী) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বজীবে) নিদ্রারূপেণ (নিদ্রারূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা), তস্যৈ… নমঃ॥২৩-২৫॥

অনুবাদ।—যে দেবী সকল প্রাণীর মধ্যে নিদ্রারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার॥২৩-২৫॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী (যে দেবী) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বজীবে) ক্ষুধারূপেণ (ক্ষুধারূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ ইত্যাদি॥২৬-২৮॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৯-৩১

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩২-৩৪

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৫-৩৭

অনুবাদ।—যে দেবী সর্ব্বজীবের মধ্যে ক্ষুধারূপে অবস্থিত, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥২৬-২৮॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ (ছায়ারূপে, অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ…॥২৯-৩১॥

অনুবাদ।—যে দেবী সর্ব্বজীবে ছায়ারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥২৯-৩১॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, তস্যৈ…॥৩২-৩৪॥

অনুবাদ।—যে দেবী সর্ব্বজীবে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৩২-৩৪॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ (জলপানের

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৮-৪০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪১-৪৩

ইচ্ছা বা সুখভোগাদির আকাঙ্ক্ষারূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ···॥৩৫-৩৭॥

অনুবাদ।—যে দেবী সকল জীবের মধ্যে তৃষ্ণারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৩৫-৩৭॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ (ক্ষমারূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ···॥৩৮-৪০॥

অনুবাদ।—যে দেবী সকল জীবের মধ্যে ক্ষমারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৩৮-৪০॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ (জাতি অর্থাৎ মানবত্ব বানরত্ব ইত্যাদিরূপে অথবা উৎপত্তি বা জন্মরূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ···॥৪১-৪৩॥

অনুবাদ।—যে দেবী সকল জীবের মধ্যে জাতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৪১-৪৩॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৪-৪৬

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৭-৪৯

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫০-৫২

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ…॥৪৪-৪৬॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের মধ্যে লজ্জারূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই দেবীকে বার বার নমস্কার ॥৪৪-৪৬॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ (তৃপ্তি বা সন্তোষ অর্থাৎ বিষয়ভোগে অনিচ্ছারূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ… ॥৪৭-৪৯॥

অনুবাদ।—যে দেবী সকল জীবের মধ্যে শান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৪৭-৪৯॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ (বেদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসরূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ…॥৫০-৫২॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রদ্ধারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৫০-৫২॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৫৩-৫৫

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৫৬-৫৮

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৫৯-৬১

অন্বয়ঃ।—যা দেবী…কান্তিরূপেণ (শোভা বা সৌন্দর্য্যরূপে) …॥৫৩-৫৫॥

অনুবাদ।—যে দেবী সর্ব্বজীবে কান্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৫৩-৫৫॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী…লক্ষ্মীরূপেণ (ধনসম্পদ্ ইত্যাদিরূপে) সংস্থিতা…॥৫৬-৫৮॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের মধ্যে সম্পদ্‌রূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৫৬-৫৮॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ (জীবিকারূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ…॥৫৯-৬১॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের জীবিকারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৫৯-৬১॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৬২-৬৪

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৬৫-৬৭

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৬৮-৭০

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ (স্মরণরূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ···॥৬২-৬৪॥

অনুবাদ।—যে দেবী সর্ব্বজীবে স্মরণশক্তিরূপিণী, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৬২-৬৪॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ (পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছারূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ·· ॥৬৫-৬৭॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের হৃদয়ে দয়ারূপিণী, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৬৫-৬৭॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ (যাহা পাওয়া গেল তাহাতেই সন্তোষের নাম তুষ্টি, সেই তুষ্টিরূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ···॥৬৮-৭০॥

অনুবাদ।—যে দেবী সর্ব্বজীবের মধ্যে তুষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৬৮-৭০॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭১-৭৩

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৪-৭৬

* ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৭

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ (জননীরূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ…॥৭১-৭৩॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের জননীরূপা, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৭১-৭৩॥

অন্বয়ঃ।—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ (ভ্রমরূপে) সংস্থিতা, তস্যৈ নমঃ…॥৭৪-৭৬॥

অনুবাদ।—যে দেবী সমস্ত জীবের হৃদয়ে ভ্রান্তিস্বরূপিণী, সেই দেবীকে বার বার নমস্কার ॥৭৪-৭৬॥

অন্বয়ঃ।—যা (যিনি) অখিলেষু ভূতেষু (সকল প্রাণীতে)

---

* ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ (মুখ), পাণি (হাত), পাদ (পা), পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (লিঙ্গ বা যোনি)—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; মন উভয়েন্দ্রিয়; সুতরাং মনকে লইয়া মোট একাদশ ইন্দ্রিয়। কাহারও মতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত—এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় লইয়া মোট চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৮-৮০

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥ ৮১

সততম্ (সর্ব্বদা) ইন্দ্রিয়াণাম্ (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের) ভূতানাঞ্চ (মৃত্তিকা জল প্রভৃতি পঞ্চভূতের) অধিষ্ঠাত্রী (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ (সেই বিশ্বব্যাপিনী দেবীকে) নমো নমঃ (বার বার নমস্কার) ॥৭৭॥

অনুবাদ।—যিনি জীবগণের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যে দেবী সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার ॥৭৭॥

অন্বয়ঃ।—যা (যিনি) চিতিরূপেণ (চৈতন্যরূপে) এতৎ (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া, জুড়িয়া) স্থিতা (রহিয়াছেন) তস্যৈ নমঃ (তাঁহাকে নমস্কার), তস্যৈ নমঃ, তস্যৈ নমঃ, নমো নমঃ (বার বার নমস্কার) ॥৭৮-৮০॥

অনুবাদ।—যে দেবী চৈতন্যরূপে সারা জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই দেবীকে বার বার নমস্কার ॥৭৮-৮০॥

অন্বয়ঃ।—যা (যিনি) শুভহেতুঃ (সকল প্রকার মঙ্গলের

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৮২

কারণস্বরূপা) যাঁহা হইতে সকলপ্রকার মঙ্গল লাভ হয়) ঈশ্বরী (সর্ব্বশক্তিমতী) পূর্ব্বম্ (মহিষাসুর-বধের সময়) অভীষ্ট-সংশ্রয়াৎ (মহিষাসুর-বধরূপ বাঞ্ছিত ফল লাভ হইলে) সুরৈঃ (দেবগণের দ্বারা) স্তুতা (স্তুত হইয়াছিলেন) তথা (এবং) সুরেন্দ্রেণ (দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা) দিনেষু (প্রতিদিন) সেবিতা (পূজিতা হইয়াছিলেন), যা (যিনি) সাম্প্রতম্ (সম্প্রতি) উদ্ধতদৈত্যতাপিতৈঃ (বলদর্পিত দৈত্যদের দ্বারা নিপীড়িত) ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ সুরৈঃ অস্মাভিঃ (যাহাদের শরীর ভক্তিভরে নুইয়া পড়িয়াছে, এমন যে আমরা অর্থাৎ দেবগণ, সেই দেবগণের দ্বারা) নমস্যতে (অভিনন্দিত হইলেন), যা চ স্মৃতা (যাঁহাকে স্মরণ করিলে) তৎক্ষণমেব (সঙ্গে সঙ্গে) নঃ (আমাদের) সর্ব্বাপদঃ (সকল বিপদ্) হন্তি (নাশ করেন), সা ঈশা (সেই ঈশ্বরী) আপদঃ (বিপদ্ সকল) অভিহন্তু (নাশ করুন) নঃ (আমাদের) শুভানি (বিঘ্নশূন্য) ভদ্রাণি (মঙ্গল সকল) করোতু (করুন) ॥৮১-৮২॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বে মহিষাসুর-বধরূপ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া

ঋষিরুবাচ ॥ ৮৩

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥ ৮৪

সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিস্তূয়তেঽত্র কা।
শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ॥ ৮৫

দেবগণের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিদিন যাঁহার স্তব ও আরাধনা করিয়াছিলেন, বলদর্পী দৈত্যগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আমরা ভক্তিনম্রভাবে যাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, যাঁহাকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ্ নষ্ট হয়, মঙ্গলের নিদানস্বরূপা, সর্ব্বশক্তিমতী সেই দেবী সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল করুন এবং আপদ্ নাশ করুন ॥৮১-৮২॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ (মুনি মেধা) উবাচ (বলিলেন)—হে নৃপনন্দন (হে রাজপুত্র অর্থাৎ মহারাজ সুরথ), তত্র (সেখানে) স্তবাদিযুক্তানাং (যাঁহারা স্তব ইত্যাদি করিতেছেন এমন) দেবানাং (দেবগণের, অর্থাৎ দেবতাদের সম্মুখে) পার্ব্বতী (দেবী পার্ব্বতী) জাহ্নব্যাঃ (জাহ্নবীর, গঙ্গার) তোয়ে (জলে) স্নাতুম্ (স্নান করিতে) অভ্যাযযৌ (আসিলেন)। সা সুভ্রূঃ (সেই সুন্দর ভ্রূবিশিষ্টা পার্ব্বতী) "অত্র ভবদ্ভিঃ কা স্তূয়তে" (এখানে আপনারা কাহার স্তব করিতে-

স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥ ৮৬

ছেন) ইতি (এই কথা) তান্ সুরান্ (সেই দেবগণকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)। অস্যাঃ (ইঁহার) শরীরকোষতঃ (শরীর-কোষ হইতে) সমুদ্‌ভূতা (উৎপন্না হইয়া) শিবা (দেবী শিবা) অব্রবীৎ (বলিলেন)—শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ (শুম্ভ নামক অসুরের দ্বারা বিতাড়িত) সমরে (যুদ্ধে) নিশুম্ভেন (নিশুম্ভের দ্বারা) পরাজিতৈঃ (পরাভূত) সমেতৈঃ (মিলিত, সমবেত) দেবৈঃ (দেবগণের দ্বারা) মম এতৎ স্তোত্রম্ (আমার এই স্তব) ক্রিয়তে (করা হইতেছে) ॥৮৩-৮৬॥

অনুবাদ।—ঋষি মেধা বলিলেন—হে মহারাজ! দেবগণ এই ভাবে স্তব করিতেছেন এমন সময় দেবী পার্ব্বতী গঙ্গার জলে স্নান করিতে আসিলেন। সেই অতি সুন্দর ভ্রূবিশিষ্টা দেবী পার্ব্বতী দেবগণকে বলিলেন—"আপনারা এখানে কাহার স্তব করিতেছেন?" (সেই সময়ে) ইঁহার শরীরকোষ হইতে শিবা দেবী উৎপন্না হইয়া বলিলেন—"শুম্ভ নামক অসুরের দ্বারা বিতাড়িত ও যুদ্ধে নিশুম্ভের দ্বারা পরাজিত দেবগণ মিলিত হইয়া আমার স্তব করিতেছেন।" ॥৮৩-৮৬॥

[কোষ শব্দের অর্থ এখানে কোন কিছুর—বিশেষতঃ ধনরত্নের আধার বা গৃহ অথবা আকর বা উৎপত্তিস্থান। পার্ব্বতীর দেহকে এখানে কোষের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।]

শরীরকোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥ ৮৮

অন্বয়ঃ।—অম্বিকা (দেবী অম্বিকা) তস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ (সেই পার্ব্বতীর) শরীরকোষাৎ (দেহকোষ হইতে) যৎ (যেহেতু) নিঃসৃতা (বাহির হইলেন) ততঃ (সেইজন্য) সমস্তেষু লোকেষু (সকল ভুবনে, ত্রিভুবনে) কৌষিকী ইতি (কৌষিকী নামে) গীয়তে (বর্ণিতা হন) ॥৮৭॥

অনুবাদ।—সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে বাহির হইয়াছেন বলিয়া সেই দেবী ত্রিভুবনে কৌষিকী নামে খ্যাত হইলেন ॥৮৭॥ [কৌষিকী এবং কৌশিকী দুই বানানই হয়।] ৮৭॥

অন্বয়ঃ।—তস্যাং বিনির্গতায়াং (তিনি অর্থাৎ কৌষিকী বাহির হইয়া গেলে) সা পার্ব্বতী (সেই পার্ব্বতী) কৃষ্ণা (কালো) অভূৎ (হইয়া গেলেন)। [সা (তিনি)] হিমাচলকৃতাশ্রয়া (হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলেন) কালিকা ইতি সমাখ্যাতা (কালিকা নামে খ্যাত হইলেন) ॥৮৮॥

অনুবাদ।—দেবী কৌষিকী শরীর হইতে বাহির হইলে পার্ব্বতী কালো হইয়া গেলেন। তিনি হিমালয়ে থাকিয়া কালিকা নামে খ্যাত হইলেন ॥৮৮॥

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮৯

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ! ভাসয়ন্তী হিমাচলম্॥ ৯০

নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর! ॥ ৯১

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ভৃত্যৌ চণ্ডঃ মুণ্ডশ্চ (চণ্ড ও মুণ্ড নামে শুম্ভনিশুম্ভের দুই ভৃত্য) সুমনোহরং পরং রূপং (অতি মনোহর রূপ) বিভ্রাণাম্ (ধারণকারিণী) অম্বিকাং (দেবী অম্বিকাকে) দদর্শ (দেখিতে পাইল)॥৮৯॥

অনুবাদ।—ইহার পর শুম্ভনিশুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই ভৃত্য অতি মনোহর রূপধারিণী সেই দেবী অম্বিকাকে দেখিতে পাইল॥৮৯॥

অন্বয়ঃ।—হে মহারাজ! হিমাচলং ভাসয়ন্তী (হিমালয় পর্ব্বত আলো করিয়াছে এমন) অতীব সুমনোহরা (অতি সুন্দরী) কাপি স্ত্রী (একটি নারী) আস্তে (আছে) ইতি (এই-রূপে) [সা (তিনি, তাঁহার কথা)] তাভ্যাং (তাহাদের দ্বারা) শুম্ভায় (শুম্ভের নিকট) আখ্যাতা (কথিত হইলেন)—

স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র! তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ৯২

হে অসুরেশ্বর (হে দৈত্যরাজ)! কেনচিৎ (কাহারও দ্বারা) উত্তমং তাদৃক্ (তেমন সুন্দর) রূপং (রূপ) ক্বচিৎ (কখনও) ন দৃষ্টং (দৃষ্ট হয় নাই)। অসৌ দেবী কা (সেই দেবী কে) জ্ঞায়তাং (জানুন) গৃহ্যতাঞ্চ (এবং গ্রহণ করুন) ॥৯০-৯১॥

অনুবাদ।—তাহারা শুম্ভকে গিয়া তাঁহার বিষয় বলিল —"হে মহারাজ! অতি মনোরমা কোন একটি নারী হিমালয় পর্ব্বত আলো করিয়া রহিয়াছে। হে দৈত্যরাজ! তেমন উত্তম রূপ কেহ কখনও দেখে নাই, সেই নারী কে তাহা জানিয়া আপনি গ্রহণ করুন ॥৯০-৯১॥

অন্বয়ঃ।—হে দৈত্যেন্দ্র (হে দৈত্যরাজ)! সা অতিচার্ব্বঙ্গী (সেই অতি মনোহর অঙ্গবিশিষ্টা) স্ত্রীরত্নং (নারীরত্ন) ত্বিষা (শরীরের প্রভায়) দিশঃ (সকল দিক্) দ্যোতয়ন্তী (আলো করিয়া) তিষ্ঠতি (রহিয়াছে) ভবান্ (আপনি) তাং দ্রষ্টুমর্হতি (তাহাকে দয়া করিয়া দেখুন) ॥৯২॥

অনুবাদ।—হে দৈত্যরাজ! অতি মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্না সেই নারীরত্ন নিজ শরীরের কান্তিতে দিক্ সমুদয় আলো করিয়া অবস্থান করিতেছে, আপনি তাহাকে দর্শন করুন ॥৯২

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো !।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥ ৯৩

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥ ৯৪

অন্বয়ঃ।—হে প্রভো! ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) যানি (যে সকল) গজাশ্বাদীনি (হস্তী অশ্ব প্রভৃতি) রত্নানি মণয়শ্চ (রত্ন এবং মণিসকল) [সন্তি (আছে)] সমস্তানি (সেই সকল) তে গৃহে (আপনার গৃহে) ভান্তি (শোভা পাইতেছে) ॥৯৩॥

অনুবাদ।—হে প্রভো! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যে সকল হস্তী, অশ্ব, মণি, রত্ন প্রভৃতি আছে, এখন সেই সমস্তই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে ॥৯৩॥

অন্বয়ঃ।—পুরন্দরাৎ (ইন্দ্রের নিকট হইতে) গজরত্নম্ ঐরাবতঃ (শ্রেষ্ঠ হস্তী ঐরাবত) অয়ং পারিজাততরুঃ (এই পারিজাত বৃক্ষ) তথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্চ (এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বও) সমানীতঃ (আনা হইয়াছে) ॥৯৪॥

অনুবাদ।—আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, এই পারিজাত বৃক্ষ এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব আনিয়াছেন ॥৯৪॥

বিমানং হংসসংযুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥৯৫

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৯৬

অন্বয়ঃ।—যৎ (যে) হংসসংযুক্তং (হংসযুক্ত) রত্নভূতম্ (রত্নস্বরূপ) অদ্ভুতম্ (অদ্ভুত) এতৎ (এই) বিমানং (বিমান, আকাশে উড়িবার রথ) বেধসঃ (ব্রহ্মার) আসীৎ (ছিল) [তৎ (তাহা)] ইহ (এখানে) আনীতম্ (আনা হইয়াছে) তে অঙ্গনে (আপনার আঙিনায়) তিষ্ঠতি (রহিয়াছে) ॥৯৫॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মার হংসযুক্ত, রত্নস্বরূপ, অদ্ভুত যে বিমান ছিল, তাহা এখন আপনার আঙিনায় অবস্থান করিতেছে ॥৯৫॥

অন্বয়ঃ।—ধনেশ্বরাৎ (ধনের অধিপতি কুবেরের নিকট হইতে) এষ মহাপদ্মঃ নিধিঃ (এই মহাপদ্ম নামক নিধি অর্থাৎ মণি) সমানীতঃ (আনা হইয়াছে)। অব্ধিঃ (সমুদ্র) অম্লানপঙ্কজাং (তাজা পদ্ম ফুলের) কিঞ্জল্কিনীং (কিঞ্জল্কিনী নামক) মালাং (মালা) দদৌ (দিয়াছে) ॥৯৬॥

অনুবাদ।—(আপনি) কুবেরের নিকট হইতে মহাপদ্ম নামক নিধি আনিয়াছেন। সমুদ্র কিঞ্জল্কিনী নামে তাজা পদ্ম ফুলের একটি মালা আপনাকে দিয়াছে ॥৯৬॥

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৯৭

মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ! ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে।
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ ॥ ৯৮

অন্বয়ঃ।—যঃ অয়ম্ স্যন্দনবরঃ (যে এই শ্রেষ্ঠ রথ) পুরা (আগে) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) আসীৎ (ছিল) তথা (এবং) কাঞ্চনস্রাবি (যাহা হইতে সোণা ঝরিয়া পড়ে এমন) বারুণং (বরুণের) ছত্রং (ছত্র, ছাতা) তে গেহে (আপনার গৃহে) তিষ্ঠতি (রহিয়াছে) ॥৯৭॥

অনুবাদ।—প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ রথ এবং যাহা হইতে সোণা ঝরিয়া পড়ে বরুণের সেই ছত্রটি আপনার গৃহে বর্ত্তমান আছে ॥৯৭॥

অন্বয়ঃ।—হে ঈশ (হে প্রভো)! ত্বয়া (আপনার দ্বারা) মৃত্যোঃ (যমের) উৎক্রান্তিদা নাম শক্তিঃ (উৎক্রান্তিদা [প্রাণ-হরণকারিণী] নামক শক্তি অস্ত্র) হৃতা (আনা হইয়াছে)। (তথা) তব ভ্রাতুঃ নিশুম্ভস্য (আপনার ভাই নিশুম্ভের) পরিগ্রহে (অধিকারে) সলিলরাজস্য (জলের অধিপতি বরুণের) পাশঃ (পাশ নামক অস্ত্র) অব্ধিজাতাঃ (সমুদ্রজাত) সমস্তা রত্নজাতয়শ্চ (রত্ন সকল) সন্তি (রহিয়াছে) ॥৯৮॥

বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥৯৯

এবং দৈত্যেন্দ্র ! রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥১০০

অনুবাদ।—হে প্রভো! আপনি যমের উৎক্রান্তিদা নামে শক্তি অস্ত্র আনিয়াছেন। বরুণের পাশ নামক অস্ত্র এবং সমুদ্রজাত রত্ন সকল আপনার ভাই নিশুম্ভের অধিকারে আছে ॥৯৮॥

অন্বয়ঃ।—বহ্নিঃ অপি (অগ্নিদেবও) তুভ্যম্ (আপনাকে) অগ্নিশৌচে (অগ্নির দ্বারা শুদ্ধ) বাসসী চ (দুইটি বস্ত্র) দদৌ (দিয়াছেন) ॥৯৯॥

অনুবাদ।—অগ্নিদেব আপনাকে অগ্নিদ্বারা শুদ্ধ করা দুইটি বস্ত্র (একটি ধুতি ও একটি চাদর) দিয়াছেন ॥৯৯॥

অন্বয়ঃ।—হে দৈত্যেন্দ্র (হে দৈত্যরাজ)! এবম্ (এইরূপে) তে (আপনার দ্বারা) সমস্তানি রত্নানি (সকল রত্ন) আহৃতানি (সংগৃহীত হইয়াছে)। ত্বয়া (আপনার দ্বারা) এষা কল্যাণী স্ত্রীরত্নং (শুভলক্ষণযুক্তা নারীরত্ন) কস্মাৎ (কেন) ন গৃহ্যতে (গ্রহণ করা হইতেছে না) ॥১০০॥

অনুবাদ।—হে দৈত্যরাজ! আপনি এইরূপে সমস্ত রত্ন (উৎকৃষ্ট বস্তু) সংগ্রহ করিয়াছেন। এই শুভলক্ষণযুক্তা নারীরত্নকে কেন গ্রহণ করিতেছেন না?" ॥১০০॥

ঋষিরুবাচ ॥ ১০১

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্॥ ১০২

ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু॥ ১০৩

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (ঋষি বলিলেন)—সঃ শুম্ভঃ (সেই শুম্ভ) তদা (তখন) চণ্ডমুণ্ডয়োঃ (চণ্ড ও মুণ্ডের) ইতি বচঃ (এই কথা) নিশম্য (শুনিয়া) মহাসুরং সুগ্রীবং (সুগ্রীব নামক মহাসুরকে) দূতং (দূতরূপে) দেব্যাঃ প্রেষয়ামাস (দেবীর নিকট পাঠাইল)॥১০১-১০২॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—শুম্ভাসুর তখন চণ্ড ও মুণ্ডের এইরূপ কথা শুনিয়া সুগ্রীব নামক মহাসুরকে দূতরূপে দেবীর নিকটে পাঠাইল॥১০১-১০২॥

অন্বয়ঃ।—গত্বা (যাইয়া) মম বচনাৎ (আমার কথায়, আমার জবানীতে) সা ইতি চ ইতি চ বক্তব্যা (তাহাকে এইরূপ এইরূপ বলিবে)। সম্প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) যথা (যাহাতে) লঘু (শীঘ্র) অভ্যেতি (আসে) তথা (তাহাই) ত্বয়া কার্য্যম্ চ (তোমাকে করিতে হইবে)॥১০৩॥

অনুবাদ।—(তাহাকে বলিল) "তুমি সেখানে গিয়া আমার কথায় (জবানীতে) তাহাকে এই এই কথা বলিবে,

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥ ১০৪

দূত উবাচ ॥ ১০৫

দেবি ! দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১০৬

এবং যাহাতে সে প্রফুল্লমনে শীঘ্র এখানে আসে, তাহাই করিবে ॥"১০৩॥

অন্বয়ঃ।—সা দেবী (সেই দেবী) যত্র (যেখানে) অতিশোভনে (অতিমনোহর) শৈলোদ্দেশে (পার্ব্বত্য অঞ্চলে, বা পর্ব্বতের উপরে) আস্তে (বসিয়াছিলেন) সঃ (সে) তত্র গত্বা (সেখানে গিয়া) মধুরয়া গিরা (মধুর বাক্যে) শ্লক্ষ্ণং (কোমলভাবে) প্রাহ (বলিল)। দূতঃ উবাচ (দূত বলিল) ॥১০৪-১০৫॥

অনুবাদ।—অতি মনোহর পর্ব্বত-শিখরে যেখানে সেই দেবী আছেন, সেই দূত সেখানে গিয়া মধুর বাক্যে কোমলভাবে বলিল। দূত বলিল ॥১০৪-১০৫॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি ! দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভঃ (দৈত্যরাজ শুম্ভ) ত্রৈলোক্যে (স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিভুবনে) পরমেশ্বরঃ (সর্ব্বময় প্রভু)। অহম্ (আমি) তেন (তাঁহার

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ সঃ যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১০৭

দ্বারা) দূতঃ (দূতরূপে) প্রেষিতঃ (প্রেরিত হইয়া) ইহ (এখানে) ত্বৎসকাশম (আপনার কাছে) আগতঃ (আসিয়াছি) ॥১০৬॥

অনুবাদ।—হে দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিভুবনের সর্ব্বময় প্রভু, আমি তাঁহার প্রেরিত দূত, আপনার নিকটে আসিয়াছি ॥১০৬॥

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বাসু দেবযোনিষু (সকল দেবতার মধ্যে) সদা (সর্ব্বদা) অব্যাহতাজ্ঞঃ (যাঁহার আদেশ অব্যাহত অর্থাৎ যাঁহার কথা কেহ অমান্য করিতে পারে না এমন) নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ (যিনি অখিল অর্থাৎ সমস্ত দৈত্যারি অর্থাৎ দেবতাকে নির্জ্জিত অর্থাৎ পরাজিত করিয়াছেন) সঃ (তিনি) যৎ (যাহা) আহ (বলিয়াছেন) তৎ (তাহা) শৃণুষ্ব (শুনুন) ॥১০৭॥

অনুবাদ।—যিনি সকল দেবতাকে পরাজিত করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ইত্যাদি দেবযোনির মধ্যে যাঁহার আদেশ কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, তিনি (অর্থাৎ সেই দৈত্যরাজ শুম্ভ) যাহা বলিয়াছেন শুনুন ॥১০৭॥

মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০৮

ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥ ১০৯

ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥ ১১০

অন্বয়ঃ।—অখিলং ত্রৈলোক্যং (সমগ্র ত্রিভুবন) মম (আমার, অর্থাৎ আমার অধিকৃত) দেবাঃ (দেবতারা) মম বশানুগাঃ (আমার অধীন), অহম্ (আমি) সর্ব্বান্ যজ্ঞভাগান্ (সমস্ত যজ্ঞভাগ) পৃথক্ পৃথক্ (আলাদা আলাদা করিয়া) উপাশ্নামি (ভোজন করি) ॥১০৮॥

অনুবাদ।—এই সমগ্র ত্রিভুবন আমার, দেবগণ আমার বশীভূত, আমিই সকলের যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্ * ভোজন করিয়া থাকি ॥১০৮॥

অন্বয়ঃ।—ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) অশেষতঃ (নিঃশেষে, অর্থাৎ সকল) বররত্নানি (ভাল ভাল রত্ন) মম বশ্যানি (আমার আয়ত্ত)। তথা এব (এবং) অমরৈঃ (দেবগণের

---

* যজ্ঞভাগ—যজ্ঞে যে চরু, ঘি ইত্যাদি দেওয়া হয় তাহাতে প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা ভাগ থাকে।

যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্ব্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে! ॥ ১১১

দ্বারা) গজরত্নানি (ঐরাবত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ হস্তিসকল) ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতং (ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে জাত) দেবেন্দ্র-বাহনং (দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন) উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞম্ (উচ্চৈঃ-শ্রবা নামক) অশ্বরত্নং (শ্রেষ্ঠ অশ্ব) হৃত্বা (আনিয়া) প্রণিপত্য (প্রণাম করিয়া) মম (আমাকে) সমর্পিতম্ (প্রদত্ত হইয়াছে)॥১০৯-১১০॥

অনুবাদ।—ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ রত্নসকল আমার অধিকারে আছে। দেবতারা ঐরাবত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ হস্তী এবং ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে জাত শ্রেষ্ঠ অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা আনিয়া, প্রণাম করিয়া আমাকে দিয়াছে ॥১০৯-১১০॥

অন্বয়ঃ।—হে শোভনে (হে সুন্দরি)! দেবেষু গন্ধর্ব্বেষু উরগেষু চ (দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও সর্পদের মধ্যে) যানি চ অন্যানি (অন্যান্য যে সকল) রত্নভূতানি (রত্নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ) ভূতানি (বস্তু সকল) তানি (সেইগুলি) ময়ি এব (আমার অধিকারেই) [সন্তি (আছে)] ॥১১১॥

অনুবাদ।—হে সুন্দরি! দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও নাগদের মধ্যে অন্যান্য যে সকল রত্নের মত সব ভাল ভাল বস্তু আছে, সে সমস্তই আমার অধিকারে আছে ॥১১১॥

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি ! লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্॥ ১১২

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি ! রত্নভূতাসি বৈ যতঃ॥ ১১৩

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ॥ ১১৪

অন্বয়ঃ।—হে দেবি ! বয়ম্ (আমরা) লোকে (জগতে) ত্বাং (তোমাকে) স্ত্রীরত্নভূতাং (নারীরত্ন বলিয়া) মন্যামহে (মনে করি)। সা ত্বম্ (সেই তুমি) অস্মান্ উপাগচ্ছ (আমাদের নিকট এস) যতঃ (কারণ) বয়ং রত্নভুজঃ (আমরাই রত্ন ভোগ করি)॥১১২॥

অনুবাদ।—আমরা তোমাকে জগতে স্ত্রীজাতির মধ্যে রত্ন বলিয়া মনে করি, তুমি আমাদের কাছে এস, কারণ আমরা রত্নসমূহের ভোগকর্ত্তা (একমাত্র অধিকারী)॥১১২॥

অন্বয়ঃ।—হে চঞ্চলাপাঙ্গি (হে চঞ্চলকটাক্ষশালিনী; অপাঙ্গ—কটাক্ষ, বাঁকা চাহনি) যতঃ ত্বং রত্নভূতাসি (যেহেতু তুমি রত্নস্বরূপা) ত্বং (তুমি) মাং (আমাকে) মমানুজম্ (আমার ছোটভাই) উরুবিক্রমং নিশুম্ভম্ (অতি পরাক্রমশালী নিশুম্ভকে) বা (অথবা) ভজ (ভজনা কর), মৎপরিগ্রহাৎ (আমার আশ্রয় লইলে) অতুলং (তুলনাবিহীন)

ঋষিরুবাচ ॥ ১১৫

ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৬

পরমৈশ্বর্য্যম্ (শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্স্যসে (লাভ করিবেই)। বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) এবম্ (ইহা) সমালোচ্য (বিচার করিয়া) মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ (আমার পত্নী হইতে রাজি হও) ॥১১৩-১১৪॥

অনুবাদ।—হে চঞ্চলকটাক্ষশালিনী! তুমি রত্নস্বরূপা। প্রবল পরাক্রান্ত আমাকে বা আমার ছোটভাই নিশুম্ভকে ভজনা কর। আমাকে আশ্রয় করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। এই সকল বিষয় মনে মনে বিবেচনা করিয়া আমার পত্নী হইতে রাজি হও ॥১১৩-১১৪॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মেধা মুনি বলিলেন)—যয়া (যাঁহার দ্বারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত বা পোষিত হয়) সা ভদ্রা (মঙ্গলময়ী) ভগবতী দুর্গা দেবী (ঐশ্বর্য্যশালিনী দেবী দুর্গা) ইতি উক্ত্বা (দূতের দ্বারা এইরূপে কথিত হইয়া) গম্ভীরা (গম্ভীর হইয়া) অন্তঃস্মিতা (মনে মনে হাসিয়া) জগৌ (বলিলেন) ॥১১৫-১১৬॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—দূত এই কথা বলিলে, সমস্ত জগৎ যিনি ধারণ করেন সেই ঐশ্বর্য্যশালিনী,

দেব্যুবাচ ॥ ১১৭

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥ ১১৮

কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥ ১১৯

মঙ্গলময়ী দেবী দুর্গা গম্ভীরভাবে মনে মনে হাসিয়া বলিলেন ॥১১৫-১১৬॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)। শুম্ভঃ ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ (শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি) নিশুম্ভঃ অপি (নিশুম্ভও) তাদৃশঃ (সেইরূপ) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) ইতি (ইহা) সত্যম্ উক্তম্ (ঠিকই বলা হইয়াছে) অত্র (এই বিষয়ে) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) কিঞ্চিৎ (কিছুই) মিথ্যা ন উদিতম্ (মিথ্যা বলা হয় নাই) ॥১১৭-১১৮॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—(হে দূত), শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি, নিশুম্ভও সেইরূপ, ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ, কিছুই মিথ্যা বল নাই ॥১১৭-১১৮॥

অন্বয়ঃ।—কিন্তু (তবে) অত্র (এ বিষয়ে) যৎ প্রতিজ্ঞাতং (যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি) তৎ (তাহা) কথং মিথ্যা ক্রিয়তে (মিথ্যা করিব অর্থাৎ ভঙ্গ করিব)। অল্প-

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা
ভবিষ্যতি ॥ ১২০

তদাগচ্ছতু শুম্ভোহত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিঞ্চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু ॥ ১২১

বুদ্ধিত্বাৎ (বুদ্ধি কম বলিয়া) পুরা (পূর্ব্বে) যা প্রতিজ্ঞা কৃতা (যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি) শ্রূয়তাম্ (শোন) ॥১১৯॥

অনুবাদ।—কিন্তু এ বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি), তাহা কিরূপে মিথ্যা (ভঙ্গ) করিব? বুদ্ধি কম বলিয়া পুর্ব্বে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শোন ॥১১৯॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (যিনি) সংগ্রামে (যুদ্ধে) মাম্ (আমাকে) জয়তি (জয় করিবেন) যঃ (যিনি) মে দর্পম্ (আমার গর্ব্ব) ব্যপোহতি (নাশ করিবেন) লোকে (জগতে) যঃ (যিনি) মে (আমার) প্রতিবলঃ (সমান শক্তিশালী) সঃ (তিনি) মে ভর্ত্তা (আমার স্বামী) ভবিষ্যতি (হইবেন) ॥১২০॥

অনুবাদ।—যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেন, যিনি আমার দর্প নষ্ট করিবেন, যিনি জগতে আমার সমান শক্তিশালী (প্রতিপন্ন) হইবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন ॥১২০॥

অন্বয়ঃ।—তৎ (কাজেই) শুম্ভঃ মহাসুরো নিশুম্ভো বা

দূত উবাচ ॥ ১২২

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি! ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ১২৩

(মহাসুর শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ) অত্র (এখানে) আগচ্ছতু (আসুন) মাম্ (আমাকে) জিত্বা (জয় করিয়া) লঘু (শীঘ্র) মে পাণিং গৃহ্নাতু (আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমাকে বিবাহ করুন), অত্র (এ বিষয়ে) চিরেণ কিম্ (বিলম্বের কি প্রয়োজন) ॥১২১॥

অনুবাদ।—কাজেই মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসুন, আমাকে জয় করিয়া শীঘ্রই আমার পাণিগ্রহণ করুন, বিলম্বের কি প্রয়োজন ?১২১॥

অন্বয়ঃ।—দূতঃ উবাচ (দূত বলিল)—হে দেবি। ত্বম্ (আপনি) অবলিপ্তা অসি (গর্ব্বিতা হইতেছেন) মম অগ্রতঃ (আমার সম্মুখে, আমার কাছে) এবম্ (এরূপ) মা ব্রূহি (বলিবেন না)। ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) কঃ পুমান্ (কোন্ পুরুষ) শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ অগ্রে (শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখে) তিষ্ঠেৎ (দাঁড়াইতে পারে) ॥১২২-১২৩॥

অনুবাদ।—দূত বলিল—"হে দেবি! আপনি গর্ব্বিতা হইয়াছেন। আমার সম্মুখে এরূপ বলিবেন না, শুম্ভনিশুম্ভের সম্মুখীন হইতে পারে ত্রিভুবনে এমন কোন্ পুরুষ আছে ?"১২২-১২৩॥

অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি! কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥১২৪

ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথন্তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সম্মুখম্ ॥ ১২৫

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! যুধি (যুদ্ধে) অন্যেষাং দৈত্যানাং (অন্যান্য দৈত্যদের) সম্মুখে (সম্মুখে,' সামনে) সর্ব্বে দেবাঃ (সকল দেবগণ) ন তিষ্ঠন্তি (দাঁড়াইতে পারেন না) ত্বম্ (আপনি) একিকা স্ত্রী (একাকিনী নারী), পুনঃ কিম্ (কিরূপে পারিবেন) ॥১২৪॥

অনুবাদ।—হে দেবি! যুদ্ধে অন্যান্য দৈত্যদের সম্মুখেই দেবতারা দলবদ্ধ হইয়াও স্থির থাকিতে পারেন না, আপনি একাকিনী স্ত্রীলোক হইয়া কি করিবেন? ১২৪॥

অন্বয়ঃ।—যেষাং সংযুগে (যাহাদের সহিত যুদ্ধে) ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাঃ (ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতা) ন তস্থুঃ (তিষ্ঠিতে পারিলেন না), তেষাং শুম্ভাদীনাং সম্মুখং (সেই শুম্ভ প্রভৃতির সম্মুখে) স্ত্রী (নারী হইয়া) কথং (কিরূপে) প্রযাস্যসি (যাইবেন) ॥১২৫॥

অনুবাদ।—শুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও স্থির থাকিতে পারেন নাই, আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন? ১২৫॥

সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্দ্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥ ১২৬

দেব্যুবাচ ॥ ১২৭

এবমেতদ্বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥ ১২৮

অন্বয়ঃ।—সা ত্বং (সেই আপনি, এ অবস্থায় আপনি) ময়ৈবোক্তা (আমার কথাতেই) শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ (শুম্ভনিশুম্ভের) পার্শ্বং (কাছে) গচ্ছ (যান)। কেশাকর্ষণনির্দ্ধূতগৌরবা (কেশ আকর্ষণের দ্বারা অপমানিতা হইয়া) মা গমিষ্যসি (যাইবেন না) ॥১২৬॥

অনুবাদ।—(অতএব) আমার কথাতেই শুম্ভনিশুম্ভের কাছে যান। কেশাকর্ষণের দ্বারা অপমানিতা হইয়া যাইবেন না॥১২৬॥

[অমনি আমার কথায় না গেলে শেষে প্রবল পরাক্রান্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের লোকেরা আসিয়া চুল ধরিয়া লইয়া গেলে আপনার মান থাকিবে না, কাজেই আমার কথামত এখনই চলুন।]

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—শুম্ভঃ বলী (শুম্ভ শক্তিশালী) নিশুম্ভশ্চ অতিবীর্য্যবান্ (নিশুম্ভও প্রবল পরাক্রান্ত) এতৎ এবং (তাহা ঠিকই), যৎ (যেহেতু) মে (আমার দ্বারা) অনালোচিতা (না ভাবিয়াই) পুরা (আগে)

স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥ ১২৯

॥*॥ ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদঃ ॥*॥

প্রতিজ্ঞা (পণ করিয়াছি) কিং (কি) করোমি (করিব) ॥১২৭-১২৮।

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—"শুম্ভ বলশালী, নিশুম্ভও প্রবল পরাক্রান্ত, তাহা সত্যই; (কিন্তু) যেহেতু আগে না ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি, এখন কি করিব? ১২৭-১২৮॥

অন্বয়ঃ।—সঃ ত্বং (এ অবস্থায় তুমি) গচ্ছ (যাও) ময়া তে যৎ উক্তম্ (আমার দ্বারা তোমাকে যাহা বলা হইল, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম) ত্বং এতৎ সর্ব্বম্ (তাহা সকলই) আদৃতঃ (আদরের সহিত, সযত্নে) অসুরেন্দ্রায় (দৈত্যরাজের নিকট) আচক্ষ (বল)। সঃ চ (এবং তিনি) যৎ যুক্তং করোতু (যাহা ভাল হয় করুন) ॥১২৯॥

অনুবাদ।—এ অবস্থায় তুমি যাও, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহা অসুররাজ শুম্ভকে সযত্নে বলিবে, তিনি যাহা ভাল মনে করেন, তাহা করুন"॥১২৯॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ২

তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন)—স দূতঃ (সেই দূত) দেব্যাঃ ইতি বচঃ (দেবীর এই কথা) আকর্ণ্য (শুনিয়া) অমর্ষপূরিতঃ (ক্রোধে পূর্ণ হইয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া; অমর্ষ=ক্রোধ, রাগ) সমাগম্য (আসিয়া) দৈত্যরাজায় (দৈত্যরাজের নিকট) বিস্তরাৎ (বিস্তৃতভাবে) সমাচষ্ট (বলিল) ॥১-২॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—সেই দূত দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া ক্রোধে পরিপূরিত হইল এবং দৈত্যরাজের নিকটে গিয়া সবিস্তারে সমস্ত কথা বলিল ॥১-২॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (অনন্তর, তখন) অসুররাট্ (দৈত্য-

হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥ ৪

তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্‌যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা॥ ৫

রাজ) তস্য দূতস্য (সেই দূতের) তদ্বাক্যম্ (সেই কথা) আকর্ণ্য (শুনিয়া) সক্রোধঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) দৈত্যানাম্ (অসুরদের) অধিপং ধূম্রলোচনং (সেনাপতি ধূম্রলোচনকে) প্রাহ (বলিল)॥৩॥

অনুবাদ।—অসুররাজ সেই দূতের সেই সকল কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলিল॥৩॥

অন্বয়ঃ।—হে ধূম্রলোচন! ত্বম্ (তুমি) আশু (শীঘ্র) স্বসৈন্যপরিবারিতঃ (নিজের সৈন্য সঙ্গে লইয়া) তাং দুষ্টাং (সেই দুষ্টাকে) কেশাকর্ষণবিহ্বলাং (কেশাকর্ষণ দ্বারা ব্যাকুল করিয়া, চুল ধরিয়া টানিয়া বিহ্বল করিয়া) বলাৎ (বল-প্রয়োগে) আনয় (লইয়া এস)॥৪॥

অনুবাদ।—হে ধূম্রলোচন! তুমি নিজের সৈন্যদলে বেষ্টিত হইয়া কেশাকর্ষণের দ্বারা ব্যাকুলিত করিয়া সেই দুষ্টাকে লইয়া এস॥৪॥

অন্বয়ঃ।—যদি বা (যদিই বা) তৎপরিত্রাণদঃ (তাহার

ঋষিরুবাচ ॥ ৬

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥ ৭

পরিত্রাণকারী, রক্ষাকর্ত্তা) অপরঃ কশ্চিৎ (আর কেহ) উত্তিষ্ঠতে (চেষ্টা করে, আসে), সঃ অমরঃ যক্ষঃ বা গন্ধর্ব্বঃ এব বা (সে দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যেই হউক) হন্তব্যঃ (বধ করিবে) ॥৫॥

অনুবাদ।—অন্য কেহ যদি তাহার রক্ষকরূপে উদ্যম করে (অর্থাৎ রক্ষার চেষ্টা করে) তবে সে দেবতা, যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব যেই হউক, (তাহাকে) বধ করিবে ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন)—ততঃ (তখন) সঃ ধূম্রলোচনঃ দৈত্যঃ (সেই ধূম্রলোচন নামক দৈত্য) তেন আজ্ঞপ্তঃ (তাহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া, তাহার হুকুম পাইয়া) শীঘ্রম্ (তৎক্ষণাৎ) অসুরাণাং সহস্রাণাং ষষ্ট্যা (অসুরদের ষাট হাজারে, অর্থাৎ ষাট হাজার অসুরে) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) দ্রুতং (দ্রুত) যযৌ (গমন করিল) ॥৬-৭॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—ধূম্রলোচন তাহার আদেশ পাইয়া ষাট হাজার অসুরে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র গমন করিল ॥৬-৭॥

স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮

ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে) তুহিনাচলসংস্থিতাং (হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত; তুহিন=বরফ, অচল=পর্ব্বত) তাং দেবীং (সেই দেবীকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ (শুম্ভনিশুম্ভের) মূলম্ (নিকটে) প্রযাহি (যাও, চল) ইতি (এই কথা) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে, চেঁচাইয়া) জগাদ (বলিল) ॥৮॥

অনুবাদ।—অনন্তর সেই অসুর হিমাচলবাসিনী দেবীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"শুম্ভনিশুম্ভের নিকটে চল" ॥৮॥

অন্বয়ঃ।—অদ্য (আজ) চেৎ (যদি) ভবতী (তুমি) প্রীত্যা (সন্তুষ্টচিত্তে) মদ্ভর্ত্তারম্ (আমার প্রভুর নিকট) ন উপৈষ্যতি (না যাও) ততঃ (তবে) এষঃ [অহং] (এই আমি) বলাৎ (বলপূর্ব্বক, জোর করিয়া) কেশাকর্ষণবিহ্বলাং (কেশাকর্ষণের দ্বারা ব্যাকুলিত করিয়া, চুল ধরিয়া টানিয়া) নয়ামি (লইয়া যাইব) ॥৯॥

অনুবাদ।—যদি তুমি আজ প্রীতির সহিত (ভালোয়

দেব্যুবাচ ॥ ১০

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিন্তে করোম্যহম্ ॥ ১১

ঋষিরুবাচ ॥ ১২

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥ ১৩

ভালোর) আমার প্রভুর নিকটে না যাও, তবে আমি তোমাকে জোর করিয়া চুল ধরিয়া লইয়া যাইব ॥৯॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—দৈত্যেশ্বরেণ (দৈত্যরাজের দ্বারা) প্রহিতঃ (প্রেরিত) বলবান্ (শক্তিমান্) বলসংবৃতঃ (সৈন্যবাহিনীযুক্ত) [ত্বং (তুমি)] এবম্ (এইরূপে) মাম্ (আমাকে) বলাৎ (জোর করিয়া) নয়সি (লইয়া যাও) ততঃ (তবে) অহম্ (আমি) তে (তোমার) কিং (কি) করোমি (করিব) ॥১০-১১॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—দৈত্যরাজ তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি বলবান্ এবং সৈন্যবাহিনীযুক্ত। যদি তুমি আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাও, তবে কি করিব? ॥১০-১১॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন)—সঃ ধূম্রলোচনঃ

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ১৪

অসুরঃ (সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর) ইত্যুক্তঃ (এই ভাবে কথিত হইয়া অর্থাৎ দেবী এইরূপে বলিলে) তাম্ (তাঁহার দিকে) অভ্যধাবৎ (ধাবিত হইল, ধাইয়া গেল) ততঃ (তখন) সা অম্বিকা (সেই দেবী চণ্ডিকা) তং (তাহাকে) হুঙ্কারেণ এব (হুঙ্কার করিয়াই) ভস্ম চকার (ভস্ম করিয়া ফেলিলেন) ॥১২-১৩॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—দেবী এই কথা বলিলে, সেই ধূম্রলোচন অসুর তাঁহার দিকে ছুটিয়া গেল। তখন অম্বিকা হুঙ্কার করিয়াই তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন ॥১২-১৩॥

অন্বয়ঃ।—অথ (তারপর) অসুরাণাং মহাসৈন্যং (সেই বিরাট অসুর-সৈন্যদল) ক্রুদ্ধং (ক্রুদ্ধ হইয়া) তীক্ষ্ণৈঃ সায়কৈঃ (তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা) তথা (এবং) শক্তিপরশ্বধৈঃ (শল্য ও কুঠার দ্বারা) অম্বিকাং ববর্ষ (অম্বিকাকে আঘাত করিতে লাগিল, তাঁহার প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল) ॥১৪॥

ততো ধূতশটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স বাহনঃ ॥ ১৫

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্ ॥ ১৬

অনুবাদ।—অনন্তর সেই বিরাট অসুর-সৈন্যদল ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ এবং শেল ও কুঠার দেবীর প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) দেব্যাঃ বাহনঃ (দেবীর বাহন) সঃ সিংহঃ (সেই সিংহ) কোপাৎ (ক্রোধে) ধূতশটঃ (কেশর কাঁপাইয়া) সুভৈরবং (অতি ভীষণ) নাদং কৃত্বা (শব্দ করিয়া) অসুরসেনায়াম্ (অসুরসেনার মধ্যে) পপাত (গিয়া পড়িল) ॥১৫॥

অনুবাদ।—পরে দেবীর বাহন সিংহ ক্রোধে কেশর কাঁপাইতে কাঁপাইতে অতি ভীষণ শব্দ করিয়া অসুরসেনার মধ্যে গিয়া পড়িল ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—কাংশ্চিৎ দৈত্যান্ (কোন কোন অসুরকে) করপ্রহারেণ (থাবার আঘাতে) অপরান্ (অন্য কতকগুলিকে) আস্যেন (মুখের দ্বারা) অন্যান্ সুমহাসুরান্ (আরও কতকগুলি মহাসুরকে) আক্রান্ত্যা (আক্রমণ করিয়া) অধরেণ (মুখের নিম্নভাগ দ্বারা) জঘান (বধ করিল) ॥১৬॥

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ ১৭

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাঽপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেশরঃ ॥ ১৮

অনুবাদ।—(তখন) কাহাকেও থাবার আঘাতে, কাহাকেও মুখদ্বারা, অন্য কোন কোন মহাসুরকে আক্রমণ করিয়া ও মুখের নিম্নভাগ দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিতে লাগিল ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—কেশরী (সিংহ) কেষাঞ্চিৎ (কতকগুলির) কোষ্ঠানি (উদর, পেট) নখৈঃ (নখদ্বারা) পাটয়ামাস (বিদীর্ণ করিল, চিরিয়া ফেলিল)। তথা (এবং) তলপ্রহারেণ (থাবার আঘাতে) শিরাংসি (মস্তক) পৃথক্ কৃতবান্ (দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল) ॥১৭॥

অনুবাদ।—সিংহ নখদ্বারা কাহারও পেট চিরিয়া ফেলিল, থাবার আঘাতে কাহারও মস্তক দুই খণ্ড করিল ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—তেন (তাহার দ্বারা) তথা (সেইরূপে) অপরে (অন্যান্য অসুরেরা) বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ (যাহাদের বাহু ও মস্তক ছিন্ন হইয়াছে এমন) কৃতাঃ (করা হইল)। ধূতকেশরঃ (কম্পিত-

ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥ ১৯

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥২০

কেশর, যাহার কেশর কাঁপিতেছে) অন্যেষাম্ (অপরদের) কোষ্ঠাৎ (উদর হইতে) রুধিরং (রক্ত) পপৌ (পান করিতে লাগিল) ॥১৮॥

অনুবাদ।—সেই সিংহ অন্য কাহারও বাহু এবং মস্তক ছিন্ন করিল। কেশর কাঁপাইতে কাঁপাইতে অন্য কাহারও কাহারও উদর হইতে রক্ত পান করিতে লাগিল ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—অতিকোপিনা (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) মহাত্মনা (অতি পরাক্রমশালী) দেব্যাঃ বাহনেন (দেবীর বাহন) তেন কেশরিণা (সেই সিংহের দ্বারা) ক্ষণেন (ক্ষণকালের মধ্যে) সর্ব্বং তদ্বলং (সেই সমগ্র সেনাবাহিনী) ক্ষয়ং নীতম্ (ধ্বংস করা হইল) ॥১৯॥

অনুবাদ।—(এইরূপে) সেই ক্রুদ্ধ মহাপরাক্রমশালী দেবীর বাহন সিংহ ক্ষণকালমধ্যে সমগ্র অসুরসৈন্যদল ধ্বংস করিয়া ফেলিল ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—দেব্যা (দেবীর দ্বারা) তম্ অসুরং ধূম্রলোচনং

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥ ২১

হে চণ্ড! হে মুণ্ড! বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥ ২২

নিহতং (সেই অসুর ধূম্রলোচন নিহত হইয়াছে এই কথা) ততঃ (তাহার পর) দেবীকেশরিণা (দেবীর সিংহের দ্বারা) কৃৎস্নং (সমগ্র) বলঞ্চ (সৈন্যদল) ক্ষয়িতং (বিনষ্ট হইয়াছে, এই কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ (দৈত্যরাজ শুম্ভ) প্রস্ফুরিতাধরঃ (যাহার ঠোঁট কাঁপিতেছে এমন) চুকোপ (ক্রুদ্ধ হইল), তৌ মহাসুরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ (সেই দুই মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ডকে) আজ্ঞাপয়ামাস চ (আদেশ করিল) ॥২০-২১॥

অনুবাদ।—দেবী ধূম্রলোচনকে বধ করিয়াছেন এবং দেবীর বাহন সিংহ সমগ্র সেনাবাহিনী ধ্বংস করিয়াছে শুনিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ এমন ক্রুদ্ধ হইল যে, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। সে সেই দুই মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ডকে আদেশ করিল ॥২০-২১॥

অন্বয়ঃ।—হে চণ্ড! হে মুণ্ড! বহুলৈঃ বলৈঃ (বহু সৈন্যে) পরিবারিতৌ (বেষ্টিত হইয়া) তত্র গচ্ছত (সেখানে যাও—'গচ্ছতম্'

কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্॥ ২৩

তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্॥ ২৪

স্থানে আর্ষ প্রয়োগ)। গত্বা চ (এবং গিয়া) লঘু (শীঘ্র) কেশেষু আকৃষ্য (চুল ধরিয়া টানিয়া) বদ্ধ্বা বা (অথবা বাঁধিয়া) সা সমানীয়তাং (তাহাকে লইয়া এস)। বঃ (তোমাদের) যদি (যদি) যুধি (যুদ্ধে) সংশয়ঃ (জয়লাভে বা ধরিয়া আনিতে সন্দেহ থাকে) তদা (তবে) অশেষায়ুধৈঃ (সকল রকমের অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত) সর্ব্বৈঃ অসুরৈঃ (সকল অসুরদের দ্বারা) বিনিহন্যতাম্ (তাহাকে মৃতপ্রায় করা হউক)॥ ২২-২৩॥

অনুবাদ।—হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহু সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া সেখানে যাও, যাইয়া তাহাকে শীঘ্র চুল ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া এস। যদি যুদ্ধে সন্দেহ হয় (অর্থাৎ পারিবে কি না পারিবে যদি সেরূপ সন্দেহ থাকে), তবে সকল অসুরে মিলিত হইয়া নানা অস্ত্রদ্বারা তাহাকে মৃতপ্রায় করিবে॥২২-২৩॥

অন্বয়ঃ।—দুষ্টায়াং তস্যাং হতায়াং (সেই দুষ্টা মৃতপ্রায় হইলে) সিংহে চ বিনিপাতিতে (এবং সিংহ নিহত হইলে) তাম্

অম্বিকাং (সেই অম্বিকাকে) বদ্ধা (বাঁধিয়া) গৃহীত্বা (লইয়া) শীঘ্রম্ (তাড়াতাড়ি) আগম্যতাম্ (ফিরিয়া এস) ॥২৪॥

অনুবাদ।—সেই দুষ্টা মৃতপ্রায় হইলে এবং সিংহ নিহত হইলে সেই অম্বিকাকে বাঁধিয়া লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া এস ॥২৪॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্রলোচনবধঃ ॥৬

সপ্তম অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন)—ততঃ (তখন) চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ (চণ্ডমুণ্ডকে সামনে লইয়া) দৈত্যাঃ (অসুরগণ) আজ্ঞপ্তাঃ (আদেশ পাইয়া) চতুরঙ্গবলোপেতাঃ (হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্যদল লইয়া) অভ্যুদ্যতায়ুধাঃ (অস্ত্র উত্তোলন করিয়া) যযুঃ (চলিয়া গেল, যুদ্ধ করিতে গেল) ॥১-২॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—অনন্তর এইরূপ আদেশ পাইয়া দৈত্যগণ, চণ্ডমুণ্ডকে সম্মুখে লইয়া, চতুরঙ্গ সৈন্যদলের সহিত অস্ত্র উত্তোলন করিয়া (যুদ্ধ করিতে) গেল ॥১-২॥

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ৩

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ততঃ (অনন্তর) তে (তাহারা) মহতি (বিশাল) কাঞ্চনে (সুবর্ণময়) শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে (পর্ব্বতের চূড়ায়) সিংহস্যোপরি ব্যবস্থিতাম্ (সিংহের উপরে বসিয়া রহিয়াছেন এমন) ঈষদ্ধাসাং (যিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন এমন) দেবীং (দেবীকে) দদৃশুঃ (দেখিতে পাইল) ॥৩॥

অনুবাদ।—অনন্তর তাহারা হিমালয় পর্ব্বতের স্বর্ণময় চূড়ায় দেবীকে দেখিতে পাইল। তিনি সিংহের উপরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন ॥৩॥

অন্বয়ঃ।—তাং দৃষ্ট্বা (তাঁহাকে দেখিয়া) তে (তাহারা, চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি অসুরেরা) আকৃষ্টচাপাসিধরাঃ (ধনুক আকর্ষণ করিয়া ও তরবারি ধারণ করিয়া) উদ্যতাঃ (উৎসাহযুক্ত হইয়া) সমাদাতুম্ (ধরিবার জন্য) উদ্যমং চক্রুঃ (উদ্যম করিল) তথা (এবং) অন্যে (অপরেরা) তৎসমীপগাঃ [অভবন্] (তাঁহার নিকটে আগাইয়া গেল) ॥৪॥

অনুবাদ।—সেই অসুরগণ দেবীকে দেখিয়া ধনুক আকর্ষণ

ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥ ৫

ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥ ৬

ও তরবারি ধারণ করিয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল এবং অন্যান্য অসুরেরা তাঁহার নিকটে আগাইয়া গেল ॥৪॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) অম্বিকা (অম্বিকা দেবী) তান্ অরীন্ প্রতি (সেই শত্রুদের প্রতি) উচ্চৈঃ (ভীষণ) কোপং চকার (ক্রোধ করিলেন)। তদা (তখন) কোপেন (ক্রোধে) অস্যাঃ বদনং (ইঁহার মুখ) মসীবর্ণম্ (কালীবর্ণ) অভূৎ (হইয়া গেল) ॥৫॥

অনুবাদ।—তখন অম্বিকা সেই সকল শত্রুর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার মুখ কালীবর্ণ * হইয়া গেল ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—তস্যাঃ (তাঁহার) ভ্রূকুটীকুটিলাৎ (ভ্রূকুটী দ্বারা সঙ্কুচিত) ললাটফলকাৎ (ললাটফলক হইতে, কপাল হইতে)

---

* বেশী ক্রোধ হইলে মুখ লালই হয়, কালো হয় না। তবে যে কালো বলা হইল, তাহার অর্থ অতি ঘন রক্তবর্ণ অথবা ক্রোধের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য বলিয়া কালো। অত্যন্ত তমোগুণ-বিশিষ্ট চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিবার জন্য দেবী তামসিক ভাব গ্রহণ করিলেন।

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥ ৭

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা ॥ ৮

দ্রুতম্ (অমনি) অসিপাশিনী (তরবারি এবং পাশ-অস্ত্রধারিণী) করালবদনা (ভয়ঙ্কর বদনবিশিষ্টা, যাঁহার মুখ অতি ভীষণ) কালী (কালী) বিনিষ্ক্রান্তা (বাহির হইলেন) (৭ ও ৮নং শ্লোকের পদগুলি ৬নং শ্লোকের 'কালী' পদের বিশেষণ) [সা কালী] বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা (যাঁহার হাতে বিচিত্র খট্বাঙ্গ-নামক অস্ত্র ; খট্বাঙ্গ—লোহার লাঠি ; নরমুণ্ডশোভিত লোহদণ্ড) নরমালাবিভূষণা (মানুষের মাথার মালা যাঁহার ভূষণ অর্থাৎ অলঙ্কার) দ্বীপিচর্ম্ম-পরীধানা (যাঁহার পরণে দ্বীপী অর্থাৎ চিতাবাঘের চামড়া) শুষ্কমাংসা (যাঁহার শরীরের মাংস শুকাইয়া গিয়াছে) অতিভৈরবা (অতি ভীষণা) । অতিবিস্তারবদনা (যাঁহার মুখ অতি বিস্তৃত) জিহ্বাললনভীষণা (জিহ্বা লক্‌লক্ করাতে যাঁহাকে ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল) নিমগ্নারক্তনয়না (যাঁহার চোখ লাল এবং গর্ত্তে ঢুকিয়া গিয়াছে) নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা (যাঁহার শব্দে সকল দিক্ ছাইয়া গিয়াছিল) ॥৬-৮॥

অনুবাদ।—তাঁহার কপাল ভ্রূকুটী দ্বারা সঙ্কুচিত হইলে (কোঁচকাইয়া গেলে) তাহা হইতে সঙ্গে সঙ্গে দেবী কালী

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্॥ ৯

বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর, হাতে তরবারি ও পাশ-নামক অস্ত্র। সেই দেবী কালীর হাতে বিচিত্র খট্বাঙ্গ-নামক অস্ত্র, গলায় নরমুণ্ডের মালা, পরিধানে চিতাবাঘের ছাল, তাঁহার শরীরের মাংস শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে, তাঁহার মুখ অতি বিস্তৃত, জিহ্বা লক্লক্ করিতেছে বলিয়া তিনি অতি ভয়ানক, তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও কোটরে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার চীৎকারে চারিদিক্ ছাইয়া গিয়াছে॥৬-৮॥

অন্বয়ঃ।—সা (তিনি) মহাসুরান্ ঘাতয়ন্তী (মহাসুরদিগকে বধ করিতে করিতে) বেগেন (বেগে) সুরারীণাং (অসুরদের) সৈন্যে (সৈন্যদলে) অভিপতিতা (ঝাঁপাইয়া পড়িয়া) তদ্বলম্ (সেই সৈন্যদলকে) অভক্ষয়ত (খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন)॥৯॥

অনুবাদ।—সেই দেবী মহাসুরগণকে বধ করিতে করিতে অসুরসৈন্যমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অসুরসৈন্য সকল খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন॥৯॥

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্বিতান্ ।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥ ১০
তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—(সা) পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্বিতান্ (পার্ষ্ণি-গ্রাহ=যুদ্ধের পিছন দিক্ যাহারা রক্ষা করে; অঙ্কুশগ্রাহী =যুদ্ধে যাহারা সম্মুখের দিকে থাকিয়া অঙ্কুশ দ্বারা হাতী চালায়, অর্থাৎ মাহুত; যোধ=যোদ্ধা, সৈনিক; ঘণ্টা=হাতীর গলায় এবং দুই পাশে যে ঘণ্টা থাকে—এই সকলের সহিত) বারণান্ (হস্তীগুলিকে) একহস্তেন সমাদায় (এক হাতে ধরিয়া) মুখে চিক্ষেপ (মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন) ॥১০॥

অনুবাদ।—সেই দেবী পার্ষ্ণিগ্রাহী অর্থাৎ সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগরক্ষক, অঙ্কুশধারী, যোদ্ধা ও ঘণ্টা—এই সকলের সহিত হস্তীগুলিকে এক হাতে ধরিয়া মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—তথা এব (সেইরূপেই) তুরগৈঃ (অশ্বগুলির সহিত) যোধং (যোদ্ধাকে) সারথিনা সহ (সারথির সঙ্গে) রথং (রথকে) বক্ত্রে (মুখে) নিক্ষিপ্য (ফেলিয়া দিয়া) দশনৈঃ (দাঁতে) অতিভৈরবং (ভীষণভাবে) চর্ব্বয়তি (চিবাইতে লাগিলেন) ॥১১॥

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥ ১২
তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি ॥ ১৩

অনুবাদ।—সেইরূপ অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্ব, সারথির সঙ্গে রথ মুখে ফেলিয়া দিয়া অতি ভীষণভাবে দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—একম্ (একটিকে, কোন অসুরকে) কেশেষু (চুলে) অপরম্ (অন্য কোনটিকে) গ্রীবায়াং (গলায়, ঘাড়ে) জগ্রাহ (ধরিলেন)। অন্যম্ (অন্য কোনটিকে) পাদেন (পায়ে) অন্যম্ (আর কোনটিকে) উরসা চ (বুকে) আক্রম্য (আক্রমণ করিয়া, আঘাত করিয়া) অপোথয়ৎ (বিদলিত করিলেন) ॥১২॥

অনুবাদ।—দেবী কাহাকেও চুলে, অন্য কাহাকেও গলায় ধরিয়া ফেলিলেন। অন্য কাহাকেও পায়ের দ্বারা, অন্য কাহাকেও বুকের দ্বারা আঘাত করিয়া বিদলিত করিলেন ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—তৈঃ অসুরৈঃ (সেই সকল অসুরের দ্বারা) মুক্তানি (নিক্ষিপ্ত) শস্ত্রাণি তথা মহাস্ত্রাণি (শস্ত্র এবং মহাস্ত্র

বলিনাং তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ত্তথা ॥ ১৪

সকল) মুখেন (মুখে) জগ্রাহ (গ্রহণ করিলেন)। রুষা (ক্রোধে, রাগে) দশনৈঃ (দাঁতে) মথিতানি (বিদলিত) অপি [চকার (করিলেন)] ॥১৩॥

অনুবাদ।—দেবী সেই মহাসুরদের দ্বারা ক্ষিপ্ত শস্ত্র* ও মহাস্ত্র সকল ক্রোধে মুখে লইয়া দাঁতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—মহাত্মনাং (বিশাল দেহবিশিষ্ট) বলিনাম্ (বলবান্) অসুরাণাং (অসুরদের) সর্ব্বং তদ্বলং (সে সমস্ত সৈন্যদল) মমর্দ্দ (বিধ্বস্ত করিলেন)। অন্যান্ (অন্যান্য অসুরকে) অভক্ষয়ৎ (খাইয়া ফেলিলেন)। অন্যান্ তথা (এবং অন্যান্যগুলিকে) অতাড়য়ৎ (তাড়ন অর্থাৎ প্রহার করিলেন) ॥১৪॥

অনুবাদ।—দেবী বলশালী মহাকায় (অর্থাৎ যাহাদের শরীর প্রকাণ্ড) অসুরগণের সেই সমস্ত সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিলেন। কতকগুলিকে খাইয়া ফেলিলেন, এবং কতকগুলিকে তাড়ন করিলেন ॥১৪॥

---

* যেগুলি ছুঁড়িয়া মারা হয় সেগুলি অস্ত্র আর যেগুলি হাতে রাখিয়া আঘাত করা হয় সেগুলি শস্ত্র।

অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥ ১৫

ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ অসুরাঃ (কতকগুলি অসুর) অসিনা নিহতাঃ (তরবারি দ্বারা নিহত হইল), কেচিৎ (কতকগুলি) খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ (খট্বাঙ্গ অর্থাৎ লোহার লাঠি দ্বারা আহত হইল) তথা (এবং) [কতকগুলি] দন্তাগ্রাভিহতাঃ (দাঁতের অগ্রভাগের দ্বারা আহত হইয়া) বিনাশং জগ্মুঃ (বিনষ্ট হইল, মারা গেল) ॥১৫॥

অনুবাদ।—কতকগুলি অসুর তরবারির আঘাতে মারা গেল, কতকগুলি খট্বাঙ্গদ্বারা তাড়িত হইল। কতকগুলি অসুর দাঁতের অগ্রভাগের আঘাতে মারা গেল ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—অসুরাণাং সর্ব্বং তদ্বলং (অসুরদের সেই সমস্ত সৈন্যদল) ক্ষণেন (অল্পকালমধ্যেই) নিপাতিতং (বিধ্বস্ত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) চণ্ডঃ (চণ্ড নামক অসুর) অতিভীষণাং (অতি ভয়ঙ্কর) তাং কালীম্ (সেই দেবী কালীর প্রতি) অভিদুদ্রাব (ছুটিয়া গেল) ॥১৬॥

অনুবাদ।—এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে অসুরদের সমস্ত

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥ ১৮

সৈন্য নিপাতিত হইল দেখিয়া, চণ্ড অতিভীষণা সেই কালীর দিকে ছুটিয়া গেল ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—মহাসুরঃ (সেই মহাসুর) মহাভীমৈঃ শরবর্ষৈঃ (অতি ভয়ানক শরবৃষ্টির দ্বারা) তাং ভীমাক্ষীং (সেই ভীষণ নয়নযুক্তা কালীকে) ছাদয়ামাস (ছাইয়া ফেলিল)। মুণ্ডঃ (মুণ্ড নামক অসুর) সহস্রশঃ (হাজারে হাজারে) ক্ষিপ্তৈঃ চক্রৈঃ চ (নিক্ষিপ্ত চক্র দ্বারা) ॥১৭॥

অনুবাদ।—মহাসুর চণ্ড ভীষণ বাণবৃষ্টি দ্বারা ভীমাক্ষী (যাঁহার চক্ষু অতি ভয়ঙ্কর) সেই দেবীকে ছাইয়া ফেলিল। মহাসুর মুণ্ডও হাজারে হাজারে চক্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—তানি অনেকানি চক্রাণি (সেই বহুসংখ্যক চক্র) তন্মুখং (দেবী কালীর মুখে প্রবেশ করিবার সময়) যথা (যেমন) ঘনোদরং (মেঘের ভিতর) বিশমানানি (প্রবেশ করিতেছে এমন) সুবহূনি (বহু) অর্কবিম্বানি

ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা॥ ১৯

(সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্য) [ভান্তি (শোভা পায়)] তথা (সেইরূপ) বভুঃ (শোভা পাইতে লাগিল, দেখাইতে লাগিল) ॥১৮॥

অনুবাদ।—সেই বহুসংখ্যক চক্র দেবীর মুখের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় মেঘের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে এমন বহুসংখ্যক সূর্য্যের মত শোভা পাইতে লাগিল ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা (যাঁহার করাল অর্থাৎ ভীষণ বক্ত্রান্ত অর্থাৎ মুখের ভিতরে, দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ যাহার দিকে চাওয়া যায় না এমন, দশন অর্থাৎ দাঁতগুলির দ্বারা উজ্জ্বলা দীপ্তিযুক্তা) ভৈরবনাদিনী কালী (ভয়ঙ্কর শব্দকারিণী কালী) অতিরুষা (অত্যন্ত রাগে) ভীমং (ভীষণভাবে) জহাস (হাসিয়া উঠিলেন) ॥১৯॥

অনুবাদ।—অনন্তর করালবদনা কালী, ভীষণ শব্দ করিতে করিতে অতি ক্রোধে ভয়ানকভাবে হাসিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার মুখের ভিতর দাঁতগুলি এমন ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল যে, তাঁহার দিকে চাওয়া যায় না; সেই দাঁতের আলোয় তিনি আলোকিত হইয়া উঠিলেন ॥১৯॥

উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥ ২০

অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—দেবী (দেবী কালী) হং (হং এই শব্দ করিয়া) মহাসিম্ (প্রকাণ্ড খড়্গ) উত্থায় (তুলিয়া) চণ্ডম্ অধাবত (চণ্ডের দিকে ধাইয়া গেলেন)। অস্য কেশেষু গৃহীত্বা (উহার চুলে ধরিয়া) তেন অসিনা (সেই খড়্গদ্বারা) শিরঃ অচ্ছিনৎ (মস্তক ছিন্ন করিলেন, মাথা কাটিয়া ফেলিলেন) ॥২০॥

অনুবাদ।—দেবী কালী 'হং' (এই বিকট) শব্দ করিয়া প্রকাণ্ড খড়্গ তুলিয়া চণ্ডাসুরের দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং এই চণ্ডাসুরের চুলে ধরিয়া সেই খড়্গে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন ॥২০॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তর, ইহার পর) মুণ্ডোঽপি (মুণ্ডও) তং চণ্ডং (সেই চণ্ডকে) নিপাতিতং দৃষ্ট্বা (নিহত দেখিয়া) অধাবৎ (ছুটিয়া গেল)। সা (তিনি, সেই দেবী) রুষা (ক্রোধে, রাগে) তং (তাহাকে) খড়্গাভিহতং (খড়্গদ্বারা আহত করিয়া) ভূমৌ অপাতয়ৎ (মাটিতে ফেলিয়া দিলেন) ॥২১॥

অনুবাদ।—চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ডাসুর তাঁহার

হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্টা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্॥ ২২

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্॥ ২৩

দিকে ছুটিয়া গেল। সেই দেবী ক্রোধে খড়্গের আঘাতে তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) হতশেষং সৈন্যং (বাকী সৈন্যগণ) সুমহাবীর্য্যং (অতি পরাক্রান্ত) চণ্ডং মুণ্ডঞ্চ (চণ্ড ও মুণ্ডকে) নিপাতিতং (নিহত) দৃষ্টা (দেখিয়া) ভয়াতুরং (ভয়ে বিহ্বল হইয়া) দিশো ভেজে (নানা দিকে পলাইতে লাগিল) ॥২২॥

অনুবাদ।—ইহার পর বাকী সৈন্যগণ প্রবল পরাক্রান্ত চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ে কাতর হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—কালী (দেবী কালী) চণ্ডস্য শিরঃ (চণ্ডাসুরের মাথা) মুণ্ডঞ্চ (এবং মুণ্ডাসুরের মাথা) গৃহীত্বা (লইয়া) চণ্ডিকাম্ অভ্যেত্য (দেবী চণ্ডিকার নিকটে গিয়া) প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রং (বিকট অট্টহাসির সঙ্গে) প্রাহ (বলিলেন) ॥২৩॥

ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥ ২৪

ঋষিরুবাচ ॥ ২৫

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥ ২৬

অনুবাদ।—কালী চণ্ডাসুর ও মুণ্ডাসুরের মাথা লইয়া দেবী চণ্ডিকার নিকট গিয়া বিকট অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—অত্র যুদ্ধযজ্ঞে (এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে) ময়া (আমার দ্বারা) চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ (চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইটি মহাপশু) তব (তোমাকে) উপহৃতৌ (উপহার অর্থাৎ বলি-স্বরূপ দেওয়া হইল)। শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ (শুম্ভ এবং নিশুম্ভকে) স্বয়ং (নিজেই) হনিষ্যসি (বধ করিবে) ॥২৪॥

অনুবাদ।—আমি যুদ্ধযজ্ঞে চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাপশু দুইটি তোমাকে উপহার অর্থাৎ বলি দিলাম। তুমি নিজে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবে ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি বলিলেন)—ততঃ (তাহার পর) কল্যাণী চণ্ডিকা (মঙ্গলময়ী দেবী চণ্ডিকা) তৌ মহাসুরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ (চণ্ডমুণ্ড নামক দুই মহাসুরকে) আনীতৌ

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি! ভবিষ্যসি॥ ২৭

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
॥ * ॥ দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধঃ ॥ * ৭

দৃষ্ট্বা (আনা হইয়াছে দেখিয়া) কালীং (কালীকে) ললিতং (মধুর, মিষ্ট) বচঃ (বাক্য, কথা) উবাচ (বলিলেন) ॥২৫-২৬॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—মঙ্গলময়ী চণ্ডিকা দেবী সেই দুই মহাসুর চণ্ডমুণ্ডকে (বধ করিয়া) আনা হইয়াছে দেখিয়া মধুর বাক্যে দেবীকে বলিলেন ॥২৫-২৬॥

অন্বয়ঃ।—যস্মাৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা (চণ্ড ও মুণ্ডকে লইয়া) উপাগতা (আমার কাছে আসিয়াছ) হে দেবি! ততঃ (সেইজন্য) লোকে (জগতে) চামুণ্ডা ইতি খ্যাতা (চামুণ্ডা নামে খ্যাত) ভবিষ্যসি (হইবে) ॥২৭॥

অনুবাদ।—যেহেতু চণ্ড ও মুণ্ডকে লইয়া আমার কাছে আসিয়াছ, এজন্য তুমি জগতে চামুণ্ডা নামে খ্যাত হইবে ॥২৭॥

—

অষ্টম অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥ ২

ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশহ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (ঋষি বলিলেন)—ততঃ (তারপর) প্রতাপবান্ অসুরেশ্বরঃ শুম্ভঃ (পরাক্রমশালী দৈত্যরাজ শুম্ভ) চণ্ডে চ নিহতে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে (চণ্ড ও মুণ্ড নিহত হওয়াতে) বহুলেষু সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষু সৎসু (বহু সৈন্য ধ্বংস হওয়াতে) কোপপরাধীনচেতাঃ (কুপিতচিত্ত হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া) দৈত্যানাং সর্ব্বসৈন্যানাম্ (দৈত্যদের সকল

অদ্য সর্ব্ববলৈর্দ্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥ ৪

কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥ ৫

সৈন্যের) উদ্যোগম্ (সমাবেশের, যুদ্ধের জন্য সাজাইবার) আদিদেশ (আদেশ করিল) ॥১-৩॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—(দেবী কর্তৃক) চণ্ডাসুর নিহত ও মুণ্ডাসুর নিপাতিত এবং অন্য বহু অসুরসৈন্য বিনষ্ট হওয়াতে প্রতাপশালী অসুররাজ শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া সকল সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিল ॥১-৩॥

অন্বয়ঃ।—অদ্য (আজ) সর্ব্ববলৈঃ (সকল সৈন্যদলের সহিত) ষড়শীতিঃ দৈত্যাঃ (ছিয়াশি জন অসুর) উদায়ুধাঃ (অস্ত্র তুলিয়া, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া), কম্বূনাং (কম্বু নামক) চতুরশীতিঃ (চুরাশি জন অসুর) স্ববলৈর্বৃতাঃ (নিজ সৈন্যদল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া) নির্যান্তু (যুদ্ধযাত্রা করুক) ॥৪॥

অনুবাদ।—অদ্য ছিয়াশিসংখ্যক দৈত্য সসৈন্যে অস্ত্র তুলিয়া (অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া) এবং কম্বু-বংশের চুরাশিসংখ্যক অসুর নিজসৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করুক ॥৪॥

অন্বয়ঃ।—অসুরাণাং কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশৎ কুলানি (কোটি-বীর্য্য-বংশীয় অসুরদের পঞ্চাশটি দল), ধৌম্রাণাং শতং কুলানি

কালকা দৌর্হৃতা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥ ৬

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৭

(ধূম্র-বংশীয় অসুরদের একশত দল) মমাজ্ঞয়া (আমার আদেশে) নির্গচ্ছন্তু (বাহির হউক, যুদ্ধযাত্রা করুক) ॥৫॥

অনুবাদ।—আমার আদেশে কোটিবীর্য্য-বংশীয় অসুরদের পঞ্চাশটি দল ও ধূম্র-বংশীয় অসুরদের একশত দল বাহির হউক ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—তথা (এবং) কালকাঃ দৌর্হৃতাঃ মৌর্য্যাঃ কালকেয়াঃ অসুরাঃ (কালক, দৌর্হৃত, মৌর্য্য ও কালকেয় নামক অসুরগণ) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) সজ্জাঃ (সজ্জিত হইয়া, সাজিয়া) মম আজ্ঞয়া (আমার আদেশে) ত্বরিতাঃ নির্যান্তু (সত্বর যুদ্ধযাত্রা করুক) ॥৬॥

অনুবাদ।—কালক, দৌর্হৃত, মৌর্য্য ও কালকেয় বংশের অসুরগণ আমার আদেশে শীঘ্র যুদ্ধসাজে সাজিয়া বাহির হউক ॥৬॥

অন্বয়ঃ।—ভৈরবশাসনঃ (যাহার আদেশ কঠোর অর্থাৎ কেহ অমান্য করিতে পারে না) অসুরপতিঃ শুম্ভঃ (দৈত্যরাজ শুম্ভ) ইতি আজ্ঞাপ্য (এইরূপ আদেশ করিয়া) বহুভিঃ

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্॥ ৮

ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ॥ ৯

মহাসৈন্যসহস্রৈঃ (হাজার হাজার ভাল ভাল সৈন্যদ্বারা) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) নির্জগাম (বাহির হইল)॥৭॥

অনুবাদ।—উগ্রশাসন (অর্থাৎ কঠোর আদেশদাতা) দৈত্যরাজ শুম্ভ এইরূপ আদেশ করিয়া, হাজার হাজার ভাল ভাল সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাহির হইল॥৭॥

অন্বয়ঃ।—চণ্ডিকা (দেবী চণ্ডিকা) অতিভীষণং তৎসৈন্যম্ (অতি ভয়ানক সেই অসুরসৈন্যদল) আয়াতং দৃষ্ট্বা (আসিয়াছে দেখিয়া) জ্যাস্বনৈঃ (ধনুকের ছিলার শব্দে) ধরণীগগনান্তরং (পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্ত্তী স্থান) পূরয়ামাস (পূর্ণ করিলেন)॥৮॥

অনুবাদ।—চণ্ডিকা অতি ভয়ানক সেই অসুরসৈন্যদল আসিল দেখিয়া ধনুকের ছিলার শব্দে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিলেন॥৮॥

অন্বয়ঃ।—হে নৃপ (হে মহারাজ সুরথ)! ততঃ (তখন) সিংহঃ (সিংহ) অতীব মহানাদং (ভীষণ গর্জ্জন) কৃতবান্ (করিতে লাগিল)। অম্বিকা (দেবী অম্বিকা) ঘণ্টাস্বনেন

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥ ১০

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥ ১১

(ঘণ্টার শব্দে) তান্ নাদান্ (সেই গর্জ্জনের শব্দকে) উপবৃংহয়চ্চ (আরও বাড়াইয়া তুলিলেন) ॥৯॥

অনুবাদ।—অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অম্বিকা ঘণ্টাশব্দদ্বারা সেই শব্দ আরও বাড়াইয়া তুলিলেন ॥৯॥

অন্বয়ঃ।—শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা (হুঙ্কার-শব্দে যিনি দশদিক্ পূর্ণ করিয়াছেন) বিস্তারিতাননা (অত্যন্ত বিবৃতবদনা, যিনি বিকট-ভাবে মুখ মেলিয়াছেন) কালী (দেবী কালী) ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং (ধনুকের ছিলার শব্দ, সিংহের গর্জ্জন ও ঘণ্টার শব্দ—২য়া স্থানে ষষ্ঠী) ভীষণৈর্নিনাদৈঃ (ভীষণ শব্দের দ্বারা) জিগ্যে (জয় করিলেন) ॥১০॥

অনুবাদ।—দেবী কালী মুখ মেলিয়া হুঙ্কার-শব্দে দশদিক্ পূর্ণ করিয়া সেই বিকট শব্দে ধনুকের ছিলার শব্দ, সিংহের গর্জ্জন ও ঘণ্টার শব্দকে ঢাকিয়া ফেলিলেন ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—দৈত্যসৈন্যৈঃ (দৈত্য সৈন্যগণ) তন্নিনাদম্ (সেই শব্দ) উপশ্রুত্য (শুনিয়া) সরোষৈঃ (ক্রোধভরে)

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ ! বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥ ১২

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৩

(সদ্ভিঃ) দেবী, সিংহঃ তথা কালী (দেবী, সিংহ ও কালীকে) পরিবারিতাঃ (ঘিরিয়া ফেলিল) ॥১১॥

অনুবাদ।—সেই সকল শব্দ শুনিয়া দৈত্যসৈন্যগণ দেবী, সিংহ ও কালীকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—হে ভূপ (হে মহারাজ সুরথ)! এতস্মিন্ অন্তরে (এই অবসরে) সুরদ্বিষাম্ (অসুরদের) বিনাশায় (বধের জন্য) অমরসিংহানাং (শ্রেষ্ঠ দেবতাদের) ভবায় (মঙ্গলের জন্য) ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং (ব্রহ্মা, ঈশ অর্থাৎ মহাদেব, গুহ অর্থাৎ কার্ত্তিক ও বিষ্ণুর) তথা (এবং) ইন্দ্রস্য চ (ইন্দ্রেরও) অতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ (অত্যন্ত বলবীর্য্যশালিনী) শক্তয়ঃ (শক্তিগণ) শরীরেভ্যঃ (শরীর হইতে) বিনিষ্ক্রম্য (বাহির হইয়া) তদ্রূপৈঃ (তাঁহাদেরই অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতিরই রূপে) চণ্ডিকাং যযুঃ (দেবী চণ্ডিকার নিকট গেলেন) ॥১২-১৩॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! এই সময় অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয়

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৪

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥ ১৫

ও ইন্দ্রের অতি বলবীর্য্যশালিনী শক্তিগণ তাঁহাদিগের শরীর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদেরই অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতিরই রূপে চণ্ডিকার নিকট গেলেন ॥১২-১৩॥

অন্বয়ঃ।—যস্য দেবস্য (যে দেবতার) যদ্রূপং (যেমন আকৃতি) যথা ভূষণবাহনং (যেমন সাজসজ্জা ও বাহন) তচ্ছক্তিঃ (তাঁহার শক্তি) তদ্বৎ এব (সেই রূপেই) অসুরান্ যোদ্ধুম্ (অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে) আযযৌ (আসিলেন) ॥১৪॥

অনুবাদ।—যাঁহার যেমন আকৃতি, সাজসজ্জা ও বাহন, তাঁহার সেই শক্তি সেই রূপেই অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিলেন ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—অগ্রে (প্রথমে) হংসযুক্তবিমানা (হাঁসের দ্বারা চালিত আকাশ-রথে উঠিয়া) সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ (অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু হাতে লইয়া) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) শক্তিঃ (শক্তি) আয়াতা (আসিলেন), সা ব্রহ্মাণী অভিধীয়তে (তিনি ব্রহ্মাণী বলিয়া কথিতা হন) ॥১৫॥

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৬

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥ ১৭

অনুবাদ।—প্রথমে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মার শক্তি, হংসযুক্ত আকাশ-রথে উঠিয়া আসিলেন; তিনি ব্রহ্মাণী বলিয়া কথিতা ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—মাহেশ্বরী (মহেশ্বরের শক্তি) বৃষারূঢ়া (বৃষে চড়িয়া) ত্রিশূলবরধারিণী (প্রকাণ্ড ত্রিশূল ধারণ করিয়া) মহাহিবলয়া (মহা-প্রকাণ্ড সাপের বালা পরিয়া; মহাহি=মহা-প্রকাণ্ড সাপ; অহি=সাপ) চন্দ্ররেখাবিভূষণা (চাঁদের কলায় শোভিত হইয়া; মহেশ্বরের মাথায় যেমন অর্দ্ধচন্দ্র রহিয়াছে, তাঁহার শক্তি মাহেশ্বরীর মাথায়ও সেইরূপ চন্দ্রকলা ছিল) প্রাপ্তা (আসিলেন) ॥১৬॥

অনুবাদ।—প্রকাণ্ড ত্রিশূল হাতে করিয়া, খুব বড় সাপের বালা পরিয়া, চন্দ্রকলায় শোভিত হইয়া, বৃষে চড়িয়া মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী আসিলেন ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—অম্বিকা (জগতের মাতা) কৌমারী (কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিকের শক্তি) শক্তিহস্তা (শক্তি হাতে করিয়া)

তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥ ১৮

ময়ূরবরবাহনা (শ্রেষ্ঠ ময়ূররূপ বাহনে) দৈত্যান্ যোদ্ধুম্ (দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে) অভ্যাযযৌ (নিকটে আসিলেন) ॥১৭॥

অনুবাদ।—কার্ত্তিকের শক্তি জগন্মাতা কৌমারী ময়ূর বাহনে চড়িয়া শক্তি হাতে দৈত্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—বৈষ্ণবী শক্তিঃ (বিষ্ণুর শক্তি) তথা এব (বিষ্ণুর রূপেই) শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তা (হাতে শাঁখ, চক্র, গদা ও শিংএর হাতলযুক্ত তরবারি *) গরুড়োপরি (গরুড়ের উপর) সংস্থিতা (অবস্থিত হইয়া) আযযৌ (আসিলেন) ॥১৮॥

অনুবাদ।—শঙ্খ, চক্র, গদা ও শিংএর বাঁটযুক্ত খড়্গ হাতে লইয়া বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়ের উপর চড়িয়া আসিলেন ॥১৮॥

---

* বিষ্ণুর যেখানে অষ্টভুজ বা ষড়্ভুজের রূপ বর্ণিত হয় সেখানে শার্ঙ্গ শব্দের অর্থ ধনুক ; কিন্তু এখানে ধনুক অর্থ ধরিলে পাঁচ হাত বলিতে হয়। বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপই প্রসিদ্ধ। তাঁহার চার হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। কিন্তু এখানে তাঁহার শক্তি অর্থাৎ বৈষ্ণবীকে যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার হাতে পদ্মের বদলে খড়্গ।

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্॥ ১৯

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অতুলং (তুলনাবিহীন, যাহার তুলনা নাই) যজ্ঞবারাহরূপং (যজ্ঞময় শূকরের রূপ) বিভ্রতঃ (ধারণকারী) হরেঃ (হরির) যা (যে-শক্তি) সা অপি (তিনিও) বারাহীং তনুং (বরাহ অর্থাৎ শূকরের দেহ) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) আযযৌ (আসিলেন)॥১৯॥

অনুবাদ।—অতুলনীয় যজ্ঞময় শূকরের রূপধারী হরির শক্তি, শূকরের দেহ ধারণ করিয়া আসিলেন। [বরাহ বা শূকর রূপ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার]॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—নারসিংহী (নৃসিংহের শক্তি নারসিংহী) নৃসিংহস্য সদৃশং বপুঃ (নৃসিংহের শরীরের মত শরীর অর্থাৎ আকৃতি) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্র-সংহতিঃ (যাঁহার সটা অর্থাৎ কেশরের ক্ষেপ অর্থাৎ আলোড়নে আকাশের নক্ষত্রসকল ক্ষিপ্ত অর্থাৎ তারাগুলি চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল) তত্র প্রাপ্তা (সেখানে আসিলেন)॥২০॥

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা॥ ২১

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্॥ ২২

অনুবাদ।—নৃসিংহশক্তি নারসিংহী নৃসিংহের মত আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার কেশরের আলোড়নে আকাশের তারাগুলি চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল॥২০॥

অন্বয়ঃ।—তথৈব (সেই ভাবেই) সহস্রনয়না বজ্রহস্তা ঐন্দ্রী (হাজার চক্ষুযুক্তা বজ্রধারিণী ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী) গজরাজোপরি স্থিতা (শ্রেষ্ঠ হস্তী ঐরাবতের উপর চড়িয়া) যথা (যেমন) শক্রঃ (ইন্দ্র) তথা এব (ঠিক সেই ভাবে) সা প্রাপ্তা (তিনি আসিলেন)॥২১॥

অনুবাদ।—ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী ঠিক ইন্দ্রের মত ঐরাবতে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এক হাজার চোখ, আর হাতে বজ্র॥২১॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) তাভিঃ দেবশক্তিভিঃ (সেই দেবশক্তিদের দ্বারা) পরিবৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) ঈশানঃ (মহাদেব) মম প্রীত্যা (আমার প্রীতির জন্য) অসুরাঃ

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥ ২৩

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্! পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ২৪

শীঘ্রং হন্যন্তাম্ (অসুরগণকে শীঘ্র বধ কর) ইতি (এই কথা) চণ্ডিকাং প্রাহ (দেবী চণ্ডিকাকে বলিলেন) ॥২২॥

অনুবাদ।—তারপর মহাদেব সেই দেবশক্তিগণকে নিজের চারিদিকে লইয়া দেবী চণ্ডিকাকে বলিলেন, "আমার প্রীতির জন্য অসুরগণকে শীঘ্র বধ কর" ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) অতিভীষণা (অতিভীষণ) শিবাশতনিনাদিনী (শত শত শৃগালের মত শব্দকারিণী) অত্যুগ্রা (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) চণ্ডিকাশক্তিঃ (চণ্ডিকা দেবীর এক শক্তি) দেবীশরীরাৎ (দেবীর শরীর হইতে) বিনিষ্ক্রান্তা (বাহির হইলেন) ॥২৩॥

অনুবাদ।—তখন শত শত শৃগালের মত শব্দ করিতে করিতে অতি ভয়ঙ্কর এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এক চণ্ডিকাশক্তি দেবীশরীর হইতে বাহির হইলেন ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—সা অপরাজিতা (সেই অপরাজিতা অর্থাৎ সর্ব্ব-জয়কারিণী দেবী) ধূম্রজটিলম্ (যাঁহার মাথায় ধোঁয়ার বর্ণ জটা

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥২৫

ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ২৬

এমন) ঈশানম্ (মহাদেবকে) আহ চ (বলিলেন), হে ভগবন্ (হে প্রভো)! দূত (হে সংবাদবহনকারী)! ত্বম্ (আপনি) শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ (শুম্ভনিশুম্ভের) পার্শ্বং (কাছে) গচ্ছ (যান) ॥২৪॥

অনুবাদ।—সেই অপরাজিতা দেবী ধোঁয়ার বর্ণ জটাযুক্ত মহাদেবকে বলিলেন, "হে প্রভো! আপনি দূত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে যান" ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—অতিগর্ব্বিতৌ (অতি অহঙ্কারী, অত্যন্ত দর্পিত) শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবৌ (শুম্ভ এবং নিশুম্ভ এই দুই অসুরকে) অন্যে চ যে দানবাঃ (এবং অন্যান্য যে সকল অসুর) তত্র (সেখানে) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) সমুপস্থিতাঃ (আসিয়া মিলিয়াছে) [তান্ চ (তাহাদিগকে)] ব্রূহি (বলুন, বলিবেন) ॥২৫॥

অনুবাদ।—সেই অতি গর্ব্বিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই দুই দানবকে এবং যুদ্ধের জন্য অন্যান্য যে সকল দানব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলিবেন ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।—ইন্দ্রঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) ত্রৈলোক্যং (ত্রিভুবন,

বলাবলেপাদথ চেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ॥ ২৭

অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের অধিকার) লভতাং (লাভ করুন অর্থাৎ তোমরা ফিরাইয়া দাও) দেবাঃ (দেবতারা) হবির্ভুজঃ সন্তু (হবিঃ, অর্থাৎ যজ্ঞের ঘৃত-ভক্ষণকারী হউন; অর্থাৎ তোমরা এখন দেবতাদের যে যজ্ঞভাগ জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছ, তাহা বন্ধ করিয়া দেবতাদের অধিকার তাঁহাদিগকে দাও) যূয়ং (তোমরা) যদি জীবিতুম্ ইচ্ছথ (যদি বাঁচিতে চাও) [তদা (তবে)] পাতালং প্রয়াত (পাতালে চলিয়া যাও) ॥২৬॥

অনুবাদ।—ইন্দ্র ত্রিভুবনের অধিকার লাভ করুন। দেবগণ যজ্ঞের ঘৃত ভোজন করুন। তোমরা যদি বাঁচিতে চাও, তবে পাতালে চলিয়া যাও ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।—অথ (কিন্তু) চেৎ (যদি) বলাবলেপাৎ (বলদর্পে) ভবন্তঃ (তোমরা) যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ (যুদ্ধ করিতে চাও) তৎ (তবে) আগচ্ছত (এস) মচ্ছিবাঃ (আমার শৃগাল-গুলি) বঃ (তোমাদের) পিশিতেন (মাংসে) তৃপ্যন্তু (তৃপ্ত হউক) ॥২৭॥

অনুবাদ।—কিন্তু যদি বলদর্পে তোমরা যুদ্ধ করিতে চাও, তবে এস, তোমাদিগের মাংসদ্বারা আমার শৃগালগুলি তৃপ্তিলাভ করুক ॥২৭॥

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥ ২৮

তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—যতঃ (যেহেতু) তয়া দেব্যা (সেই দেবীর দ্বারা) স্বয়ং শিবঃ (স্বয়ং শিব) দৌত্যেন (দৌত্যকার্য্যে, দূতরূপে) নিযুক্তঃ (নিযুক্ত হইলেন) ততঃ (সেইজন্য) অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) সা শিবদূতী ইতি খ্যাতিম্ (শিবদূতী এই নাম) আগতা (লাভ করিলেন) ॥২৮॥

অনুবাদ।—যেহেতু দেবী স্বয়ং শিবকে দূতরূপে নিযুক্ত করিলেন, সেজন্য জগতে তিনি শিবদূতী নামে খ্যাত হইলেন ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।—তে অপি মহাসুরাঃ (সেই প্রবল অসুরগণও) শর্ব্বাখ্যাতং (শর্ব্ব অর্থাৎ মহাদেবের দ্বারা কথিত) দেব্যাঃ বচঃ (দেবীর কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) যতঃ (যেখানে) কাত্যায়নী স্থিতা (দেবী কাত্যায়নী অর্থাৎ চণ্ডিকা ছিলেন সেখানে) অমর্ষাপূরিতাঃ (ক্রোধে পূর্ণ হইয়া) জগ্মুঃ (গেল, ধাইয়া গেল) ॥২৯॥

অনুবাদ।—সেই সকল মহাসুর শিবের মুখ হইতে

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তান্দেবীমমরারয়ঃ ॥ ৩০

সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়া ধ্মাতধনুর্ম্মুক্তৈর্ম্মহেষুভিঃ ॥ ৩১

দেবীর কথা শুনিয়া যেখানে কাত্যায়নী ছিলেন সেই দিকে ক্রুদ্ধ হইয়া ধাইয়া চলিল ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) প্রথমম্ এব (প্রথমেই) অগ্রে অমরারয়ঃ (সামনে যে সকল অসুরেরা ছিল তাহারা) উদ্ধতামর্ষাঃ (প্রচণ্ড ক্রোধযুক্ত, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ (অজস্র বাণ শেল তরবারি নিক্ষেপের দ্বারা; শক্তি—শেল; ঋষ্টি=তরবারি) তাং দেবীং ববর্ষুঃ (সেই দেবীকে ছাইয়া ফেলিল) ॥৩০॥

অনুবাদ।—তাহার পর প্রথমে যে সকল অসুর সামনে ছিল তাহারা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শর, শক্তি ও ঋষ্টি (তরবারি) দ্বারা দেবীকে ছাইয়া ফেলিল ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।—সা চ (তিনিও, দেবীও) প্রহিতান্ তান্ বাণান্ (সেই সকল নিক্ষিপ্ত তীর) শূলচক্রপরশ্বধান্ (শূল, চক্র এবং কুঠারসকল) ধ্মাতধনুর্ম্মুক্তৈঃ (ধ্মাত অর্থাৎ প্রকাণ্ড বা শব্দযুক্ত

তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরত্তদা॥ ৩২

ধনুক দ্বারা নিক্ষিপ্ত) মহেষুভিঃ (অতি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা) লীলয়া (অনায়াসে) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন)॥৩১॥

অনুবাদ।—সেই দেবী (অসুরগণের) নিক্ষিপ্ত বাণ, শূল, চক্র এবং কুঠার অস্ত্রকে শব্দযুক্ত ধনুকের দ্বারা নিক্ষিপ্ত অতি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন॥৩১॥

অন্বয়ঃ।—তথা (সেই ভাবে) কালী (দেবী কালী) তদা (তখন) অরীন্ (শত্রুদিগকে) শূলপাতবিদারিতান্ (শূলের আঘাতে বিদারিত) খট্বাঙ্গপ্রোথিতান্ চ (এবং লোহার লাঠির আঘাতে মথিত) কুর্ব্বতী (করিতে করিতে) তস্য অগ্রতঃ (তাহার, অর্থাৎ শুম্ভের সম্মুখে *) ব্যচরৎ (বিচরণ করিতে লাগিলেন)॥৩২॥

অনুবাদ।—সেই সময়ে কালী শত্রুগণকে শূলের দ্বারা বিদারিত এবং খট্বাঙ্গ অর্থাৎ লোহার লাঠি দ্বারা মথিত করিয়া তাঁহার (শুম্ভের বা দেবীর) সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন॥৩২॥

---

* কাহারও মতে তস্যাগ্রতঃ=তস্যাঃ+অগ্রতঃ (আর্য সন্ধি)=দেবীর সম্মুখে।

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥ ৩৩

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মার শক্তিরূপিণী দেবী ব্রহ্মাণী) যেন যেন (যে যে দিকে) ধাবতি স্ম (ধাবিত হইলেন) [সেই সেই দিকে] শত্রূন্ (শত্রুদিগকে) কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ (কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া শক্তিশূন্য) হতৌজসঃ চ (এবং নিস্তেজ) অকরোৎ (করিতে লাগিলেন) ॥৩৩॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মাণী যে যে দিকে ছুটিয়া গেলেন [সেই সেই দিকে] শত্রুগণকে কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া শক্তিহীন ও নিস্তেজ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।—মাহেশ্বরী (মহেশ্বরের শক্তি দেবী মাহেশ্বরী) ত্রিশূলেন (ত্রিশূলদ্বারা) তথা (এবং) বৈষ্ণবী (বিষ্ণুর শক্তি দেবী বৈষ্ণবী) চক্রেণ (চক্রদ্বারা) তথা (এবং) কৌমারী (কার্ত্তিকের শক্তি দেবী কৌমারী) অতিকোপনা (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) শক্ত্যা (শক্তি অস্ত্রদ্বারা) দৈত্যান্ জঘান (দৈত্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন) ॥৩৪॥

অনুবাদ।—মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা, বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা, এবং

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ ॥ ৩৫

তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥ ৩৬

কৌমারী শক্তিদ্বারা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।—শতশো (শত শত) দৈত্যদানবাঃ (দৈত্য ও দানব) ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন (ইন্দ্রের শক্তি দেবী ঐন্দ্রীর বজ্রের আঘাতে) বিদারিতাঃ (ছিন্নভিন্ন হইয়া) রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ (রাশি রাশি রক্তক্ষরণ করিতে করিতে) পৃথ্ব্যাং পেতুঃ (মাটিতে লুটাইয়া পড়িল) ॥৩৫॥

অনুবাদ।—শত শত দৈত্য ও দানব, ইন্দ্রশক্তির (ঐন্দ্রীর) বজ্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল; তাহাদের শরীর হইতে রাশি রাশি রক্তের ধারা বহিতে লাগিল ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ।—[কেচিৎ দৈত্যাঃ (কোন কোন অসুর)] বরাহমূর্ত্ত্যাঃ (বরাহের শক্তিরূপিণী দেবী বারাহীর) তুণ্ডপ্রহার-বিধ্বস্তা (মুখের আঘাতে বিধ্বস্ত) দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ (দাঁতের অগ্রভাগের আঘাতে যাহাদের বুক চিরিয়া গিয়াছে এমন)

নখৈর্ব্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥ ৩৭

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥ ৩৮

চক্রেণ বিদারিতাশ্চ (চক্রদ্বারা বিদারিত, অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন হইয়া) ন্যপতন্ (লুটাইয়া পড়িল) ॥৩৬॥

অনুবাদ।—[অন্যান্য দৈত্যগণ] বারাহী দেবীর মুখের আঘাতে বিধ্বস্ত, দাঁতের অগ্রভাগের দ্বারা ক্ষতবক্ষ (যাহাদের বুক চিরিয়া গিয়াছে) ও চক্রদ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া লুটাইয়া পড়িল ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।—নারসিংহী (নৃসিংহের শক্তিস্বরূপিণী দেবী নারসিংহী) আজৌ (যুদ্ধে) অন্যান্ মহাসুরান্ (অন্যান্য মহাসুরদিগকে) নখৈঃ (নখের দ্বারা) বিদারিতান্ (বিদীর্ণ করিয়া) ভক্ষয়ন্তী (খাইতে খাইতে) নাদাপূর্ণদিগম্বরা (চীৎকারে দশদিক্ ও আকাশ পূর্ণ করিয়া) চচার (ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন) ॥৩৭॥

অনুবাদ।—নারসিংহী দেবী চীৎকার শব্দে দশদিক্ ও আকাশ পূর্ণ করিয়া, কোনও অসুরকে নখের দ্বারা চিরিয়া ফেলিতে ফেলিতে এবং কোনও মহাসুরকে খাইয়া ফেলিতে ফেলিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।—অসুরাঃ (অসুরেরা) চণ্ডাট্টহাসৈঃ (বিকট অট্ট-

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাঽভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯

হাসিদ্বারা) শিবদূত্যভিদূষিতাঃ (শিবদূতীর দ্বারা অভিদূষিত, অর্থাৎ নিস্তেজ হইয়া) পৃথিব্যাং (মাটিতে) পেতুঃ (গড়াইতে লাগিল)। অথ (অনন্তর) সা (তিনি) তদা (তখন) তান্ (তাহাদিগকে) চখাদ চ (খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন) ॥৩৮॥

অনুবাদ।—অসুরগণ শিবদূতীর ভীষণ অট্টহাস্যে নিস্তেজ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলে সেই দেবী তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ।—ইতি (এইভাবে) বিবিধৈঃ অভ্যুপায়ৈঃ (নানা উপায়ে) মহাসুরান্ মর্দ্দয়ন্তং (মহাসুরদিগকে মথিত করিতেছেন এমন) ক্রুদ্ধং (ক্রুদ্ধ) মাতৃগণং (মাতৃকাগণকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) দেবারিসৈনিকাঃ (অসুরসৈন্যগণ) নেশুঃ (পলাইতে লাগিল) ॥৩৯॥

অনুবাদ।—মাতৃকাগণ * এইরূপে নানা উপায়ে মহাসুরগণকে মথিত করিতেছেন দেখিয়া, অসুরসৈন্যগণ পলাইতে লাগিল ॥৩৯॥

---

* ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি আটজন দেবশক্তিকে অষ্টমাতৃকা বলে।

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥ ৪০

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—মহাসুরঃ রক্তবীজঃ (মহাসুর রক্তবীজ) মাতৃগণার্দ্দিতান্ দৈত্যান্ (মাতৃকাগণের দ্বারা মথিত দৈত্যদিগকে) পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা (পলাইতে দেখিয়া) ক্রুদ্ধঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) যোদ্ধুম্ (যুদ্ধ করিবার জন্য) অভ্যাযযৌ (আগাইয়া আসিল)॥৪০॥

অনুবাদ।—মহাসুর রক্তবীজ, এইরূপে দৈত্যগণ মাতৃকাগণের দ্বারা মথিত হইয়া পলাইতেছে দেখিয়া যুদ্ধের জন্য আগাইয়া আসিল॥৪০॥

অন্বয়ঃ।—যদা (যখন) অস্য শরীরতঃ (ইহার শরীর হইতে) রক্তবিন্দুঃ (রক্তের ফোঁটা) ভূমৌ (মাটিতে) পততি (পড়ে), তদা (তখনই) তৎপ্রমাণঃ (তাহারই সমান) অসুরঃ (অসুর) মেদিন্যাঃ (মাটি হইতে) সমুৎপততি (উৎপন্ন হয়, জন্মে)॥৪১॥

অনুবাদ।—যখনই ইহার (রক্তবীজের) শরীর হইতে বিন্দুমাত্র রক্ত মাটিতে পড়ে, তখনই সেইরূপ এক মহাসুর মাটি হইতে উৎপন্ন হয়॥৪১॥

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥ ৪২

কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—সঃ মহাসুরঃ (সেই মহাসুর) গদাপাণিঃ (হাতে গদা লইয়া) ইন্দ্রশক্ত্যা (ইন্দ্রশক্তিরূপিণী দেবী ঐন্দ্রীর সঙ্গে) যুযুধে (যুদ্ধ করিতে লাগিল)। ততঃ (তারপর) ঐন্দ্রী (দেবী ঐন্দ্রী) স্ববজ্রেণ (নিজের বজ্রদ্বারা) রক্তবীজম্ (রক্তবীজকে) অতাড়য়ৎ (আঘাত করিলেন) ॥৪২॥

অনুবাদ।—সেই মহাসুর ইন্দ্রশক্তির সহিত গদা হাতে করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরে ঐন্দ্রী দেবী নিজ বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে আহত করিলেন ॥৪২॥

অন্বয়ঃ।—কুলিশেন (বজ্রদ্বারা) আহতস্য (আহত) তস্য (তাহার) শোণিতং (রক্ত) আশু (শীঘ্র, সঙ্গে সঙ্গে) সুস্রাব (ক্ষরিতে লাগিল, বহিতে লাগিল)। ততঃ (তাহা হইতে) তদ্রূপাঃ (তাহারই আকৃতিধারী) তৎপরাক্রমাঃ (তাহার সমান পরাক্রান্ত) যোধাঃ (যোদ্ধা সকল) সমুত্তস্থুঃ (উঠিল) ॥৪৩॥

অনুবাদ।—বজ্রের দ্বারা আহত সেই অসুরের দেহ হইতে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহা হইতে সেইরূপ

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্য বলবিক্রমাঃ ॥ ৪৪

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥ ৪৫

আকৃতিধারী (দেখিতে ঠিক রক্তবীজের মত) এবং সেইরূপ পরাক্রমশালী যোদ্ধা (অর্থাৎ অসুর) জন্মিতে লাগিল ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ।—তস্য শরীরাৎ (তাহার শরীর হইতে) যাবন্তঃ রক্তবিন্দবঃ (যতগুলি রক্তের ফোঁটা) পতিতাঃ (পড়িল) তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ (তাহার মত বলবীর্য্যশালী) তাবন্তঃ (ততগুলি) পুরুষাঃ (পুরুষ) জাতাঃ (জন্মিল) ॥৪৪॥

অনুবাদ।—তাহার শরীর হইতে যতগুলি রক্তের ফোঁটা পড়িল, তাহারই মত বল-বীর্য্য-বিক্রমশালী ততগুলি অসুর জন্মিল ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ।—তে চ রক্তসম্ভবাঃ পুরুষাঃ (রক্ত হইতে উৎপন্ন সেই সকল পুরুষ) তত্র (সেখানে) মাতৃভিঃ সমম্ (মাতৃকাগণের সঙ্গে) অত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ (অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভীষণভাবে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিতে লাগিল) ॥৪৫॥

অনুবাদ।—এবং সেই রক্তজাত পুরুষগণ সেখানে অতি ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মাতৃকাগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৪৫॥

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৪৬

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—পুনশ্চ (আবার) বজ্রপাতেন (বজ্রের আঘাতে, বাজ পড়িয়া) যদা (যখন) অস্য শিরঃ (উহার মাথা) ক্ষতং (ক্ষত হইল), তদা (তখন) রক্তং ববাহ (রক্ত বহিতে লাগিল) ততঃ (তাহা হইতে) সহস্রশঃ (হাজার হাজার) পুরুষাঃ (পুরুষ) জাতাঃ (জন্মিল)॥৪৬॥

অনুবাদ।—আবার বজ্রাঘাতে ইহার মস্তক ছিন্ন হইলে রক্ত বহিতে লাগিল (এবং) তাহা হইতে হাজার হাজার পুরুষ জন্মিল॥৪৬॥

অন্বয়ঃ।—সমরে (যুদ্ধে) বৈষ্ণবী (বিষ্ণুশক্তিরূপিণী বৈষ্ণবী) এনম্ (ইহাকে) চক্রেণ (চক্রের দ্বারা) অভিজঘান (আঘাত করিলেন)। ঐন্দ্রী (ইন্দ্রশক্তিরূপিণী দেবী ঐন্দ্রী) গদয়া (গদাদ্বারা) তম্ অসুরেশ্বরং (সেই শ্রেষ্ঠ অসুরকে) তাড়য়ামাস (আঘাত করিলেন)॥৪৭॥

অনুবাদ।—যুদ্ধস্থলে বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা ইহাকে আঘাত করিলেন। দেবী ঐন্দ্রী সেই শ্রেষ্ঠ অসুরকে গদাদ্বারা আঘাত করিলেন॥৪৭॥

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৪৮

শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য (বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা বিদারিত সেই অসুরের) রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ (রক্তধারা হইতে উৎপন্ন) সহস্রশঃ (হাজার হাজার) তৎপ্রমাণৈঃ মহাসুরৈঃ (তাহার অর্থাৎ রক্তবীজের সমান মহাসুরদের দ্বারা) জগৎ ব্যাপ্তম্ (সারা জগৎ ছাইয়া গেল) ॥৪৮॥

অনুবাদ।—বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা ক্ষতদেহ সেই অসুরের রক্তধারা হইতে উৎপন্ন হাজার হাজার ঠিক সেইরকম মহাসুরের দ্বারা জগৎ ছাইয়া গেল ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ।—কৌমারী শক্ত্যা (কৌমারী শক্তি অস্ত্রের দ্বারা) তথা (এবং) বারাহী অসিনা (বারাহী তরবারিদ্বারা), মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন (মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা) মহাসুরং রক্তবীজং (মহাসুর রক্তবীজকে) জঘান (আঘাত করিতে লাগিলেন) ॥৪৯॥

অনুবাদ।—কৌমারী শক্তিদ্বারা, বারাহী তরবারিদ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা মহাসুর রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৫০

তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥ ৫১

তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীত্ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—সঃ মহাসুরঃ দৈত্যঃ রক্তবীজঃ (সেই মহাসুর রক্তবীজ) কোপসমাবিষ্টঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) গদয়া (গদাদ্বারা) সর্ব্বাঃ মাতৃঃ (সকল মাতৃশক্তিকে) পৃথক্ এব (আলাদা আলাদা ভাবে) অহনৎ (আঘাত করিল) ॥৫০॥

অনুবাদ।—সেই মহাসুর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া আলাদা আলাদা ভাবে (কৌমারী প্রভৃতি সকল) মাতৃগণকে আঘাত করিল ॥৫০॥

অন্বয়ঃ।—শক্তিশূলাদিভিঃ (শক্তি, শূল ইত্যাদি দ্বারা) বহুধা (বহুরকমে) আহতস্য তস্য (আহত তাহার) যঃ রক্তৌঘঃ (রক্তরাশি) ভুবি (মাটিতে) পপাত (পড়িল), তেন (তাহাতে) শতশঃ অসুরাঃ আসন্ (শত শত অসুর হইল)। অসুরাসৃক্সম্ভূতৈঃ তৈঃ অসুরৈঃ (অসুরের রক্ত হইতে জাত সেই সকল অসুরের দ্বারা; অসৃক্=রক্ত) সকলং জগৎ (সারা

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসত্বরা ।*
উবাচ কালীং চামুণ্ডে ! বিস্তরং বদনং কুরু ॥ ৫৩

জগৎ) ব্যাপ্তম্ আসীৎ (ছাইয়া গেল)। ততঃ (তাহাতে) দেবাঃ (দেবতারা) উত্তমং ভয়ম্ আজগ্মুঃ (ভীষণ ভয় পাইয়া গেলেন)॥৫১-৫২॥

অনুবাদ।—শক্তি, শূল প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা আহত সেই রক্তবীজের যে রক্তরাশি মাটিতে পড়িল, তাহা হইতে শত শত অসুর উৎপন্ন হইল। রক্ত হইতে উৎপন্ন সেই সকল অসুরের দ্বারা ত্রিভুবন ছাইয়া গেল। তাহাতে দেবগণ ভীষণ ভয় পাইলেন ॥৫১-৫২॥

অন্বয়ঃ।—চণ্ডিকা (দেবী চণ্ডিকা) বিষণ্ণান্ (বিমর্ষ, দুঃখিত) তান্ সুরান্ (সেই দেবগণকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রাহসত্বরা (যুদ্ধের জন্য ত্বরান্বিত হইয়া; প্রাহ=যুদ্ধ) কালীম্ উবাচ (কালীকে বলিলেন), হে চামুণ্ডে ! বদনং (মুখ) বিস্তরং কুরু (বিস্তৃত কর, মেলিয়া ধর) ॥৫৩॥

অনুবাদ।—চণ্ডিকা দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া যুদ্ধের জন্য

---

* প্রাহসত্বরা—নানা রকম অর্থ করা হয়; যথা—(১) প্রাহ (অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সত্বরা ত্বরান্বিতা); (২) প্রাহ সত্বরা—সত্বরা ত্বরান্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ; প্রাহ (বলিলেন)—'মা ভৈঃ (ভয় নাই) উহ্য; অথবা (৩) প্রাহসৎ (হাসিয়া উঠিলেন) ত্বরা (তৎক্ষণাৎ); এই অর্থে বানান হইবে 'প্রাহসত্ত্বরা'।

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥ ৫৪

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥ ৫৫

ব্যস্ত হইয়া কালীকে বলিলেন, "হে চামুণ্ডে! তুমি মুখ মেলিয়া ধর" ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ।—ত্বং (তুমি) বেগিতা (তাড়াতাড়ি করিয়া) মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ (আমার অস্ত্রের আঘাতে ক্ষরিত) রক্তবিন্দূন্ (রক্তের ফোঁটাগুলি) রক্তবিন্দোঃ (রক্তের ফোঁটা হইতে উৎপন্ন) মহাসুরাংশ্চ (দুর্দ্দান্ত অসুরগুলিকেও) অনেন বক্ত্রেণ (এই মুখের দ্বারা) প্রতীচ্ছ (খাইয়া ফেল) ॥৫৪॥

অনুবাদ।—আমার অস্ত্রের আঘাতে যে রক্তের ফোঁটাগুলি ঝরিয়া পড়িবে এবং সেই রক্তের ফোঁটাগুলি হইতে যে দুর্দ্দান্ত অসুর সকল জন্মিবে, তাহাদিগকে তুমি তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেল ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ।—তদুৎপন্নান্ (সেই রক্তের ফোঁটা হইতে উৎপন্ন) মহাসুরান্ (দুর্দ্দান্ত অসুরগুলিকে) ভক্ষয়ন্তী (খাইতে খাইতে) রণে চর (যুদ্ধক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াও) এবম্ (এই ভাবে) এষঃ দৈত্যঃ (এই অসুর) ক্ষীণরক্তঃ (রক্তশূন্য হইয়া) ক্ষয়ং গমিষ্যতি (মরিবে, ক্ষয় পাইবে) ॥৫৫॥

ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে ॥ ৫৬

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্॥ ৫৭

অনুবাদ।—তুমি সেই রক্তের ফোঁটা হইতে উৎপন্ন দুর্দ্দান্ত অসুরগুলিকে খাইতে খাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াও, এইরূপে এই দৈত্য রক্তশূন্য হইয়া ক্ষয় পাইবে (অর্থাৎ মরিবে) ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ।—ত্বয়া ভক্ষ্যমাণাঃ (তোমার দ্বারা ভক্ষিত হইতে থাকিলে, তুমি খাইয়া ফেলিতে থাকিলে) অপরে (অন্যান্য) উগ্রাঃ (প্রবল অসুর) ন উৎপৎস্যন্তি (আর জন্মিবে না) ॥৫৬॥

অনুবাদ।—তুমি এইরূপে খাইয়া ফেলিতে থাকিলে অন্য প্রবল অসুরগণ আর জন্মিতে পারিবে না ॥৫৬॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) দেবী (দেবী) তাম্ (তাঁহাকে, কালীকে) ইত্যুক্ত্বা (এই বলিয়া) তং (তাহাকে) শূলেন (শূলদ্বারা) অভিজঘান (আঘাত করিলেন)। কালী মুখেন (মুখের দ্বারা) রক্তবীজস্য শোণিতং (রক্তবীজের রক্ত) জগৃহে (গ্রহণ করিলেন) ॥৫৭॥

অনুবাদ।—ইহার পর দেবী চণ্ডিকা কালীকে এই কথা বলিয়া তাহাকে (রক্তবীজকে) শূলদ্বারা আঘাত করিলেন। কালী মুখদ্বারা রক্তবীজের রক্ত গ্রহণ করিলেন ॥৫৭॥

ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি ॥ ৫৮

তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) অসৌ (সেই অসুর) অথ (তখন) তত্র (সেখানে) গদয়া (গদাদ্বারা) চণ্ডিকাম্ (চণ্ডিকাকে) আজঘান (আঘাত করিল)। গদাপাতঃ (গদার আঘাত) অস্যাঃ (ইঁহার, দেবীর) অল্পিকাম্ অপি (সামান্য মাত্রও) বেদনাং (ব্যথা) ন চক্রে (জন্মাইল না) ॥৫৮॥

অনুবাদ।—অনন্তর সেই অসুর গদাদ্বারা চণ্ডিকাকে আঘাত করিল। গদার আঘাতে দেবীর সামান্য মাত্র ব্যথাও হইল না ॥৫৮॥

অন্বয়ঃ।—আহতস্য তস্য (আঘাতপ্রাপ্ত তাহার) দেহাৎ (শরীর হইতে) বহু শোণিতং (প্রচুর রক্ত) সুস্রাব (ঝরিল)। যতঃ ততঃ (যেখানে-সেখানে, সর্ব্বত্র) চামুণ্ডা তদ্বক্ত্রেণ (তাঁহার মুখের দ্বারা) সম্প্রতীচ্ছতি (পান করিলেন) ॥৫৯॥

অনুবাদ।—আহত সেই রক্তবীজের শরীর হইতে বহু রক্ত ঝরিয়া পড়িল। সব স্থানেই চামুণ্ডা তাঁহার মুখের দ্বারা [সেই রক্ত] পান করিয়া ফেলিলেন ॥৫৯॥

মুখে সমুদ্গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্॥ ৬০

দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজন্তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—অথ (তখন) চামুণ্ডা তস্য শোণিতং (তাহার রক্ত) পপৌ (পান করিলেন) অস্যাঃ মুখে (তাঁহার মুখে) রক্তপাতাৎ (রক্ত পড়িয়া) যে মহাসুরাঃ সমুদ্গতাঃ (যে সকল মহাসুর জন্মিল) তাংশ্চ (তাহাদিগকেও) চখাদ (খাইয়া ফেলিলেন)॥৬০॥

অনুবাদ।—তখন চামুণ্ডা তাহার রক্ত পান করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে রক্ত পড়িয়া যে সকল মহাসুর জন্মিল, তাহাদিগকেও খাইয়া ফেলিলেন॥৬০॥

অন্বয়ঃ।—দেবী (দেবী চণ্ডিকা) শূলেন (শূলের দ্বারা) বজ্রেণ (বজ্রের দ্বারা) বাণৈঃ (বাণের দ্বারা) অসিভিঃ (তরবারিদ্বারা) ঋষ্টিভিঃ (ঋষ্টি-নামক অস্ত্রদ্বারা) চামুণ্ডা-পীতশোণিতং (চামুণ্ডা যাহার রক্ত পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন এমন) তং রক্তবীজং (সেই রক্তবীজকে) জঘান (আঘাত করিলেন)॥৬১॥

অনুবাদ।—চামুণ্ডা এইরূপে তাহার রক্ত পান করিয়া

স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসংঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল! রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৬২

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ!।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥ ৬৩

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
॥ * ॥ দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজবধঃ ॥ * ॥

ফেলিলেন। দেবী (চণ্ডিকা) শূল, বজ্র, বাণ, তরবারি ও ঋষ্টি-দ্বারা সেই রক্তবীজকে আঘাত করিলেন ॥৬১॥

অন্বয়ঃ।—হে মহীপাল (হে মহারাজ সুরথ)! সঃ মহাসুরঃ রক্তবীজঃ (সেই মহাসুর রক্তবীজ) নীরক্তঃ (রক্তশূন্য হইয়া) শস্ত্রসংঘসমাহতশ্চ (নানা অস্ত্রে আহত হইয়া) মহীপৃষ্ঠে (মাটির উপর) পপাত (লুটাইয়া পড়িল) ॥৬২॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! মহাসুর রক্তবীজ রক্তশূন্য এবং ঐ অস্ত্রসকল দ্বারা আহত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ॥৬২॥

অন্বয়ঃ।—হে নৃপ (হে মহারাজ)! ততঃ (তখন) তে ত্রিদশাঃ (দেবতারা) অতুলং হর্ষম্ (যার-পর-নাই আনন্দ) অবাপুঃ (লাভ করিলেন)। তেষাং জাতঃ (তাঁহাদের শরীর

হইতে যাঁহারা জন্মিয়াছেন) মাতৃগণঃ (মাতৃকাগণ) অসৃঙ্-মদোদ্ধতঃ (রক্তপানে মাতিয়া ; অসৃক্=রক্ত) ননর্ত্ত (নাচিতে লাগিলেন) ॥৬৩॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! অনন্তর দেবগণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন, এবং তাঁহাদের (তেজ বা শরীর) হইতে উৎপন্ন মাতৃকাগণ রক্তপানে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

নবম অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

রাজোবাচ ॥ ১

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্! ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥ ২

ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—রাজা উবাচ (রাজা সুরথ বলিলেন)—হে ভগবন্ (হে প্রভো)! ইদং বিচিত্রম্ (এই অদ্ভুত) রক্তবীজ-বধাশ্রিতং (রক্তবীজবধ-বিষয়ক) দেব্যাঃ (দেবীর) চরিতমাহাত্ম্যং (লীলামাহাত্ম্য) ভবতা মম আখ্যাতম্ (আপনি আমার নিকট বলিলেন) ॥১-২॥

অনুবাদ।—রাজা বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি রক্ত-বীজবধ-বিষয়ক দেবীর অদ্ভুত লীলামাহাত্ম্য আমার নিকট বলিলেন ॥১-২॥

অন্বয়ঃ।—রক্তবীজে নিপাতিতে (রক্তবীজকে বধ করা হইলে) অতিকোপনঃ শুম্ভঃ নিশুম্ভঃ চ (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শুম্ভ ও নিশুম্ভ) যৎ

ঋষিরুবাচ ॥ ৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥ ৫

হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥ ৬

কর্ম (যে কাজ) চকার (করিল) ভূয়ঃ (আবার) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি (শুনিতে ইচ্ছা করি) ॥৩॥

অনুবাদ।—রক্তবীজকে বধ করা হইলে অতি ক্রুদ্ধ শুম্ভ ও নিশুম্ভ যাহা করিয়াছিল, আবার তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মেধা ঋষি বলিলেন)—আহবে (যুদ্ধে) রক্তবীজে নিপাতিতে (রক্তবীজকে বধ করা হইলে) অন্যেষু হতেষু (এবং অন্যেরাও নিহত হইলে) শুম্ভাসুরঃ নিশুম্ভশ্চ (শুম্ভাসুর এবং নিশুম্ভ) অতুলং (যাহার তুলনা নাই, অর্থাৎ খুব বেশী) কোপং চকার (ক্রোধ করিল) ॥৪-৫॥

অনুবাদ।—যুদ্ধস্থলে রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরগণকে বধ করা হইলে, শুম্ভাসুর ও নিশুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥৪-৫॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তর, তারপর) নিশুম্ভঃ (নিশুম্ভ)

তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥ ৭

মহাসৈন্যং (বিরাট সৈন্যদল) হন্যমানং (বিনষ্ট হইতেছে) বিলোক্য (দেখিয়া) অমর্ষম্ উদ্বহন্ (অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ বহন করিয়া অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) মুখ্যয়া অসুরসেনয়া (প্রধান অসুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে) অভ্যধাবৎ (ছুটিয়া গেল) ॥৬॥

অনুবাদ।—অনন্তর নিশুম্ভাসুর (দেবী কর্ত্তৃক) সৈন্যগণ নিহত হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে প্রধান অসুরসেনাদল সঙ্গে লইয়া ধাইয়া চলিল ॥৬॥

অন্বয়ঃ।—মহাসুরাঃ (মহাসুরগণ) তস্য (তাহার, অর্থাৎ নিশুম্ভের) অগ্রতঃ (সামনে) পৃষ্ঠে (পিছনে) তথা (এবং) পার্শ্বয়োশ্চ (দুই পাশে) সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ (ওষ্ঠপুট দংশন করিতে করিতে, ঠোঁট কামড়াইয়া) ক্রুদ্ধাঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) দেবীং (দেবীকে) হন্তুম্ (আঘাত করিতে) উপাযযুঃ (গেল) ॥৭॥

অনুবাদ।—তাহার (নিশুম্ভের) সামনে, পিছনে এবং দুই দিকে অবস্থিত মহাসুরগণ ক্রোধে ওষ্ঠপুট দংশন করিতে করিতে (অর্থাৎ রাগে ঠোঁট কামড়াইয়া) দেবীকে আঘাত করিতে গেল ॥৭॥

রক্তবীজ-বধ

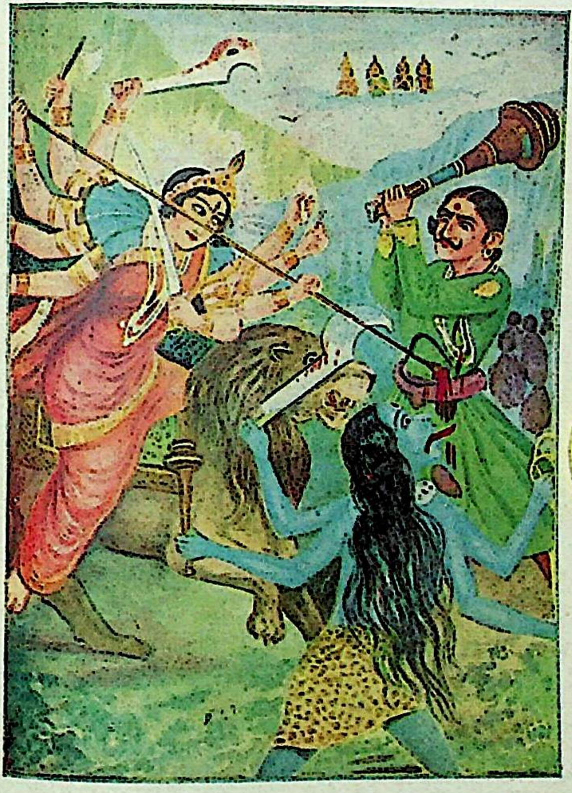

দেবী চণ্ডীকা…রক্তবীজকে শূলদ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৫৭ ॥

[পৃষ্ঠা—৩১৩

আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥ ৮

ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—মহাবীর্য্যঃ (মহাপরাক্রমশালী, অত্যন্ত ...ক্তিশালী) শুম্ভঃ অপি (শুম্ভও) মাতৃভিঃ (মাতৃকাগণের ...হে) যুদ্ধং কৃত্বা (যুদ্ধ করিয়া) কোপাৎ (ক্রোধে, রাগে) ...ণ্ডিকাং (চণ্ডিকাকে) নিহন্তুং (বধ করিতে) স্ববলৈঃ (নিজের সৈন্যদলে) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) আজগাম (...আসিল) ॥৮॥

অনুবাদ।—মহাবীর শুম্ভও মাতৃকাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ...ণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য ক্রোধে নিজ সৈন্যদলে বেষ্টিত হইয়া ...াগমন করিল ॥৮॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) মেঘয়োঃ ইব (দুইটি মেঘের ...ত) অতীব উগ্রং (অতি প্রচণ্ড) শরবর্ষং বর্ষতোঃ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ (বাণবর্ষণকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভের) দেব্যা (দেবীর সঙ্গে) অতীব যুদ্ধম্ আসীৎ (ঘোরতর যুদ্ধ ...ইল) ॥৯॥

অনুবাদ।—তারপর শুম্ভ ও নিশুম্ভ মেঘের জল বর্ষণের

চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥ ১০

নিশুম্ভো নিশিতং খড়গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥ ১১

মত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং এইভাবে দেবীর সহিত তাহাদের ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥৯॥

অন্বয়ঃ।—চণ্ডিকা (দেবী চণ্ডিকা) তাভ্যাং (তাহাদের দুইজনের দ্বারা) অস্তান্ (নিক্ষিপ্ত) তান্ শরান্ (সেই বাণগুলি) শরোৎকরৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) আশু (সঙ্গে সঙ্গে) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন)। শস্ত্রৌঘৈঃ (শস্ত্রসমূহদ্বারা) অসুরেশ্বরৌ (দুই দৈত্যরাজকে) অঙ্গেষু (সারা দেহে) তাড়য়ামাস চ (আঘাত করিলেন) ॥১০॥

অনুবাদ।—চণ্ডিকা শীঘ্র নিজের বাণগুলি দ্বারা সেই অসুরদের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি কাটিয়া ফেলিলেন এবং শস্ত্রসমূহ দ্বারা দুই অসুররাজের সারা গায়ে আঘাত করিলেন ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—নিশুম্ভঃ (নিশুম্ভ) নিশিতং খড়গং (ধারাল খড়্গ) সুপ্রভং চর্ম্ম চ (এবং উজ্জ্বল অর্থাৎ চকচকে ঢাল) আদায় (লইয়া) দেব্যাঃ (দেবীর) উত্তমং বাহনং সিংহং (শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহকে) মূর্দ্ধ্নি (মাথায়) অতাড়য়ৎ (আঘাত করিল) ॥১১॥

তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্॥ ১২

ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্॥ ১৩

অনুবাদ।—নিশুম্ভ ধারাল খড়্গ এবং চকচকে ঢাল লইয়া দেবীর উত্তম বাহন সিংহের মাথায় আঘাত করিল ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—দেবী বাহনে তাড়িতে (বাহনটিকে আঘাত করিলে) ক্ষুরপ্রেণ (ক্ষুরপ্র-নামক অস্ত্রের দ্বারা) নিশুম্ভস্য (নিশুম্ভের) উত্তমম্ অসিম্ (উৎকৃষ্ট তলোয়ারটি) অষ্টচন্দ্রকং চর্ম্ম চ (এবং আটটি চন্দ্রযুক্ত অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় মণিযুক্ত ঢালটিও) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন) ॥১২॥

অনুবাদ।—বাহনটিকে (অর্থাৎ সিংহকে) আঘাত করা হইলে, দেবী ক্ষুরপ্র-নামক অস্ত্রের দ্বারা নিশুম্ভের উৎকৃষ্ট তলোয়ারটি এবং অষ্টচন্দ্রযুক্ত ঢালটি কাটিয়া ফেলিলেন ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—চর্ম্মণি খড়্গে চ ছিন্নে (ঢাল ও তলোয়ার কাটা হইলে) সঃ অসুরঃ (সেই অসুর) শক্তিং (শক্তি অস্ত্র) চিক্ষেপ (ছুড়িয়া মারিল)। [দেবী] অস্য (উহার) অভিমুখাগতাং (যাহা নিজের দিকে আসিতেছে এমন) তাং (সেই শক্তিটিকে) চক্রেণ (চক্রের দ্বারা) দ্বিধা চক্রে (দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেন) ॥১৩॥

কোপধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়াতং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১৪

আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥ ১৫

অনুবাদ।—ঢাল ও তলোয়ার কাটা গেলে সেই অসুর শক্তি অস্ত্র ছুড়িয়া মারিল। দেবী উহার সেই শক্তিটি যখন ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন চক্রদ্বারা সেটিকে দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেন ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—অথ (তারপর) নিশুম্ভঃ দানবঃ (অসুররাজ নিশুম্ভ) কোপাধ্মাতঃ (ক্রোধে স্ফীত হইয়া, রাগে ফুলিয়া) শূলং জগ্রাহ (শূল লইল)। দেবী আয়াতং তৎ (সেই শূলটি আসিবার সময় সেটিকে) মুষ্টিপাতেন (মুষ্টির আঘাতে) অচূর্ণয়ৎ (চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন) ॥১৪॥

অনুবাদ।—তারপর দানব নিশুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল লইল। দেবী সেই শূলটি উড়িয়া আসিবার সময় সেটিকে মুষ্টির আঘাতে চূর্ণ করিলেন ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—অথ (তারপর) সঃ অপি (সেও) চণ্ডিকাং প্রতি (চণ্ডিকার দিকে) গদাম্ আবিধ্য (গদা ঘুরাইয়া) চিক্ষেপ (ছুড়িয়া মারিল)। সা অপি (সেটিও) দেব্যা (দেবী

ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥ ১৬

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥ ১৭

কর্তৃক) ত্রিশূলেন (ত্রিশূলদ্বারা) ভিন্না (ছিন্ন হইয়া, দুই টুকরা হইয়া) ভস্মত্বম্ আগতা (ভস্ম হইয়া গেল) ॥১৫॥

অনুবাদ।—পরে সেই অসুর গদা ঘুরাইয়া দেবীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সেই গদাও দেবীর ত্রিশূল দ্বারা দুই খণ্ড হইয়া ভস্ম হইয়া গেল ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) দেবী পরশুহস্তম্ (কুঠার হাতে) আয়ান্তম্ (আসিতেছে এমন) তং দৈত্যপুঙ্গবং (সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে) বাণৌঘৈঃ (বাণসমূহদ্বারা) ভূতলে (মাটিতে) অপাতয়ত (ফেলিয়া দিলেন) ॥১৬॥

অনুবাদ।—তারপর কুঠার হাতে সেই দৈত্যরাজকে আসিতে দেখিয়া, দেবী বাণসমূহদ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ ভীমবিক্রমে নিশুম্ভে ভ্রাতরি নিপতিতে (সেই প্রচণ্ড বিক্রমশালী ভাই নিশুম্ভ পড়িয়া গেলে) [শুম্ভঃ] সংক্রুদ্ধঃ (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, খুব রাগিয়া) অম্বিকাম্ (অম্বিকাকে) হন্তুং (বধ করিতে) প্রযযৌ (গেল) ॥১৭॥

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ॥ ১৮

তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্॥ ১৯

অনুবাদ।—সেই প্রচণ্ডশক্তিশালী ভাই নিশুম্ভ পড়িয়া গেলে [শুম্ভাসুর] রাগে দেবীকে বধ করিতে ছুটিয়া গেল॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (সে) রথস্থঃ (রথে থাকিয়া) অত্যুচ্চৈঃ (অত্যন্ত উঁচু অর্থাৎ দীর্ঘ) তথা (এবং) গৃহীতপরমায়ুধৈঃ (ভাল ভাল আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্রযুক্ত) অতুলৈঃ (তুলনাবিহীন, যাহার তুলনা নাই) অষ্টাভিঃ ভুজৈঃ (আটটি বাহুদ্বারা) অশেষং নভঃ ব্যাপ্য (সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া) বভৌ (শোভা পাইতে লাগিল)॥১৮॥

অনুবাদ।—রথের উপরে সেই শুম্ভাসুর ভাল ভাল অস্ত্রধারণকারী, অত্যন্ত উঁচু এবং অতুলনীয় আটটি বাহুধারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়া শোভা পাইতে লাগিল॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—দেবী তম্ (তাহাকে) আয়ান্তম্ (আসিতে) সমালোক্য (দেখিয়া) শঙ্খম্ অবাদয়ৎ (শাঁখ বাজাইলেন)। অতীব দুঃসহম্ (অত্যন্ত অসহনীয়) ধনুষঃ (ধনুকের) জ্যাশব্দম্ চ অপি (ছিলার শব্দও) চকার (করিলেন)॥১৯॥

অনুবাদ।—দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়া শাঁখ

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥ ২০

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাস্তথোপদিশো দশ ॥ ২১

বাজাইলেন এবং অত্যন্ত অসহনীয় ধনুকের ছিলার শব্দও (অর্থাৎ টঙ্কার শব্দও) করিলেন ॥১৯॥

অন্বয়ঃ। সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং (সকল অসুরসৈন্যের) তেজোবধবিধায়িনা (তেজনাশক) নিজঘণ্টাস্বনেন (নিজের ঘণ্টার শব্দে) ককুভঃ (দিক্‌গুলি) পূরয়ামাস (ভর্ত্তি করিলেন)॥২০॥

অনুবাদ।—এবং সমস্ত অসুরসৈন্যের তেজনাশক নিজের ঘণ্টার শব্দে দশদিক্ পূর্ণ করিলেন ॥২০॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) সিংহঃ (সিংহ) ত্যাজিতেভমহামদৈঃ (যাহা ইভ অর্থাৎ হাতীর মহামদ অর্থাৎ গর্ব্ব বা মদস্রাব ত্যাগ করায় এমন, হস্তীর গর্ব্বনাশক) মহানাদৈঃ (ভীষণ গর্জ্জনে) গগনং (আকাশ) গাং (পৃথিবী) তথা (এবং) দশ (দশটি) উপদিশঃ (দিক্-বিদিক্ সকল) পূরয়ামাস (পূর্ণ করিল)॥২১॥

অনুবাদ।—অনন্তর সিংহ ভীষণ গর্জ্জনে আকাশ, পৃথিবী এবং দিক্-বিদিক্ পূর্ণ করিল; সেই গর্জ্জনে হস্তীর গর্ব্ব বিলুপ্ত হয় (অথবা মদস্রাব বন্ধ হয়)॥২১॥

ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥ ২২

অট্টট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) কালী সমুৎপত্য (লাফ দিয়া) গগনম্ (আকাশ) ক্ষাং (পৃথিবীকে) করাভ্যাং (দুই হাতে) অতাড়য়ৎ (আলোড়িত করিলেন)। তন্নিনাদেন (সেই শব্দে) তে প্রাক্স্বনাঃ (সেই আগেকার শব্দ) তিরোহিতাঃ (লোপ পাইল) ॥২২॥

অনুবাদ।—অনন্তর কালী লাফ দিয়া উঠিয়া দুই হাতে আকাশ ও পৃথিবীকে তাড়িত করিলেন। সেই শব্দে আগেকার শব্দ দূর হইল (চাপা পড়িল) ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—শিবদূতী অশিবম্ (অমঙ্গলজনক, ভয়ানক) অট্টট্টহাসং চকার (অট্টহাস্য করিলেন)। তৈঃ শব্দৈঃ (সেই সকল শব্দে) অসুরাঃ (অসুর সকল) ত্রেসুঃ (আতঙ্কিত হইল) শুম্ভশ্চ (এবং শুম্ভ) পরং কোপং যযৌ (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল) ॥২৩॥

অনুবাদ।—শিবদূতী ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিলেন; সেই শব্দে অসুরগণ আতঙ্কগ্রস্ত এবং শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ॥২৩॥

দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪

শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—যদা (যখন) অম্বিকা [হে] দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি (থাম থাম এই কথা) ব্যাজহার (বলিলেন), তদা (তখন) আকাশসংস্থিতৈঃ (আকাশে অবস্থিত) দেবৈঃ (দেবগণের দ্বারা) জয় ইতি (জয় লাভ করুন এই কথা) অভিহিতম্ (বলা হইল) ॥২৪॥

অনুবাদ।—অম্বিকা যখন "রে দুরাত্মা, থাম থাম" এই কথা বলিলেন, তখন দেবগণ আকাশে থাকিয়া জয়ধ্বনি করিলেন ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—শুম্ভেন (শুম্ভের দ্বারা, শুম্ভ) আগত্য (আসিয়া) জ্বালাতিভীষণা যা শক্তিঃ (অতি ভীষণ তেজযুক্ত যে শক্তি অস্ত্র) মুক্তা (ছুড়িল), বহ্নিকূটাভা সা (আগুনের স্তূপের মত সেই শক্তি) আয়ান্তী (উড়িয়া আসিবার সময়) মহোল্কয়া (ভীষণ উল্কাদ্বারা) নিরস্তা (নিবারিত হইল) ॥২৫॥

অনুবাদ।—শুম্ভ অতি ভীষণ এবং তেজবিশিষ্ট যে শক্তি ছুড়িয়া মারিল, আগুনের স্তূপের মত সেই শক্তি উড়িয়া আসিবার সময় একটি বিরাট উল্কাদ্বারা নিবারিত হইল ॥২৫॥

সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ! ॥ ২৬

শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—শুম্ভস্য সিংহনাদেন (শুম্ভের সিংহনাদে) লোকত্রয়ান্তরং (তিন লোকের মাঝের স্থান) ব্যাপ্তং (ছাইয়া গেল)। হে অবনীপতে (হে মহারাজ সুরথ)! ঘোরঃ নির্ঘাতনিঃস্বনঃ (ভীষণ এক নির্ঘাতশব্দ, অলৌকিক কড় কড় শব্দ) [শুম্ভস্য সিংহনাদং] জিতবান্ (অভিভূত করিয়া ফেলিল, চাপা দিল) ॥২৬॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিভুবন ছাইয়া গেল। [সেই সময়] ভীষণ নির্ঘাতধ্বনি (অর্থাৎ অলৌকিক কড় কড় শব্দ) শুম্ভের সিংহনাদকেও ডুবাইয়া দিল ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।—দেবী (অম্বিকা) শুম্ভমুক্তান্ শরান্ (শুম্ভ যে তীরগুলি ছাড়িল সেগুলি) অথ (এবং) শুম্ভঃ (শুম্ভ) তৎপ্রহিতান্ (দেবীর নিক্ষিপ্ত) শতশঃ সহস্রশঃ শরান্ (শত সহস্র বাণ) উগ্রৈঃ স্বশরৈঃ (অত্যন্ত ধারাল নিজ নিজ বাণদ্বারা) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিল) ॥২৭॥

অনুবাদ।—শুম্ভ যে অসংখ্য বাণ ছাড়িল সেগুলি দেবী

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥ ২৮

ততো নিশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥ ২৯

নিজের অতি ধারাল বাণগুলির দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। শুম্ভও সেইভাবে দেবীর শত সহস্র বাণ কাটিয়া ফেলিল ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) সা চণ্ডিকা (চণ্ডিকা দেবী) ক্রুদ্ধা (ক্রুদ্ধ হইয়া) তং (তাহাকে) শূলেন (শূলদ্বারা) অভিজঘান (আঘাত করিলেন)। সঃ (সে) তদা (তখন) অভিহতঃ (আঘাত পাইয়া) মুর্চ্ছিতঃ (মুর্চ্ছিত হইয়া) ভূমৌ (মাটিতে) নিপপাত হ (লুটাইয়া পড়িল) ॥২৮॥

অনুবাদ।—পরে চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া শূলদ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। তখন শুম্ভ শূলের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর, তখন) নিশুম্ভঃ (নিশুম্ভ) চেতনাং সংপ্রাপ্য (চেতনা লাভ করিয়া, মুর্চ্ছা ভাঙ্গিলে) আত্তকার্ম্মুকঃ (ধনুক হাতে ; আত্ত=গৃহীত, কার্ম্মুক=ধনুক) শরৈঃ (বাণদ্বারা) দেবীং কালীং (দেবীকে অর্থাৎ কৌশিকীকে ও কালীকে) তথা (এবং) কেশরিণম্ (সিংহকে) আজঘান (আঘাত করিল) ॥২৯॥

পুনশ্চ কৃত্বা বাহুনাময়ুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্॥ ৩০

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্॥ ৩১

অনুবাদ।—তখন নিশুম্ভের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সে ধনুক লইয়া দেবীকে, কালীকে ও সিংহকে শর দ্বারা আঘাত করিল॥২৯॥

অন্বয়ঃ।—দনুজেশ্বরঃ (দানবরাজ) দিতিজঃ (দিতিপুত্র) বাহূনাম্ অযুতং কৃত্বা (অযুত অর্থাৎ দশ হাজার হাত মেলিয়া) পুনঃ (আবার) চক্রায়ুধেন (চক্রনামক অস্ত্রদ্বারা) চণ্ডিকাং (চণ্ডিকাকে) ছাদয়ামাস (আচ্ছন্ন করিল) ॥৩০॥

অনুবাদ।—আবার সেই অসুরপতি দিতিনন্দন [মায়া-বলে] দশ হাজার হস্ত মেলিয়া চক্রদ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিল॥৩০॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) দুর্গার্ত্তিনাশিনী (দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কটে যে আর্ত্তি অর্থাৎ দুঃখ তাহা যিনি দূর করেন) ভগবতী দুর্গা (ঐশ্বর্য্যময়ী দুর্গা দেবী) ক্রুদ্ধা (ক্রুদ্ধ হইয়া) স্বশরৈঃ (নিজের বাণগুলি দ্বারা) তানি চক্রাণি (সেই চক্রগুলি) তান্ সায়কান্ চ (সেই বাণগুলিও) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন) ॥৩১॥

অনুবাদ।—তখন, যিনি বিপদজনিত দুঃখ দূর করেন,

ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ॥ ৩২

তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে॥ ৩৩

সেই ঐশ্বর্য্যময়ী দেবী দুর্গা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণদ্বারা সেই বাণগুলি এবং চক্রসকল কাটিয়া ফেলিলেন॥৩১॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) নিশুম্ভঃ (নিশুম্ভ) গদাম্ আদায় (গদা লইয়া) দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ (অসুরসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া) চণ্ডিকাং (চণ্ডিকাকে) হন্তুং (বধ করিতে) বেগেন (বেগে) অভ্যধাবত (ছুটিয়া গেল)॥৩২॥

অনুবাদ।—তখন নিশুম্ভ চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য গদা লইয়া অসুরসৈন্য-বেষ্টিত হইয়া বেগে ছুটিয়া গেল॥৩২॥

অন্বয়ঃ।—চণ্ডিকা আপততঃ এব তস্য (সে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে সেই অবস্থায় তাহার) গদাং (গদা) শিতধারেণ (অতি ধারাল) খড়্গেন (খড়্গদ্বারা) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন) সঃ চ (এবং সে) শূলং সমাদদে (শূল লইল)॥৩৩॥

অনুবাদ।—(তখন) চণ্ডিকা আগতপ্রায় তাহার গদাকে অতি ধারাল খড়্গ দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। নিশুম্ভ (তখন) শূল লইল॥৩৩॥

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥ ৩৪

ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—চণ্ডিকা শূলহস্তং সমায়ান্তম্ (শূল হাতে করিয়া আসিতেছে এই অবস্থায়) অমরার্দ্দনং (দেবতাদের পীড়নকারী) নিশুম্ভং (নিশুম্ভকে) বেগাবিদ্ধেন (বেগে যাহা ঘুরান হইয়াছে এমন) শূলেন (শূলদ্বারা) হৃদি (বুকে) বিব্যাধ (বিদ্ধ করিলেন) ॥৩৪॥

অনুবাদ।—দেবতাদের পীড়নকারী নিশুম্ভ শূল হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিবার সময় চণ্ডিকা একটি শূল বেগে ঘুরাইয়া তাহার বুকে বিঁধাইয়া দিলেন ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।—শূলেন ভিন্নস্য (শূলদ্বারা বিদ্ধ) তস্য হৃদয়াৎ (তাহার বুক হইতে) অপরঃ (আর একটি) মহাবলঃ মহাবীর্য্যঃ পুরুষঃ (অত্যন্ত শক্তিশালী ও তেজস্বী পুরুষ) তিষ্ঠ ইতি বদন্ ('দাঁড়াও' এই কথা বলিতে বলিতে) নিঃসৃতঃ (বাহির হইল) ॥৩৫॥

অনুবাদ।—শূলদ্বারা বিদ্ধ নিশুম্ভের বুক হইতে আর একটি মহাবল অতি তেজস্বী পুরুষ 'থাম' এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইল ॥৩৫॥

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবত্ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥ ৩৬

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥৩৭

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) দেবী স্বনবৎ প্রহস্য (সশব্দে হাসিয়া, অট্টহাসি হাসিয়া) নিষ্ক্রামতঃ তস্য (বাহির হইতেছে এই অবস্থায় তাহার) শিরঃ (মাথা) খড়্গেন (খড়্গাদ্বারা) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন)। ততঃ (তখন) অসৌ (সে) ভুবি অপতৎ (মাটিতে লুটাইয়া পড়িল) ॥৩৬॥

অনুবাদ।—সেই অসুর বাহির হইবার সময় দেবী অট্টহাসি হাসিয়া খড়্গাদ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) সিংহঃ (সিংহ) উগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণ-শিরোধরান্ (ধারাল দাঁতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া; দংষ্ট্রা=দাঁত, শিরোধর =ঘাড়) তথা (এবং) কালী শিবদূতী চ (কালী এবং শিবদূতীও) তথা (সেইভাবে) অপরান্ তান্ অসুরান্ (অন্যান্য অসুরদিগকে) চখাদ (খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন) ॥৩৭॥

অনুবাদ।—তারপর সিংহ ধারাল দাঁতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া অসুর-গণকে খাইয়া ফেলিতে লাগিল এবং কালী ও শিবদূতী অন্যান্য অসুরগণকে খাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥ ৩৮

মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ মহাসুরাঃ (কোন কোন মহাসুর) কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ (দেবী কুমারীর শক্তি-অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া) নেশুঃ (মরিল বা পলাইল)। অন্যে (কোন কোন অসুর) ব্রহ্মাণী-মন্ত্রপূতেন তোয়েন (ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপড়া জলের দ্বারা) নিরাকৃতাঃ (বিতাড়িত হইল) ॥৩৮॥

অনুবাদ।—কোন কোনও অসুর কৌমারীর শক্তিঅস্ত্রের আঘাতে এবং কোন কোনও অসুর ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপড়া জলে নিস্তেজ হইয়া মরিল (বা বিতাড়িত হইল) ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ।—তথা অপরে (সেইরূপে অন্যান্য অসুর) মাহেশ্বরী-ত্রিশূলেন (মাহেশ্বরীর ত্রিশূলদ্বারা) ভিন্নাঃ (বিদ্ধ হইয়া) পেতুঃ (লুটাইয়া পড়িল)। কেচিৎ (কেহ কেহ) বারাহীতুণ্ডঘাতেন (বারাহীর মুখের আঘাতে) ভুবি (মাটিতে পড়িয়া) চূর্ণীকৃতাঃ (চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল) ॥৩৯॥

অনুবাদ।—অন্যান্য অসুর মাহেশ্বরীর ত্রিশূলদ্বারা বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল। কেহ বারাহীশক্তির মুখের আঘাতে চূর্ণ হইয়া মাটিতে লুটাইল ॥৩৯॥

খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে ॥ ৪০
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ ॥ ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
॥ * ॥ দেবীমাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধঃ ॥ * ॥

অন্বয়ঃ।—দানবাঃ (অসুরগণ) বৈষ্ণব্যাঃ (বিষ্ণুশক্তি-রূপিণী বৈষ্ণবীর) চক্রেণ (চক্র-অস্ত্রে) তথা অপরে (এবং অন্যেরা) ঐন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন বজ্রেণ (ইন্দ্রশক্তিরূপিণী ঐন্দ্রীর হাতে নিক্ষিপ্ত বজ্রদ্বারা) খণ্ডখণ্ডং কৃতাঃ (টুক্‌রা টুক্‌রা করা হইল)। কেচিৎ অসুরাঃ (কোন কোন অসুর) বিনেশুঃ (মরিল) কেচিৎ (কোন কোন অসুর) মহাহবাৎ (মহাযুদ্ধ হইতে) নষ্টাঃ (পলাইল)। অপরে (অন্যেরা) কালীশিবদূতী-মৃগাধিপৈঃ (কালী, শিবদূতী ও সিংহের দ্বারা) ভক্ষিতাঃ (ভক্ষিত হইল) ॥৪০-৪১॥

অনুবাদ।—দানবদের কতকগুলি বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা ও অপর কতকগুলি ঐন্দ্রীর বজ্রের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইল। কতকগুলি অসুর মরিল, কতকগুলি যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া গেল, কতকগুলিকে কালী, শিবদূতী এবং সিংহ খাইয়া ফেলিল ॥৪০-৪১॥

দশম অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ২

বলাবলেপদুষ্টে! ত্বং মা দুর্গে! গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মেধা মুনি বলিলেন)—শুম্ভঃ (শুম্ভ) প্রাণসম্মিতং (প্রাণের সমান) ভ্রাতরং নিশুম্ভং (ভাই নিশুম্ভকে) নিহতং (নিহত) বলঞ্চ (এবং সৈন্যদলকে) হন্যমানং (বিনষ্ট হইতেছে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ক্রুদ্ধঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) বচঃ অব্রবীৎ (এই কথা বলিল) ॥১-২॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—শুম্ভ প্রাণের সমান ভাই নিশুম্ভকে বধ করা হইয়াছে ও সৈন্যগণকে বধ করা হইতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল ॥১-২॥

অন্বয়ঃ।—হে বলাবলেপদুষ্টে (হে বলদর্পে দর্পিতা নারী) গর্ব্বং মা আবহ (মনে অহঙ্কার পোষণ করিও না) যা (যে তুমি)

দেব্যুবাচ ॥ ৪

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৫

অতিমানিনী (অত্যন্ত গর্ব্বিতা বা মানযুক্তা) অন্যাসাং বলম্ (অন্যের শক্তি) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) যুধ্যসে (যুদ্ধ করিতেছ) ॥৩॥

অনুবাদ।—ওহে বলদর্পে দর্পিতা দুষ্টা নারী! তুমি অন্যান্যের বলের সহায়তায় যুদ্ধ করিয়া মানিনী হইতেছ (অর্থাৎ গর্ব্ব বোধ করিতেছ), অতএব মনে মনে অহঙ্কার পোষণ করিও না ॥৩॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—অত্র জগতি (এই জগতে) অহম্ একৈব (আমি একাই আছি) মম অপরা দ্বিতীয়া কা (আমার আবার অন্য দ্বিতীয় কে আছে)। রে দুষ্ট! এতাঃ মদ্বিভূতয়ঃ (এই আমার বিভূতি সকল অর্থাৎ আমারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিসকল) ময়ি এব (আমাতেই) বিশন্ত্যঃ (প্রবেশ করিতেছে, লয় পাইতেছে) পশ্য (দেখ) ॥৪-৫॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—রে দুষ্ট! এই জগতে আমি একাই আছি, আমার আবার দ্বিতীয় কে আছে? এই আমার বিভূতি সকল আমাতেই লয় পাইতেছে, দেখ ॥৪-৫॥

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ॥ ৬

দেব্যুবাচ ॥ ৭

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) সমস্তাঃ ব্রহ্মাণীপ্রমুখাঃ তাঃ দেব্যঃ (ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেই দেবীরা) দেব্যাঃ (দেবী চণ্ডিকার) তনৌ (শরীরে) লয়ং জগ্মুঃ (লয় পাইলেন, মিলাইয়া গেলেন) তদা (তখন) অম্বিকা একা এব (শুধু একাই) আসীৎ (রহিলেন) ॥৬॥

অনুবাদ।—পরে সেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীগণ দেবী চণ্ডিকার শরীরে মিলাইয়া গেলেন। অম্বিকা একাই রহিলেন ॥৬॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—অহম্ (আমি) বিভূত্যা (ঐশ্বর্য্যদ্বারা) ইহ (এখানে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে) বহুভিঃ রূপৈঃ (বহু রূপে) যৎ আস্থিতা (যে ছিলাম) তৎ ময়া সংহৃতং (তাহা এখন আমি লয় করিয়াছি) একা তিষ্ঠামি (একা রহিয়াছি) আজৌ (যুদ্ধে) স্থিরঃ ভব (স্থির হও) ॥৭-৮॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—আমি ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়ে যে বহু রূপে এখানে ছিলাম, তাহা এখন আমার নিজের মধ্যে

ঋষিরুবাচ ॥ ৯

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥ ১০

শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১১

লয় করিয়া লইয়া আমি একাকিনী রহিয়াছি, যুদ্ধে স্থির হও ॥৭-৮॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মেধা মুনি বলিলেন)—ততঃ (তারপর) দেব্যাঃ শুম্ভস্য চ উভয়োঃ (দেবী এবং শুম্ভ এই দুই জনের মধ্যে) পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাম্ অসুরাণাঞ্চ (সকল দেবতা ও অসুরেরা দেখিতেছে এই অবস্থায়) দারুণং যুদ্ধং (ভীষণ যুদ্ধ) প্রববৃতে (আরম্ভ হইল) ॥৯-১০॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—তারপর দেবী এবং শুম্ভ দুইজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; দেবতারা ও অসুরেরা সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল ॥৯-১০॥

অন্বয়ঃ।—শরবর্ষৈঃ (শরবর্ষণ অর্থাৎ হাজারে হাজারে বাণ নিক্ষেপ) শিতৈঃ (ধারাল) শস্ত্রৈঃ (শস্ত্রসমূহদ্বারা), তথা (এবং) দারুণৈঃ অস্ত্রৈঃ চ (এবং ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা) তয়োঃ (তাহাদের) সর্ব্বলোকভয়ঙ্করং (সকল লোক অর্থাৎ জগতের ভীতিজনক) যুদ্ধং (যুদ্ধ) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভূৎ (হইল) ॥১১॥

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতিঘাতকর্ত্তৃভিঃ ॥ ১২

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥ ১৩

অনুবাদ।—হাজার হাজার বাণ নিক্ষেপ এবং ধারাল ও ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সর্ব্বলোকের ভীতিজনক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তর, তারপর) অম্বিকা যানি দিব্যানি অস্ত্রাণি (যে সকল অলৌকিক অস্ত্র) শতশঃ (শতে শতে) মুমুচে (নিক্ষেপ করিলেন), দৈত্যেন্দ্রঃ (অসুররাজ) তৎ-প্রতিঘাতকর্ত্তৃভিঃ (সেই সকল থামাইতে বা রোধ করিতে পারে এমন বাণের দ্বারা) তানি (সেইগুলি) বভঞ্জ (ভাঙ্গিয়া ফেলিল) ॥১২॥

অনুবাদ।—অম্বিকা যে শত শত অলৌকিক অস্ত্র ছাড়িলেন, দৈত্যরাজ সেগুলি রোধ করিতে পারে এমন অস্ত্রদ্বারা সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—পরমেশ্বরী (দেবী চণ্ডিকা) তেন মুক্তানি (তাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত) দিব্যানি অস্ত্রাণি (দিব্য অস্ত্র সকল) হুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ (হুঙ্কার শব্দ ইত্যাদি দ্বারা) লীলয়া এব (অনায়াসেই, সহজেই) বভঞ্জ (ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন) ॥১৩॥

ততঃ শরশতৈর্দ্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ॥ ১৪

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্॥ ১৫

অনুবাদ।—পরমেশ্বরী তাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত দিব্য অস্ত্র সকল হুঙ্কারদ্বারা অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) সঃ অসুরঃ (সেই অসুর) শর-শতৈঃ (শত শত বাণে) দেবীম্ আচ্ছাদয়ত (দেবীকে ছাইয়া ফেলিল)। সা অপি দেবী (সেই দেবীও) কুপিতা (ক্রুদ্ধ হইয়া) তৎ ধনুঃ (সেই ধনুকটি) ইষুভিঃ (বাণের দ্বারা) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন) ॥১৪॥

অনুবাদ।—অনন্তর সেই অসুর শত শত শরদ্বারা দেবীকে ছাইয়া ফেলিল। সেই দেবীও ক্রুদ্ধ হইয়া বাণদ্বারা সেই ধনুকটি কাটিয়া ফেলিলেন ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—ধনুষি ছিন্নে (ধনুকটি কাটা গেলে) অথ (ইহার পর) দৈত্যেন্দ্রঃ (দৈতরাজ) শক্তিম্ (শক্তি-অস্ত্র) আদদে (লইল)। দেবী অস্য করস্থিতাম্ (উহার হাতের) তাম্ অপি (সেইটিও) চক্রেণ (চক্রদ্বারা) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন) ॥১৫॥

অনুবাদ।—ধনুকটি কাটা গেলে তখন দৈত্যরাজ শক্তি

ততঃ খড়গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবত্তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥ ১৬

তস্যাপতত এবাশু খড়গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্ ॥ ১৭

লইল। দেবী চক্রদ্বারা তাহার হাতের সেই শক্তিটিও কাটিয়া ফেলিলেন ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) তদা (তখন) দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ (দৈত্যদের রাজা) খড়্গং (খড়্গ) ভানুমৎ (দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল, চক্‌চকে) শতচন্দ্রঞ্চ (এবং শতচন্দ্র-নামক ঢাল; ঢালের মধ্যে চাঁদের মত বহু মণি বসান থাকে বলিয়া এই নাম) উপাদায় (লইয়া) দেবীম্ অভ্যধাবৎ (দেবীর দিকে ছুটিয়া গেল) ॥১৬॥

অনুবাদ।—পরে তখন দৈত্যরাজ একটি খড়্গ ও শতচন্দ্র-নামক চক্‌চকে ঢাল লইয়া দেবীর দিকে ছুটিয়া গেল ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—চণ্ডিকা আপততঃ এব তস্য (আক্রমণকারী তাহার) খড়্গং (খড়্গ) অর্ককরামলং (সূর্য্যকিরণের মত উজ্জ্বল; অর্ক—সূর্য্য; কর—কিরণ; অমল—উজ্জ্বল) চর্ম্ম চ (ঢালটিকেও) ধনুর্মুক্তৈঃ (ধনুকের দ্বারা নিক্ষিপ্ত) শিতৈঃ (ধারাল, তীক্ষ্ণ) বাণৈঃ (বাণদ্বারা) আশু (শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন) ॥১৭॥

হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ॥ ১৮

চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্॥ ১৯

অনুবাদ।—সে যখন আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন দেবী চণ্ডিকা খড়্গ এবং সূর্য্যকিরণের মত ঝকঝকে ঢালটি ধারাল বাণদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—সঃ দৈত্যঃ (সেই অসুর) তদা (তখন) হতাশ্বঃ (যাহার ঘোড়াগুলিকে বধ করা হইয়াছে) ছিন্নধন্বা (যাহার ধনুক কাটা গিয়াছে) বিসারথিঃ (যাহার সারথি নাই) অম্বিকানিধনোদ্যতঃ (দেবী অম্বিকাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া) ঘোরং মুদ্গরং (ভীষণ মুগুর বা গদা) জগ্রাহ (লইল) ॥১৮॥

অনুবাদ।—তখন সেই দৈত্যের ঘোড়াগুলি নিহত হইলে, ধনুক কাটা গেলে ও সারথি মারা গেলে সে দেবী অম্বিকাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া একটি ভীষণ মুগুর লইল ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—আপততঃ তস্য (আক্রমণকারী তাহার) মুদ্গরং (মুগুরটি) নিশিতৈঃ (ধারাল) শরৈঃ (বাণদ্বারা) চিচ্ছেদ (কাটিয়া ফেলিলেন)। তথাপি (তবুও) সঃ (সে) মুষ্টিম্ উদ্যম্য (ঘুষি

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ॥ ২০
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ॥ ২১

বাগাইয়া) বেগবান্ (দ্রুত, বেগের সহিত) তাম্ অভ্যধাবৎ (তাঁহার দিকে ছুটিয়া গেল)॥১৯॥

অনুবাদ।—[দেবী] তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাহার মুগুরটি কাটিয়া ফেলিলেন। তবুও সেই মহাসুর মুষ্টি উদ্যত করিয়া (অর্থাৎ ঘুষি বাগাইয়া) দেবীর দিকে ছুটিয়া গেল॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—সঃ দৈত্যপুঙ্গবঃ (সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ) দেব্যাঃ হৃদয়ে (দেবীর বুকে) মুষ্টিং পাতয়ামাস (মুষ্টির আঘাত করিল)। সা দেবী (সেই দেবী) তলেন (করতলদ্বারা) উরসি (বুকে) তমপি (তাহাকেও) অতাড়য়ৎ (আঘাত করিলেন)॥২০॥

অনুবাদ।—সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ দেবীর বুকে মুষ্টির আঘাত করিল (ঘুষি মারিল)। দেবীও তাহার বুকে করতলের আঘাত করিলেন (অর্থাৎ চড় মারিলেন)॥২০॥

অন্বয়ঃ।—সঃ দৈত্যরাজঃ (সেই দৈত্যরাজ) তলপ্রহারাভিহতঃ (করতল দ্বারা আহত হইয়া, চড়ের আঘাতে) মহীতলে (মাটিতে) নিপপাত (লুটাইয়া পড়িল)। সহসা (হঠাৎ, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ)

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥ ২২

নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥ ২৩

পুনঃ এব (আবার) তথা উত্থিতঃ (সেইভাবে উঠিয়া পড়িল) ॥২১॥

অনুবাদ।—সেই দৈত্য করতলপ্রহার দ্বারা আহত হইয়া (অর্থাৎ চড়ের আঘাতে) মাটিতে লুটাইয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া পড়িল ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—দেবীং প্রগৃহ্য (দেবীকে ধরিয়া) উচ্চৈঃ (জোরে, সবেগে) উৎপত্য চ (লাফ দিয়া) গগনম্ আস্থিতঃ (আকাশে উঠিল)। তত্র অপি (সেখানেও) সা চণ্ডিকা (সেই চণ্ডিকাদেবী) নিরাধারা (আশ্রয়শূন্য হইয়াই, অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান না থাকিলেও) তেন (তাহার সঙ্গে) যুযুধে (যুদ্ধ করিতে লাগিলেন) ॥২২॥

অনুবাদ।—সে দেবীকে ধরিয়া বেগে লাফ দিয়া আকাশে উঠিল। সেখানেও দেবী দাঁড়াইবার স্থান না থাকিলেও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—তদা (তখন) প্রথমং (প্রথমেই) খে (আকাশে) দৈত্যঃ চণ্ডিকা চ (দৈত্য এবং চণ্ডিকা) সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকং

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥ ২৪

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥ ২৫

(সিদ্ধ ও মুনিদের বিস্ময়জনক; সিদ্ধ=এক শ্রেণীর দেবতা) পরস্পরং (দুইজনে) নিযুদ্ধং (বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি যুদ্ধ) চক্রতুঃ (করিলেন) ॥২৩॥

অনুবাদ।—তখন প্রথমেই আকাশে দেবী এবং দৈত্য পরস্পর সিদ্ধ ও মুনিগণের বিস্ময় জন্মাইয়া হাতাহাতি যুদ্ধ করিলেন ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) অম্বিকা তেন (তাহার সঙ্গে) সুচিরং (বহুক্ষণ) নিযুদ্ধং কৃত্বা (হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া) উৎপাত্য (তাহাকে উপরে তুলিয়া) ভ্রাময়ামাস (ঘুরাইলেন) ধরণীতলে চিক্ষেপ (মাটিতে ফেলিয়া দিলেন) ॥২৪॥

অনুবাদ।—পরে দেবী তাহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উপরে তুলিয়া ঘুরাইলেন এবং মাটিতে ফেলিয়া দিলেন ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—সঃ দুষ্টাত্মা (সেই দুরাত্মা) ক্ষিপ্তঃ (নিক্ষিপ্ত হইয়া, তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিলে) ধরণীং প্রাপ্য (মাটিতে পড়িয়া) মুষ্টিম্ উদ্যম্য (মুষ্টি উদ্যত করিয়া, ঘুষি তুলিয়া) বেগিতঃ (বেগযুক্ত

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥ ২৬

স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্ ॥২৭

হইয়া, বেগের সহিত) চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া (চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য) অভ্যধাবত (ছুটিয়া গেল)॥২৫॥

অনুবাদ।—সেই দুরাত্মা অসুরকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলে সে মাটিতে পড়িয়া চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য মুষ্টি (ঘুষি) তুলিয়া বেগের সহিত ধাইয়া গেল ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরং তম্ (সকল দৈত্যদের রাজা তাহাকে) আয়ান্তম্ (আসিতেছে এই অবস্থায়) বক্ষসি (বুকে) শূলেন (শূলদ্বারা) ভিত্ত্বা (বিদ্ধ করিয়া) জগত্যাং (মাটিতে) পাতয়ামাস (ফেলিয়া দিলেন)॥২৬॥

অনুবাদ।—তখন সেই দৈত্যরাজ ছুটিয়া আসিবার সময় দেবী তাহার বুকে শূল বিঁধাইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (সে) দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ (দেবীর শূলের অগ্রভাগের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া) গতাসুঃ (বিগতপ্রাণ হইয়া, প্রাণ

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥২৮

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ ২৯

হারাইয়া) সাব্ধিদ্বীপাং (সমুদ্র এবং দ্বীপযুক্ত; অব্ধি=সমুদ্র) সপর্ব্বতাং (পর্ব্বতসমেত) সকলাং পৃথ্বীং (সারা পৃথিবীকে) চালয়ন্(বিচলিত করিয়া, কাঁপাইয়া) উর্ব্ব্যাং (মাটিতে) পপাত (পড়িল) ॥২৭॥

অনুবাদ।—অসুর দেবীর শূলের আঘাতে প্রাণ হারাইয়া পর্ব্বত, সমুদ্র ও দ্বীপের সহিত সারা পৃথিবীকে কাঁপাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তারপর) তস্মিন্ দুরাত্মনি হতে (সেই দুরাত্মাকে বধ করা হইলে) অখিলং জগৎ (সারা জগৎ) প্রসন্নম্ (আনন্দিত হইয়া) অতীব স্বাস্থ্যম্ (বেশ স্বাভাবিক অবস্থা) আপ (লাভ করিল) নভঃ (আকাশ) নির্ম্মলঞ্চ অভবৎ (পরিষ্কার হইল) ॥২৮॥

অনুবাদ।—তখন সেই দুরাত্মাকে বধ করা হইলে সারা জগৎ উদ্বেগশূন্য হইয়া সুস্থ হইল এবং আকাশ পরিষ্কার হইল ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।—যে (যে সকল) সোল্কাঃ (উল্কাযুক্ত) উৎপাত-

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বাঃ ললিতং জগুঃ॥ ৩০

অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৩১

মেঘাঃ (অনিষ্টসূচক মেঘ) প্রাক্ (আগে) আসন্ (ছিল) তত্র পাতিতে (তাহাকে অর্থাৎ শুম্ভকে বধ করা হইলে) তে শমং যযুঃ (সেগুলি শমতা প্রাপ্ত হইল, শান্ত হইল) তথা (এবং) সরিতঃ (নদীগুলি) মার্গবাহিন্যঃ আসন্ (নিজ নিজ পথে বহিতে লাগিল) ॥২৯॥

অনুবাদ।—আগে যে সকল অনিষ্টসূচক উল্কাযুক্ত মেঘ ছিল, সেগুলি শান্ত হইল, নদীগুলি নিজ নিজ পথে বহিতে লাগিল ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) তস্মিন্ নিহতে (সে নিহত হইলে) সর্ব্বে দেবগণাঃ (সকল দেবগণ) হর্ষনির্ভরমানসাঃ (মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত) বভূবুঃ (হইলেন)। গন্ধর্ব্বাঃ (গন্ধর্ব্বেরা) ললিতং (মধুর স্বরে) জগুঃ (গান গাহিতে লাগিল)। অপ্সরোগণাঃ (অপ্সরারা) ননৃতুঃ (নাচিতে লাগিল) অন্যে (অপরেরা) অবাদয়ন্ (বাজাইতে লাগিল) ॥৩০-৩১॥

অনুবাদ।—সেই অসুরকে বধ করা হইলে দেবগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে গান করিতে

ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥ ৩২

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
॥ * ॥ দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধঃ ॥ * ॥

লাগিল। অপ্সরাগণ নাচিতে লাগিল; অন্যেরা বাজাইতে লাগিল ॥৩০-৩১॥

অন্বয়ঃ।—তথা (আবার) পুণ্যাঃ বাতাঃ (পবিত্র বায়ু, শীতল বায়ু, শরীর-জুড়ান হাওয়া) ববুঃ (বহিতে লাগিল), দিবাকরঃ (সূর্য্য) সুপ্রভঃ (বেশ উজ্জ্বল) অভূৎ (হইল)। অগ্নয়ঃ (গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ—এই তিন অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞের আগুন) শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ (শান্ত দিক্‌গুলিতে যাহা উৎপাত-জনক শব্দের সৃষ্টি করিত *) শান্তাঃ (শান্ত হইয়া) জজ্বলুঃ (জ্বলিতে লাগিল) ॥৩২॥

---

* শুম্ভের অধিকার সময়ে দেবতারা নিজেদের অধিকার হারাইয়াছিলেন, যাগযজ্ঞ বন্ধ হইয়াছিল, আকাশ বাতাস নদী পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক ও অশান্ত হইয়া অমঙ্গলজনক ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। শুম্ভ বধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আগের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। স্বর্গে অপ্সরার নাচ ও গন্ধর্ব্বদের গানবাজনা আরম্ভ হইল; যে নদীগুলি বিপথে বহিয়াছিল, তাহারা নিজ নিজ পথে আবার বহিতে লাগিল; যে সূর্য্যের কিরণ এতদিন ম্লান হইয়াছিল

অনুবাদ।—সুখশীতল বায়ু বহিতে লাগিল; সূর্য্যের কিরণ উজ্জ্বল হইল, আগে যে যজ্ঞের আগুন শান্ত দিক্‌গুলিতে উৎপাত-জনক শব্দের সৃষ্টি করিত, তাহা এখন শান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল ॥৩২॥

তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আকাশ-বাতাস শান্ত হইল। যে আগুন এতদিন চারিদিকে নানা অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া পটাপট্ শব্দ করিতে করিতে জ্বলিত, পুরোহিতের বেদগানের সঙ্গে আবার শান্তভাবে সেই আগুন যজ্ঞবেদীতে জ্বলিতে লাগিল। আগুনে স্ফুলিঙ্গ থাকিলে, শিখা কালো হইলে, রুক্ষ হইলে, বাম দিকে পাক খাইয়া জ্বলিলে, দুর্গন্ধযুক্ত হইলে তাহা অমঙ্গলের চিহ্ন হয়; আর পটাপট্ শব্দ না থাকিলে, সোনার রঙের শিখা হইলে এবং স্নিগ্ধ শিখা দক্ষিণমুখী হইলে তাহা মঙ্গলের চিহ্ন হয়।

একাদশ অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্ ।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভা-
দ্বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাশিতাশাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—ঋষিঃ উবাচ (মুনি মেধা বলিলেন)—দেব্যা (দেবীর দ্বারা) তত্র মহাসুরেন্দ্রে হতে (সেই শ্রেষ্ঠ অসুররাজ শুম্ভ নিহত হইলে) বহ্নিপুরোগমাঃ (বহ্নি—অর্থাৎ অগ্নিদেবকে সামনে লইয়া) সেন্দ্রাঃ (ইন্দ্রের সহিত) সুরাঃ (দেবগণ) ইষ্টলম্ভাৎ (নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়ায়) বিকাশিবক্ত্রাঃ (প্রফুল্ল মুখে) বিকাশিতাশাঃ (আশা অর্থাৎ দিক্‌গুলিকে উদ্ভাসিত করিয়া) তাং কাত্যায়নীং (সেই দেবী কাত্যায়নীকে) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥১-২॥

দেবি ! প্রপন্নার্ত্তিহরে ! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি ! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি ! চরাচরস্য ॥ ৩

অনুবাদ ।—ঋষি বলিলেন—দেবী সেই শ্রেষ্ঠ অসুররাজ শুম্ভকে বধ করিলে, ইন্দ্রের সহিত দেবগণ অগ্নিকে সামনে রাখিয়া কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ায় আনন্দে তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল এবং তাঁহাদের প্রভায় চারিদিক্ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল ॥১-২॥

অন্বয়ঃ ।—হে প্রপন্নার্ত্তিহরে দেবি (আশ্রিতজনের দুঃখ দূরকারিণি দেবি) প্রসীদ (প্রসন্না হও, দয়া কর) অখিলস্য জগতঃ মাতঃ (হে সারা বিশ্বের জননি) প্রসীদ (প্রসন্না হও) হে বিশ্বেশ্বরি (হে বিশ্বজগতের ঈশ্বরি) প্রসীদ (প্রসন্না হও)। ত্বং (তুমি) চরাচরস্য ঈশ্বরী (স্থাবর-জঙ্গমের অধীশ্বরী ; চর=যাহা চলিতে পারে, জঙ্গম ; অচর=যাহা চলিতে পারে না, স্থাবর) বিশ্বং (বিশ্বজগৎ) পাহি (পালন কর, রক্ষা কর) ॥৩॥

অনুবাদ ।—হে দেবি, তুমি প্রসন্না হও, যে তোমার শরণ

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥ ৪

লয়, তুমি তাহার দুঃখ দূর কর; তুমি সারা জগতের মা, চরাচর বিশ্বের তুমিই অধীশ্বরী, তুমি প্রসন্না হইয়া বিশ্বকে রক্ষা কর ॥৩॥

অন্বয়ঃ।—যতঃ (যেহেতু) মহীস্বরূপেণ (পৃথিবীরূপে) স্থিতা অসি (রহিয়াছ) একা ত্বং (একা তুমিই) জগতঃ (জগতের) আধারভূতা (আশ্রয়স্বরূপিণী)। হে অলঙ্ঘ্য-বীর্য্যে (যাহার তেজঃ বা শক্তিকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না)! অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়া (জলরূপে অবস্থিত তোমার দ্বারা) এতৎ কৃৎস্নম্ (এই সারা জগৎ) আপ্যায্যতে (তৃপ্ত হইতেছে) ॥৪॥

অনুবাদ।—তুমি জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপিণী, কারণ তুমি পৃথিবীরূপে রহিয়াছ। হে দেবি! তোমার শক্তিকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি জলরূপে এই জগৎকে তৃপ্ত করিতেছ ॥৪॥

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! ত্বং (তুমি) অনন্তবীর্য্যা (অসীম শক্তিশালিনী) বৈষ্ণবী শক্তিঃ (বিষ্ণুর শক্তি) বিশ্বস্য বীজং (বিশ্বের মূল কারণ, অর্থাৎ তোমা হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে) পরমা মায়া (মহামায়া) অসি (হও)। এতৎ সমস্তম্ (এই সারা বিশ্ব) সম্মোহিতং (মোহিত হইয়াছে) ত্বং বৈ (তুমিই) প্রসন্না (অনুগ্রহপরায়ণা হইলে) ভুবি (জগতে) মুক্তিহেতুঃ (মুক্তির কারণস্বরূপ, অর্থাৎ মুক্তিদায়িনী) ॥৫॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমি বৈষ্ণবী শক্তি, তোমার শক্তি অপরিসীম, তুমিই সংসারের আদি কারণস্বরূপিণী মহামায়া (অর্থাৎ তোমা হইতেই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে)। এই সমস্ত জগৎ তোমার দ্বারা মোহিত হইয়াছে, পৃথিবীতে তুমি প্রসন্না হইয়া মুক্তির কারণ হইয়া থাক (অর্থাৎ তোমার দয়াতেই জীব মুক্তি লাভ করে) ॥৫॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ ।—হে দেবি ! সমস্তা বিদ্যাঃ (সকল বিদ্যা) তব ভেদাঃ (তোমার অংশস্বরূপ) জগৎসু (জগতে) সকলাঃ (চৌষট্টি কলার সহিত) সমস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ (সকল স্ত্রী) [তব ভেদাঃ (তোমারই বিভিন্ন মূর্ত্তি)] অম্বয়া একয়া ত্বয়া (হে জননি, একমাত্র তোমার দ্বারা) এতৎ (সারা বিশ্ব) পূরিতং (পরিপূর্ণ, ভরিয়া আছে) তে (তোমার) স্তব্যপরাপরোক্তিঃ (স্তব্য, অর্থাৎ যে স্তব করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে পরা ও অপরা অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ উক্তিস্বরূপ) স্তুতিঃ কা (কি স্তব হইবে) ? ॥৬॥

অনুবাদ ।—হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা এবং জগতের যাবতীয় স্ত্রীজাতি তোমার অংশস্বরূপ, বা তোমার বিভিন্ন মূর্ত্তি, একমাত্র জগতের জননী তোমার দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে, স্তব করিবার যোগ্য প্রধান বা অপ্রধান কোন্ উক্তি বা বাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিব ? [কাহাকেও বড় করিয়া বলিলেই তাহার স্তব করা হয়, কিন্তু জগৎস্বরূপা

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ৭

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥ ৮

জগজ্জননীকে বাড়াইয়া বলা দূরে থাকুক, তাঁহার অপার মহিমার কথা বলিয়াই শেষ করা যায় না] ॥৬॥

অন্বয়ঃ।—যদা (যখন) ত্বং (তুমি) সর্ব্বভূতা (সর্ব্ব-স্বরূপা) স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী (স্বর্গ এবং মুক্তিদানকারিণী) দেবী (প্রকাশময়ী) [তদা (তখন)] স্তুতা (স্তুত হইলে, তোমার স্তব করিলে) স্তুতয়ে (স্তবের জন্য) কা বা (কিই বা) পরমোক্তয়ঃ (শ্রেষ্ঠ বাক্য সকল) ভবন্তু (হইবে, হইতে পারে) ॥৭॥

অনুবাদ।—তুমি সর্ব্বস্বরূপা দেবী, তুমি স্বর্গ ও মুক্তি দান করিয়া থাক, কাজেই তোমাকে স্তব করিতে হইলে কোন্ শ্রেষ্ঠ বাক্য তোমার স্তবের যোগ্য হয় ॥৭॥

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বস্য জনস্য (সকল লোকের) হৃদি (অন্তরে, মনে) বুদ্ধিরূপেণ (বুদ্ধিরূপে) সংস্থিতে (অবস্থানকারিণি) স্বর্গাপবর্গদে (স্বর্গ ও মুক্তিদানকারিণি; যাহারা ভোগের জন্য পুণ্য কাজ করে, তাহাদিগকে তুমিই স্বর্গ দান কর, আবার

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি !।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥৯

জন্ম-মৃত্যুর বাঁধন হইতে আত্মার মুক্তির জন্য যাহারা কামনা-বাসনা ছাড়িয়া কাজ করে, তাহাদিগকে তুমি অপবর্গ বা মুক্তি দান কর) দেবি নারায়ণি (নারায়ণের শক্তিরূপিণি), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার বা প্রণাম করিতেছি) ॥৮॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণি ! তুমি বুদ্ধিরূপে সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া থাক, তুমি স্বর্গ এবং মুক্তি দান করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার ॥৮॥

অন্বয়ঃ।—হে নারায়ণি ! কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ (কলা, কাষ্ঠা ইত্যাদি কাল-বিভাগরূপে ; কাষ্ঠা=১৮ নিমেষ পরিমাণ সময় ; কলা=৩০ কাষ্ঠা পরিমাণ সময়) পরিণামপ্রদায়িনি (রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন সাধনকারিণি) বিশ্বস্য উপরতৌ (বিশ্বের বিনাশে) শক্তে (সমর্থে), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে প্রণাম) ॥৯॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণি ! তুমি কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে (জগতের) পরিণাম বা রূপপরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাক (অর্থাৎ কাল-রূপে জগৎকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাও), তুমিই বিশ্ব-জগৎ বিনাশ করিতে পার, তোমাকে নমস্কার ॥৯॥

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১০

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি !।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হে নারায়ণি! সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে (সকল প্রকার মঙ্গলেরও মঙ্গলরূপিণি) শিবে (কল্যাণবিধাত্রি), সর্ব্বার্থসাধিকে (সর্ব্ব প্রয়োজন সাধনকারিণি, সকল অভীষ্টপূর্ণকারিণি) শরণ্যে (বিপদে যাহার শরণ লওয়া যায় এমন যে তুমি) ত্র্যম্বকে (সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপ তিনটি যাহার চোখ) গৌরি (গৌরবর্ণে), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে প্রণাম) ॥১০॥

অনুবাদ।—হে গৌরি! নারায়ণি! তুমি সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলরূপিণী, কল্যাণবিধানকারিণী, সকল অভীষ্টদানকারিণী ও বিপদে আশ্রয়স্বরূপিণী। হে ত্রিনয়নে! তোমাকে নমস্কার ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—হে নারায়ণি! সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে (সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই তিনের শক্তিস্বরূপিণি) সনাতনি (যিনি চিরকালই আছেন ও থাকিবেন এমন, নিত্য) গুণাশ্রয়ে (গুণের আশ্রয় বা আধার-রূপিণি) গুণময়ে (গুণস্বরূপিণি), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার) ॥১১॥

শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে ! ।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১২

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি ! ।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৩

অনুবাদ।—হে নারায়ণি! তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিস্বরূপা। তুমি নিত্যা, তুমি গুণের আশ্রয়, তুমি নিজেই গুণ-স্বরূপা, তোমাকে নমস্কার ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি নারায়ণি! শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে (যাহারা তোমার আশ্রয় লইয়াছে, যাহারা দরিদ্র ও দুঃখী, বা রোগে-শোকে কাতর, তাহাদের পরিত্রাণকারিণি) সর্ব্বস্য (সকলের) আর্ত্তিহরে (দুঃখকষ্ট নিবারণকারিণি), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার) ॥১২॥

অনুবাদ।—হে দেবি নারায়ণি! তুমি শরণাগত, দীন-দুঃখী ও পীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাণ করিয়া থাক, তুমি সকলের দুঃখকষ্ট দূর করিয়া থাক। তোমাকে নমস্কার ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি নারায়ণি! হংসযুক্তবিমানস্থে (হংসবাহিত আকাশ-রথে অবস্থিতা) ব্রহ্মাণীরূপধারিণি কৌশাম্ভঃক্ষরিকে (কৌশ অর্থাৎ কমণ্ডলু হইতে জল ক্ষরণকারিণি, অথবা কুশ দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল প্রক্ষেপকারিণি), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার ॥১৩॥

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি !।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৪

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে !।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৫

অনুবাদ।—হে দেবি নারায়ণি ! তুমি হংসযুক্ত আকাশরথে ব্রহ্মাণী রূপ ধরিয়া (অসুরগণের প্রতি) কুশাভিমন্ত্রিত জল নিক্ষেপ করিয়াছিলে। তোমাকে নমস্কার ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—হে নারায়ণি ! মাহেশ্বরীস্বরূপেণ (মহাদেবের শক্তি-রূপে, মাহেশ্বরীরূপে) ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে (ত্রিশূল, চন্দ্র এবং সর্প-ধারিণি) মহাবৃষভবাহিনি (প্রকাণ্ড বৃষের উপর আরোহণকারিণি), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে প্রণাম) ॥১৪॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণি ! তুমি প্রকাণ্ড বৃষের উপর চড়িয়া মাহেশ্বরীরূপে ত্রিশূল, চন্দ্র ও সর্প ধারণ করিয়াছিলে। তোমাকে নমস্কার ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—হে নারায়ণি ! ময়ূরকুক্কুটবৃতে (ময়ূরপুচ্ছে আবৃতা বা শোভিতা ; কুক্কুট=(১) পুচ্ছ, (২) শ্রেষ্ঠ, বা (৩) মোরগ ; কাজেই ময়ূরকুক্কুট=(১) ময়ূরপুচ্ছ, (২) ময়ূরশ্রেষ্ঠ, বা (৩) ময়ূর ও মোরগ ; মহাভারত-মতে মোরগও কার্ত্তিকের বাহন) মহাশক্তিধরে (প্রকাণ্ড শক্তি-অস্ত্রধারিণি) অনঘে (নির্ম্মলে)

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে !।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৬

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে ! দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে !।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৭

কৌমারীরূপসংস্থানে (কৌমারীরূপধারিণি), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে প্রণাম) ॥১৫॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণি! হে নির্ম্মলে! তুমি কৌমারীরূপে ময়ূরপুচ্ছে শোভিতা বা ময়ূরে বেষ্টিতা হইয়া মহাশক্তি ধারণ করিয়াছিলে। তোমাকে নমস্কার ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—হে নারায়ণি! শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে (শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ-নামক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারিণি) বৈষ্ণবীরূপে (বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণি), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে প্রণাম) প্রসীদ (প্রসন্না হও) ॥১৬॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণি! তুমি বৈষ্ণবীরূপে শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গাদি মহাস্ত্র ধারণ করিয়াছিলে। তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রসন্না হও ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—হে গৃহীতোগ্রমহাচক্রে (ভীষণ মহাচক্র ধারণকারিণি) দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে (দাঁতের দ্বারা পৃথিবী উত্তোলনকারিণি) বরাহরূপিণি (বরাহরূপধারিণি) শিবে (কল্যাণময়ি) নারায়ণি, তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার) ॥১৭॥

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে ।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৮

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে ।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ১৯

অনুবাদ ।—হে নারায়ণি! তুমি বরাহরূপে ভীষণ মহাচক্র ধারণ করিয়াছিলে। তুমি দাঁতের দ্বারা পৃথিবীকে তুলিয়াছিলে, তুমি মঙ্গলময়ী। তোমাকে নমস্কার ॥১৭॥

অন্বয়ঃ ।—উগ্রেণ নৃসিংহরূপেণ (উগ্র নৃসিংহরূপের দ্বারা) দৈত্যান্ হন্তুং কৃতোদ্যমে (অসুর বধের জন্য উদ্যমকারিণি) ত্রৈলোক্য-ত্রাণসহিতে (ত্রিভুবনের পরিত্রাণকারিণি) নারায়ণি! তে নমঃ অস্তু ॥১৮॥

অনুবাদ ।—হে নারায়ণি! তুমি ভীষণ নৃসিংহরূপ ধরিয়া দৈত্য-গণকে নাশের চেষ্টা করিয়াছিলে। তুমি ত্রিভুবনের পরিত্রাণকারিণী। তোমাকে নমস্কার ॥১৮॥

অন্বয়ঃ ।—হে কিরীটিনি (মুকুটধারিণি) মহাবজ্রে (ভীষণ বজ্রধারণকারিণি) সহস্রনয়নোজ্জ্বলে (সহস্র নয়নে উজ্জ্বলা অর্থাৎ হাজার চক্ষু দ্বারা শোভিতা)! বৃত্রপ্রাণহরে চ (এবং বৃত্র-নামক অসুরের প্রাণনাশকারিণি) ঐন্দ্রি (ইন্দ্রশক্তিরূপিণি) নারায়ণি, তে নমঃ অস্তু ॥১৯॥

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ! ।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ২০

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে ! ।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি ! নমোঽস্তু তে ॥ ২১

অনুবাদ।—তুমি কিরীটধারিণী ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রশক্তিরূপে হাজার চক্ষুতে শোভিতা হইয়া মহাবজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের প্রাণনাশ করিয়াছিলে। তোমাকে নমস্কার ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—শিবদূতীস্বরূপেণ (শিবদূতীরূপে) হতদৈত্যমহাবলে (অসুরদের বিরাট্ সেনাবাহিনী ধ্বংসকারিণি) ঘোররূপে (ভয়ঙ্কর রূপধারিণি) মহারাবে (বিকট শব্দকারিণি) নারায়ণি! তে নমঃ অস্তু ॥২০॥

অনুবাদ।—তুমি ভীষণ রূপ ধরিয়া বিকট শব্দ করিতে করিতে শিবদূতীরূপে দৈত্যগণের বিরাট্ সৈন্যদল নাশ করিয়াছিলে। তোমাকে নমস্কার ॥২০॥

অন্বয়ঃ।—হে নারায়ণি! দংষ্ট্রাকরালবদনে (যাহার মুখ দাঁতগুলি থাকাতে ভয়ঙ্কর) শিরোমালাবিভূষণে (মুণ্ডমালায় ভূষিতা) মুণ্ডমথনে (মুণ্ড-নামক দৈত্যের বধকারিণি) চামুণ্ডে (চামুণ্ডারূপিণি), তে নমঃ অস্তু ॥২১॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণি! চামুণ্ডারূপে তোমার মুখ বিকট দন্তগুলির জন্য ভয়ঙ্কর, গলায় মুণ্ডমালা। এই রূপে

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি ! নমোস্তু তে ॥ ২২

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।।
নিয়তে ! ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি ! নমোহস্তু তে ॥ ২৩

তুমি মুণ্ড-নামক অসুরকে বধ করিয়াছ। হে চামুণ্ডারূপিণি নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—হে লক্ষ্মি (সম্পদ্‌রূপিণি) লজ্জে (লজ্জারূপিণি) মহাবিদ্যে (ব্রহ্মবিদ্যারূপিণি) শ্রদ্ধে (আস্তিক্য-বুদ্ধিরূপিণি, অর্থাৎ ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসরূপিণি) পুষ্টি (পোষণরূপিণি) স্বধে (পিতৃপুরুষদের তৃপ্তিজনক মন্ত্ররূপিণি) ধ্রুবে (ব্রহ্মস্বরূপিণি) মহারাত্রি (মহাপ্রলয়রূপিণি) মহাবিদ্যে (মহা অবিদ্যা বা মায়ারূপিণি) নারায়ণি, তে নমঃ অস্তু ॥২২॥

অনুবাদ।—তুমি লক্ষ্মী, বেদবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও স্বধারূপিণী, তুমি মহারাত্রি অর্থাৎ প্রলয়রাত্রি ও মহামায়াস্বরূপা। তোমাকে নমস্কার ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—মেধে (মেধারূপিণি) সরস্বতি (বিদ্যাদেবি) বরে (শ্রেষ্ঠা) ভূতি (সত্ত্বগুণময়ি বা সম্পদ্‌রূপিণি) বাভ্রবি (রজোগুণবতি) তামসি (তমোগুণবতি) নিয়তে (নিয়তিরূপিণি) ঈশে (পরমেশ্বরি) নারায়ণি! তে নমঃ অস্তু! ত্বং প্রসীদ (তুমি প্রসন্না হও) ॥২৩॥

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি! নমোঽস্তু তে॥ ২৪

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি! নমোঽস্তু তে॥ ২৫

অনুবাদ।—তুমি মেধারূপিণী, তুমি সরস্বতী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তুমিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্তা, তুমিই নিয়তি। হে পরমেশ্বরি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—হে সর্ব্বস্বরূপে (হে বিশ্বরূপে) সর্ব্বেশে (সকলের অধীশ্বরি) সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে (সর্ব্বশক্তিমতি) দেবি দুর্গে দেবি! নঃ (আমাদিগকে) ভয়েভ্যঃ (ভয় হইতে) ত্রাহি (পরিত্রাণ কর), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার) ॥২৪॥

অনুবাদ।—হে নারায়ণি দেবি দুর্গে! তুমি সর্ব্বস্বরূপা (জগতের যাহা কিছু, তাহা তোমার রূপেরই প্রকাশ মাত্র), তুমি সর্ব্বশক্তিমতী (সব কিছু করিতে পার) ও সকলের ঈশ্বরী। তুমি ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তোমাকে নমস্কার ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—হে কাত্যায়নি! লোচনত্রয়ভূষিতং (তিনটি চক্ষুযুক্ত) সৌম্যম্ (মনোহর) এতৎ (এই) তে (তোমার)

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি! নমোঽস্তু তে ॥ ২৬

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥ ২৭

বদনং (মুখ) সর্ব্বভূতেভ্যঃ (সমস্ত অনিষ্টকারী জীব হইতে) নঃ (আমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুক), তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার) ॥২৫॥

অনুবাদ।—হে কাত্যায়নি! তোমার এই তিনটি চক্ষুযুক্ত মনোহর মুখ সকল অনিষ্টকারী জীব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক। তোমাকে নমস্কার ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।—অশেষাসুরসূদনম্ (সমস্ত অসুরবিনাশকারী) জ্বালাকরালম্ (তীব্র জ্বালা বা প্রচণ্ড দীপ্তিযুক্ত) অত্যুগ্রম্ (অত্যন্ত উগ্র) ত্রিশূলং (ত্রিশূল) নঃ (আমাদিগকে) ভীতেঃ (ভয় হইতে) পাতু (রক্ষা করুক)। হে ভদ্রকালি! তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার) ॥২৬॥

অনুবাদ।—সমস্ত অসুরবিনাশকারী, অতি উগ্র, ভীষণ শিখাযুক্ত তোমার এই ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক। হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।—যা (যাহা) স্বনেন (শব্দদ্বারা) জগৎ আপূর্য্য (জগৎ পূর্ণ করিয়া) দৈত্যতেজাংসি (অসুরদের তেজ) হিনস্তি

অসুরাসৃগ্বসা-পঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে! ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৮

(নাশ করে) হে দেবি! সা ঘণ্টা (সেই ঘণ্টা) অনঃ (মাতা, মা) সুতান্ ইব (পুত্রদের ন্যায়, ছেলেদের মত) নঃ (আমাদিগকে) পাপেভ্যঃ (পাপ হইতে) পাতু (রক্ষা করুক) ॥২৭॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তোমার যে ঘণ্টা শব্দ দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া দৈত্যদের তেজ নষ্ট করিয়া থাকে, সেই ঘণ্টা, মা যেমন ছেলেদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুক ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।—অসুরাসৃগ্বসা-পঙ্কচর্চ্চিতঃ (অসুরের রক্ত ও মেদ-রূপ পঙ্কে লিপ্ত) করোজ্জ্বলঃ (কিরণ দ্বারা উজ্জ্বল, ঝক্‌ঝকে) তে খড়্গঃ (তোমার খড়্গ) শুভায় ভবতু (মঙ্গলের জন্য হউক, মঙ্গল করুক) হে চণ্ডিকে! বয়ম্ (আমরা) ত্বাং (তোমাকে) নতাঃ (প্রণাম করিতেছি) ॥২৮॥

অনুবাদ।—হে দেবি চণ্ডিকে! অসুরগণের রক্ত ও মেদরূপ কর্দ্দম (কাদা) মাখা তোমার উজ্জ্বল (ঝক্‌ঝকে) খড়্গটি আমাদের মঙ্গল করুক। আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥২৮॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—তুষ্টা (তুষ্ট হইয়া) অশেষান্ রোগান্ (সমস্ত রোগ) অপহংসি (নাশ কর) রুষ্টা (রুষ্ট হইয়া) তু সকলান্ অভীষ্টান্ (সকল বাঞ্ছিত) কামান্ (কামনার বস্তু সকল) [অপহংসি (নাশ কর)]। ত্বামাশ্রিতানাং নরাণাং (তোমার শরণাগত লোকদের) ন বিপৎ (কোন বিপদ্ নাই) হি (কারণ) ত্বামাশ্রিতাঃ (তোমার শরণাগত যাহারা, তাহারা) আশ্রয়তাং প্রয়ান্তি (সকলের আশ্রয়ত্ব লাভ করে, সকলের আশ্রয়স্বরূপ হয়) ॥২৯॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমি তুষ্ট হইলে সকল রকম রোগ এবং রুষ্ট হইলে সকল কামনা নাশ করিয়া থাক। যাহারা তোমাকে আশ্রয় করে, তাহাদের বিপদ্ হয় না। কারণ তোমাকে আশ্রয় করিলে জগতের আশ্রয় হওয়া যায় ॥২৯॥

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি! মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে! তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥ ৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—হে দেবি অম্বিকে! অদ্য (আজ) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) অনেকৈঃ রূপৈঃ (অনেক রূপে) আত্মমূর্ত্তিং (নিজের মূর্ত্তিকে) বহুধা কৃত্বা (বহুরকম করিয়া) ধর্ম্মদ্বিষাং মহাসুরাণাং (ধর্ম্মবিদ্বেষী মহাসুরদের) যৎ এতৎ কদনং (এই যে নিধন বা বধ) কৃতং (করা হইল) তৎ (তাহা) কা (আর কে) প্রকরোতি (করিতে পারে) ॥৩০॥

অনুবাদ।—হে অম্বিকে! আজ তুমি নিজ মূর্ত্তিকে বহুরূপ করিয়া নানা মূর্ত্তি ধরিয়া এই ধর্ম্মদ্বেষী অসুরদিগকে যে বিনাশ করিলে, তাহা তুমি ছাড়া আর কে করিতে পারে? ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।—বিদ্যাসু (ইন্দ্রজাল ইত্যাদি বিদ্যায়) শাস্ত্রেষু

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ৩২

(মনুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে) বিবেকদীপেষু (যাহাতে বিবেকের আলো দান করে এমন) আদ্যেষু বাক্যেষু (বেদবাক্যে) অতি-মহান্ধকারে (যাহা ভীষণ অজ্ঞান-অন্ধকারে পূর্ণ এমন) মমত্বগর্ত্তে (মমতার গর্ত্তে) এতৎ বিশ্বম্ (এই বিশ্বজগৎকে) ত্বদন্যা কা (তুমি ছাড়া কে) অতীব বিভ্রাময়তি (এত ঘুরাইয়া থাকে) ॥৩১॥

অনুবাদ।—সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত শাস্ত্র ও জ্ঞানের আলোদান-কারী বেদবাক্য এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে পূর্ণ মমতার গর্ত্তে এই মায়া বিশ্বজগৎকে তুমি ছাড়া আর কে ঘুরাইয়া থাকে (অর্থাৎ তুমিই লোককে নানারূপ বিদ্যা ও জ্ঞান লাভে প্রেরণা দিয়া থাক, আবার তুমিই তাহাদিগকে অজ্ঞান মায়ামমতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখ) ॥৩১॥

অন্বয়ঃ।—যত্র (যেখানে) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) উগ্রবিষাঃ নাগাঃ (ভীষণ বিষধর সর্পসকল) যত্র (যেখানে) অরয়ঃ (শত্রুগণ) যত্র (যেখানে) দস্যুবলানি (ধনরত্ন অপহরণকারী দস্যুদল) যত্র (যেখানে) দাবানলঃ (দাবানল, বনের আগুন)

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩৩

তত্র (সেখানে) তথা (এবং) অব্ধিমধ্যে (সমুদ্রে) স্থিতা [সতী (থাকিয়া)] ত্বং বিশ্বং পরিপাসি (তুমি জগৎকে রক্ষা কর) ॥৩২॥

অনুবাদ।—যেখানে রাক্ষসগণ ও অত্যন্ত বিষধর সর্পগণ, যেখানে শত্রু ও দস্যুদল, সেই সকল স্থানে এবং সমুদ্রমধ্যে ও দাবানলে থাকিয়া তুমি বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক। [অর্থাৎ মানুষ রাক্ষস, সাপ, শত্রু, ডাকাত ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হইলে, অথবা সমুদ্রে ডুবিয়া বা দাবানল জ্বলিয়া উঠিবার সময় বনে গিয়া বিপন্ন হইলে তুমি সেই সকল বিপদে রক্ষা কর] ॥৩২॥

অন্বয়ঃ।—ত্বং (তুমি) বিশ্বেশ্বরী (জগতের ঈশ্বরী) ইতি (এইজন্য) বিশ্বং পরিপাসি (জগৎ পরিপালন কর) বিশ্বাত্মিকা (বিশ্বরূপা, জগৎই তোমার রূপের প্রকাশ) বিশ্বং (জগৎকে) ধারয়সি (ধারণ কর) যে (যাহারা) ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ (তোমার প্রতি ভক্তিতে নত হয়, তাহারা) বিশ্বাশ্রয়াঃ (জগতের আশ্রয়)

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সত্তঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৪

ভবন্তি (হইয়া থাকে)। ভবতী (তুমি) বিশ্বেশবন্দ্যা (ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদির আরাধ্যা) ॥৩৩॥

অনুবাদ।—তুমি বিশ্বেশ্বরী, তাই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। তুমি জগৎরূপা, সেইজন্য (তোমারই অংশভূত) জগৎকে ধারণ করিতেছ। তুমি ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতিরও আরাধ্যা, তোমাকে যাহারা ভক্তিভাবে প্রণাম করে, তাহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়া থাকে ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! প্রসীদ (প্রসন্ন হও) অসুরবধাৎ (অসুরদের বধ করিয়া) অধুনা (এখন) সত্তঃ (ক্ষণমাত্রে, অল্প সময়েই) এব যথা (যেভাবে রক্ষা করিয়াছ, সেইভাবে) অরিভীতেঃ (শত্রুভয় হইতে) নিত্যং (সব সময়) নঃ (আমাদিগকে) পরিপালয় (রক্ষা কর)। সর্ব্বজগতাং (সারা জগতের) পাপানি (পাপ সকল) উৎপাতপাকজনিতান্ মহোপসর্গান্ চ (উৎপাত, অর্থাৎ ঝড়, অনাবৃষ্টি ইত্যাদির

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে! লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৫

পরিণামস্বরূপে উৎপন্ন দুর্ভিক্ষ, মহামারীরূপ উপসর্গ বা বিপদ্ সকল) আশু (শীঘ্র) শমং নয় (শান্ত কর, দূর কর) ॥৩৪॥

অনুবাদ।—হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও, এখন যেমন অতিশীঘ্র অসুরদিগকে বধ করিয়া রক্ষা করিলে, এইরূপে সব সময় আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা কর, সারা জগতের পাপের শান্তি কর। (ঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) উৎপাতের ফলে যে মহোপসর্গসকল দেখা দেয়, তাহা নাশ কর ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।—হে বিশ্বার্ত্তিহারিণি (জগতের দুঃখনাশিনি) ঈড্যে (স্তবযোগ্যে, আরাধ্যে) দেবি! ত্বং (তুমি) ত্রৈলোক্যবাসিনাং (ত্রিভুবনের অধিবাসী) প্রণতানাং (প্রণত ভক্তদের প্রতি) প্রসীদ (প্রসন্না হও) লোকানাং (লোকসমূহের প্রতি) বরদা (বরদানকারিণী) ভব (হও) ॥৩৫॥

অনুবাদ।—হে বিশ্বের দুঃখনাশিনি আরাধ্যা দেবি! ত্রিভুবনের প্রণত লোকদিগের প্রতি প্রসন্না হও এবং তাহাদিগকে বর দান কর ॥৩৫॥

দেব্যুবাচ ॥ ৩৬

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৭

দেবা ঊচুঃ ॥ ৩৮

সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি ! ।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—হে সুরগণাঃ (হে দেবগণ) জগতামুপকারকম্ (জগৎসমূহের মঙ্গলজনক) যং বরং (যে বর) মনসা (মনে মনে) ইচ্ছথ (ইচ্ছা করিতেছ), তং বৃণুধ্বং (তাহা চাও) অহং বরদা (আমি বরদানকারিণী হইয়া) প্রযচ্ছামি (তাহা দান করিতেছি) ॥৩৬-৩৭॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—হে দেবগণ! আমি বর দান করিব, জগতের মঙ্গলজনক যে বর তোমরা মনে মনে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রার্থনা কর ॥৩৬-৩৭॥

অন্বয়ঃ।—দেবাঃ ঊচুঃ (দেবগণ বলিলেন)—হে অখিলেশ্বরি (হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরি)! ত্রৈলোক্যস্য (ত্রিভুবনের ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের) সর্ব্ববাধাপ্রশমনং (সকল বিঘ্ন-বিপদ্-বিনাশন) অস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ (আমাদের শত্রুবধ) এবমেব (এই ভাবেই) ত্বয়া কার্য্যম্ (তুমি করিও) ॥৩৮-৩৯॥

দেব্যুবাচ ॥ ৪০

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তেঽষ্টাবিংশতিতমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥ ৪১

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৪২

অনুবাদ।—দেবগণ বলিলেন—হে নিখিল বিশ্বের অধীশ্বরি! যেভাবে তুমি আমাদের শত্রু বধ করিয়া, সকল বিঘ্ন-বিপদের শান্তি করিলে, [পরেও] সেই ভাবেই করিও ॥৩৮-৩৯॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—বৈবস্বতেঽন্তরে (বৈবস্বত মন্বন্তরে) অষ্টাবিংশতিতমে যুগে প্রাপ্তে (অষ্টাবিংশতি-তম অর্থাৎ ২৮-এর যুগ আসিলে) অন্যৌ শুম্ভঃ নিশুম্ভশ্চ মহাসুরৌ (শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অপর দুই মহাসুর) উৎপৎস্যেতে (জন্মিবে) ॥৪০-৪১॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টা-বিংশতিতম যুগ আসিলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ-নামক অন্য দুই অসুর জন্মিবে ॥৪০-৪১॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (অহং) নন্দগোপগৃহে (নন্দ-নামক গোয়ালার (ঘরে) যশোদাগর্ভসম্ভবা জাতা (যশোদার গর্ভে

জন্মিয়া) বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী (বিন্ধ্যপর্ব্বতে থাকিয়া) তৌ (সেই দুই অসুরকে) নাশয়িষ্যামি (বধ করিব) ॥৪২॥

অনুবাদ।—(তখন) আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করিব এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিব ॥৪২॥*

---

* কংসের কারাগারে দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে মায়াপ্রভাবে বসুদেবের হাতের বাঁধন ও কারাগারের দ্বার খুলিয়া যায়, আর সকলে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়ে। বসুদেব তাড়াতাড়ি শিশু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যান, নন্দ গোপের স্ত্রী যশোদা তখন ঘুমের ঘোরেই এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সেই কন্যাই স্বয়ং মহামায়া বা যোগমায়া। বসুদেব পুত্রকে রাখিয়া কন্যাকে লইয়া আসেন। পরদিন কংস সেই কন্যাকে ধরিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে সেই কন্যা হঠাৎ হাত ছাড়াইয়া আকাশে উঠিয়া মহামায়ার রূপ ধরিয়া বলিলেন, "তোমাকে যিনি বধ করিবেন, তিনি অন্য কোথাও বাড়িতেছেন।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্যা হইলেন। সেই সময় বিন্ধ্যপর্ব্বতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই প্রবল অসুর ছিল। দেবী অতি সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের কাছে গিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজনের মধ্যে যে অন্যকে যুদ্ধ করিয়া হারাইবে, সেই আমার স্বামী হইবে।" তখন তাহারা মারামারি-কাটাকাটি করিয়া দুইজনেই মরিল।

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্॥ ৪৩

ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—পুনরপি (আবার) অতিরৌদ্রেণ রূপেণ (অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধরিয়া) পৃথিবীতলে (পৃথিবীতে) অবতীর্য্য (অবতীর্ণ হইয়া, জন্মিয়া) বৈপ্রচিত্তান্ দানবান্ (বিপ্রচিত্তির সন্তান অসুরদিগকে) হনিষ্যামি (বধ করিব)॥৪৩॥

অনুবাদ।—পুনর্ব্বার অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বৈপ্রচিত্ত নামে দানবগণকে বধ করিব॥৪৩॥

অন্বয়ঃ।—উগ্রান্ তান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্ (সেই ভয়ঙ্কর বৈপ্রচিত্ত-নামক মহাসুরদিগকে) ভক্ষয়ন্ত্যাঃ (খাইতে খাইতে আমার) দন্তাঃ (দাঁতগুলি) দাড়িমী-কুসুমোপমাঃ (ডালিম ফুলের মত) রক্তাঃ (লাল) ভবিষ্যন্তি (হইবে)॥৪৪॥

অনুবাদ।—সেই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত মহাসুরদিগকে খাইবার সময় আমার দাঁতগুলি ডালিম ফুলের মত লাল হইবে॥৪৪॥

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্॥ ৪৫

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন, তাহাতে) স্বর্গে দেবতাঃ (স্বর্গে দেবগণ) মর্ত্ত্যলোকে মানবাশ্চ (এবং পৃথিবীতে মনুষ্যগণ) মাং স্তুবন্তঃ (আমাকে স্তব করিতে করিতে) সততং (সর্ব্বদা) রক্তদন্তিকাং ব্যাহরিষ্যন্তি (রক্তদন্তিকা নামে অভিহিত করিবে)॥৪৫॥

অনুবাদ।—সেইজন্য স্বর্গে দেবগণ ও মর্ত্ত্যে মানবগণ আমাকে স্তব করিতে করিতে সব সময় রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে॥৪৫॥

অন্বয়ঃ।—ভূয়শ্চ (আবার) শতবার্ষিক্যাম্ অনাবৃষ্ট্যাং (একবার একশত বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টির সময়) মুনিভিঃ সংস্তুতা (মুনিগণ আমার স্তব করিলে) অযোনিজা (অযোনি-সম্ভবা হইয়া, অর্থাৎ দেবতা, মানুষ বা অন্য কোন স্ত্রীজাতির গর্ভে না জন্মিয়া) সম্ভবিষ্যামি (জন্মিব)॥৪৬॥

অনুবাদ।—আবার একশত বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হইবার সময় পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণ আমার স্তব করিবেন, তাহাতে আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া জন্মিব॥৪৬॥

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥ ৪৭

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ! শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥ ৪৮

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) যৎ (যেহেতু) নেত্রাণাং শতেন (একশত চোখে) মুনীন্ (মুনিগণকে) নিরীক্ষিষ্যামি (দেখিব) ততঃ (সেইজন্য) মনুজাঃ (মানবেরা, লোকে) মাম্ (আমাকে) শতাক্ষীম্ ইতি (শতাক্ষী বলিয়া) কীর্ত্তয়িষ্যন্তি (কীর্ত্তন করিবে, নাম লইবে) ॥৪৭॥

অনুবাদ।—তখন আমি মুনিগণকে একশত চোখে দেখিব, এজন্য আমাকে লোকে শতাক্ষী বলিয়া কীর্ত্তন করিবে ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তাহার পর) আবৃষ্টেঃ (যতদিন না বৃষ্টি হয়) অহম্ (আমি) আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ (নিজের শরীর হইতে উৎপন্ন) প্রাণধারকৈঃ (প্রাণ বাঁচাইবার উপযোগী) শাকৈঃ (শাকের দ্বারা) অখিলং লোকং (সারা পৃথিবী) ভরিষ্যামি (প্রতিপালন করিব)। হে সুরাঃ (হে দেবগণ)! তদা (তখন) অহম্ (আমি) ভুবি (জগতে) শাকম্ভরী

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
(দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি)॥ ৫০

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥ ৫১

ইতি বিখ্যাতিং (শাকম্ভরী এই নাম) যাস্যামি (লাভ করিব)॥৪৮-৪৯॥

অনুবাদ।—পরে আমি বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের শরীর হইতে উৎপন্ন প্রাণ বাঁচাইবার উপযোগী শাকের দ্বারা সমস্ত লোককে পোষণ করিব। তখন আমি পৃথিবীতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব॥৪৮-৪৯॥

অন্বয়ঃ।—তত্রৈব চ (এবং সেই সময়ে) দুর্গমাখ্যং মহাসুরং (দুর্গম-নামক মহাসুরকে) বধিষ্যামি (বধ করিব)। তৎ (সেইজন্য) মে (আমার) দুর্গাদেবী ইতি নাম (দুর্গা-দেবী এই নাম) বিখ্যাতং ভবিষ্যতি (বিখ্যাত হইবে)॥৫০॥

অনুবাদ।—সেই সময়ে দুর্গম-নামক মহাসুরকে বধ করিব, সেইজন্য আমার দুর্গাদেবী—এই বিখ্যাত নাম হইবে॥৫০॥

অন্বয়ঃ।—যদা পুনশ্চ (আবার) অহম্ (আমি) ভীমং রূপং কৃত্বা (ভীষণ রূপ ধরিয়া) হিমাচলে (হিমালয় পর্ব্বতে) মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ (মুনিদের রক্ষার জন্য) রক্ষাংসি (রাক্ষস-

তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৫২

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্‌পদম্ ॥ ৫৩

দিগকে) ক্ষয়য়িষ্যামি (বধ করিব)। তদা (তখন) সর্ব্বে মুনয়ঃ (মুনিগণ সকলে) আনম্রমূর্ত্তয়ঃ (নত হইয়া) মাং স্তোষ্যন্তি (আমার স্তব করিবেন)। তৎ (তখন) মে নাম (আমার নাম) ভীমাদেবী ইতি (ভীমাদেবী বলিয়া) বিখ্যাতং ভবিষ্যতি (প্রসিদ্ধ হইবে) ॥৫১-৫২॥

অনুবাদ।—আবার আমি যখন মুনিগণের পরিত্রাণের জন্য হিমালয় পর্ব্বতে ভীষণ রূপ ধরিয়া রাক্ষসগণকে বধ করিব, তখন মুনিগণ নত হইয়া আমাকে স্তব করিবেন এবং আমি ভীমাদেবী নামে খ্যাতিলাভ করিব ॥৫১-৫২॥

অন্বয়ঃ।—যদা (যখন) অরুণাখ্যঃ (অরুণ-নামক মহাসুর) ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) মহাবাধাং (ভীষণ অত্যাচার) করিষ্যতি (করিবে), তদা (তখন) অহম্ (আমি) অসংখ্যেয়ষট্‌পদম্ (অসংখ্য ভ্রমরযুক্ত ; ষট্‌পদ—ভ্রমর, ছয়টি পা আছে বলিয়া) ভ্রামরং রূপং (ভ্রমরময় বা ভ্রমরের রূপ) কৃত্বা (ধরিয়া) ত্রৈলোক্যস্য (ত্রিভুবনের) হিতার্থায় (মঙ্গলের জন্য) মহাসুরং বধিষ্যামি (সেই মহাসুরকে বধ করিব)। তদা (তখন) লোকাঃ

অসুর দেবী অম্বিকাকে বধ করিতে উদ্যত হইল…।১৮। [পৃষ্ঠা—৩৪৬

ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥ ৫৪

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ ৫৫

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
॥*॥ দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতিঃ ॥*॥

সর্ব্বতঃ (সকল লোক বা সব স্থানের লোক) ভ্রামরী ইতি (ভ্রামরী বলিয়া) মাং স্তোষ্যন্তি (আমার স্তব করিবে) ॥৫৩-৫৪॥

অনুবাদ।—যখন অরুণ-নামক মহাসুর ত্রিভুবনে ভীষণ অত্যাচার করিবে, তখন অসংখ্য ভ্রমরময় রূপ ধরিয়া ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য আমি সেই মহাসুরকে বধ করিব, এবং সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে ॥৫৩-৫৪ ॥

অন্বয়ঃ।—যদা যদা (যখনই, যে যে সময়েই) ইত্থম্ (এই-রূপ) দানবোত্থা বাধা (অসুরদের দ্বারা কৃত অত্যাচার) ভবিষ্যতি (হইবে) অহম্ (আমি) তদা তদা (সেই সেই সময়েই)

অবতীর্য্য (অবতীর্ণ হইয়া, জন্মিয়া) অরিসংক্ষয়ং (শত্রুনাশ, অসুরবধ) করিষ্যামি (করিব) ॥৫৫॥

অনুবাদ।—যখন যখন এইরূপ দানবজনিত পীড়া (অর্থাৎ অসুরদের দ্বারা অত্যাচার) হইবে, তখন তখন আমি অবতীর্ণ হইয়া (জন্মিয়া) শত্রু নাশ করিব ॥৫৫॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

দেব্যুবাচ ॥ ১

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ২
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—যঃ সমাহিতঃ (একমনে) এভিঃ স্তবৈঃ (এই সকল স্তব দ্বারা) নিত্যং (প্রতিদিন) মাম্ (আমাকে) স্তোষ্যতে (স্তব করিবে), অহম্ (আমি) তস্য (তাহার) সকলাং বাধাম্ (সকল কষ্ট) অসংশয়ম্ (অবশ্যই) শময়িষ্যামি (দূর করিব) ॥১-২॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—যে একমনে এই স্তব দ্বারা প্রতিদিন আমাকে স্তব করিবে, নিঃসংশয়ে আমি তাহার সকল বাধার শান্তি করিব (কষ্ট দূর করিব) ॥১-২॥

অন্বয়ঃ।—মধুকৈটভনাশং (মধুকৈটভ বধ) মহিষাসুর-

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৪

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥ ৫

ঘাতনম্ (মহিষাসুর বধ) তদ্বৎ (সেইরূপ) শুম্ভনিশুম্ভয়োর্বধম্ (শুম্ভনিশুম্ভের বধ) যে কীর্ত্তয়িষ্যন্তি (যাহারা কীর্ত্তন করিবে) অষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমীতে) একচেতসঃ (একমন হইয়া) মম (আমার) উত্তমং মাহাত্ম্যম্ (উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) শ্রোষ্যন্তি (শুনিবে)॥৩-৪॥

অনুবাদ।—যাহারা মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভের বধবিষয়ক চরিত কীর্ত্তন (অর্থাৎ পাঠ) করিবে এবং অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশীতে যাহারা একমনে আমার এই উত্তম মাহাত্ম্য শুনিবে॥৩-৪॥

অন্বয়ঃ।—তেষাম্ (তাহাদের) কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতং ন (কোন পাপ নয়) দুষ্কৃতোত্থা আপদশ্চ ন (পাপজনিত কোন বিপদ্ নয়) দারিদ্র্যং ন (দারিদ্র্য নয়) ইষ্টবিয়োজনং চ (প্রিয়-জনের মৃত্যুও) ন ভবিষ্যতি (হইবে না) তস্য (তাহার) শত্রুভয়ং ন (শত্রুভয় থাকিবে না) দস্যুতঃ রাজতঃ চ

শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৬

তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥ ৭

(দস্যু হইতে এবং রাজা হইতে) শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ (অস্ত্র-শস্ত্র, অগ্নি বা জল হইতে) কদাচিৎ (কখনও) [ভয়ম্—ভয়] ন সম্ভবিষ্যতি (হইবে না) ॥৫-৬॥

অনুবাদ।—তাহাদের পাপ বা পাপজনিত বিপদ্ এবং দারিদ্র্য ও বন্ধুবিচ্ছেদ হইবে না বা প্রিয়জনের মৃত্যু হইবে না। তাহাদের শত্রু, দস্যু ও রাজা হইতে এবং অস্ত্র শস্ত্র, আগুন ও জল হইতে কখনও ভয় থাকিবে না ॥৫-৬॥

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (সেইজন্য) সমাহিতৈঃ (একমনে, একাগ্রচিত্ত লোকের দ্বারা) সদা (সর্ব্বদা) মম এতৎ মাহাত্ম্যম্ (আমার এই মাহাত্ম্য) পঠিতব্যম্ (পাঠ করা উচিত) সদা (সর্ব্বদা) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) শ্রোতব্যঞ্চ (শোনাও উচিত) হি (কারণ) তৎ পরং স্বস্ত্যয়নম্ (তাহা পরম মঙ্গলজনক) ॥৭॥

অনুবাদ।—সেইজন্য একমনে ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য সর্ব্বদা পাঠ করিবে এবং শুনিবে। এই মাহাত্ম্য পরম মঙ্গলজনক ॥৭॥

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্ ।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥ ৮

যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্‌নিত্যমায়তনে মম ।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—মম মাহাত্ম্যম্ (আমার মাহাত্ম্য) মহামারী-সমুদ্ভবান্ (মহামারীজনিত) অশেষান্ (সকল) উপসর্গান্ (বিপদ্-আপদ্) ত্রিবিধম্ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক, এই তিন রকম অথবা দৈব, আন্তরীক্ষ ও ভৌম—এই তিন) উৎপাতঞ্চ (দুঃখ বা উপদ্রব) শময়েৎ (শান্ত করে, দূর করে) ॥৮॥

অনুবাদ।—আমার এই মাহাত্ম্য মহামারীজনিত সকল উপসর্গের (বিপদ্-আপদের) এবং দিব্য (স্বর্গের), আন্তরীক্ষ (আকাশের) ও ভৌম (পৃথিবীর)—এই তিন প্রকার উৎপাতের শান্তি করিবে ॥৮॥

অন্বয়ঃ।—যত্র মমায়তনে (যেখানে আমার মন্দিরে) এতৎ (ইহা) নিত্যং (প্রতিদিন) সম্যক্ পঠ্যতে (ঠিকমত পড়া হয়) সদা (কোন সময়েই) তৎ (তাহা, সেই স্থান) ন বিমোক্ষ্যামি (ছাড়িয়া যাইব না) তত্র মে সান্নিধ্যং স্থিতম্ (সেখানে আমার অবস্থান স্থির, আমি সব সময় থাকি) ॥৯॥

অনুবাদ।—যেখানে আমার মন্দিরে প্রতিদিন ভাল করিয়া

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ ॥ ১০

জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥ ১১

এই মাহাত্ম্য পাঠ করা হয়, সেই স্থান আমি কখনও ছাড়িয়া যাইব না। সেখানে আমি অবিচল হইয়া থাকিব ॥৯॥

অন্বয়ঃ।—বলিপ্রদানে (বলিদান-সময়ে) পূজায়াম্ (পূজায়) অগ্নিকার্য্যে (যজ্ঞ ইত্যাদিতে) মহোৎসবে (বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে) মম এতৎ সর্ব্বং চরিতম্ (আমার এই সমগ্র চরিত) উচ্চার্য্যম্ (পাঠ করা উচিত) শ্রাব্যমেব চ (শোনাও উচিত) ॥১০॥

অনুবাদ।—বলিদান, পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি ও বিবাহ মহোৎসবে আমার এই সমগ্র চরিত্র পাঠ করিবে এবং শুনিবে ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—জানতা (জানিয়া, জ্ঞানে) অজানতা বা (অথবা না জানিয়া, অজ্ঞানেও) কৃতাং বলিপূজাম্ (যে বলিদান ও পূজা করা হয় তাহা) তথা (এবং) কৃতং বহ্নিহোমং (যে বহ্নিহোম করা হয়, অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃত ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হয়) অহম্ (আমি) প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) প্রতীচ্ছিষ্যামি (গ্রহণ করিয়া থাকি) ॥১১॥

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১২

সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

অনুবাদ।—কেহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমার (উদ্দেশে) বলিদান, পূজা এবং বহ্নিহোম (অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি দান) করিলে তাহা আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—শরৎকালে (শরৎকালে, অর্থাৎ আশ্বিন মাসে) যা বার্ষিকী মহাপূজা ক্রিয়তে (প্রতিবৎসর যে মহাপূজা করা হয়) তস্যাং (তাহাতে) ভক্তিসমন্বিতঃ (ভক্তিযুক্ত হইয়া, ভক্তির সহিত) মম এতৎ মাহাত্ম্যম্ (আমার এই মাহাত্ম্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) মনুষ্যঃ (মানুষ) মৎপ্রসাদেন (আমার অনুগ্রহে) সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তঃ (সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া) ধনধান্যসুতান্বিতঃ (ধন, ধান্য, পুত্র ইত্যাদি যুক্ত) ভবিষ্যতি (হইবে) সংশয়ঃ ন (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥১২-১৩॥

অনুবাদ।—শরৎকালে (আশ্বিন মাসে) প্রতিবৎসর যে মহাপূজা (দুর্গাপূজা) হয়, তাহাতে ভক্তির সহিত আমার মাহাত্ম্য শুনিলে, মানুষ অবশ্যই আমার দয়ায় সকল বিপদ্-আপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া ধন, ধান্য ও পুত্র লাভ করে ॥১২-১৩॥

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥ ১৪

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—মম এতৎ মাহাত্ম্যম্ (আমার এই মাহাত্ম্য) তথা (এবং) শুভাঃ উৎপত্তয়শ্চ (মঙ্গলজনক আমার উৎপত্তির কাহিনী সকল) যুদ্ধেষু পরাক্রমঞ্চ (এবং যুদ্ধে আমার পরাক্রমের কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) পুমান্ (পুরুষ, মানুষ) নির্ভয়ঃ জায়তে (ভয়শূন্য, অর্থাৎ বিপদ্‌শূন্য হয়) ॥১৪॥

অনুবাদ।—আমার এই মাহাত্ম্য, আমার মঙ্গলজনক জন্ম-কাহিনী সকল ও যুদ্ধস্থলে আমার পরাক্রমের বিষয় শুনিলে মানুষ নির্ভয় অর্থাৎ বিপদশূন্য হয় ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—মম মাহাত্ম্যম্ (আমার মাহাত্ম্য) শৃণ্বতাং পুংসাং (শ্রবণকারী পুরুষদের) রিপবঃ (শত্রু সকল) সংক্ষয়ং যান্তি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়) কল্যাণম্ চ (এবং মঙ্গল) উপপদ্যতে (লাভ হয়) কুলং চ (এবং বংশ) নন্দতে (আনন্দ লাভ করে, সমৃদ্ধ হয়, বাড়ে) ॥১৫॥

অনুবাদ।—যাহারা আমার মাহাত্ম্য শোনে, তাহাদের শত্রু ধ্বংস হয়। তাহারা কল্যাণ লাভ করে এবং তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥১৫॥

শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥ ১৬

উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দ্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বত্র (সকল স্থানে) শান্তিকর্ম্মণি (শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি কার্য্যে) তথা (এবং) দুঃস্বপ্নদর্শনে (খারাপ স্বপ্ন দেখিলে) উগ্রাসু চ গ্রহপীড়াসু (এবং অশুভ গ্রহের জন্য যে ভীষণ দুঃখ-কষ্ট হয় তাহাতে) মম মাহাত্ম্যম্ (আমার মাহাত্ম্য) শৃণুয়াৎ (শুনিবে) ॥১৬॥

অনুবাদ।—সমস্ত শান্তিকার্য্যে, খারাপ স্বপ্ন দেখিলে, অশুভ গ্রহের দ্বারা যে ভীষণ দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি হয়, তাহাতে লোকে আমার মাহাত্ম্য শুনিবে (অর্থাৎ চণ্ডীপাঠ শুনিবে) ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—দারুণাঃ (ভীষণ) উপসর্গাঃ (উৎপাত সকল) গ্রহপীড়াঃ চ (এবং গ্রহজনিত দুঃখ-কষ্ট) শমং যান্তি (দূর হয়, নাশ হয়)। নৃভিঃ দৃষ্টং (মানুষের দেখা) দুঃস্বপ্নঞ্চ (খারাপ স্বপ্ন) সুস্বপ্নম্ উপজায়তে (ভাল স্বপ্নে পরিণত হয়) ॥১৭॥

অনুবাদ।—ভীষণ উৎপাত সকলের ও দারুণ গ্রহপীড়া সকলের শান্তি হয়, মানুষ যে সকল খারাপ স্বপ্ন দেখে, সেগুলি ভাল স্বপ্নে পরিণত হয় ॥১৭॥

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্॥ ১৮

দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্॥ ১৯

সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[মম মাহাত্ম্যশ্রবণম্] বালগ্রহাভিভূতানাম্ (কুমারতন্ত্রপ্রসিদ্ধ পূতনা প্রভৃতি বালগ্রহের দ্বারা পীড়িত) বালানাং (শিশুদের) শান্তিকারকম্ (শান্তিজনক, রক্ষক)। নৃণাং চ (এবং মানুষদের) সংঘাতভেদে (নিজেদের মধ্যে বিরোধে) উত্তমং মৈত্রীকরণম্ (উত্তম মিত্রতা সংস্থাপন-কারক) ॥১৮॥

অনুবাদ।—[এই মাহাত্ম্য শুনিলে] (কুমারতন্ত্রে উক্ত পূতনা প্রভৃতি) বালগ্রহ দ্বারা পীড়িত বালকদের শান্তি হয় (রোগ ভাল হয়) এবং মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে ইহা উত্তমরূপে বিরোধ দূর করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকে ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—[মম এতৎ মাহাত্ম্যম্] অশেষাণাং দুর্ব্বৃত্তানাং (সকল দুরাত্মার) পরম্ (অত্যন্ত) বলহানিকরম্ (শক্তিনাশক) পঠনাৎ এব (পড়া মাত্রই) রক্ষোভূতপিশাচানাং নাশনম্ (রাক্ষস, ভূত ও পিশাচদের বিনাশক) মম এতৎ সর্ব্বং মাহাত্ম্যম্

পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্॥ ২১

অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্ব্বৎসরেণ যা।
প্রীতির্ম্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥২২

(আমার এই সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য, অর্থাৎ সম্পূর্ণ চণ্ডীগ্রন্থ) মম সন্নিধিকারকম্ (আমার সন্নিধিজনক, অর্থাৎ আমাকে পাওয়ার সহায়ক)॥১৯-২০॥

অনুবাদ।—[আমার মাহাত্ম্য] দুর্বৃত্তদের গুরুতরভাবে বলনাশ করে। ইহা পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণ দূর হইয়া যায় এবং আমার এই সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য (অর্থাৎ সমগ্র চণ্ডীগ্রন্থ পাঠ করা বা শোনা) দ্বারা আমাকে কাছে পাওয়া যায় ॥১৯-২০॥

অন্বয়ঃ।—অহর্নিশম্ (দিনরাত, সর্ব্বদা) উত্তমৈঃ (ভাল ভাল) পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈঃ (পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য এবং ধূপ দ্বারা) গন্ধদীপৈঃ (চন্দন এবং দীপ বা বাতি দ্বারা) বিপ্রাণাং ভোজনৈঃ (ব্রাহ্মণদের খাওয়াইয়া) হোমৈঃ (যজ্ঞের সহিত) তথা (এবং) প্রোক্ষণীয়ৈঃ (পঞ্চামৃতের অভিষেক ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি দ্বারা স্নান করাইয়া) অন্যৈঃ বিবিধৈঃ (অন্যান্য নানারূপ) ভোগৈঃ (ভোগের দ্বারা) প্রদানৈঃ (আমার উদ্দেশে দানের দ্বারা) বৎসরেণ (এক বৎসরে) মে (আমার) যা প্রীতিঃ

শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম ॥ ২৩

ক্রিয়তে (যে সন্তোষ বিধান করা হয়, আমাকে যতটা সন্তুষ্ট করা হয়) সা (সেই প্রীতি বা সন্তোষ) অস্মিন্ সুচরিতে (এই মাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডী) সকৃৎ (একবার মাত্র) শ্রুতে (শুনিলেই) [হইয়া থাকে] ॥ ২১-২২॥

অনুবাদ।—সারা বৎসর দিনরাত পশুবলি, পুষ্প (ফুল), অর্ঘ্য (দূর্ব্বা ইত্যাদি), ধূপ, দীপ (বাতি), ব্রাহ্মণভোজন, যজ্ঞ, নানাপ্রকার ভোগ ও সোণা-রূপা ইত্যাদি উৎসর্গ দ্বারা এক বৎসরে আমার যে প্রীতি লাভ হয়, (অর্থাৎ এক বৎসর ধরিয়া নানা আড়ম্বরে ও উপচারে আমার পূজা ও দান, দক্ষিণা, যজ্ঞ ইত্যাদি করিলে আমি যতটা সন্তুষ্ট হই), এই মাহাত্ম্য একবার মাত্র শুনিলে আমি সেই প্রীতি লাভ করি ॥২১-২২॥

অন্বয়ঃ।—মম জন্মনাম্ (আমার জন্ম বা আবির্ভাবসমূহের, আমার অবতার সকলের) কীর্ত্তনম্ (কীর্ত্তন অর্থাৎ পাঠ) শ্রুতম্ (শোনা হইলে তাহা) পাপানি হরতি (পাপসমূহ নাশ করে) তথা (এবং) আরোগ্যং প্রযচ্ছতি (রোগ ভাল করে, আরোগ্য দান করে), ভূতেভ্যঃ (অনিষ্টকারী ভূত-প্রেত হইতে বা হিংস্র প্রাণী হইতে) রক্ষাং করোতি (রক্ষা করে) ॥২৩॥

অনুবাদ।—আমার আবির্ভাববৃত্তান্ত (অবতারের কাহিনী)

যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥২৪

যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥ ২৫

শুনিলে পাপ দূর হয় এবং আরোগ্য লাভ হয় (অর্থাৎ রোগ সারিয়া যায়)। ইহা হিংস্র প্রাণী (বা অনিষ্টকারী ভূত-প্রেত) হইতে রক্ষা করে ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—যুদ্ধেষু (যুদ্ধে) দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্ (দুর্বৃত্ত অসুরদের বিনাশক) যৎ মে চরিতম্ (আমার যে চরিত্র বা কার্য্যকলাপ) তস্মিন্ শ্রুতে (তাহা শুনিলে) পুংসাং (পুরুষদের, মানুষের) বৈরিকৃতং ভয়ং (শত্রুজনিত ভয়, অর্থাৎ বিপদ্) ন জায়তে (হয় না) ॥২৪॥

অনুবাদ।—যুদ্ধস্থলে দুষ্ট অসুরদের বিনাশের জন্য আমার যে চরিত্র বা কার্য্যকলাপ, তাহা শুনিলে মানুষের শত্রুভয় থাকে না ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—যুষ্মাভিঃ (তোমাদের দ্বারা) ব্রহ্মর্ষিভিঃ (ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা) যাঃ যাঃ চ স্তুতয়ঃ কৃতাঃ (যে সকল স্তব করা হইল) ব্রহ্মণা চ (এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক) কৃতাঃ (যে স্তব করা হইয়াছে) তাঃ তু (সেই স্তবগুলি) শুভাং মতিম্ (শুভবুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানজনক বুদ্ধি) প্রযচ্ছন্তি (দিয়া থাকে) ॥২৫॥

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।
দস্যুভির্ব্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥ ২৬

সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥ ২৭

আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥ ২৮

অনুবাদ।—(হে দেবগণ)! তোমরা [আমার] যে সকল স্তব করিয়াছ, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছেন, সেই সকল স্তবস্তুতি পাঠ করিলে বা শুনিলে তাহা শুভমতি দান করিয়া থাকে ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।—অরণ্যে (বনে) দাবাগ্নিপরিবারিতঃ (দাবানলের দ্বারা বেষ্টিত) প্রান্তরে (মাঠে) দস্যুভিঃ বা বৃতঃ (ডাকাতদের দ্বারা বেষ্টিত হইলে) শূন্যে (নির্জ্জন বা সহায়শূন্য স্থানে) শত্রুভিঃ (শত্রুদের দ্বারা) গৃহীতঃ বা অপি (আক্রান্ত হইলেও) বনে সিংহব্যাঘ্রানুযাতঃ বা (বনে সিংহ বা বাঘ আক্রমণ করিবার জন্য পিছনে ধাওয়া করিলে) বনহস্তিভিঃ বা (অথবা বন্য হস্তী) [অনুযাতঃ—পিছনে ধাইয়া আসিলে] ক্রুদ্ধেন রাজ্ঞা (ক্রুদ্ধ রাজা) বধ্যঃ বা আজ্ঞপ্তঃ (ইহাকে বধ করা হউক এইরূপ আদেশ করিলে) বন্ধ-

সর্ব্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা।
স্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ২৯

গতঃ (কারাগারে আবদ্ধ) অপি বা (অথবা) মহার্ণবে (মহাসমুদ্রে) পোতে (জাহাজে, নৌকায়) স্থিতঃ (থাকিয়া) বাতেন (ঝড়ে) আঘূর্ণিতঃ (বিঘূর্ণিত হইলে) ভৃশদারুণে সংগ্রামে (অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে) শস্ত্রেষু পতৎসু বা অপি (অস্ত্রশস্ত্র সকল উপরে পড়িতে থাকিলে) ঘোরাসু সর্ব্ববাধাসু (সকল রকমের উৎকট পীড়া বা কষ্টে) বেদনাভ্যর্দ্দিতঃ অপি বা (যন্ত্রণায় পীড়িত হইলেও) নরঃ (মানুষ) মম এতচ্চরিতম্ (আমার এই মাহাত্ম্য) স্মরন্ (মনে করিয়া) সঙ্কটাৎ (বিপদ্ হইতে) মুচ্যেত (মুক্তি পায়, রক্ষা পায়) ॥২৬-২৯ ॥

অনুবাদ।—বনের মধ্যে দাবানলে ঘেরিয়া ফেলিলে, মাঠে দস্যুতে বেষ্টন করিলে, সহায়শূন্য নির্জ্জন স্থানে শত্রু আক্রমণ করিলে, বনে সিংহ, বাঘ বা বুনো হাতী আক্রমণ করিবার জন্য পিছনে ধাওয়া করিলে, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণবধের আদেশ করিলে, কারাগারে বদ্ধ হইলে, মহাসমুদ্রে জাহাজের মধ্যে থাকিয়া ঝড়ের বেগে ঘুরপাক খাইতে থাকিলে, অতি ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র আসিয়া উপরে পড়িবার উপক্রম হইলে, অথবা সকল রকমের অতি কঠিন রোগ সকলের দ্বারা

মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥ ৩০

ঋষিরুবাচ ॥ ৩১

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানান্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২

পীড়িত হইলে, মানুষ আমার এই মাহাত্ম্য মনে মনে চিন্তা করিলেই এই সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পায় ॥২৬-২৯॥

অন্বয়ঃ।—মম প্রভাবাৎ (আমার প্রভাবে) সিংহাদ্যাঃ (সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু), দস্যবঃ (দস্যুগণ, ডাকাত সকল) তথা (এবং) বৈরিণঃ (শত্রুগণ) মম চরিতম্ স্মরতঃ (আমার মাহাত্ম্য যে মনে মনে স্মরণ করে তাহার) দূরাৎ এব পলায়ন্তে (দূর হইতে পলাইয়া যায়) ॥৩০॥

অনুবাদ।—যে আমার মাহাত্ম্য মনে মনে স্মরণ করে, আমার প্রভাবে তাহার নিকট হইতে সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ, দস্যুগণ এবং শত্রুগণ দূরে পলায়ন করে ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।—ঋষিঃ উবাচ (মেধা মুনি বলিলেন)—সা চণ্ড-বিক্রমা (প্রচণ্ড প্রতাপশালিনী) ভগবতী চণ্ডিকা (ঐশ্বর্য্যময়ী দেবী চণ্ডিকা) ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) তত্র এব (সেইখানেই) পশ্যতামেব দেবানাম্ (দেবতাদের চোখের সামনেই) অন্তরধীয়ত (অদৃশ্য হইয়া গেলেন) ॥৩১-৩২॥

তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩৩

দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥ ৩৪

নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥ ৩৫

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—সেই প্রচণ্ডবিক্রমা ভগবতী চণ্ডিকা এই কথা বলিয়া সেইখানেই দেবগণের চোখের সম্মুখেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন ॥৩১-৩২॥

অন্বয়ঃ।—তে অপি দেবাঃ (সেই দেবগণও) নিরাতঙ্কাঃ (নির্ভয়, আতঙ্কশূন্য) বিনিহতারয়ঃ (শত্রুশূন্য হইয়া) পুরা যথা (আগেকার মত, পূর্ব্বের ন্যায়) যজ্ঞভাগভুজঃ (যজ্ঞের ভাগ লাভ করিয়া) স্বাধিকারান্ চক্রুঃ (নিজ নিজ অধিকার লাভ করিলেন) ॥৩৩॥

অনুবাদ।—দেবীর দ্বারা শত্রুগণ বিনাশিত হওয়ায় সেই দেবগণও নিজ নিজ অধিকার পাইয়া নির্ভয়ে আগেকার মত যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।—যুধি (যুদ্ধে) দেব্যা (দেবীর দ্বারা) মহোগ্রে (অতি ভীষণ, অতি উদ্ধত) অতুলবিক্রমে (মহাপরাক্রমশালী) জগদ্বিধ্বংসিনি (জগৎ-ধ্বংসকারী) তস্মিন্ মহাবীর্য্যে (সেই মহাশক্তিশালী) দেবরিপৌ (দেবতার শত্রু) শুম্ভে নিশুম্ভে

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ! জগতঃ পরিপালনম্॥ ৩৬

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥ ৩৭

চ (শুম্ভ ও নিশুম্ভ) নিহতে (নিহত হইলে) শেষাঃ দৈত্যাঃ (বাকী অসুরেরা) পাতালম্ (পাতালে) আযযুঃ (চলিয়া গেল)॥৩৪-৩৫॥

অনুবাদ।—জগৎ-ধ্বংসকারী, অতিভীষণ, অমিতপরাক্রম, দেবশত্রু, অত্যন্ত শক্তিশালী শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধস্থলে দেবী দ্বারা নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে চলিয়া গেল॥৩৪-৩৫॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ভূপ (হে মহারাজ সুরথ), সা দেবী ভগবতী (সেই ভগবতী দেবী) নিত্যা অপি (জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি রহিত হইলেও) এবম্ (এইভাবে) পুনঃ পুনঃ (বার বার) সম্ভূয় (জন্মিয়া, আবির্ভূত হইয়া) জগতঃ পরিপালনং কুরুতে (জগৎ রক্ষা করেন)॥৩৬॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! সেই দেবী নিত্যা হইয়াও (অর্থাৎ দেবী চিরকাল আছেন, তাহা হইলেও) এইরূপে বার বার আবির্ভূত হইয়া জগৎ রক্ষা করেন॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।—তয়া (তাঁহার দ্বারা) এতৎ বিশ্বম্ (এই জগৎ)

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর ! ।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥ ৩৮

মোহ্যতে (মুগ্ধ হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়) সা এব (তিনিই) বিশ্বং প্রসূয়তে (বিশ্ব প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টি করেন) সা চ (এবং তিনি) যাচিতা (প্রার্থিতা হইয়া) তুষ্টা (প্রীত হইয়া) বিজ্ঞানম্ (বিশেষ জ্ঞান, আত্মতত্ত্বজ্ঞান) ঋদ্ধিম্ চ (এবং ঐশ্বর্য্য) প্রযচ্ছতি (দান করেন) ॥৩৭॥

অনুবাদ।—তাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব মায়ামুগ্ধ বা মোহাচ্ছন্ন হইতেছে। তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া বিজ্ঞান (অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান) এবং ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।—[হে] মনুজেশ্বর (হে মহারাজ)! মহাকালে (প্রলয়কালে) মহামারীস্বরূপয়া (সংহারশক্তিরূপিণী) তয়া মহাকাল্যা (সেই মহাকালীর দ্বারা) এতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডম্ (এই সারা ব্রহ্মাণ্ড) ব্যাপ্তম্ (ব্যাপ্ত হয়) ॥৩৮॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ ! প্রলয়কালে মহামারীস্বরূপা (অর্থাৎ সংহাররূপিণী) সেই মহাকালী এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া মরণরূপে অবস্থান করেন ॥৩৮॥

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥ ৩৯

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্ব্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্ব্বিনাশায়োপজায়তে ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—সা এব (সেই মহাকালীই) কালে (প্রলয়ে) মহামারী (ত্রিলোকের বিনাশকারিণী) ভবতি (হইয়া থাকেন), অজা (জন্মরহিতা হইয়াও) সা এব (তিনিই) [কালে—সৃষ্টি-কালে] সৃষ্টিঃ ভবতি (সৃষ্টিরূপা হইয়া থাকেন)। কালে (স্থিতি-কালে) সনাতনী (যিনি সব সময়েই আছেন; নিত্যা) সা এব (তিনিই) ভূতানাং (জীবসমূহের) স্থিতিম্ করোতি (রক্ষা করেন) ॥৩৯॥

অনুবাদ।—সেই মহাকালীই প্রলয়কালে সংহাররূপিণী হইয়া থাকেন; তিনিই (সৃষ্টিকালে) অজা (অর্থাৎ তাঁহার জন্ম নাই), তথাপি তিনি সৃষ্টিরূপিণী। তিনি নিত্যা এবং স্থিতিকালে তিনিই প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ।—নৃণাং (মানুষদের) গৃহে (বাড়ীতে) ভবকালে (সম্পদের সময়ে) সা এব (তিনিই) বৃদ্ধিপ্রদা (উন্নতি-বিধায়িনী) লক্ষ্মীঃ (ভাগ্যদেবী), তথা (আবার) অভাবে (অশুভ বা মন্দ

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্॥ ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
॥*॥ দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ ॥*॥

সময়ে) সা এব (তিনিই) অলক্ষ্মীঃ (অলক্ষ্মীরূপে) বিনাশায় উপজায়তে (ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকেন) ॥৪০॥

অনুবাদ।—তিনিই মঙ্গলসময়ে মানুষের গৃহে লক্ষ্মীরূপে সৌভাগ্যদায়িনী থাকেন, আবার অশুভ সময়ে তিনিই অলক্ষ্মী-রূপে সমস্ত ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকেন ॥৪০॥

অন্বয়ঃ।—স্তুতা (তাঁহার স্তব করিলে) ধূপগন্ধাদিভিঃ (ধূপ, চন্দন ইত্যাদির দ্বারা) তথা (এবং) পুষ্পৈঃ (ফুলের দ্বারা) সংপূজিতা (তাঁহার পূজা করিলে) [সা— তিনি] বিত্তম্ (ধন-সম্পদ্) পুত্রান্ চ (এবং পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি) তথা (এবং) ধর্ম্মে (ধর্ম্মবিষয়ে) শুভাং (শ্রদ্ধাযুক্তা, কল্যাণময়ী) মতিং (প্রবৃত্তি) দদাতি (দিয়া থাকেন) ॥৪১॥

অনুবাদ।—তাঁহাকে পুষ্প (ফুল), ধূপ ও চন্দন ইত্যাদি দ্বারা পূজা এবং স্তব করিলে, তিনি ধন, পুত্র ও মঙ্গলজনক ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়া থাকেন ॥৪১॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

এতত্তে কথিতং ভূপ ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
এবম্প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ২

বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—ঋষিঃ উবাচ (মেধা মুনি বলিলেন), [হে] ভূপ (হে মহারাজ সুরথ) ! উত্তমম্ এতৎ দেবীমাহাত্ম্যম্ (এই উত্তম দেবীর মাহাত্ম্য) তে (তোমাকে) কথিতং (বলা হইল) যয়া (যাঁহার দ্বারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য্যতে (ধারণ করা হয়, অথবা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বিধান করা হয়) সা দেবী এবম্প্রভাবা (সেই দেবীর প্রভাব এমনই) । ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া (বিষ্ণুর মায়া-স্বরূপিণী তাঁহার দ্বারা) বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) তথৈব (এবং) ক্রিয়তে (জন্মাইয়া থাকেন) ॥১-৩॥

অনুবাদ ।—ঋষি মেধা বলিলেন—হে মহারাজ ! তোমার নিকট উত্তম দেবীমাহাত্ম্য বলিলাম । যিনি সৃষ্টি-

তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥ ৪

তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ ৫

স্থিতি প্রলয়কারিণীরূপে এই জগৎ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রভাব এইরূপ। ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াস্বরূপিণী তিনিই [মানবের মনে] তত্ত্বজ্ঞান দিয়া থাকেন ॥১-৩॥

অন্বয়ঃ।—তয়া (তাঁহার দ্বারাই) ত্বম্ (তুমি) এষঃ বৈশ্যঃ (এই সমাধি-নামক বৈশ্য) তথা (এবং) অন্যে বিবেকিনশ্চ (অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাও) মোহ্যন্তে (মোহাচ্ছন্ন হইতেছেন) মোহিতাশ্চ (আগেও মোহিত হইয়াছেন) অপরে (অন্যেরা) মোহম্ এষ্যন্তি চ (ভবিষ্যতেও মোহিত হইবেন) ॥৪॥

অনুবাদ।—সেই দেবীর দ্বারা তুমি, এই বৈশ্য এবং অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা মোহাচ্ছন্ন হইতেছেন ও (পূর্ব্বে) মুগ্ধ হইয়াছেন এবং (ভবিষ্যতেও) অন্য সকলে মোহিত হইবেন ॥৪॥

অন্বয়ঃ।—হে মহারাজ (হে মহারাজ সুরথ)! তাং পরমেশ্বরীং শরণম্ উপৈহি (সেই দেবী পরমেশ্বরীর শরণ লও) সা এব আরাধিতা (তাঁহারই আরাধনা করিলে তিনি) নৃণাং

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ৬

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং শংসিতব্রতম্ ॥ ৭
নির্ব্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে *! ॥ ৮

(মানবের) ভোগস্বর্গাপবর্গদা ভবতি (সুখভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তিদানকারিণী হইয়া থাকেন) ॥৫॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! সেই ভগবতী পরমেশ্বরীর শরণ লও। তাঁহারই আরাধনা করিলে, মানবগণ ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—মার্কণ্ডেয় উবাচ (মার্কণ্ডেয় বলিলেন)—[হে] মহামুনে (হে মুনিবর ভাগুরি)! অতিমমত্বেন (অত্যন্ত মমতাবশে) রাজ্যাপহরণেন চ (রাজ্য হারাইয়া) নির্ব্বিণ্ণঃ (অতি দুঃখিত) সঃ নরাধিপঃ সুরথঃ (সেই রাজা সুরথ) সঃ চ বৈশ্যঃ (এবং সেই সমাধি বৈশ্য) তস্য ইতি বচঃ (তাঁহার অর্থাৎ মুনি মেধার এই কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) শংসিতব্রতং (কঠোর তপস্যাপরায়ণ) মহাভাগং তম্ ঋষিম্ (সেই তপঃপ্রভাবযুক্ত ঋষিকে) প্রণিপত্য (প্রণাম করিয়া) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তপসে (তপস্যা করিতে) জগাম (চলিয়া গেলেন) ॥৬-৮॥

---

* প্রথমে ষট্সংবাদ কথা দ্রষ্টব্য। এখানে মহামুনি=ভাগুরি।

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥ ৯

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ॥ ১০

অনুবাদ।—মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে মহামুনি ভাগুরি! রাজ্য হারাইয়া অতি দুঃখিত সেই রাজা সুরথ এবং অতি মমতার জন্য দুঃখিত সেই বৈশ্য তাঁহার (মেধা ঋষির) এই সকল কথা শুনিয়া কঠোর তপস্যাপরায়ণ ও তপঃপ্রভাবযুক্ত সেই ঋষিকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন ॥৬-৮॥

অন্বয়ঃ।—সঃ বৈশ্যশ্চ (সেই রাজা এবং বৈশ্য) অম্বায়াঃ (চণ্ডিকা দেবীর) সন্দর্শনার্থং (দর্শন পাইবার জন্য) নদীপুলিন-সংস্থিতঃ (নদীর তীরে থাকিয়া) দেবীসূক্তং জপন্ (দেবীসূক্ত জপ করিতে করিতে) পরং তপস্তেপে (কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন)॥৯॥

অনুবাদ।—সেই রাজা এবং বৈশ্য দেবীর দর্শন পাইবার জন্য নদীতীরে থাকিয়া দেবীসূক্ত জপ করিতে করিতে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥৯॥

অন্বয়ঃ।—তৌ (তাঁহারা দুইজন) তস্মিন্ পুলিনে (সেই নদীতীরে) দেব্যাঃ মহীময়ীং মূর্ত্তিং (দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, মাটির প্রতিমা) কৃত্বা (গড়িয়া) পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ (ফুল, ধূপ

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ ১১

এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥ ১২

এবং যজ্ঞদ্বারা; অগ্নিতর্পণ=যজ্ঞ) তস্যাঃ অর্হণাং চক্রতুঃ (তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন)॥১০॥

অনুবাদ।—তাঁহারা দুইজনে সেই নদীতীরে দেবীর মাটির প্রতিমা গড়িয়া ফুল, ধূপ এবং যজ্ঞদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন॥১০॥

অন্বয়ঃ।—যতাহারৌ (আহার সংযম করিয়া, কম খাইয়া) নিরাহারৌ (একেবারে না খাইয়া, উপবাস করিয়া) তন্মনস্কৌ (দেবীর প্রতি তন্ময় হইয়া) সমাহিতৌ (জিতেন্দ্রিয় হইয়া) তৌ (তাঁহারা দুইজনে) উক্ষিতম্ (বাহির করিয়া) নিজগাত্রাসৃক্ (নিজেদের শরীরের রক্ত) বলিম্ চ (এবং পশুবলি) দদতুঃ (দিলেন)॥১১॥

অনুবাদ।—তাঁহারা নিয়মিত আহার করিয়া, একেবারে উপবাস করিয়া, দেবীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিজ নিজ শরীরের রক্ত এবং বলি দান করিলেন॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।—এবম্ (এইরূপে) সমারাধয়তোঃ (সম্যক্-

দেব্যুবাচ ॥ ১৩

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥ ১৪

রূপে আরাধনাকারী) যতাত্মনোঃ (সংযতমনাঃ) [তয়োঃ—তাঁহাদের সম্বন্ধে] ত্রিভিঃ বর্ষৈঃ (তিন বৎসরে) পরিতুষ্টা (সন্তুষ্ট হইয়া) জগদ্ধাত্রী (জগৎপালনকারিণী) চণ্ডিকা প্রত্যক্ষং (প্রত্যক্ষে, দেখা দিয়া) প্রাহ (বলিলেন) ॥১২॥

অনুবাদ।—এইরূপে তাঁহারা দুইজন মন সংযত করিয়া তিন বৎসর আরাধনা করিলে, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন এবং বলিলেন ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—[হে] ভূপ (হে মহারাজ সুরথ), ত্বয়া যৎ প্রার্থ্যতে (তুমি যাহা চাও), হে কুলনন্দন (হে বৈশ্য সমাধি), ত্বয়া চ (এবং তুমি 'যাহা চাও') মত্তঃ (আমার নিকট হইতে) তৎ সর্ব্বম্ (তাহা সব) প্রাপ্যতাম্ (প্রাপ্ত হও) তৎ (তাহা) পরিতুষ্টা দদামি (আমি সন্তুষ্ট হইয়া দিতেছি) ॥১৩-১৪॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—হে মহারাজ! হে বৈশ্যনন্দন! তোমরা আমার নিকটে যাহা চাহিতেছ তাহা

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ১৫

তেতো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি ।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥ ১৬

সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥ ১৭

লাভ কর। আমি তুষ্ট হইয়া সেই সমস্ত তোমাদিগকে দান করিতেছি ॥১৩-১৪॥

অন্বয়ঃ।—মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ (ঋষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন)—ততঃ (তখন) নৃপঃ (রাজা সুরথ) অন্যজন্মনি (পরজন্মে) অবিভ্রংশি রাজ্যং (যাহা কখনও নষ্ট হইবে না এমন রাজ্য) অত্র চ (এবং এই জন্মে) বলাৎ হতশত্রুবলং (নিজ শক্তিতে শত্রুসৈন্য বিনাশ করিয়া লব্ধ) নিজং রাজ্যং (নিজের রাজ্য) বব্রে (প্রার্থনা করিলেন) ॥১৫-১৬॥

অনুবাদ।—মার্কণ্ডেয় বলিলেন—অনন্তর রাজা সুরথ "ইহজন্মে নিজের শক্তি দ্বারা শত্রুসৈন্য বিনাশ করিয়া নিজ রাজ্য লাভ এবং পরজন্মে যাহা কখনও নষ্ট হইবে না এমন রাজ্য" প্রার্থনা করিলেন ॥১৫-১৬॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তখন) সঃ অপি প্রাজ্ঞঃ বৈশ্যঃ (সেই জ্ঞানী বৈশ্যও) নির্ব্বিণ্ণমানসঃ (সংসারের প্রতি মনে

দেব্যুবাচ ॥ ১৮

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে ! স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্ ॥ ১৯

হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥ ২০

মনে বিরক্ত হইয়া) মম ইতি অহম্ ইতি ('আমার', 'আমি' এইরূপ) সঙ্গবিচ্যুতিকারকং (আসক্তি-নাশক) জ্ঞানং বব্রে (জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন) ॥১৭॥

অনুবাদ।—সেই বৈশ্যও মনে মনে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া "আমি ও আমার" এইরূপ অভিমান যাহাতে নাশ হয় এমন তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—দেবী উবাচ (দেবী বলিলেন)—[হে] নৃপতে (হে মহারাজ), ভবান্ (তুমি) স্বল্পৈঃ অহোভিঃ (অল্পদিনমধ্যে) স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে (নিজরাজ্য পাইবে) রিপূন্ হত্বা (শত্রুদের বধ করিয়া) তব তত্র (তোমার সেখানে) অস্খলিতং [রাজ্যং] (যাহা কখনও নষ্ট হইবে না এমন রাজ্য) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥১৮-২০॥

অনুবাদ।—দেবী বলিলেন—হে মহারাজ! তুমি অল্পদিনের মধ্যেই শত্রু নাশ করিয়া নিজরাজ্য লাভ করিবে এবং সেই রাজ্য অস্খলিত হইবে (অর্থাৎ কখনও হাতছাড়া হইবে না) ॥১৮-২০॥

মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ ॥ ২১

সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ২২

বৈশ্যবর্য্য ! ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ॥ ২৩

তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—মৃতঃ চ (এবং মৃত্যুর পর) ভূয়ঃ (আবার) দেবাৎ বিবস্বতঃ (সূর্য্যদেব হইতে) জন্ম সংপ্রাপ্য (জন্ম লাভ করিয়া) ভবান্ (তুমি) ভুবি (পৃথিবীতে) সাবর্ণিকো নাম মনুঃ (সাবর্ণি নামে মনু) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥২১-২২॥

অনুবাদ।—অনন্তর মৃত্যুর পরে আবার সূর্য্যদেব হইতে (সূর্য্যদেবের পুত্ররূপে) জন্মিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে মনু হইবে ॥২১-২২॥

অন্বয়ঃ।—[হে] বৈশ্যবর্য্য (বৈশ্যশ্রেষ্ঠ)! ত্বয়া (তোমার দ্বারা) অস্মত্তঃ (আমার নিকট) যো বরো অভিবাঞ্ছিতঃ (যে বর চাওয়া হইয়াছে) তম্ (তাহা) প্রযচ্ছামি (দিতেছি)। সংসিদ্ধ্যৈ (সম্যক্ সিদ্ধিলাভের জন্য, অর্থাৎ মুক্তিলাভের উপযোগী) তব (তোমার) জ্ঞানং (জ্ঞান) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥২৩-২৪॥

অনুবাদ।—হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার নিকটে যে বর চাহিয়াছ, তাহা (সেই বর) দিতেছি। তোমার মুক্তিলাভের উপযোগী তত্ত্বজ্ঞান হইবে ॥২৩-২৪॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ২৫

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দ্দেবী যথাভিলষিতং বরম্ ॥ ২৬

বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥ ২৭

এবং দেব্যা বরং লব্ধা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥ ২৮

সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥ ২৯

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে

।*। দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।*।

।*। ওঁ তৎসৎ ।*।

অন্বয়ঃ ।—মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ (মার্কণ্ডেয় বলিলেন)—দেবী তয়োঃ (তাঁহাদিগকে) ইতি (এইরূপ) যথাভিলষিতং (মনের ইচ্ছার অনুরূপ) বরং (বর) দত্ত্বা (দিয়া) তাভ্যাং (তাঁহাদের দ্বারা) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) অভিষ্টুতা (স্তুতা বা আরাধিতা হইয়া) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) অন্তর্হিতা বভূব (অদৃশ্যা হইয়া গেলেন) ॥২৫-২৭॥

অনুবাদ ।—মার্কণ্ডেয় বলিলেন—দেবী তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছামত এইরূপ বর দিবার পর সুরথ ও সমাধি

ভক্তির সহিত তাঁহার স্তব করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্যা হইয়া গেলেন ॥২৫-২৭॥

অন্বয়ঃ।—ক্ষত্রিয়র্ষভঃ সুরথঃ (ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ) দেব্যাঃ (দেবীর নিকট হইতে) এবং বরং লব্ধ্বা (এইরূপ বর পাইয়া) সূর্য্যাৎ জন্ম সমাসাদ্য (সূর্য্যদেব হইতে জন্মিয়া) সাবর্ণির্নাম মনুঃ (সাবর্ণি নামে মনু) ভবিতা (হইবেন) ॥২৮-২৯॥ ইতি।

অনুবাদ।—ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা সুরথ এইরূপে দেবীর নিকট হইতে বরলাভ করিয়া সূর্য্যদেব হইতে (অর্থাৎ সূর্য্যদেবের পুত্ররূপে) জন্মিয়া সাবর্ণি নামে মনু হইবেন ॥২৮-২৯॥ ইতি।

॥*॥ দেবীমাহাত্ম্যের বঙ্গভাবানুবাদ ॥*॥

॥ * ॥ সমাপ্ত ॥ * ॥

চণ্ডীপাঠের ভ্রম ইত্যাদির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ! ময়া !
বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ
সঙ্কল্পসিদ্ধিস্তু সদৈব জায়তাম্ ॥

যন্মাত্রাবিন্দুবিন্দুদ্বিতয়পদপদদ্বন্দ্ববর্ণাদিহীনং
ভক্ত্যা ভক্ত্যানুপূর্ব্বং প্রবচনবচনাদ্ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতন্তে স্তবেঽস্মিং-
স্তৎসর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ॥

প্রণাম-মন্ত্র

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

অথ চণ্ডীপাঠফলম্

চণ্ডীপাঠফলং দেবি ! শৃণুষ্ব গদতো মম।
একাবৃত্ত্যাদিপাঠানাং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ১

সঙ্কল্প্য পূর্ব্বং সম্পূজ্য ন্যস্যাঙ্গেষু মনূন্ সকৃৎ।
পাঠাদ্বলিপ্রদানাদ্ধি সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২

উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ।
গ্রহোপশান্ত্যৈ কর্ত্তব্যং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে ! ॥ ৩

অনুবাদ।—হে দেবি ! আমার নিকট চণ্ডীপাঠের ফল শোন। এক বার দুই বার তিন বার ইত্যাদিক্রমে আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলে কেমন পৃথক্ পৃথক্ ফল হয় তাহা সঠিকভাবে তোমাকে বলিতেছি ॥১॥

অনুবাদ।—সঙ্কল্প করিয়া তাহার পর পূজা এবং অঙ্গন্যাস করিয়া একবার আবৃত্তিপূর্ব্বক পাঠ ও বলিদান করিলে মানুষ সিদ্ধি লাভ করিবে ॥২॥

অনুবাদ।—উপসর্গশান্তির জন্য মানুষ তিনবার আবৃত্তি করিয়া

মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
নবাবৃত্তাস্তবেচ্ছান্তির্ব্বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৪

রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
অর্কাবৃত্ত্যা কাম্যসিদ্ধির্বৈরিহানিশ্চ জায়তে ॥ ৫

মন্বাবৃত্ত্যা রিপুর্ব্বশ্যস্তথা স্ত্রী বশ্যতামিয়াৎ।
সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ ॥
কলাবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ ॥ ৬

পাঠ করিবে। হে বরাননে! গ্রহদোষশান্তির জন্য পাঁচ বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করা উচিত ॥৩॥

অনুবাদ।—মহাভয় উপস্থিত হইলে সাত বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিবে। নয় বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলে শান্তি এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥৪॥

অনুবাদ।—রাজাকে বশ করা এবং সম্পত্তি পাওয়ার জন্য এগার বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিবে। বারো বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলে মনে মনে যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায় ও শত্রুনাশ হইয়া থাকে ॥৫॥

অনুবাদ।—চৌদ্দ বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলে স্ত্রী ও শত্রু নিজের বশ হইয়া থাকে। পনর বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলে উপকারী বন্ধু এবং সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

রাজ্ঞো ভীতিবিমোক্ষায় বৈরস্যোচ্চাটনায় চ।
কুর্য্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে! ॥ ৭

মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ।
পঞ্চবিংশাবর্ত্তনাচ্চ ভবেদ্বন্ধবিমোক্ষণম্ ॥ ৮

সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে দুশ্চিকিৎস্যাময়ে তথা।
জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষো নাশ আগতে ॥৯

বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা ক্ষয়ে।
তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে।
কুর্য্যাদ্‌যত্নাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ১০

ষোল বার আবৃত্তি করিয়া পড়িলে ছেলে, নাতি, টাকাকড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায় ॥৬॥

অনুবাদ।—রাজভয় অর্থাৎ রাজপুরুষদের হাতে শাস্তি পাওয়ার ভয় নিবারণ ও শত্রুচ্চাটনের অর্থাৎ শত্রুর অনিষ্ট করার জন্য সতর ও আঠার বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিবে ॥৭॥

অনুবাদ।—দুষ্টব্রণ অর্থাৎ বিষফোড়া হইতে ভাল হইতে হইলে মানুষ কুড়ি বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিবে। পঁচিশ বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥৮॥

অনুবাদ।—সঙ্কট উপস্থিত হইলে, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে,

নশ্যন্তি বিপদস্তস্য অন্তে যাতি পরাং গতিম্।
শ্রিয়োবৃদ্ধিঃ শতাবৃত্ত্যা রূপবৃদ্ধিস্তথাপরে ॥ ১১

মনসা চিন্তিতা দেবি সিধ্যেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ।
শতাশ্বমেধযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সুব্রতে ! ॥ ১২

সহস্রাবর্ত্তনাল্লক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা।
ভুক্ত্বা মনোরথান্ কামান্ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥১৩

জ্ঞাতি-ধ্বংসকালে, বংশনাশ সময়ে, প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হইলে, যখন শত্রুর সংখ্যা ও রোগ বাড়ে তখন, টাকাকড়ি নষ্ট বা ব্যয় হইবার সময়ে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন রকম উৎপাত উপস্থিত হইলে, অতিপাতক হইলে—যত্নের সহিত একশ'বার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিবে। তাহাতে বিপদ্ নষ্ট হইয়া এই জন্মে মঙ্গল ও পরজন্মে পরমগতি লাভ হয়। শতাবৃত্ত পাঠে সম্পত্তি এবং সৌন্দর্য্য বাড়ে ॥৯-১১॥

অনুবাদ।—হে দেবি সুব্রতে! একশ' আট বার পাঠে মনে মনে যাহা অভিলাষ করা যায় তাহা পূর্ণ হয়, এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥১২॥

অনুবাদ।—হাজার বার পাঠে লক্ষ্মী নিজে স্থির হইয়া থাকেন (কখনও ছাড়িয়া যান না); এবং এই জন্মে মনের মত বস্তু ভোগ করিয়া মরণের পর মানুষ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥১৩॥

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ ॥ ১৪

অথবা বহুনোক্তেন কিমেতেন বরাননে!।
চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তিপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫

অনুবাদ।—যেরূপ যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ, দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, সেইরূপ সমস্ত স্তুতির মধ্যে সপ্তশতীস্তোত্র (অর্থাৎ চণ্ডীপাঠ) শ্রেষ্ঠ ॥১৪॥

অনুবাদ।—অথবা হে বরাননে! বেশী কথা কি বলিব। একশ' বার আবৃত্তি করিয়া চণ্ডীপাঠ করিলে সকল রকম সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥১৫॥

ইতি চণ্ডীপাঠফলং সমাপ্তম্।

অথ শ্রীসপ্তশতীরহস্যত্রয়ম্

অস্য শ্রীসপ্তশতীরহস্যত্রয়স্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা ঋষয়ঃ অনুষ্টপ্ ছন্দো মহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যো দেবতাঃ যথোক্তফলাবাপ্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

প্রাধানিক-রহস্যম্

রাজোবাচ।

ভগবন্নবতারা মে চণ্ডিকায়াস্ত্বয়োদিতাঃ।
এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মন্! প্রধানং বক্তুমর্হসি ॥ ১

আরাধ্যং যন্ময়া দেব্যাঃ স্বরূপং যেন তদ্দ্বিজ!।
বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্য মে ॥ ২

ঋষিরুবাচ।

ইদং রহস্যং পরমমনাখ্যেয়ং প্রচক্ষ্যতে।
ভক্তোঽসীতি ন মে কিঞ্চিৎ তবাবাচ্যং নরাধিপ ॥ ৩

অনুবাদ।—রাজা [সুরথ ঋষি মেধাকে] বলিলেন—হে প্রভো! আপনি চণ্ডিকার অবতারদিগের কথা বলিলেন; এখন সেই অবতারসমূহের প্রধান প্রকৃতির কথা বলুন ॥১॥

অনুবাদ।—হে দ্বিজরাজ! আমি যে মূর্ত্তির যে বিধিতে আরাধনা করিতে পারি, সে সকল বলুন। আমি আপনার শরণাগত ॥২॥

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন—এই পরম রহস্য গোপনীয় হইলেও তুমি ভক্ত বলিয়া বলিতেছি। হে মহারাজ! তোমার কাছে না বলিবার মত কিছু নাই ॥৩॥

সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যাঽলক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা ॥ ৪

মাতুলুঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ! মূর্দ্ধনি ॥ ৫

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা ॥ ৬

অনুবাদ।—ত্রিগুণা (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণযুক্তা) পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী সকল অবতারের আদ্যা প্রকৃতি, তিনি ব্যক্ত (অর্থাৎ সগুণ) এবং অব্যক্ত (অর্থাৎ নির্গুণ বা অলক্ষ্য) রূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন ॥৪॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! এই লক্ষ্মী মাতুলুঙ্গ (লেবু বা বেল), গদা, খেট (ঢাল) ও পানপাত্র এবং মাথার উপর নাগ, লিঙ্গ ও যোনি ধারণ করিয়া আছেন ॥৫॥

অনুবাদ।—এই লক্ষ্মী গলিত স্বর্ণের ন্যায় চাকচিক্যযুক্ত এবং সেইরূপ চাকচিক্যযুক্ত সোণার অলঙ্কারে ভূষিতা, ইঁহার তেজে সমগ্র শূন্যমণ্ডল ছাইয়া গিয়াছে ॥৬॥

শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী।
বভার রূপমপরং তমসা কেবলেন হি ॥ ৭

সাভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা।
বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা ॥ ৮

খড়্গপাত্রশিরঃখেটৈরলঙ্কৃতচতুর্ভুজা।
কবন্ধহারং শিরসা বিভ্রাণা হি শিরঃস্রজম্ ॥ ৯

সা প্রোবাচ মহালক্ষ্মীং তামসীং প্রমদোত্তমা।
নাম কর্ম্ম চ মে মাতর্দেহি তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১০

অনুবাদ।—এই পরমেশ্বরী জগৎকে শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণ দ্বারা অন্য রূপ (মহাকালী রূপ) ধারণ করিলেন ॥৭॥

অনুবাদ।—তখন ইনি কাজলের মত অত্যন্ত কালো, মহালক্ষ্মী হইতে অভিন্ন এক স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধরিলেন। সেই নারীমূর্ত্তির চোখগুলি বিশাল এবং মধ্যভাগ ক্ষীণ এবং তিনি দাঁতে মুখ কামড়াইয়া রাখিয়াছেন ॥৮॥

অনুবাদ।—তাঁহার চার হাতে খড়্গ, পাত্র, নরশির (মানুষের মাথা) ও খেট শোভা পাইতেছে। তিনি মাথায় কবন্ধহার (অর্থাৎ মুণ্ডহীন শরীরের মালা) ও গলায় মুণ্ডমালা ধারণ করেন ॥৯॥

অনুবাদ।—সেই নারীশ্রেষ্ঠা তামসী দেবী মহালক্ষ্মীকে

তাং প্রোবাচ মহালক্ষ্মীস্তামসীং প্রমদোত্তমাম্।
দদামি তব নামানি যানি কর্ম্মাণি তানি চ ॥ ১১

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা।
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া ॥ ১২

ইমানি তব নামানি প্রতিপাদ্যানি কর্ম্মভিঃ।
এভিঃ কর্ম্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোঽধীতে সোঽশ্নুতে সুখম্ ॥১৩

বলিলেন, "হে মা! আমার নাম কি হইবে বলুন, আর আমাকে কি করিতে হইবে বলুন; আপনাকে বার বার নমস্কার" ॥১০॥

অনুবাদ।—মহালক্ষ্মী সেই নারীশ্রেষ্ঠা তামসীকে বলিলেন, আমি তোমার নাম এবং কাজ কি কি বলিতেছি ॥১১॥

অনুবাদ।—মহামায়া, মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রা, তৃষ্ণা, একবীরা (অর্থাৎ অদ্বিতীয়া) এবং দুরতিক্রমা (বিনাশরহিতা) কালরাত্রি ॥১২॥

অনুবাদ।—এই কয়েকটি নাম তোমার কর্ম্ম দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে (অর্থাৎ তোমার কাজের অনুযায়ী এই সকল নাম হইয়াছে)। যে লোক এই নামগুলি হইতে তোমার কার্য্য জানিয়া এই রহস্য পাঠ করিবে, সে সুখী হইবে ॥১৩॥

তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ ।
সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ ॥ ১৪

অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী ।
সা বভূব বরা নারী নামান্যস্যৈ চ সা দদৌ ॥ ১৫

মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী ।
আর্য্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্ব্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী ॥ ১৬

অথোবাচ মহালক্ষ্মী র্মহাকালীং সরস্বতীম্ ।
যুবাং জনয়তাং দেবৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ ॥ ১৭

অনুবাদ ।—হে মহারাজ ! মহালক্ষ্মী তাঁহাকে এই কথা বলিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল অন্য দেহ ধারণ করিলেন (অন্য রূপ ধরিলেন—ইহা মহাসরস্বতীরূপ) ॥১৪॥

অনুবাদ ।—তিনি অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক হাতে লইয়া শ্রেষ্ঠ নারীরূপে প্রকাশিত হইলেন । তিনি (মহালক্ষ্মী) ইঁহাকে এই সকল নাম দিলেন ॥১৫॥

অনুবাদ ।—যথা—মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্য্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা ও ধীশ্বরী ॥১৬॥

অনুবাদ ।—মহালক্ষ্মী এইরূপ নাম দিয়া মহাকালী এবং মহাসরস্বতীকে বলিলেন—তোমরা নিজেদের মত একজন দেব ও একজন দেবী সৃষ্টি কর ॥১৭॥

ইত্যুক্ত্বা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ্জ মিথুনং স্বয়ম্।
হিরণ্যগর্ভৌ রুচিরৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ ॥ ১৮

ব্রহ্মন্ বিধে বিরঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্।
শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা শ্রিয়ঞ্চ তাম্ ॥১৯

মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতঃ সহ।
এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে ॥ ২০

নীলকণ্ঠং রক্তবাহুং শ্বেতাঙ্গং চন্দ্রশেখরম্।
জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ২১

অনুবাদ।—মহালক্ষ্মী এই কথা বলিয়া দেবী নিজে পদ্মের আসনে উপবিষ্ট, অতি সুন্দর, হিরণ্যগর্ভ (বিশুদ্ধ জ্ঞান-দেহ-বিশিষ্ট) এক দেবতা, এবং তাঁহারই মত এক দেবী সৃষ্টি করিলেন ॥১৮॥

অনুবাদ।—মাতা লক্ষ্মী সেই পুরুষকে ব্রহ্মন্, বিধে, বিরঞ্চ ও ধাত এবং সেই স্ত্রীকে শ্রী, পদ্মে, কমলে ও লক্ষ্মি বলিয়া সম্বোধন করিলেন ॥১৯॥

অনুবাদ।—এইরূপে মহাকালী ও মহাসরস্বতী মিলিয়া এইরূপ দেবদেবীর সৃষ্টি করিলেন, ইঁহাদের রূপ ও নাম তোমাকে বলিতেছি ॥২০॥

অনুবাদ।—মহাকালী নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু, শ্বেতাঙ্গ (যাঁহার

স রুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাণুঃ কপর্দ্দী চ ত্রিলোচনঃ।
ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রী ভাষাক্ষরা স্বরা ॥ ২২

সরস্বতী স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণঞ্চ পুরুষং নৃপ !।
জনয়ামাস নামানি তয়োরপি বদামি তে ॥ ২৩

বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী সুভগা শুভা ॥ ২৪

শরীর শাদা), চন্দ্রশেখর (যাঁহার মাথায় চাঁদ), এমন এক দেবমূর্ত্তি ও এক দেবীমূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির বর্ণ হইল শাদা ॥২১॥

অনুবাদ।—সেই পুরুষ রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপর্দ্দী ও ত্রিলোচন নামে এবং স্ত্রীমূর্ত্তি ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, ভাষা, অক্ষরা ও স্বরা নামে কথিত হইলেন ॥২২॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! মহাসরস্বতী গৌরবর্ণা স্ত্রী ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সৃষ্টি করিলেন, তাঁহাদেরও নাম বলিতেছি ॥২৩॥

অনুবাদ।—পুরুষমূর্ত্তি বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব ও জনার্দ্দন নামে এবং স্ত্রীমূর্ত্তি উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভগা ও শুভা (অথবা শিবা পাঠান্তর) নামে কথিত হইলেন ॥২৪॥

এবং যুবতয়ঃ সদ্যঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে।
চক্ষুষ্মন্তোঽনুপশ্যন্তি নেতরে তদ্বিদো জনাঃ ॥২৫

ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ! ত্রয়ীম্।
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্॥ ২৬

স্বরয়া সহ সম্ভূয় বিরঞ্চোঽণ্ডমজীজনৎ।
বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদ্‌গৌর্য্যা সহ বীর্য্যবান্ ॥২৭

অণ্ডমধ্যে প্রধানাদি কার্য্যজাতমভূন্নৃপ !।
মহাভূতাত্মকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ২৮

অনুবাদ।—এইরূপে যুবতীগণ তৎক্ষণাৎ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন (অর্থাৎ পুরুষ হইয়া গেলেন), যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে তাঁহারাই ইহা দেখিতে পান, সাধারণ লোকে কিছুই বুঝিতে পারে না ॥২৫॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ ! মহালক্ষ্মী ব্রহ্মাকে ত্রয়ী (সরস্বতী) নাম্নী, শিবকে বরদায়িনী গৌরী নাম্নী, নারায়ণকে শ্রী (লক্ষ্মী) নাম্নী কন্যা পত্নীরূপে দান করিলেন ॥২৬॥

অনুবাদ।—ব্রহ্মা স্বরা অর্থাৎ ত্রয়ীর বা সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া এক অণ্ড (ডিম) সৃজন করিলেন। বীর্য্যবান্ রুদ্র গৌরীর সহিত মিলিত হইয়া সেই অণ্ড ভেদ করিলেন (ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন) ॥২৭॥

পুপোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশবঃ।
সঞ্জহার জগৎ সর্ব্বং সহ গৌর্য্যা মহেশ্বরঃ ॥ ২৯

মহালক্ষ্মীর্মহারাজ! সর্ব্বসত্ত্বময়ীশ্বরী।
নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ ॥ ৩০

নামান্তরৈর্নিরূপ্যৈষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ ॥ ৩১

ইতি প্রাধানিকং রহস্যং সমাপ্তম্ ॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! সেই অণ্ডমধ্য হইতে প্রধান ইত্যাদি (অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ইত্যাদি) সমস্ত (প্রকৃতির) কার্য্য উৎপন্ন হইল এবং মহাভূতাত্মক স্থাবর-জঙ্গম জগৎ সৃষ্ট হইল ॥২৮॥

অনুবাদ।—নারায়ণ পত্নীর সহিত সেই সৃষ্ট জগৎকে পালন করিলেন, মহেশ্বর পত্নীর সহিত সেই সমগ্র জগৎ সংহার করিলেন ॥২৯॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! মহালক্ষ্মী সর্ব্বসত্ত্বময়ী এবং ঈশ্বরী, তিনিই নিরাকার সাকার প্রভৃতি নানারূপে বিরাজ করেন ॥৩০॥

অনুবাদ।—এই সমস্ত নাম দ্বারা তিনি নিরূপিতা হন (অর্থাৎ নাম হইতেই তাঁহার কাজ জানা যায়), অন্য কোনরূপে তাঁহার স্বরূপ স্থির করা যায় না ॥৩১॥

বৈক্বতিক-রহস্যম্

ঋষিরুবাচ।

ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্ত্বিকী যা ত্রিধোদিতা।
সা শর্ব্বা চণ্ডিকা দুর্গা ভদ্রা ভগবতীর্য্যতে ॥ ১

যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী তমোগুণা।
মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ ॥ ২

দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া ॥ ৩

অনুবাদ।—মেধা ঋষি কহিলেন—ত্রিগুণা, তামসী ও সাত্ত্বিকী এই তিন মূর্ত্তির কথা যাহা বলিলাম, তাঁহারাই শর্ব্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা ও ভগবতী নামে কথিত ॥১॥

অনুবাদ।—এই তমোগুণা মহাকালী হরির যোগনিদ্রাস্বরূপা ইহা বলিয়াছি। মধুকৈটভ নাশের জন্য ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন ॥২॥

অনুবাদ।—তাঁহার মুখ দশটি, হাত দশটি, পা দশটি, বিশাল চক্ষু ত্রিশটি এবং বর্ণ কাজলের মত কালো ॥৩॥

স্ফুরদ্দশনদ্রংষ্ট্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ ।।
রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়াম্ ॥ ৪

খড়্‌গবাণগদাশূল-শঙ্খচক্রভূশুণ্ডিভৃৎ ।
পরিঘং কার্ম্মুকং শীর্ষং নিশ্চোতদ্রুধিরং দধৌ ॥ ৫

এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া ।
আরাধিতা বশীকুর্য্যাৎ পূজাকর্ত্তুশ্চরাচরম্ ॥ ৬

সর্ব্বদেবশরীরেভ্যো যাবিভূর্তাঽমিতপ্রভা ।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দ্দিনী ॥ ৭

অনুবাদ ।—হে মহারাজ ! তাঁহার দাঁতগুলি উচ্চ ও উজ্জল, আকৃতি ভীষণ। তিনি রূপ, সৌভাগ্য, কান্তি ও মহাশোভার আশ্রয়স্বরূপ ॥৪॥

অনুবাদ ।—তিনি খড়্গা, বাণ, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভূশুণ্ডী, পরিঘ, ধনুক এবং রক্তাক্ত নৃমুণ্ড (মানুষের মাথা) ধারণ করিয়াছেন ॥৫॥

অনুবাদ ।—তিনিই সেই বিষ্ণুর মায়া, মহাকালী। তাঁহার প্রভাব কেহ কাটাইতে পারে না। তাঁহার আরাধনা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিভুবন বশ হয় ॥৬॥

অনুবাদ ।—অপরিমিত তেজস্বিনী তিনি সমস্ত দেবের দেহ হইতে উৎপন্না (আবির্ভূতা)। তিনি ত্রিগুণা অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণযুক্তা মহালক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনী ॥৭॥

শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরুরুন্মদা ॥ ৮

সুচিত্রজঘনা চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা।
চিত্রানুলেপনা কান্তিরূপসৌভাগ্যশালিনী ॥ ৯

অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥ ১০

অক্ষমালা চ কমলং বাণোঽসিঃ কুলিশং গদা।
চক্রং ত্রিশূলং পরশুঃ শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকঃ ॥ ১১

শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুঃ।
অলঙ্কৃতভুজামেভিরায়ুধৈঃ কমলাসনাম্ ॥ ১২

অনুবাদ।—তাঁহার মুখ শাদা, হাত নীলবর্ণ, স্তন শাদা, মধ্যভাগ ও পা রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা ও উরু নীলবর্ণ, তিনি ব্রহ্মানন্দে উন্মাদিনী ॥৮॥

অনুবাদ।—তাঁহার জঘনভাগ (নাভির নিম্নদেশ) সুচিত্র। তিনি বিচিত্র মালা, বস্ত্র ও অলঙ্কারধারিণী, এবং রূপ, সৌভাগ্য ও কান্তি-বিশিষ্টা ॥৯॥

অনুবাদ।—তিনি সহস্রভুজ হইলেও (হাজারটি হাত

সর্ব্বদেবময়ীমীশাং মহালক্ষ্মীমিমাং নৃপ ! ।
পূজয়েৎ সর্ব্বলোকানাং স দেবানাং প্রভুর্ভবেৎ ॥ ১৩

গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া ।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥ ১৪

দধৌ চাষ্টভুজা বাণান্ মুসলং শূলচক্রভৃৎ ।
শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কার্ম্মুকং বসুধাধিপ ! ॥ ১৫

থাকিলেও) অষ্টাদশভুজা রূপে (আঠারটি হাত যুক্ত রূপে) তাঁহাকে পূজা করিবে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে (ডান হাতে) জপমালা, পদ্ম, বাণ, অসি, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল ও কুঠার, এবং বামহস্তে (বাঁ হাতে) শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ (শত্রুকে বাঁধিবার ফাঁস), শক্তি, দণ্ড, চর্ম্ম (ঢাল), ধনু, পানপাত্র ও কমণ্ডলু শোভা পাইতেছে ॥১০-১২॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! যিনি এই সর্ব্বদেবময়ী ঈশ্বরী মহালক্ষ্মীকে পূজা করেন, তিনি দেবগণেরও প্রভু হইয়া থাকেন ॥১৩॥

অনুবাদ।—যিনি কেবল সত্ত্বগুণশালিনী শুম্ভাসুর বধের জন্য গৌরীর দেহ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (জন্মিয়াছিলেন), তাঁহাকে সরস্বতী বলা হয় ॥১৪॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! তাঁহার আটটি হাত, তিনি বাণ, মুসল (গদা), শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাঙ্গল ও ধনু ধারণ করিয়াছেন ॥১৫॥

এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি।
নিশুম্ভমথিনী দেবী শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥১৬

ইত্যুক্তানি স্বরূপাণি মূর্ত্তীনাং তব পার্থিব!।
উপাসনং জগন্মাতুঃ পৃথগাসাং নিশাময় ॥ ১৭

মহালক্ষ্মী র্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী।
দক্ষিণোত্তরয়োঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুনত্রয়ম্ ॥ ১৮

বিরিঞ্চিঃ স্বরয়া মধ্যে রুদ্রো গৌর্য্যা চ দক্ষিণে।
বামে লক্ষ্ম্যা হৃষীকেশঃ পুরতো দেবতাত্রয়ম্ ॥ ১৯

অনুবাদ।—এই শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী দেবীকে ভক্তির সহিত পূজা করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় (অর্থাৎ সব কিছু জানা যায় বা জানিবার শক্তি হয়) ॥১৬॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিস্বরূপ বলিলাম, এই সমস্ত মূর্ত্তির উপাসনার বিষয় আলাদা করিয়া বলিতেছি, শোন ॥১৭॥

অনুবাদ।—মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতীর পূজার সময় দক্ষিণ, উত্তর ও পিছনে তিনটি যুগল (দেবদেবীর) পূজা করিবে ॥১৮॥

অনুবাদ।—মধ্যে সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মা, দক্ষিণভাগে

অষ্টাদশভুজা মধ্যে বামে চাস্যা দশাননা।
দক্ষিণেঽষ্টভুজা লক্ষ্মীর্মহতীতি সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২০

পূর্ব্বাদিদলতঃ পূজ্যা অসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ।
অষ্টাদশভুজা সৈবা যদা পূজ্যা নরাধিপ ! ॥
দশাননা চাষ্টভুজা দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা ॥ ২১

দশাননা যদা পূজ্যা দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা ॥ ২২

কালমৃত্যু চ সম্পূজ্যৌ সর্ব্বারিষ্টপ্রশান্তয়ে।
যদা চাষ্টভুজা পূজ্যা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥ ২৩

নবাস্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাস্তদা রুদ্রবিনায়কৌ।
নমো দেব্যা ইতি স্তোত্রৈর্মহালক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ॥২৪

গৌরীর সহিত রুদ্র, বামভাগে লক্ষ্মীর সহিত হৃষীকেশ এবং সম্মুখে দেবতাত্রয়ের পূজা করিবে ॥১৯॥

অনুবাদ।—(এবং) মধ্যে যাঁহার আঠারটি হাত সেই মহাসরস্বতীর, বামে যাঁহার দশটি মুখ সেই মহাকালীর এবং দক্ষিণে যাঁহার আটটি হাত সেই মহালক্ষ্মীর পূজা করিবে ॥২০॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বাদি দলে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরবের পূজা করিবে। হে মহারাজ ! যখন অষ্টাদশভুজার পূজা করিবে,

অবতারত্রয়ার্চ্চায়াং স্তোত্রমন্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ।
অষ্টাদশভুজা চৈষা পূজ্যা মহিষমর্দ্দিনী ॥ ২৫

মহালক্ষ্মীর্মহাকালী সৈব প্রোক্তা সরস্বতী।
ঈশ্বরী পুণ্যপাপানাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরী ॥ ২৬

মহিষান্তকরী যেন পূজিতা স জগৎপ্রভুঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ ॥ ২৭

তখন দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে অষ্টভুজা (যাঁহার আটটি হাত) দশাননা (যাঁহার দশটি মুখ) দেবীর পূজা করিবে। যখন দশাননা দেবীর পূজা করিবে, তখন দক্ষিণ ও উত্তরভাগে সর্ব্বারিষ্ট (সকল বিঘ্ন) শান্তির জন্য কাল ও মৃত্যুর পূজা করিবে। যখন শুম্ভনাশিনী অষ্টভুজার পূজা করিবে, তখন তাঁহার নয়টি শক্তি এবং শিব ও গণেশের পূজা করিবে। "নমো দেব্যৈ" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তব করিয়া মহালক্ষ্মীপূজা করিবে ॥২১-২৪॥

অনুবাদ।—মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী এই তিন অবতারের পূজা বিষয়ে যে মন্ত্রাদি উক্ত আছে সেই সকল মন্ত্রেই পূজা করিবে। এই মহিষমর্দ্দিনী অষ্টাদশভুজা, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, সরস্বতী তাঁহারা জগৎসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন (অর্থাৎ সর্ব্বলোকের অধীশ্বরী) ও পাপপুণ্যের কর্ত্রী (ফলদানকারিণী) ॥২৫-২৬॥

অর্ঘ্যাদিভিরলঙ্কারৈর্গন্ধপুষ্পৈস্তথাক্ষতৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাভক্ষ্যসমন্বিতৈঃ ॥ ২৮

রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ।
বলিমাংসাদিপূজেয়ং বিপ্রবর্জ্যা ময়েরিতা ॥ ২৯

তেষাং কিল সুরামাংসৈর্নোক্তা পূজা নৃপ! ক্বচিৎ।
প্রণামাচমনীয়েশ্চ চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥ ৩০

সকর্পূরৈশ্চ তাম্বূলৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতৈঃ।
বামভাগেঽগ্রতো দেব্যাশ্ছিন্নশীর্ষং মহাসুরম্ ॥ ৩১

অনুবাদ।—যিনি মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করেন তিনি জগতের প্রভু হন। জগদ্ধাত্রী ভক্তবৎসলা চণ্ডিকাকে অর্ঘ্য ইত্যাদি অলঙ্কার, উত্তম গন্ধ (বা চন্দন), পুষ্প (ফুল), ধূপ, দীপ (বাতি), নানা খাদ্যযুক্ত নৈবেদ্য, রক্ত-মাখা বলি (বলির পশু), মাংস ও মদ্য দ্বারা পূজা করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বলি-মাংসাদিযুক্ত পূজা করিবেন না ॥২৭-২৯॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণের মদ্য-মাংসাদি দ্বারা পূজা উক্ত (শাস্ত্রবিহিত) হয় না; তাঁহারা প্রণাম, আচমনীয় (আচমনের জল), সুগন্ধি চন্দন, কর্পূরযুক্ত তাম্বূল (পান) দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিবেন। দেবীর বামে ও সম্মুখে ছিন্নশির

পূজিতো মহিষো যেন প্রাপ্তং সাযুজ্যমীশয়া।
দক্ষিণে পুরতঃ সিংহং সমগ্রং ধর্ম্মমীশ্বরম্॥ ৩২

বাহনং পূজয়েদ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম্।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুবীত চরিতৈরিমৈঃ॥ ৩৩

একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ।
চরিতার্দ্ধন্তু ন জপেৎ জপংশ্ছিদ্রমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৪

স্তোত্রমন্ত্রৈঃ স্তুবীতেমাং যদি বা জগদম্বিকাম্।
প্রদক্ষিণান্ নমস্কারান্ কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৫

(মাথাকাটা) মহাসুর মহিষের পূজা করিবে। তাহা হইলে দেবীর সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ যে দেবীর সহিত একই লোকে থাকে; সাযুজ্য=একপ্রকার মুক্তি) হইবে। দক্ষিণে ও সম্মুখে সমস্ত ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ, ঈশ্বর, জগদ্ধারণকর্ত্তা, দেবীর বাহন সিংহের পূজা করিবে। ইহার পর হাত যোড় করিয়া এই সকল চরিত্র বর্ণন দ্বারা স্তব করিবে॥৩০-৩৩॥

অনুবাদ।—একমাত্র মধ্যম চরিত্র দ্বারা দেবীর স্তব করা যায়। শুধু প্রথম বা উত্তম চরিত্র দ্বারা স্তব করিবে না। কোন চরিত্রের অর্দ্ধেক পাঠ করাও অনুচিত। এরূপ পাঠে পূজা অঙ্গহীন হয়॥৩৪॥

অনুবাদ।—স্তোত্ররূপ মন্ত্র দ্বারা এই জগদম্বিকাকে স্তব

ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং মুহুর্মুহুরতন্দ্রিতঃ।
প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং তিলসর্পিষা ॥ ৩৬

জুহুয়াৎ স্তোত্রমন্ত্রৈর্ব্বা চণ্ডিকায়ৈ শুভং হবিঃ।
ভূয়োনামপদৈর্দ্দেবীং পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৩৭

প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বঃ প্রাণানারোপ্য চাত্মনি।
সুচিরং ভাবয়েদ্দেবীং চণ্ডিকাং তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৩৮

করিবে এবং মাথার উপর হাত যোড় করিয়া দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবে (ডানদিকে রাখিয়া চারিদিকে ঘুরিবে) এবং পরে প্রণাম করিবে ॥৩৫॥

অনুবাদ।—আলস্য না করিয়া বার বার জগদ্ধাত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। চণ্ডীর প্রত্যেক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে পায়স ঘৃত তিল দ্বারা হোম করিবে ॥৩৬॥

অনুবাদ।—অথবা চণ্ডিকার উদ্দেশে স্তোত্র মন্ত্র দ্বারা উত্তম ঘৃত (ভাল ঘি) আহুতি দিবে। বার বার দেবীর নাম বলিয়া (অথবা নমোনমঃ বলিয়া—'ভূয়োনামঃ' স্থলে 'নমোনমঃ' এইরূপ পাঠান্তর) একাগ্রমনে পূজা করিবে ॥৩৭॥

অনুবাদ।—পবিত্র মনে প্রণাম করিয়া যোড় হাতে প্রাণায়ামের সহিত বেশী সময় দেবীর চিন্তা করিলে পূজক তন্ময় হইয়া যান ॥৩৮॥

এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯

যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্।
ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী ॥ ৪০

তস্মাৎ পূজয় ভূপাল! সর্ব্বলোকমহেশ্বরীম্।
যথোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং সুখমাপ্স্যসি ॥ ৪১

ইতি বৈকৃতিকং রহস্যং সমাপ্তম্॥

অনুবাদ।—যিনি এইরূপে প্রতিদিন পরমেশ্বরীর পূজা করিবেন, তিনি (ইহজন্মে) প্রচুর সুখভোগ করিয়া (মরণের পর) দেবীসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবেন (দেবীর সঙ্গে একই লোকে থাকিতে পারিবেন) ॥৩৯॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি ভক্তের প্রতি স্নেহশীলা চণ্ডিকার পূজা করেন না, পরমেশ্বরী তাঁহার সকল পুণ্য ভস্ম করিয়া থাকেন ॥৪০॥

অনুবাদ।—হে মহারাজ! সেইজন্য ঠিক শাস্ত্রের বিধান মত সর্ব্বলোকমহেশ্বরী চণ্ডিকার পূজা কর, তাহাতে সুখলাভ করিবে ॥৪১॥ ইতি ॥

মূর্ত্তিরহস্যম্

ঋষিরুবাচ।

নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা।
স্তুতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ম্॥ ১

কনকোত্তমকান্তিঃ সা সুকান্তিকনকাম্বরা।
দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভূষণা॥ ২

কমলাঙ্কুশপাশাব্জৈরলঙ্কৃতচতুর্ভুজা।
ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রী রুক্মাম্বুজাসনা॥ ৩

যা রক্তদন্তিকা নাম দেবী প্রোক্তা ময়ানঘ!।
তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বভয়াপহম্॥ ৪

অনুবাদ।—(মেধা) ঋষি বলিলেন—নন্দা নামে যে ভগবতী নন্দগোপের কন্যারূপে জন্মিয়াছিলেন, ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব ও পূজা করিলে ত্রিভুবন বশ হয়॥১॥

অনুবাদ।—এই দেবীর বর্ণ সোনার মত, পরিধানের বস্ত্রও সোনার বর্ণ এবং ইঁহার শরীর সোনার অলঙ্কারে শোভিত॥২॥

অনুবাদ।—ইঁহার চারিটি হাত পদ্ম, অঙ্কুশ, পাশ ও শঙ্খ দ্বারা শোভিত, ইনি ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী, শ্রী এবং রুক্মাম্বুজাসনা নামে কথিত হন॥৩॥

অনুবাদ।—হে অনঘ (নিষ্পাপ মহারাজ)! রক্তদন্তিকা

যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্ব্বাঙ্গভূষণা ॥ ৫

রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা।
রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তরসনা রক্তদন্তিকা ॥ ৬

পতিং নারীবানুরক্তা দেবী ভক্তং ভজেজ্জনম্।
বসুধেব বিশালা সা সুমেরুযুগলস্তনী ॥ ৭

নামে যে দেবীর কথা বলিলাম, সকল ভয়-নাশকারী তাঁহার যে রূপ তাহার কথা শোন, বলিতেছি ॥৪॥

অনুবাদ।—তাহা শুনিলে অবশ্যই পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তাঁহার বস্ত্র লাল, শরীর লাল, এবং সকল শরীরে রক্তবর্ণ অলঙ্কারে তিনি শোভিতা ॥৫॥

অনুবাদ।—তিনি রক্তবর্ণ অস্ত্র ধারণ করেন, তাঁহার চক্ষু লাল, চুল লাল, তিনি অতিভীষণা, তাঁহার নখ লাল এবং ধারাল, জিহ্বা এবং দাঁতও লাল ॥৬॥

অনুবাদ।—এই দেবী স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী স্ত্রীলোকের মত ভক্তের প্রতি অনুরক্তা। তিনি পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড। তাঁহার স্তন দুইটি সুমেরু পর্ব্বতের মত ॥৭॥

দীর্ঘৌ লম্বাবতিস্থূলৌ তাবতীবমনোহরৌ।
কর্কশাবতিকান্তৌ তে সর্ব্বানন্দপয়োনিধী ॥ ৮

ভক্তান্ সংপায়য়েদ্দেবী সর্ব্বকামদুঘৌ স্তনৌ।
খড়্‌গপাত্রশিরঃখেটৈরলঙ্কৃতচতুর্ভুজা ॥ ৯

আখ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ।
অনয়া ব্যাপ্তমখিলং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১০

ইমাং যঃ পূজয়েৎ ভক্ত্যা স ব্যাপ্নোতি চরাচরম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

অনুবাদ।—তাঁহার দীর্ঘ, লম্বমান (যাহা ঝুলিতেছে), স্থুল, অতিমিষ্ট, কর্কশ, সকলের আনন্দ-সমুদ্রের ন্যায়, সকল বাসনা পূর্ণকারী দুইটি স্তন ভক্তগণকে পান করাইয়া থাকেন। তাঁহার চার হাতে খড়্গ, মদের পাত্র (বা মধুপাত্র), গদা ও লাঙ্গল। এই দেবী রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী নামে কথিতা। তিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন ॥৮-১০॥

অনুবাদ।—যিনি তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করেন তিনি সারা জগতে প্রভু হইয়া থাকেন এবং এই জন্মে ইচ্ছামত সুখ ভোগ করিয়া মরণের পর দেবীসাযুজ্য (দেবীর সহিত এক লোক) লাভ করিবেন ॥১১॥

অধীতে য ইমং নিত্যং রক্তদন্ত্যা বপুঃস্তবম্।
তং সা পরিচরেদ্দেবী পতিং প্রিয়মিবাঙ্গনা ॥ ১২

শাকম্ভরী নীলবর্ণা নীলোৎপলবিলোচনা।
গম্ভীরনাভিস্ত্রিবলীবিভূষিততনূদরী ॥ ১৩

সুকর্কশসমোত্তুঙ্গবৃত্তপীনঘনস্তনী।
মুষ্টৌ শিলীমুখাপূর্ণং কমলং কমলালয়া ॥ ১৪

পুষ্পপল্লবমূলাদিফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্।
কাম্যানন্তরসৈর্যুক্তং ক্ষুত্তৃণ্মৃত্যুজরাপহম্ ॥ ১৫

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি নিত্য এই রক্তদন্তিকা দেবীর দেহের স্তুতি করিয়া থাকেন, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা স্ত্রীলোকের ন্যায় দেবী তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হন অর্থাৎ প্রতিপালন করেন ॥১২॥

অনুবাদ।—শাকম্ভরী দেবী নীলবর্ণা, নীল পদ্মের মত চক্ষুযুক্তা। ইঁহার নাভি গভীর এবং উদর সরু ও তিনটি রেখা-যুক্ত ॥১৩॥

অনুবাদ।—তাঁহার দুইটি স্তন অত্যন্ত কর্কশ, সমান, উঁচু, গোলাকার, কঠিন ও ঘন। তাঁহার মুঠায় যে পদ্মফুল আছে তাহা ভ্রমরে ছাইয়া রহিয়াছে ॥১৪॥

অনুবাদ।—তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৃত্যু ও জরাদির

কার্ম্মুকঞ্চ স্ফুরৎকান্তি বিভর্ত্তি পরমেশ্বরী।
শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৬

উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সা চ পার্ব্বতী।
শাকম্ভরীং স্তুবন্ ধ্যায়ন্ জপন্ সম্পূজয়ন্ নমন্ ॥ ১৭

অক্ষয্যমশ্নুতে শীঘ্রমন্নপানামৃতং জলম্।
ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রাদশনভাসুরা ॥ ১৮

বিশাললোচনা নারী বৃত্তপীনপয়োধরা।
চন্দ্রহাসঞ্চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতী ॥ ১৯

বিনাশকারী নানা রসযুক্ত পুষ্প, পল্লব, মুল ও ফলযুক্ত শাকরাশি ধারণ করিয়াছেন ॥১৫॥

অনুবাদ।—এই পরমেশ্বরী, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গারূপিণী দেবী উজ্জ্বল ধনু ধারণ করিয়া আছেন ॥১৬॥

অনুবাদ।—তিনি উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকা এবং পার্ব্বতী। তাঁহাকে স্তব, ধ্যান, জপ, পূজা এবং প্রণাম করিলে শীঘ্র শীঘ্র অফুরন্ত অন্ন (খাদ্য), পানীয়, অমৃত ও জল ভোগ করিতে পারে। ভীমাদেবীর বর্ণ নীল, দাঁত উজ্জ্বল, চক্ষু বিশাল, স্তন কঠিন ও গোলাকার। তিনি চন্দ্রহাস (খড়্গ), ডমরু, নৃমুণ্ড (মানুষের মাথা) ও পানপাত্র ধারণ করিয়া আছেন ॥১৭-১৯॥

চণ্ডিকা-দেবীর আবির্ভাব

জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন…॥১২॥ [পৃষ্ঠা—৪১২

একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্তুতা।
তেজোমণ্ডলদুর্দ্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ ॥ ২০

চিত্রভ্রমরসঙ্কাশা মহামারীতি গীয়তে।
ইত্যেতা মূর্ত্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বসুধাধিপ ! ॥ ২১

জগন্মাতুশ্চণ্ডিকায়াঃ কীর্ত্তিতাঃ কামধেনবঃ।
ইদং রহস্যং পরমং ন বাচ্যং কস্যচিত্ত্বয়া ॥ ২২

ব্যাখ্যানং দিব্যমূর্ত্তীনামধীষ্বাবহিতঃ স্বয়ম্।
এতস্যাস্ত্বং প্রসাদেন সর্ব্বমান্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৩

প্রানপাত্র ধারণ করিয়া আছেন ইনি একবীরা, কালরাত্রি, কামদা, অতি তেজস্বিনী, ভ্রামরী, চিত্রকান্তিভৃৎ, চিত্র-ভ্রমরসঙ্কাশা, মহামারী নামে কথিতা হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! দেবীর এই সকল মূর্ত্তির বিষয় বলা হইল ॥২০-২১॥

অনুবাদ।—জগন্মাতা চণ্ডিকার এই সকল মূর্ত্তি কামধেনুর মত অর্থাৎ সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন। এই পরম রহস্য কাহারও নিকট তুমি প্রকাশ করিও না ॥২২॥

অনুবাদ।—এই সকল দিব্যমূর্ত্তির ব্যাখ্যা নিজে সাবধানে

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্॥ ২৪

ইতি মূর্ত্তিরহস্যং সমাপ্তম্॥

পড়িবে, তুমি তাঁহার দয়ার সকলের সম্মানের পাত্র হইবে। এই দেবী সর্ব্বস্বরূপিণী, সারা জগৎ দেবীময়, এজন্য বিশ্বরূপিণী পরমেশ্বরীকে নমস্কার করি ॥২৩-২৪॥

পুটিত চণ্ডীপাঠবিধি

বিশেষ বিশেষ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অনেক সময় চণ্ডীপাঠকালে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মন্ত্র চণ্ডীর প্রতি মন্ত্রের প্রথমে ও শেষে একবার করিয়া পড়িতে হয়। চণ্ডী মন্ত্রের প্রথমে ও শেষে এই যে মন্ত্রগুলি পাঠ করা হয় সেইগুলির নাম পুটিত মন্ত্র। এক একটি মন্ত্র পাঠ হইলে পুটিত মন্ত্রটি দুইবার করিয়া পড়া হইয়া থাকে। প্রতি অধ্যায়ের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে

পুটিত মন্ত্রটি দুইবার পড়া হয়। নিম্নে বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়ে পঠিত কতকগুলি পুটিত মন্ত্র দেওয়া হইল।—

১। অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় স্বাহা ॥

২। আরোগ্যলাভের জন্য—

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥

৩। ধনাদিলাভের জন্য—

সর্ব্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ······।

৪। নষ্টসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য—

ততো বব্রে নৃপো রাজ্য······।

৫। বশীকরণের জন্য—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

৬। মহামারী নিবারণের জন্য—

উপসর্গানশেষাংস্ত মহামারীসমুদ্‌ভবান্‌……।

৭। মুক্তিলাভের জন্য—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

৮। শুভকামনা পূরণের জন্য—

করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী………।

৯। সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

১০। সাধারণের শুভের জন্য—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ……।

এতদ্ভিন্ন আরও পুটিত মন্ত্র আছে। কিন্তু পুটিত চণ্ডীপাঠ বহু আয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ বলিয়া ইহার প্রচলন কম। সেইজন্য মাত্র দশটি মন্ত্র দেওয়া হইল।

দেবীসূক্ত

—ঃ❀ঃ—

অহং রুদ্রেভিরিত্যষ্টর্চ্চস্য সূক্তস্য বাগম্ভৃণী ঋষিঃ, সচ্চিদানন্দাত্মকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীআদিশক্তির্দেবতা (মতান্তরে পরমাত্মা দেবতা), ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো দ্বিতীয়া জগতী, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠান্তে জপে বিনিয়োগঃ।

[জগজ্জননী দেবী ভগবতী অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হয় বাক্। তিনি নিজের পরিচয় নিজমুখে দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে তাহা উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সেই অংশের নাম দেবীসূক্ত। দেবী আত্মপরিচয় দান করিয়া বলিতেছেন—]

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসু রূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণ রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করিতেছি। আমি ইন্দ্র এবং অগ্নিকে ধারণ করিতেছি। আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিতেছি ॥১॥

বঙ্গানুবাদ।—আমি দেবগণের শত্রুনাশক সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগকে ধারণ করিতেছি। দেবোদ্দেশে হবিঃ-প্রদানকারী সোমযাগকারী যজমানকে আমিই ধন দান করি ॥২॥

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনা-
ঞ্চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩ ॥

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত! শ্রদ্ধিবন্তে বদামি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।—আমি সকলের ঈশ্বরী, আমি ধনপ্রদাত্রী, আমি ব্রহ্মদর্শিনী, আমি দেবশ্রেষ্ঠা, বহু দেশবাসী ব্যক্তিগণ, সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমানা আমার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ।—আমিই সকলের ভোজনশক্তিরূপা, আমিই সকলের দর্শন, শ্রবণ ও জীবনশক্তিস্বরূপা। যাহারা আমাকে যথার্থরূপে না জানে, তাহারা হীন অর্থাৎ দুঃখভাগী হয়। হে বহুশ্রুত! আমি তোমাকে দুর্লভ কথা বলিলাম, শ্রবণ কর (শ্রবণ করিয়া স্মরণ রাখ) ॥৪॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।—দেব ও মনুষ্যগণের সেবিত এই পরম তত্ত্ব আমি স্বয়ং বলিলাম। আমি যাহাকে যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া থাকি, এবং তাহাকে তাহাকে ব্রহ্মত্ব, ঋষিত্ব, উত্তম জ্ঞান প্রভৃতি দিয়া থাকি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ।—মহাদেবের ত্রিপুরবধের সময় ত্রিপুরনাশের নিমিত্ত আমি নিজ শক্তি দ্বারা রুদ্রের ধনু বিস্তার করিয়াছি। আমি সজ্জনগণের রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া থাকি। আমি এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে প্রবিষ্ট হইয়া আছি ॥৬॥

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধ-
ন্মম যোনি রপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বো-
তামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিমা সম্বভূব ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।—আমি এই পরমাত্মার উপরি বর্ত্তমান আকাশকে প্রসব করিয়াছি, আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি, প্রকৃতিরূপে সকলে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া আছি, মায়াত্মক দেহ দ্বারা স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া থাকি ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ।—আমি সমগ্র ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া বায়ুর ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক চালিত না হইয়া অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান থাকি। আকাশ ও অনন্তর পৃথিব্যাদির যাবতীয় বিকারের পরপারে আমি বর্ত্তমানা। আমার এইরূপ মহিমা, আমি স্বয়ং নির্লিপ্তা ॥৮॥

ওঁ নমো বিমলবদনায়ৈ ভূর্ভুর্বঃ-স্বঃ-পরমহঃ-কলায়ৈ কেবলপরমানন্দসন্দোহরূপায়ৈ। ১। লোকত্রয়মীরতি মিবাপসারকপরমজ্যোতীরূপায়ৈ। অসদভিলাষ-তিক্তরসদূষিত - রসনাদোষাপসারণপরমামৃত-রূপায়ৈ। ২। মূর্ত্তিমন্তে কোটিচন্দ্রবদনায়ৈ তে দুর্গে দেবি! সর্ব্ববেদোদ্ভবে! নারায়ণি তৈজস-শরীরে পরমাত্মন্ প্রসীদ তে নমোনমঃ। ৩। হুঙ্কাররূপে প্রণবস্বরূপে হ্রীঁ স্বরূপিণি। অম্বিকে ভগবত্যম্ব ত্রিগুণপ্রসূস্তে নমোনমঃ। ৪। ইতি সিদ্ধিকরে স্ফেঁ ক্ষৌঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ স্বাহারূপিণী। বিমলমুখি চন্দ্রমুখি কোলাহলমুখি সর্ব্বে প্রসীদ। ৫। জানে দেবীমীদৃশং ভবং মাহেশীং ক্রীড়াস্থানে স্বাগতং ভুবনেঽস্মিন্। শত্রুস্তং মিত্ররূপা চ দুর্গা দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেঽপি। ৬। একানেকা সূক্ষ্মরূপাঽবিকারা ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি কোটি প্রসূষে। কোঽহং বিষ্ণুঃ কোঽপরো বা শিবাখ্যো

দেবাশ্চান্যে স্তোতুমীশা ভবেমঃ। ৭। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বঞ্চ বৌষট্ ত্বঞ্চোঙ্কারস্ত্বঞ্চ লজ্জাদিবীজম্ ত্বঞ্চ স্ত্রী ত্বং পুমান্ সর্ব্বরূপা ত্বাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ। ৮। ত্বং দেবর্ষির্দেবতা কালরূপা ত্বং বৈ মাসস্ত্বমৃতুশ্চায়নে দ্বে। কব্যং ভুঙ্‌ক্তে ত্বং যথা বৈ স্বধাখ্যা তদ্বৎ স্বাহা হব্যভোক্ত্রী স্বয়ং দেবি। ৯। ত্বং বৈ দেবাঃ শুক্লপক্ষে প্রপূজ্যাস্ত্বং পিত্রাদ্যাঃ কৃষ্ণপক্ষে প্রপূজ্যাঃ। ত্বং বৈ সত্যং নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপং ত্বাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ। ১০। ত্বাং বেলার্কেণায়নে ত্বাদ্যকে ত্বাং মুক্তিং যাতি ত্বৎপদধ্যানযোগাৎ। চন্দ্রেণ ত্বা বেলায়নে তু দ্বিতীয়ে ত্বাং বৈ মুক্তিং যাত্যমাং দেবি! সূক্ষ্মাম্। ১১। উচ্চৈর্নীচং নীচমুচ্চৈশ্চ কর্ত্তুং চন্দ্রঞ্চার্কং সংবিধাতুং সমর্থা। অত্রাকালে শক্তিরূপাঽভবস্ত্বং তাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ। ১২। ত্বং বৈ শক্তী-রাবণে রাঘবে বা রুদ্রাদৌ বা ময্যপীহাস্তি যা

চ। সা ত্বং শুদ্ধং ব্রামমেকং প্রবর্দ্ধ ত্বাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ। ১৩।

ইতি দেবীসূক্তং সমাপ্তম্।

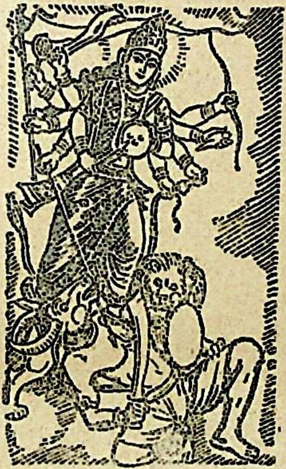

শ্রীশ্রীচণ্ডী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক লিখিত

সহজ চণ্ডী-সার

(গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী)

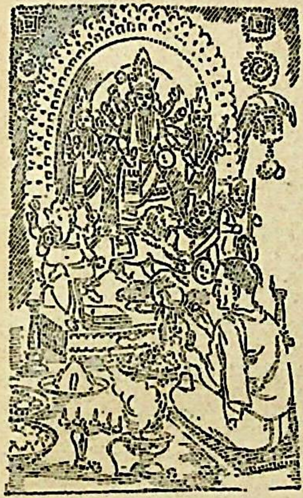

সহজ

চণ্ডী-সার

সারা বাংলা যাঁর পূজার উৎসবে মেতে ওঠে, যাঁর কাছে সম্পদের জন্য বর চায়, শত্রু-দমনের জন্য চায় শক্তি, বিপদে চায় অভয়, আর মরণে চায় মোক্ষ—সেই জগজ্জননী মহাদেবী চণ্ডীর কাহিনী জানতে কোন্ বাঙালীর না সাধ হয় ?

কিন্তু দেবীর কথা লেখা রয়েছে সংস্কৃত ভাষায়, যা বুঝতে পারে না একশত জনের ভিতর নিরানব্বুই জন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর মাহাত্ম্যের কথা যে-অংশে বলা হয়েছে, সেইটুকুকে চণ্ডী নাম দিয়ে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। এতে আছে সাত শত মন্ত্র, এইজন্যে এর আর এক নাম হলো সপ্তশতী স্তোত্র।

ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনি মহাভারত পড়ে কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারলেন না। ব্যাসদেবেরও সময় নেই, কাজেই শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন বিন্ধ্য পর্ব্বতে। সেখানে দ্রোণ মুনির চার ছেলে পিতার অভিশাপে পাখী হয়ে ছিলেন। তাঁদের নাম পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ। তপস্যার বলে পাখী হয়েও তাঁরা কথা বলতেন মানুষেরই মত। তাঁরাই জৈমিনিকে দেবী-মাহাত্ম্য বলেন। তাঁরা আবার জেনেছিলেন তাঁদের গুরু ভাগুরির কাছে। ভাগুরি জেনেছিলেন গুরু মার্কণ্ডেয়ের কাছে। কিন্তু প্রথমে সেই কাহিনী মেধা মুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির নিকট বলেছিলেন।

দেবী চণ্ডীর সেই লীলা ও মাহাত্ম্যের কাহিনী এখানে সহজ বাংলায় দেওয়া হলো, যাতে বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বালক স্ত্রীলোক সবাই চণ্ডীর বিষয় জানতে পারেন। আশা করি, যাঁদের জন্য এই প্রচেষ্টা তাঁদের সমাদরে তা সার্থক হবে।

সহজ চণ্ডী-সার

সূচনা—মন্বন্তর-বর্ণনা

পৃথিবীতে এমন এক যুগ ছিল যখন পাপ বলতে কিছু ছিল না, ছিল শুধুই পুণ্য অর্থাৎ ধর্ম্ম। সেই যুগের নাম সত্য যুগ। তার পর কিছু কিছু পাপ আসতে আরম্ভ করে এই সংসারে। যে সময়টার চার ভাগের তিন ভাগ ছিল ধর্ম্ম আর এক ভাগ অধর্ম্ম, সেই যুগের নাম ত্রেতাযুগ। তার পরের যুগে পাপ-পুণ্য সমান। সেই যুগের নাম দ্বাপর যুগ। আর এখন হলো কলিযুগ—এতে অধর্ম্মই বড়, তিনভাগ অধর্ম্ম আর এক ভাগ মাত্র ধর্ম্ম।

এই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগ ঘুরে ঘুরে আসছে। চারটি যুগকে এক সঙ্গে বলা হয় দিব্যযুগ। ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছরে এক-একটি দিব্যযুগ, আর এ-রকম ৭১টি দিব্যযুগ ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করেন এক এক জন মনু।

প্রত্যেক মনু যতকাল ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করেন, সেই সময়টার নাম এক এক মন্বন্তর। পর পর চৌদ্দ জন মনু এমনি-ভাবে রাজত্ব করলে পর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মাত্র একটি দিন যায়।

বনে বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাজা সুরথ এক সুন্দর তপোবন দেখতে পেলেন। মেধা নামে এক মুনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ঐ তপোবনে থাকেন। রাজাকে দেখে তিনি খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। রাজা রয়ে গেলেন সেই তপোবনেই।

শান্ত সেই ঋষির তপোবন। সেখানে হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, শোক নেই। চারদিকেই শান্তি। কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। তিনি শুধু ভাবেন তাঁর রাজধানী, ধন-জনের কথা। সব সময়ই তাঁর মনে হয়, তাঁর রাজ্য ঠিকমত চলছে কিনা, নিজের অনুগত লোকজনের এখন কি অবস্থা, তিনি অতি কষ্টে যে টাকাকড়ি জমিয়েছেন, তা ঠিকমত খরচ হচ্ছে কিনা, আর শূর নামে তাঁর যে পোষা হাতীটি ছিল সেটিই বা কেমন আছে।

রাতদিন রাজা এইরকম কত কথাই ভাবেন। এমন সময় সেখানে একদিন একটি অচেনা লোক এসে হাজির হলো। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিষাদের চিহ্ন। তাকে দেখে রাজা তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপর জানতে চাইলেন তার মনোদুঃখের কারণ।

লোকটি তখন নিজের পরিচয় দিল। সে একজন ধনী বৈশ্য। তার নাম সমাধি। কিন্তু এমনি হতভাগ্য সে যে তার অতি প্রিয় স্ত্রী-পুত্রেরাই তার সব টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে

তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ী থেকে। তাই সে মনের দুঃখে চলে এসেছে বনে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, যাদের জন্য তার আজ এ দুর্দ্দশা তাদের কথাই সে ভুলতে পারছে না। সব সময় তার মনে পড়ছে শুধু তার স্ত্রীপুত্রপরিজনদের কথা, সব সময়ই মনে ভাবনা হয়, তারা কেমন আছে।

রাজা সুরথ দেখলেন, ভগবান্ তাঁর ব্যথার ব্যথীকে এনে দিয়েছেন, কারণ তিনিও এই একই দুঃখে, একই শোকে মুহ্যমান। কিছুক্ষণ দুজনে পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করে, তারপর দুজনে মিলে মেধা মুনির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কথায় কথায় রাজা মুনিবরকে প্রশ্ন করলেন—হে মুনিবর, আমাদের দুজনের একটি কথা আছে, আপনি দয়া করে বুঝিয়ে দিন। আমি আর এই বৈশ্য দুজনেই নিজের অতি আপনার লোকদের দ্বারা নিপীড়িত ও বিতাড়িত হয়ে এই তপোবনে এসেছি। কিন্তু আমিও আমার রাজ্যের কথা ভুলতে পারছি না, আর এই বৈশ্যও তার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মায়া কাটাতে পারছে না। অথচ আমরা যে ভালমন্দ বুঝি না তাও নয়। দুজনেই জানি যে সংসার অনিত্য, কেউ কারো নয়, ধন-জন সবই দুদিনের। তবুও মন কেন মানে না!

রাজার কথা শুনে মেধা মুনি বললেন—মহারাজ, আপনি বলছেন আপনার জ্ঞান আছে। জ্ঞান সব মানুষেরই আছে। পশুপাখীদেরও যে একবারে জ্ঞান নেই তা নয়। তবে এক এক জনের জ্ঞান এক এক রকমের। চোখ দিয়ে—সবাই নানা জিনিষ দেখতে পায়। কিন্তু পেঁচা দিনের বেলায় দেখতে পায় না, কাক দেখতে পায় না রাত্রিতে, আবার কেঁচো দিন রাত কখনও দেখতে পায় না। এইরূপ কম বেশী হলেও ইতর প্রাণীরও যেমন জ্ঞান আছে, তাদের মায়া-মমতাও তেমনি আছে। পাখীরা নিজেদের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দেয়। মানুষও নিজে কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, তাদের দিয়ে কত আশা সে করে!

এই যে মায়া-মমতা, জ্ঞান থেকেও যে অজ্ঞানের মত কাজ করা—এ আর কিছু নয়, দেবী মহামায়ার মায়া। দেবী মহামায়া যে শুধু এই সংসারের জীবদেরই তাঁর ক্ষমতার বশে রেখেছেন, তা নয়, স্বয়ং পরমেশ্বরও কখনও কখনও তাঁর এই মোহিনী মায়ার বশ হয়ে থাকেন।

দেবী মহামায়াই জগৎকে ভুলিয়ে রেখেছেন নিজের মায়ায়, প্রাণীদের বেঁধে রেখেছেন এই মায়া-মমতার বাঁধনে। এই মায়ায় জীব সত্য সার বস্তুকে ভুলে যেতে রয়েছে সংসারের

ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিয়ে। কিন্তু তাঁকে ভক্তিভরে ডাকলে তাঁর মায়ার পর্দা সরিয়ে নিয়ে তিনিই দয়া করে জীবকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

তিনিই বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জগতের জননী, জগৎ তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি চিরকাল রয়েছেন ও থাকবেন। অথচ তিনি বার বার দেবতাদের উপকারের জন্য জন্ম নিয়েছেন। তাঁর জন্মের সেই সকল আশ্চর্য্য কাহিনী তোমাদের বলছি শোন।

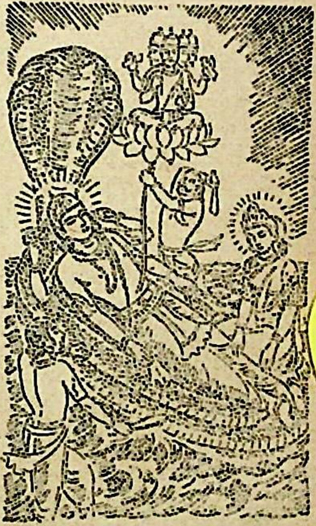

মধু কৈটভের জন্ম

মহাপ্রলয়ে সারা সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশ্ব-সংসার ডুবে রয়েছে প্রলয়-সাগরে। সেই সাগরের জলে অনন্ত নাগের উপর শুয়ে আছেন ভগবান্ বিষ্ণু। যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করে তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্মফুল জন্মেছে আর সেই পদ্মের উপর বসে আছেন ব্রহ্মা।

হঠাৎ বিষ্ণুর কাণের মল থেকে দুই অসুর বেরিয়ে এলো। তাদের একটির নাম মধু আর একটির নাম কৈটভ। তারা সামনে ব্রহ্মাকে দেখেই তাঁকে মারতে গেল। ব্রহ্মা দেখেন মহা বিপদ্। বিষ্ণু থেকে যারা জন্মেছে, তাদের বিষ্ণু ছাড়া কেউ মারতে পারবে না। অথচ তিনি দেখেন বিষ্ণুকে ঘুমে বিভোর করে রেখেছেন ভগবতী যোগনিদ্রা।

ব্রহ্মা তখন যোগমায়ার স্তব-স্তুতি আরম্ভ করলেন। বললেন—মা, সংসারের যা কিছু সবই তুমি। তোমার দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে। তোমার চেয়ে সুন্দরও কিছু নেই, ভীষণও কিছু নেই। তোমার শক্তিতে অসুরেরাও শক্তিমান্ হয়েছে। আবার তোমার প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু ঘুমে বিভোর হয়ে আছেন। তোমার পূর্ণ মহিমা প্রকাশ করে বলবার শক্তি কারও নেই। মাগো, তুমি দয়া করে বিষ্ণুকে জাগিয়ে দাও।

ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে নিদ্রারূপিণী দেবী ভগবতী, বিষ্ণুর চোখ মুখ বুক ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে এলেন। বিষ্ণু তখন জেগে উঠেই দেখেন সামনে দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে আক্রমণ করতে চলেছে। অমনি তিনি সেই অসুরদের মারবার জন্য শুধু হাতেই আক্রমণ করলেন। সুরু হলো এক ঘোর যুদ্ধ। পাঁচ হাজার বছর কেটে গেল সেই যুদ্ধে।

মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ দুই অসুর তখন গর্ব্ব করে বিষ্ণুকে বলল—তুমি ত বেশ চমৎকার যুদ্ধ করতে পার! বল, আমাদের কাছে কি বর চাও!

বিষ্ণু বল্‌লেন—যদি তোমরা আমার উপর সন্তুষ্টই হয়ে থাক তবে আমার হাতে তোমরা মর—এই বর চাই!

অসুরেরা তখন নিজেদের বিপদ্ বুঝতে পেরে চারদিকে তাকাতে লাগল! দেখে চারদিকে শুধু জল আর জল। তাদের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এলো। তারা তেমনি গর্ব্বভরে বল্‌লো—হাঁ, আমরা তোমার হাতে মরতে পারি, যদি জল ছাড়া আর কোন স্থানে আমাদের বধ করতে পার।

বিষ্ণু তখনই সেই দুই অসুরের চুল ধরে টেনে নিজের বিশাল উরুতে রাখলেন, আর নিজের হাতের চক্র দিয়ে তাদের মাথা কেটে ফেল্‌লেন।

এই ভাবে ব্রহ্মার স্তবে একবার দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল।

মধ্যম চরিত

দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-সৈন্য-বধ।

পুরাকালে একবার দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আর অসুরদের রাজা মহিষাসুরের একশ বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে দেবতারা হেরে গেলেন। অসুরেরা স্বর্গ দখল করে ফেললো। তখন সকল দেবতা স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে গিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগলেন। হতাশ হয়ে একদিন তাঁরা সকলে মিলে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তাঁকে নিয়ে মহাদেব আর বিষ্ণু যেখানে ছিলেন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

তাঁরা নিজেদের পরাজয়ের আর দুঃখের সব কথা মহাদেব ও বিষ্ণুর কাছে বল্‌লেন। অসুরদের এই অত্যাচারের কথা শুনে মহাদেব ও বিষ্ণু রাগে জ্বল্‌তে লাগলেন। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদেরও ভীষণ রাগ হলো। সেই রাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর দিয়ে আগুনের মত তেজ বেরুতে লাগলো। সেই তেজ ক্রমশঃ জমাট বেঁধে একটা পাহাড়ের মত হলো। হঠাৎ দেবতারা দেখেন,

সেই জমাট-বাঁধা আলো একটি দেবীমূর্ত্তির আকার ধারণ করলো। এক এক দেবতার তেজ থেকে দেবীর এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো। তখন তাঁকে দেখে দেবতাদের মহা আনন্দ! তাঁরা সকলে নিজেদের অস্ত্র থেকে আর একটি করে অস্ত্র সৃষ্টি করে দেবীর হাতে দিলেন। সকলে মিলে তাঁকে অপরূপ সজ্জায় সাজালেন। বাহন সিংহটি পেলেন তিনি হিমালয়ের কাছ থেকে।

এইভাবে সাজ-সজ্জা করে দেবী ভগবতী চারদিকে হাজার হাত মেলে ধরলেন—সেই সহস্র হাতের আলোড়নে মহাশূন্য কেঁপে উঠলো, দেবী মুহুর্মুহু অট্টহাস্য করে উঠলেন—সে-হাসির তরঙ্গে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন দুলে উঠলো। দেবতারা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। সেই বিপুল ধ্বনি অসুরদের কানে গিয়ে পৌছাল।

মহিষাসুর তখন হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটে গেল সেই শব্দের দিকে। দূর থেকে সে দেখলো দেবীর মুকুট গিয়ে আকাশে ঠেকেছে, আর তাঁর পায়ের ভরে পৃথিবী যেন নুয়ে পড়েছে। অসুরেরা সবাই মিলে চারদিক থেকে দেবীকে আক্রমণ করলো।

অসুরদলের বড় বড় যোদ্ধা যারা—চিক্ষুর, চামর, মহাহনু, বিড়ালাক্ষ, বাস্কল—তারা হাজারে হাজারে সৈন্য,

রথ, হাতী, ঘোড়া নিয়ে দেবীকে আক্রমণ করলো, আর তোমরা, ভিন্দিপাল, শক্তি ইত্যাদি নানা অস্ত্র দেবীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলো।

দেবী ভগবতী চণ্ডী নিজের বাণে অসুরদের অস্ত্রগুলি কেটে ফেল্‌লেন। দেবীর সহস্র বাহু থেকে অগণিত দিব্যাস্ত্র অসুরদের উপর বর্ষার জলধারার মত গিয়ে বিঁধতে লাগলো। দেবীর বাহন সিংহও সময় বুঝে লাফিয়ে পড়ল অসুরদের ঘাড়ে। দেবীর নিশ্বাস থেকে একরকম দেবতার সৃষ্টি হলো—তাঁদের নাম গণদেবতা। তাঁরাও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অসুরদের বধ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার যুদ্ধের বাজনা বাজাতে সুরু করলেন—কেউ শাঁখ, কেউ ঢাক, কেউ মৃদঙ্গ, কেউবা ঘণ্টা!

দেবী, তাঁর বাহন সিংহ ও গণদেবতাদের আক্রমণে অসুরেরা কাতারে কাতারে মরতে লাগল। কেউ হলো দু'-টুকরা, কারো কাটা গেল হাত, কারও পা, কারও মাথা। কতকগুলি কন্ধকাটা হয়েই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো, আর নাচতে লাগলো যুদ্ধের বাজনার তালে তালে।

সেই ভীষণ যুদ্ধে কাটা হাতী, ঘোড়া, অসুর ও ভাঙা রথ আর অস্ত্র-শস্ত্রে যেন পাহাড় হয়ে গেল, নদী বইতে লাগলো

রক্তের। অসুর সৈন্য সব অল্পসময়ের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। উপর থেকে দেবতারা দেবীর ওপর ও গণদেবতাদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর বধ।

মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর সৈন্যদের যুদ্ধে নিঃশেষিত হয়ে যেতে দেখে নিজেই এগিয়ে এল দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে! বাণে বাণে সে ছেয়ে ফেল্‌লো দেবীকে। দেবীও নিমেষে নিমেষে অসুরের সব বাণ কেটে ফেললেন, উপরন্তু তার ধনুকেরও ছিলা দিলেন কেটে। দেখতে দেখতে দেবীর অস্ত্রে অসুরের রথের সারথি ও ঘোড়া নিহত হয়ে গেল···রথহীন অসুর ঢাল তলোয়ার নিয়ে দেবীর দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তার উদ্যত তরবারি দেবীর অঙ্গ স্পর্শ করবার আগে দেবীর শূলের আঘাতে তা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। তখন মহাদেবী চিক্ষুরের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে শূল ত্যাগ করলেন। সেই শূলেই চিক্ষুর প্রাণ হারাল।

তার পর এলো চামর হাতীর পিঠে চড়ে। সে দেবীর দিকে তীক্ষ্ণ এক শক্তি ও শূল ছুঁড়ে মারল। দেবী শুধু হুঙ্কার শব্দ করেই

শক্তিটিকে নষ্ট করে দিলেন। বাণ দিয়ে শূলটিকে কেটে ফেললেন। তখন সিংহ লাফ দিয়ে হাতীর মাথায় চড়ে, অসুরকে নিয়ে মাটিতে পড়লো। তারপর দুজনে যুদ্ধ করতে করতে উঠল শূন্যে। তখন সিংহ হঠাৎ থাবার আঘাতে চামরের মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে এলো তার ঘাড় থেকে।

এমনি করে উদগ্র, বাস্কল, উদ্ধত, করাল, অন্ধক ও তাম্র দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ হারালো।

এইবারে মহিষাসুর নিজে এলো মহিষের রূপ ধরে। সেই মহিষের ক্ষুরের, মুখের, শিঙের ও লেজের আঘাতে দেবীর সঙ্গে প্রমথ নামে যে গণদেবতারা ছিলেন তাঁরা লুটিয়ে পড়তে লাগলেন। তারপর আরম্ভ হলো দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ।

মহিষাসুরের খুরের আঘাতে মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। তার অগ্নিজ্বালাময় নিঃশ্বাসের বেগে আকাশ, বাতাস, পাহাড়, সাগর কেঁপে উঠলো। দেবী তখন তাকে একটি পাশে জড়িয়ে বেঁধে ফেললেন। অমনি সে হয়ে গেল সিংহ। সিংহকে কেটে ফেলতেই সে হলো মানুষ। মানুষটিও দেবীর বাণে কাটা গেল, তখন সে হাতীর রূপ ধরে দেবীর সিংহকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে টানতে লাগলো। দেবী তলোয়ার দিয়ে

হাতীর শুঁড়টি কেটে ফেললেন। তখন সে আবার ধরলো মহিষের রূপ।

মহিষাসুর শিঙ দিয়ে পাহাড় পর্ব্বত উপড়ে ফেলে দেবীর দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো। দেবী তখন মধুপাত্র হাতে নিয়ে একটু হেসে বল্লেন—

"এই মধু পান আমি
করি যতক্ষণ,
ততক্ষণ যত ইচ্ছা কর্
গরজন!"

মহিষাসুর বধ

এই বলে তিনি মধু পান করলেন, পরক্ষণেই বিকট অট্টহাস্য করে লাফ দিয়ে মহিষের পিঠে চড়ে তার গলা চেপে ধরলেন পা দিয়ে। তারপর তার বুকে যেই শূল বিঁধিয়ে দিলেন, অমনি অসুর তার নিজ মূর্ত্তি ধরে মহিষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো অর্দ্ধেকটা।

কিন্তু আর যায় কোথা! দেবী তাঁর হাতের প্রকাণ্ড

তলোয়ার দিয়ে তার ঘাড়ে কোপ দিতেই তার মাথা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। অন্য সব অসুরেরা তাই দেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো।

দেবতাদের তখন আনন্দ দেখে কে। তাঁরা সকলে মিলে দেবীর স্তবস্তুতি আরম্ভ করলেন। দেবীর জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠলো মহাশূন্য।

চতুর্থ অধ্যায়—দেবতাদের চণ্ডীস্তব।

মহিষাসুর-বধের পর দেবতারা আনন্দে ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে, জোড়হাতে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—

"মা, তুমি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছ। দেবতাদের শক্তি তুমিই। দেবতা, ঋষি, যক্ষ, কিন্নর সবাই তোমার পূজা করে। তোমার মহিমার কথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও বলে শেষ করতে পারেন না। যে ধার্ম্মিক, তার ঘরে তুমিই লক্ষ্মী, আর যে অধার্ম্মিক, তার ঘরে তুমিই অলক্ষ্মী। তুমি বুদ্ধি, তুমি লজ্জা, তুমি শ্রদ্ধা। তুমিই নিত্যকাল ধরে আছ ও থাকবে, বিশ্বজগৎ তোমার অংশমাত্র, তুমিই সকলের আধার, তুমিই পরমা প্রকৃতি। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা। তুমি অসুরদের বধ করে সংসারকে বাঁচাও।

তুমিই সুখভোগ দিয়ে থাক, আবার তুমিই দাও সর্ব্বভোগ থেকে মুক্তি।

তোমার ক্রোধে যে পড়ে সে সবংশে বিনষ্ট হয়। আবার তোমার কৃপা যে পায়, সুখ, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি সব কিছুই সে পায়। তোমাকে ডাকলে তুমি ভয় থেকে, সকল বিপদ্ থেকে ত্রাণ কর। এমনকি অসুরেরাও তোমার হাতে মরে স্বর্গেই যায়।

অসুরদের সঙ্গে তুমি যেভাবে যুদ্ধ করেছ তার তুলনা হয় না। ভক্তদের প্রতি তোমার যেমন দয়ার অবধি নেই, অসুরদের প্রতি অকৃপাও তোমার তেমনি কঠোর। অসুরদের বধ করে তুমি এই ত্রিভুবনকে অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছ। আবার তাদেরও স্বর্গে পাঠিয়েছ।

এমনি ভাবে অন্তরের আকুল ভাষায় দেবতারা স্তব করলেন অসুরনাশিনী মহাদেবীর। ধূপ, দীপ, ফুল, চন্দন দিয়ে ভক্তিভরে তাঁর পূজা করলেন। দেবী তাতে তুষ্ট হয়ে দেবতাদের বল্লেন—তোমাদের স্তবে এবং পূজায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তোমরা আমার কাছে কি বর চাও বল।

দেবতারা বল্লেন—"মা, তুমি আমাদের ঘোর শত্রু মহিষাসুরকে বধ করেছ। তাতেই আমাদের সকল বিপদ্ কেটে গেছে। আর

কি চাইব ! আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা—বিপদে পড়লে যেন এমনি ভাবেই তোমার কৃপাশক্তি পাই। আর তোমার এই স্তব যে পাঠ করবে তার যেন দুঃখ-কষ্ট দূরে গিয়ে ধন-সম্পদ্ লাভ হয়।"

দেবী বল্লেন—তাই হবে। এই বলে তিনি মিলিয়ে গেলেন মহাশূন্যে !

উত্তম চরিত

পঞ্চম অধ্যায়—দেবী ও অসুর-দূতের কাহিনী।

মহিষাসুর বধের অনেক পরে আবার দুই অসুর ভীষণ প্রবল হয়ে উঠল। তারা শুম্ভ ও নিশুম্ভ দু-ভাই। তারা দেবতাদের রাজ্য দখল করে তাঁদের সব অধিকার কেড়ে নিল, আর স্বর্গ থেকে তাঁদের সবাইকে তাড়িয়ে দিল। স্বর্গহারা দেবতারা আবার মনের দুঃখে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

রাজ্যহারা গৃহহারা দেবতারা তখন ভাবতে লাগলেন দেবী মহামায়ার কথা। তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন—যে কোন বিপদের সময় তাঁকে ডাকলেই তিনি এসে সেই বিপদ্ থেকে তাঁদের উদ্ধার করবেন। সেই কথা মনে করে তাঁরা চলে গেলেন হিমালয় পর্ব্বতে। সেখানে গিয়ে আকুল ভাবে তাঁরা দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন।

দেবতারা দেবী মহামায়াকে উদ্দেশ করে বল্‌তে লাগলেন —"হে মহাদেবি মঙ্গলময়ি, তুমিই জগতের মূল প্রকৃতি, জগতের পালনকারিণী। আবার তুমিই ভীষণা রুদ্রাণী, তুমিই

মঙ্গল, সম্পদ্ ও সিদ্ধি। তুমিই রাজলক্ষ্মী, আবার তুমিই অলক্ষ্মী। তুমি আশ্রিত জনের রক্ষাকারিণী, তুমিই প্রতিষ্ঠারূপিণী। তোমার বর্ণ কখনও কাজলের মত কালো, কখনও না ধোঁয়ার মত ধূসর, কখন বা তপ্তকাঞ্চনের মত স্বর্ণাভ।

সকল জীবের ভিতর তুমিই বিষ্ণুমায়ারূপে রয়েছ। তুমিই সকল জীবের মন, তুমিই তাদের বুদ্ধি, তুমিই নিদ্রা, তুমিই ক্ষুধা, তুমিই শক্তি, তুমিই মায়া, তুমিই তৃষ্ণা, তুমিই ক্ষমা, তুমিই লজ্জা। হে মহাদেবি, তুমি সকল প্রাণীর ভিতর শান্তি, শ্রদ্ধা, শোভা, স্মরণশক্তি, দয়া ও ভ্রান্তি রূপে বিরাজ করছো।

তুমিই সকল প্রাণীর ভিতর কাপড়ে সূতোর মত জড়িয়ে রয়েছ। তুমিই জীবের জীবাত্মা। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে একবার তুমি মহিষাসুরকে বধ করেছিলে। আমরা সব দেবতা আবার তোমাকে বার বার আমাদের ভক্তি ও প্রণাম নিবেদন করছি। মা, তুমি আমাদের এই বিপদ্ সময়ে এসে আমাদের রক্ষা কর, আমাদের উদ্ধার কর।”

দেবতারা যখন এই ভাবে দেবী মহামায়ার স্তব করছেন, তখন পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের মেয়ে ভগবতী পার্ব্বতী স্নানে চলেছেন গঙ্গায়। তিনি দেবতাদের জিজ্ঞেস করলেন—“আপনারা কার স্তব করছেন?” সেই সময় তাঁর শরীর থেকে

আলোকময়ী এক দিব্যমূর্ত্তি বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—"শুম্ভ আর নিশুম্ভের দ্বারা পরাজিত হয়ে দেবতারা আমারই স্তব করছেন।" দেবী পার্ব্বতীর শরীর-কোষ থেকে বেরুলেন বলে দেবীর নাম হলো কৌষিকী।

কৌষিকী দেবী শরীর থেকে বেরুবার পর দেবী পার্ব্বতীর শরীরের রং হয়ে গেল কালো, তাই তিনি কালিকা নাম নিয়ে হিমালয়ে রয়ে গেলেন। দেবী কৌষিকী তাঁর স্বর্ণবর্ণে চারদিক আলো করে হিমালয় পর্ব্বতের এক জায়গায় বসে আছেন, এমন সময় তাঁকে শুম্ভ আর নিশুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই চর দেখতে পেলো।

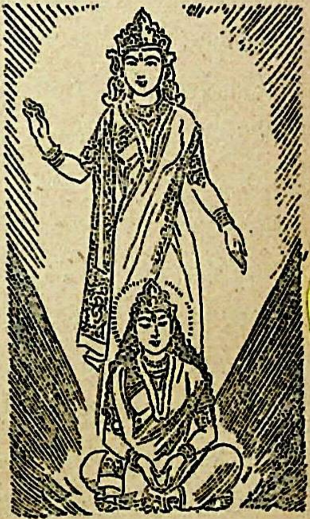

কৌষিকী

দেবীর রূপ দেখে চণ্ডমুণ্ড দানবরাজ শুম্ভের কাছে গিয়ে বল্‌লো—মহারাজ! আজ আমরা হিমালয়ের উপর এমন একটি অপরূপ সুন্দরী নারীকে দেখে এসেছি যাকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আপনি ত্রিভুবনের সমস্ত রত্ন

অধিকার করেছেন। ঐরাবত, পারিজাত, ব্রহ্মার হংসরথ, কুবেরের মহাপদ্ম—সবই এখন আপনার। সাগর আপনাকে কিঞ্জল্কিনী নামে পদ্মের মালা, বরুণ তাঁর সোনার ছাতা ও প্রজাপতি তাঁর রথ দিয়েছেন। এ ছাড়া বরুণ তাঁর পাশ, যম তাঁর উৎক্রান্তিদা নামে শক্তি, অগ্নি এক জোড়া অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র আপনাকে দিয়েছেন। কিন্তু এসবের চেয়ে অপরূপ হচ্ছে এই নারীরত্ন। কাজেই এই নারীরত্নটিকেও আপনি অধিকার করুন।

শুম্ভ এই কথা শুনে সুগ্রীব নামে এক অসুরকে দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিল, তাঁকে নিয়ে আসবার জন্য। সুগ্রীব তখনই চলে গেল হিমালয়ে দেবীর কাছে। গিয়ে বলল—"হে দেবি, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের রাজা এখন দানবরাজ শুম্ভ। আমি তাঁরই দূত! তিনি আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন এই বলে যে তাঁর কোন কিছুরই অভাব নেই, ত্রিভুবনের সব রত্নই তাঁর অধিকারে। আপনিও স্ত্রী-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। কাজেই আপনি তাঁকে বা তাঁর ছোট ভাই নিশুম্ভকে স্বামী বলে গ্রহণ করুন। তা হ'লে আপনার কোন কিছুর অভাব থাকবে না; সুখ ভোগ ঐশ্বর্য্য সকলই আপনি পাবেন।"

দূতের কথা শুনে দেবী মৃদু হেসে বল্‌লেন—"দূত, তুমি যা বল্‌লে সবই সত্য। কিন্তু আমি অল্প বয়সের দরুণ একটা

নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলেছি। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি তখন কম ছিল, তাই পণ করে ফেলেছিলাম—যে আমাকে যুদ্ধে হারাতে পারবে, তাকেই আমি বরমাল্য দেব। এখন কি করে সে পণ ভাঙব বল? কাজেই তাঁদের বল গিয়ে, তাঁদের দুজনের যে কোন জন এসে আমায় জয় করে নিয়ে যান।"

সুগ্রীব তো শুনে অবাক! ত্রিভুবনের সবাইকে যাঁরা যুদ্ধে হারিয়েছেন, এক অবলা নারী কিনা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে! তাই সে দেবীকে বল্‌ল—আপনি এমন দুঃসাহসের কথা বলবেন না। শেষে হয়ত আপনার মান মর্য্যাদাও থাকবে না। আপনাকে চুলে ধরে জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে।

দেবী বললেন—তার আর কি করব, যখন না বুঝে পণ করে ফেলেছি, পণ আমাকে রাখতে হবেই! তুমি গিয়ে তাঁদের বল, তাঁরা যা ভাল মনে করেন করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচন বধ।

দেবীর কথা শুনে সুগ্রীব ভীষণ রেগে গেল। সে তখনি দানবরাজ শুম্ভের কাছে গিয়ে সব কথা জানাল। দূতের কথা শুনে শুম্ভ সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বল্‌ল—"ধূম্রলোচন, তুমি সৈন্য-সামন্ত

নিয়ে এক্ষুণি গিয়ে সেই উদ্ধত নারীর চুল ধরে এখানে নিয়ে এস। তাকে সহায়তা করতে যদি কেউ আসে, তবে সে যেই হোক সঙ্গে সঙ্গে তাকে বধ করবে।"

ধূম্রলোচন তখন ষাট্ হাজার সৈন্য নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে হাজির হলো। দূর থেকে দেবীকে ডেকে বল্ল—"সুন্দরী, তুমি শীঘ্র আমার সঙ্গে দৈত্যরাজের কাছে চল, নইলে চুল ধরে তোমাকে নিয়ে যাব।" দেবী বল্লেন—"দৈত্যরাজ তোমায় পাঠিয়েছেন, তুমি বীর, সৈন্য-সামন্তও তোমার সঙ্গে অনেক। তুমি জোর ক'রে আমায় নিয়ে গেলে, আমি আর কি করতে পারি?"

দেবীর কথা শুনে ধূম্রলোচন ছুটে গেল তাঁকে ধরতে। তখন দেবী এমনভাবে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন যে, তাঁর মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে আগুনের ধারা বেরুতে লাগলো, সে আগুনে ধূম্রলোচন চোখের পলকে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অসুর সৈন্যেরা তখন চারদিক থেকে দেবীর উপর নানা অস্ত্র ছুঁড়ে মারতে লাগল।

দেবীর বাহন সিংহ তাই দেখে রাগে কেশর ফুলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অসুরদের উপর। আর নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে তাদের আঘাত করতে লাগল। তাতে কোন অসুরের মুণ্ড,

কোনটির হাত, কোনটির পা ছিঁড়ে আল্‌গা হয়ে গেল, কোনটির পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। সিংহ পেটভরে তাদের রক্ত চুষে খেল। দেবীর হাত থেকে নিমেষে নিমেষে শত শত দিব্যাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো। এই ভাবে অল্পক্ষণে সমস্ত অসুরসৈন্য মরে নিঃশেষিত হয়ে গেল।

এই খবর দানবরাজ শুম্ভের কাছে যখন পৌছাল, তখনই চণ্ডমুণ্ডের উপর হুকুম হলো যুদ্ধে যাওয়ার। দৈত্যরাজ তাদের বল্‌লো—"হে চণ্ড, হে মুণ্ড, তোমরা এক্ষুণি গিয়ে সেই দর্পিতা নারীকে বেঁধে নিয়ে এস। সহজে না পারলে, তাকে সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে মরার মত করে ফেল্‌বে। পরে তার সিংহটাকে মেরে তাকে বেঁধে নিয়ে আসবে।"

সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ড বধ।

দৈত্যরাজের কথায় চণ্ডমুণ্ড হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্যদল নিয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হলো। দূর থেকে অসুর সৈন্যেরা দেখতে পেলো, দেবী হিমালয়ের একটি চূড়ার উপর সিংহের পিঠে বসে আছেন। দেখেই তারা সবাই তাঁকে ধরবার জন্যে ছুটে গেল।

অসুরদের এমনি করে আসতে দেখে রাগে দেবীর মূর্ত্তি ভীষণ হয়ে উঠলো, তাঁর কপাল কুঁচকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কপাল থেকে এক ভীষণাকৃতি দেবী হাতে খড়্গ আর পাশ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শরীরের মাংস শুকিয়ে গেছে, পরণে তাঁর বাঘের ছাল, জিভ্ লক্ লক্ করছে, বিশাল লাল চোখ কোটরের ভিতর থেকে জ্বলছে। শাণিত লৌহের মত বিকট দাঁত। বিরাট মুখ-গহ্বর থেকে রক্ত-রসনা লোল হয়ে ঝুলছে। বর্ষার ঘন কালো মেঘের মত তাঁর দেহের রঙ···তাঁর নাম কালী।

দেবী কালী অসুরদের মাঝে লাফিয়ে পড়ে দুহাতে তাদের ধরে ধরে গিলে খেতে লাগলেন। হাতী, ঘোড়া, রথ, অস্ত্রশস্ত্র সব তিনি বিরাট মুখ-গহ্বরের মধ্যে ফেলে কড়মড়িয়ে চিবোতে লাগলেন। তাঁর হাতের, পায়ের, মুখের, অস্ত্রের আঘাতে অসুরেরা দলে দলে চুরমার হয়ে যেতে লাগল।

এইভাবে কিছুক্ষণের ভিতর সব অসুর-সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে গেলে চণ্ড আর মুণ্ড ছুটে এলো কালিকার দিকে—বাণ মেরে ও চক্র ছুঁড়ে তাঁকে একেবারে ছেয়ে ফেল্‌ল। তখন দেবী কালিকা বিরাট হাঁ করে সেগুলি মুখের ভিতর দিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেল্‌লেন।

তারপর দেবী কালিকা এমন বিকট ভাবে হেসে উঠলেন যে তাঁর প্রকাণ্ড দাঁতগুলি বিদ্যুৎ-কণার মত ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। তিনি

সহসা ভীষণ হুংকার করে উঠলেন, আর সেই সঙ্গে খড়্গ নিয়ে ছুটে গেলেন চণ্ডের দিকে। চণ্ডের চুলের মুঠি ধরে মাথাটা টেনে নিয়ে খড়্গের এক আঘাতে দুটুকরো করে ফেললেন। চণ্ডকে মরতে দেখে মুণ্ড ধেয়ে এলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেও দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল দেবীর খড়্গে।

চণ্ডমুণ্ডকে এইভাবে মরতে দেখে অসুরেরা চারদিকে ছুটে পালাতে লাগলো। দেবী কালিকা তখন চণ্ডমুণ্ডের ছিন্নশির নিয়ে হাসতে হাসতে দেবী কৌষিকীর কাছে গিয়ে বল্‌লেন—

চণ্ড আর মুণ্ড দুই পশু বধ করে।
আনিয়াছি উপহার মুণ্ড তব তরে॥
শুম্ভ-নিশুম্ভেরে বধ করিবে আপনি।
রণ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হইবে তখনি॥

তখন দেবী কৌষিকী দেবী কালিকাকে বল্‌লেন—

দিলে মোরে চণ্ডমুণ্ড মুণ্ড উপহার।
তাইতে চামুণ্ডা নাম হইল তোমার॥

অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজ বধ।

বহু অসুরসৈন্যের সঙ্গে চণ্ডমুণ্ড যুদ্ধে মরেছে শুনে, দৈত্যরাজ শুম্ভ এবার অবশিষ্ট সব সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য সাজতে বল্‌লো। কম্বু

বংশের, কালক বংশের, দৌহৃদ বংশের, ধৌম্র বংশের, কোটিবীর্য্য বংশের ও কালকেয় বংশের সব অসুরদের নিয়ে শুম্ভ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চল্‌লো। তাদের দেখে দেবী ধনুকে টংকার দিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেবীর সিংহ ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করে দিল। তখন দেবী চামুণ্ডা তাঁর বিকট মুখ মেলে ভীষণ শব্দ করে উঠলেন, সে-শব্দে অসুর সৈন্যরা বধির হয়ে গেল।

অসুরেরা তখন রেগে গিয়ে দেবী কৌষিকী, চামুণ্ডা ও বাহন সিংহকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল। সেই সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকে তাঁদের শক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ এক একটি দেবী মূর্ত্তি বেরিয়ে এলেন দেবী কৌষিকীর সাহায্য করতে। যে দেবতার যে শক্তি, সেই শক্তির অস্ত্রশস্ত্র আর বাহনও ঠিক সেই দেবতারই মত হলো। ব্রহ্মার শক্তির হাতে কমণ্ডলু, বাহন তাঁর হংসবাহিত বিমান। তেমনি বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবীর চার হাত, গরুড় বাহন।

সেই দেবশক্তিরা মহাদেবকে ঘিরে দাঁড়ালেন, তখন মহাদেব দেবী চণ্ডিকা অর্থাৎ কৌষিকীকে বল্‌লেন—দেবি, আপনি আমার প্রীতির জন্য অসুরদের বধ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে দেবী চণ্ডিকার শরীর থেকে অতি ভীষণ আকারের এক দেবী বেরিয়ে এসে মহাদেবকে বল্‌লেন—"আপনি দূত হয়ে

শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে যান। তাদের বলুন, হয় তারা দেবতাদের রাজ্য ও অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে পাতালে চলে যাক, নয় আমাদের হাতে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হোক্।" শিবকে এই কথা বলে দূতরূপে পাঠালেন বলে সেই দেবীর নাম হলো শিবদূতী।

শিবদূতী

শিব গিয়ে যখন অসুরদের এ কথা জানালেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে তারা দেবীকে আক্রমণ করলো। তাঁকে লক্ষ্য করে তারা বাণ, শক্তি, শূল ইত্যাদি ছুঁড়ে মারতে লাগলো। দেবী নিজের অস্ত্রে সেগুলি কেটে ফেল্‌লেন। তখন দেবী কালী, মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ঐন্দ্রী প্রভৃতি দেবশক্তিরা নিজেদের অস্ত্রে অসুরদের বধ করতে লাগলেন। শিবদূতীর বিকট চীৎকারে যে সকল অসুর অচেতন হয়ে পড়লো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের খেয়ে ফেললেন। ভয়ে অসুরেরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

অসুরদের পালাতে দেখে রক্তবীজ নামে এক অসুর সেনাপতি ছুটে গেল সেই দেবশক্তি মাতৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। রক্তবীজ এমনি অসুর যে তার শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তারই মত আর একটি অসুর জন্মায়। দেবীরা তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্রে যতই তাকে আঘাত করতে লাগলেন, ততই তার রক্ত থেকে নব নব অসুর জন্মাতে লাগলো, আর তারা চারদিক ছেয়ে ফেল্‌লো। দেবতারা ভয়ে একেবারে অধীর হয়ে পড়লেন।

দেবী চণ্ডিকা তখন দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে দেবী চামুণ্ডাকে বল্‌লেন—"চামুণ্ডে, তুমি রক্তবীজের শরীর থেকে যে অসুরগুলি জন্মেছে সবগুলিকে খেয়ে ফেল। রক্তবীজের শরীরে অস্ত্রের আঘাত করা মাত্র যে রক্ত পড়বে সে রক্তও জিভ্ দিয়ে শুষে নাও।"

এই কথা বলে তিনি রক্তবীজকে শূল দিয়ে বিঁধে ফেল্‌লেন। দেবী চামুণ্ডা লোল জিহ্বা দিয়ে তার রক্ত পান করতে লাগলেন। ততক্ষণে দেবী নানা অস্ত্রে তাকে বিব্রত করে তুল্‌লেন। আর চামুণ্ডা তার রক্ত পান করে নিঃশেষ করে ফেল্‌লেন। মুখের ভেতর রক্ত থেকে যে সকল অসুরের জন্ম হলো তাদের তিনি চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌লেন। রক্তবীজের রক্ত

ফুরিয়ে গেলে দেবী কৌষিকী শূল, বজ্র, বাণ ইত্যাদি অস্ত্রে রক্তবীজকে বধ করলেন। দেবতারা আনন্দে বিপুল জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

নবম অধ্যায়—নিশুম্ভ বধ।

রক্তবীজ বধের পর নিশুম্ভ আরও বহু প্রবল-পরাক্রান্ত অসুরদের নিয়ে দেবীকে মারবার জন্য এগিয়ে গেল, আর শুম্ভও তখন দেবশক্তিদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। দেবী চণ্ডিকার বাণের আঘাতে অসুরদের সকল অস্ত্র কাটা গেল, তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

নিশুম্ভ খড়্গ আর ঢাল হাতে সিংহকে আক্রমণ ক'রে তার মাথায় দিল এক কোপ বসিয়ে। দেবী তখন খুর নামক অস্ত্র দিয়ে তার ঢাল ও খড়্গ দুখণ্ড করে ফেল্‌লেন। সে দেবীর দিকে বার বার তার শক্তি ও শূল ছুঁড়ে মারল। কিন্তু দেবীর চক্রে সেগুলিও কাটা গেল। তার শূলটি দেবীর মুঠির আঘাতে ভেঙে গেল। নিশুম্ভের গদাটিও তাঁর ত্রিশূলে লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তারপর কুড়ুল হাতে করে দেবীর দিকে ছুটে যাবার সময় সে দেবীর বাণে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ভাইকে পড়ে যেতে দেখে শুম্ভ রথে করে এগিয়ে এলো। তার আট হাতে নানারকমের অস্ত্র। হাতগুলি মেলে সে যেন আকাশ একেবারে ছেয়ে ফেলল। দেবী তখন শাঁক বাজিয়ে, ধনুকের টংকারে, আর ঘণ্টার শব্দে অসুরদের নিস্তেজ করে ফেল্‌লেন। সিংহ গর্জ্জন করতে লাগল। দেবী চামুণ্ডা ভীষণ শব্দে আকাশে লাফ দিয়ে উঠে—আবার মাটিতে পড়ে হাত দিয়ে মাটিতে প্রচণ্ড করাঘাত করতে লাগলেন। শিবদূতী হাসতে লাগলেন বিকট শব্দে। দেবী চণ্ডিকা হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন—"দাঁড়া, দাঁড়া"। আকাশে উঠলেন দেবতারা জয়ধ্বনি করে।

শুম্ভ এসে দেবীর দিকে এক ভীষণ শক্তি অস্ত্র ছুঁড়ে মারল। তা থেকে ঝলকে ঝলকে আগুন বেরুতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ একটি উল্কা কোথেকে এসে সেটিকে থামিয়ে দিল। দেবীর অস্ত্রে শুম্ভের বাণ আর শুম্ভের অস্ত্রে দেবীর বাণগুলি কাটা যেতে লাগল। শেষে দেবীর শূলের আঘাতে শুম্ভ অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এতক্ষণে নিশুম্ভের চেতনা ফিরে এসেছে। সে আবার তীর দিয়ে চণ্ডিকা, কালী ও সিংহকে বিদ্ধ করতে লাগল। সে হঠাৎ দশ হাজার হাত বের করে আকাশ ছেয়ে ফেললো, আর হাজারে হাজারে অস্ত্র ছুঁড়ে মারতে লাগল। দেবী চণ্ডিকা

নিজের অস্ত্রে তার সব অস্ত্র কেটে ফেল্‌লেন। নিশুম্ভ তখন অন্য সব অসুরদের নিয়ে গদা হাতে দেবীর দিকে ছুটে গেল। দেবীর অস্ত্রে গদাটি কাটা গেলে সে একটি শূল নিল। ঠিক সেই সময় দেবীও তার বুকে নিজের শূল বিঁধিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিশুম্ভের বুক থেকে 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলতে বলতে আর একটি অসুর বেরিয়ে এলো। দেবী হাসতে হাসতে নিজের খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেল্‌লেন। নিশুম্ভের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেই সঙ্গে সিংহ, দেবী কালী আর শিবদূতী অসুরদের খেতে আরম্ভ করলেন। দেবশক্তিদের অস্ত্রেও বহু অসুর মারা গেল।

দশম অধ্যায়—শুম্ভ বধ।

প্রাণের ভাই নিশুম্ভকে মরতে দেখে আর সৈন্যরাও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে শুম্ভ দেবীকে ডেকে বল্‌ল—"হে নারী, তোমার বড় অহঙ্কার। কিন্তু তুমি বহু শক্তির সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করছ। কাজেই তোমার অহঙ্কারের কোন দাম নেই।"

দেবী হেসে বল্‌লেন—"ওরে মূর্খ, আমি ছাড়া জগতে আর কে আছে! যাদের তুই আলাদা শক্তি মনে করছিস্‌, তারা সকলেই আমারই অংশ। চেয়ে ত্যাখ্‌, ওরা আমাতেই মিলিয়ে যাচ্ছে।"

বলতে বলতে সব দেবশক্তিরা দেবী কৌষিকীর শরীরে মিলিয়ে গেলেন, দেবী রইলেন একা। তখন তিনি বললেন —"আমি নিজের ঐশ্বর্য্যে বহুরূপে প্রকাশ পেয়েছিলাম, এখন আমার ভিতরেই সেই বহু মিলিয়ে গেল। এইবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ!"

তখন দেবী আর শুম্ভের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দুজন দুজনের দিকে নানা অস্ত্র ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। তাঁদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে আকাশ ছেয়ে গেল। একজনের অস্ত্র আর একজন অস্ত্র দিয়ে নষ্ট করতে লাগলেন। শেষে দেবী নিজ অস্ত্রে শুম্ভের ধনুক ও বাণ কেটে ফেললেন। তখন অসুর শক্তি অস্ত্র হাতে করলে তাও দেবী চক্র দিয়ে কেটে ফেললেন। তখন শুম্ভ খড়্গ ও শতচন্দ্র নামে ঢালটি নিয়ে দেবীকে আক্রমণ করলে দেবী বাণ মেরে দুটিকেই খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন।

শুম্ভের সারথি, রথ, ঘোড়া সবই নষ্ট হওয়ার পর সে মুগুর নিয়ে ধেয়ে গেল দেবীর দিকে। দেবীর শরে তাও কাটা গেলে সে ঘুষি বাগিয়ে ছুটে গেল। কিন্তু দেবীর মুঠির আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে সে দেবীকে ধরে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আকাশে। আকাশে অনেকক্ষণ ধরে তুমুল যুদ্ধ চলল।

তারপর দেবী অম্বিকা হঠাৎ শুম্ভকে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। তখনি সে উঠে মুঠির আঘাত করতে করতে দেবীর দিকে ছুটে গেল। দেবী অমনি তার বুকে বিঁধিয়ে দিলেন তাঁর ভীষণ শূলটি। শুম্ভের বিশাল দেহ পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র সমেত সারা জগৎ কাঁপিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অসাড় হয়ে। তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

শুম্ভের মরণের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যেন স্বস্তির বাতাস বইতে লাগল, কেটে গেল স্বর্গের দুর্দ্দিন। পৃথিবী থেকে আবার প্রণামের মত উঠতে লাগলো যজ্ঞ-ধূম, দেবতারা আবার হবি-পুষ্ট হয়ে আনন্দে পালন করতে লাগলেন স্বর্গরাজ্য।

একাদশ অধ্যায়—দেবগণের চণ্ডীস্তব।

শুম্ভের মৃত্যুতে দেবতাদের মহা আনন্দ। ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সকল দেবতা মিলে তখন দেবী চণ্ডিকার স্তব করতে লাগলেন। তাঁরা ভক্তিভরে বলতে লাগলেন—

"হে দেবি, তোমার শরণ যে নেয় তুমি তার দুঃখ দূর কর। তুমি জগৎ-প্রসবিনী, জগতের ঈশ্বরী। তুমিই জগৎকে বাঁচিয়ে রাখ। তুমি প্রসন্ন হও। তুমিই জল, তুমিই পৃথিবী, তোমার

শক্তির তুলনা হয় না। তুমি মায়া—তোমা হতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে। তুমিই সকলকে মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছ আবার তুমিই দয়া করে সেই মায়া সরিয়ে নিয়ে জীবকে মুক্তি দিয়ে থাক।

মা, তুমিই বিদ্যারূপিণী, জগতের সব নারী তোমারই অংশ। সারা জগৎ ছেয়ে তুমিই রয়েছ। তোমায় কি স্তুতি আমরা করব! তুমি বুদ্ধিরূপিণী, স্বর্গ ও মোক্ষ-দায়িনী। আবার তুমিই ক্ষণ মুহূর্ত্ত ইত্যাদি কালরূপে জগতের ধ্বংসকারিণী। হে মঙ্গলদায়িনি, হে সিদ্ধিদায়িনি, হে শরণাগতপালিনি, হে ত্রিনয়নে, হে গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

মা, তুমি জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছ। সকল শক্তি ও গুণের আধার-স্বরূপিণী তুমি পীড়িত ও দুর্গতের দুঃখ দূর করে থাক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের শক্তিরূপে তুমি নিজেই তোমার নানা রূপ প্রকাশ করেছ ও করে থাক। কখনও তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হাঁসের পিঠে চড়ে অক্ষসূত্র-কমণ্ডলু হাতে করে দেখা দাও, কখনও বা ময়ূরের পিঠে চড়ে শক্তি হাতে করে কৌমারী রূপে নিজেকে প্রকাশ কর। মাহেশ্বরী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী, চামুণ্ডা সবই তোমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

সম্পদ্, মহাবিদ্যা, লজ্জা, তুষ্টি, শ্রদ্ধা সবই তুমি। তুমিই প্রলয়রাত্রি, তুমি সরস্বতী, তুমি নিয়তি। সর্ব্ব শক্তিমতী মা, আমাদের কোটি কোটি প্রণাম লও, আর আমাদের সকল ভয় দূর কর।

মা, তিনটি চোখ থাকাতে তোমার মুখ হয়েছে দিব্য সুন্দর। তোমার সেই দিব্য মুখ আমাদের সব আপদের হাত থেকে রক্ষা করুক।

ভদ্রকালী

সমস্ত অসুর বিনাশকারী অতি উগ্র, ভীষণ শিখাযুক্ত তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক, হে ভদ্রকালি! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।

মা, অসুরের রক্তমাংসে লিপ্ত তোমার খড়্গ আমাদের মঙ্গল করুক। তুমি প্রসন্না হলে সব বিপদ্ কেটে যায়। আর তুমি ক্রোধ করলে, মনের সকল বাসনা বিফল হয়।

মা, তোমা হতেই সব বিদ্যা, শাস্ত্র, বেদ ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। তুমিই সকল জীবকে মমতায় ও অজ্ঞানে ভুলিয়ে রেখেছ। আবার তুমিই সকলকে রাক্ষস, সাপ, শত্রু ও দস্যুর হাত থেকে বাঁচাও। এই বিশ্বজগৎ তোমারই রূপ। তোমার কি কথা, তোমার ভক্ত যারা, তারাও দেবতাদের পূজার পাত্র।

মা, তুমি যেমন অসুর বধ করে আমাদের রক্ষা করলে, তেমনি জগতের সব বিপদ্, উপদ্রব, শত্রুভয় তুমিই দূর করে থাক। সকলের বাঞ্ছিত ফল তুমিই দিয়ে থাক।"

দেবতাদের স্তবস্তুতি শুনে দেবী অম্বিকা দেবতাদের বল্‌লেন তাঁর নিকট বর চাইতে।

দেবতারা তখন বল্‌লেন—"মা তুমি যেমন আমাদের শত্রু বধ করে বিপদ্ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছ, তেমনি ত্রিভুবনের সকল দুঃখ বিপদ্ তুমিই সব সময় দূর করো।"

দেবী বল্‌লেন—"আবার বৈবস্বত মন্বন্তরে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুর জন্মাবে, তখন আমি নন্দের স্ত্রী যশোদার গর্ভে জন্ম নিয়ে পরে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়ে থাকব, আর তখন সেই দুই অসুরকে বধ করব। তারপর বৈপ্রচিত্ত নামে দানবদের বধ করতে আর একবার আমি রক্তদন্তিকা রূপে দেখা দেব। অসুরদের রক্তে তখন আমার দাঁতগুলি হবে ডালিমের বীজের মত লাল।

আর একবার একশ বছর ধরে অনাবৃষ্টি হলে মুনিদের স্তবে আমি শতাক্ষী (বার একশ চোখ) রূপে দেখা দেব। তখন আমার শরীর থেকে জীবের খাওয়ার জন্য বহু রকমের শাক জন্মাবে, আর সবাই আমার নাম দেবে শাকম্ভরী। শাকম্ভরী রূপে দুর্গম অসুরকে বধ করে আমার নাম হবে দুর্গা।

শাকম্ভরী

তারপর একবার মুনিদের রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি 'ভীমাদেবী' নাম নিয়ে হিমালয়ে দেখা দেব। অরুণ নামক অসুরদের বধ করবার জন্য আমিই ভ্রামরী রূপ ধরব। হাজারে হাজারে ভ্রমর থাকবে আমায় ঘিরে। এইভাবে অসুরদের উৎপাত যখনই হবে তখনই আমি এসে এক এক রূপে দেখা দেব।"

দ্বাদশ অধ্যায়—চণ্ডীস্তব-মাহাত্ম্য বর্ণন।

দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী অম্বিকা আশ্বাস দিয়ে বললেন—"তোমরা যেভাবে আমাকে স্তব করলে, সেই স্তব যে

আন্তরিকভাবে উচ্চারণ করবে, আমার বরে সে সকল বিপদ্ থেকে মুক্ত হবে। অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশীতে, মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের এই কাহিনী পড়লে বা শুনলে, দুঃখ-দারিদ্র্য সব দূর হয়ে যাবে। শত্রু, দস্যু বা রাজা কেউ তাকে উৎপীড়ন করতে পারবে না। আগুন, জল বা অস্ত্রশস্ত্র থেকে কোন ভয়ও তার থাকবে না। কাজেই আমার মাহাত্ম্য ভক্তির সঙ্গে তোমরা পড়বে ও শুন্‌বে।

যে বাড়ীতে রোজ নিয়ম করে আমার মাহাত্ম্য পাঠ হয়, সে বাড়ীতে আমি সব সময় অধিষ্ঠিত থাকি। বলি, যাগযজ্ঞ ও উৎসব করে সকলে আমার এই মাহাত্ম্যের কথা পড়বে—শুনবে। শরৎকালে আমার পূজার সময়ে এই মাহাত্ম্য পাঠ করলে বিপদ্ দূর হয়ে, ধন-সম্পদ্ বাড়ে।

যারা আমার মাহাত্ম্য শোনে বা পড়ে তাদের শত্রুনাশ হয়, বংশবৃদ্ধি হয় ও সকল রকম মঙ্গল হয়। শান্তি-স্বস্ত্যয়নে, খারাপ স্বপ্ন দেখলে বা কোন অশুভ গ্রহের জন্য রোগ পীড়া হলেও আমার মাহাত্ম্য পড়লে বা শুনলে শুভ ফল হয়। এতে শত্রু-নাশ হয়—শিশুদের রক্ষা হয়। বন্ধুর সঙ্গে বিরোধ নষ্ট হয়, এবং ভূত-প্রেত ইত্যাদির উপদ্রব দূর হয়। তা-ছাড়া যে আমার মাহাত্ম্য পাঠ করে সে আমার কাছে যেতে পারে। এতে পাপ, রোগ, শোক,

শত্রুভয় সব দূর হয়, মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। বনে, সাগরে, সহায়হীন স্থানে যে কোন রকম বিপদ্ উপস্থিত হলে আমার মাহাত্ম্যের কথা মনে করলেও তা কেটে যায়।"

দেবী ভগবতী এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেবতারা তাঁদের রাজ্য ও অধিকার ফিরে পেলেন, আর বাকী অসুরেরা পালিয়ে গেল পাতালে।

এই ভাবে দেবী ভগবতী—যিনি চিরদিনই রয়েছেন তিনিই—নানারূপে নানাসময়ে দেখা দিয়ে জগৎকে রক্ষা করেন। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন। ভক্তিভরে ডেকে তাঁর কাছে যে যা চায় তাই পায়—কেউ বা স্বর্গ, কেউ বা সুখ-ভোগ, কেউ বা মুক্তি। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, তিনি লক্ষ্মী-রূপিণী, তিনিই মহালক্ষ্মীরূপিণী। তাঁকে ভক্তিভরে পূজা করলে তিনি ধন, সম্পদ্, পুত্র, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সব দিয়ে থাকেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—সুরথ ও সমাধির বর লাভ।

ঋষি মেধা রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির কাছে এইভাবে দেবীর মাহাত্ম্য ও আবির্ভাবের কথা বল্‌লেন। তার পর তিনি বল্‌লেন—"সেই দেবী বিষ্ণুমায়া বা মহামায়ার প্রভাবেই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চল্‌ছে। তিনি সুরথকে ও সমাধিকে যেমন তেমনি সবাইকেই

মায়ায় মুগ্ধ করে রেখেছেন। আবার তাঁর দয়াতেই তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হয়। তাঁর দয়াতেই সুখ-ভোগ, স্বর্গ, মুক্তি সবই লাভ হয়।"

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধা মুনির কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করে তপস্যা করতে চলে গেলেন। তাঁরা নদীতীরে বসে দেবীসূক্ত জপ করতে লাগলেন। তারপর মাটি দিয়ে দেবীর প্রতিমা তৈরী করে ফুল, ফল, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। তাঁরা কোন সময় একবারে উপবাসে, কোন সময় বা সামান্য ফলমূল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। আর এক মনে দেবীকে ডাকতে লাগলেন। শেষে নিজের রক্ত দিয়ে দেবীকে পূজা করলেন।

এইভাবে তিন বৎসর কেটে যাওয়ার পর দেবী তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এসে দেখা দিলেন। তিনি তাঁদের বর চাইতে বল্লেন। রাজা তখন নিজের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার বর চাইলেন, আর পরজন্মে যাতে অক্ষয় রাজ্য পেতে পারেন তারও প্রার্থনা জানালেন। সমাধি বৈশ্যের আর সংসারের দিকে কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি চাইলেন, সেই পরম জ্ঞান—যাতে সংসারের সব কিছুর প্রতি মায়া কেটে যায়।

দেবী দুজনকেই তাঁদের মনোমত বর দিলেন। সমাধিকে দিলেন তত্ত্ব-জ্ঞান। আর সুরথকে জানালেন যে তিনি অল্প দিনের ভিতর নিজের হারানো রাজ্য ফিরে পাবেন, আর পরজন্মে তিনি

সূর্য্যদেবের ছেলে হয়ে জন্মাবেন। নাম হবে তাঁর সাবর্ণি-মনু। বর দিয়ে দেবী মিলিয়ে গেলেন মহাশূন্যে।

আমাদের এই সপ্তম মন্বন্তরের শেষে, অষ্টম মনু হবেন রাজা সুরথই। সূর্য্যের পুত্র সেই সাবর্ণি-মনু, অষ্টম মন্বন্তরে পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।

শ্রীশ্রীদুর্গার

অষ্টোত্তর শতনাম

প্রণাম মন্ত্র

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

নাম আরম্ভ

জয় দুর্গা (১) দুঃখহরা (২) কৃতান্তদলনী (৩)।
মহামায়া (৪) কালজায়া (৫) মাগো কাত্যায়নী (৬)॥
জগত-জননী উমা (৭) ভবেশঘরণী (৮)।
কর দয়া দয়াময়ী ত্রিদিব জননী (৯)॥

কালরাত্রি করালিনী (১০) কপালমালিকে (১১)।
কাতরে করুণা কর জয় মা কালিকে (১২)॥
কীর্ত্তিবাসপ্রিয়া (১৩) মহারাত্রি মহোদরী (১৪)।
মহারাণী সুরেশ্বরী (১৫) নমো মা শঙ্করী (১৬)॥
ব্রহ্মাণ্ড জননী (১৭) তুমি শিবের শিবানী (১৮)।
প্রণমামি পদে তব সত্যসনাতনী (১৯)॥
কাতর দেখিয়া কৃপা কর মা ভবানী (২০)।
অন্নপূর্ণা (২১) মহেশ্বরী (২২) জগততারিণী (২৩)॥
সর্ব্বসুখদাত্রী মাগো তুমি ভগবতী (২৪)।
কৃপা কর মহেশ্বরী (২৫) অগতির গতি॥
নমস্তে সর্ব্বাণী (২৬) মাগো ঈশানী (২৭) ইন্দ্রাণী (২৮)।
ঈশ্বরী (২৯) ঈশ্বরজায়া গণেশজননী (৩০)॥
উগ্রচণ্ডা (৩১) উমা অপরাজিতা (৩২) উর্ব্বশী (৩৩)।
জয় মা রাজরাজেশ্বরী (৩৪) শিবে ষোড়শী (৩৫)॥
মাতঙ্গী (৩৬) বগলে (৩৭) কল্যাণী কমলে (৩৮)
গায়ত্রী (৩৯) ভুবনেশ্বরী (৪০)
সর্ব্ববিশ্বোদরী (৪১) শুভে শুভঙ্করী (৪২)
ক্ষান্তি ক্ষেম ক্ষেমঙ্করী (৪৩)॥
সহস্র স্বহস্তে ভীমে ছিন্নমস্তে (৪৪)
মাতা মহিষমর্দ্দিনী (৪৫)।
নিস্তার-কারিণী নরকবারিণী
নিশুম্ভ-শুম্ভঘাতিনী॥

দৈত্য-বিনাশিনী শিব-সীমন্তিনী
শৈলসুতে সুবদনী (৪৬)।
বিরিঞ্চি-নন্দিনী (৪৭) পাপবিনাশিনী
দিগম্বরের ঘরণী (৪৮) ॥
দেবী দিগম্বরী (৪৯) দুর্গে দুর্গ অরি
কালিকে করাল কেশী।
শিবে (৫০) শবারূঢ়া চণ্ডী (৫১) চন্দ্রচূড়া
ঘোররূপা এলোকেশী (৫২)।
শারদা (৫৩) বরদা (৫৪) শুভদা সুখদা
অন্নদা (৫৫) কালিকে শ্যামা (৫৬)।
মৃগেশবাহিনী (৫৭) মহেশ ভাবিনী (৫৮)
সুরেশ বন্দিনী বামা ॥
কামাক্ষা রুদ্রাণী (৫৯) হরা হররাণী (৬০)
মনোহরা কাত্যায়নী।
শমনত্রাসিনী (৬১) অরিষ্টনাশিনী (৬২)
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী (৬৩) ॥
হের মা পার্ব্বতী (৬৪) ওমা ভগবতী
আমি দীনহীন অতি।
কর মোরে দয়া ওগো মহামায়া
জানি মোরে মূঢ়মতি ॥
নমস্তে শঙ্করী শঙ্কর সুন্দরী (৬৫)
শিবা শাকম্ভরী (৬৬) শ্যামা।

শিব-সহচরী (৬৭) মায়া মহোদরী (৬৮)
মহেশ্বরী হররমা (৬৯) ॥
ত্রিতাপহারিণী (৭০) ত্রিগুণা-ভারিণী
গুণময়ী গুণাত্মিকে।
কৌষিকী কমলা করালী বিমলা (৭১)
অভয়া (৭২) অম্বে অম্বিকে ॥
ভবে ভবরাণী (৭৩) তরুণী ভবানী
ভাবিনী ভব-মনোহরা (৭৪)।
ব্রহ্মাণী (৭৫) রুদ্রাণী কৌমারী সর্ব্বাণী
ভয়ঙ্করী শিবকরা ॥
শিব-নিতম্বিনী (৭৬) অরিষ্ট স্তম্ভিনী (৭৭)
সুরাসুর নরধাত্রী (৭৮)।
অপর্ণা (৭৯) অন্নদা (৮০) সর্ব্বাণী সারদা
শিবে সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী (৮১) ॥
চামুণ্ডে (৮২) চণ্ডিকে নৃমুণ্ডমালিকে (৮৩)
নারায়ণী (৮৪) শিবদারা (৮৫)।
শান্তি কান্তিকরী (৮৬) ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী
ত্রিলোকতারিণী তারা (৮৭) ॥
মহা মহেশ্বরী প্রিয়ে প্রিয়ঙ্করী (৮৮)
শুভঙ্করী কপালিনী (৮৯)।
জগতজননী মৃগাঙ্ক-আননী (৯০)
ভীমে (৯১) নৃমুণ্ডমালিনী (৯২) ॥

গিরীন্দ্র নন্দিনী (৯৩) গিরীশ বন্দিনী (৯৪)
গোমাতা গৌরী (৯৫) গান্ধারী।
গো-গজ জননী (৯৬) গজেন্দ্রগামিনী
গীতা গোপেশকুমারী (৯৭)॥
গোবিন্দ ভগিনী (৯৮) যোগেশ যোগিনী (৯৯)
দৈবকী গর্ভস্রাবিণী।
পরা-পরায়ণী (১০০) দেবী দাক্ষায়ণী
দক্ষযক্ষ বিনাশিনী (১০১)॥
চন্দ্রে চন্দ্রচূড়া হরসিংহারূঢ়া (১০২)
সতি মেনকা দুলালী (১০৩)।
শ্রান্তে চণ্ডিকা অশিব খণ্ডিকা
ভদ্রকালী (১০৪) মহাকালী (১০৫)॥
দানব কুন্তিনী বৈষ্ণবী জম্ভিনী (১০৬)
ভৈরবী বিজয়া জয়া (১০৭)।
বল প্রমথিনী মন্মথমথিনী (১০৮)
মহিষঘাতিনী দয়া॥

নমস্তে কালিকে কালভয়নিবারিণী।
জয় জয় সর্ব্বভূতে কল্যাণকারিণী॥
নমঃ কালী কালাকালে কালনিবারিণী।
মহাকাল মনোহরা মহেশ-মোহিনী॥
ত্রিলোচনা উমা ধূমা বিকলা বিমলা।
মুণ্ডমালা বিভূষণা ভৈরবী বগলা॥

দৈত্যবিনাশিনী মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
মহামায়া মহেশ্বরী করুণাদায়িনী ॥
কালরাত্রি করালিনী স্মরহর-প্রিয়ে।
রাখ মা চরণতলে কৃপা বিতরিয়ে ॥
ত্বমেব শারদাশিবা শঙ্করী কমলা।
ত্বমেকা প্রকৃতি পরা মহিমা অচলা ॥
বিশ্বকর্ত্রী শৈলপুত্রী স্কন্দমাত্রী ভীমা।
গায়ত্রী অনন্তশক্তি অনন্ত অসীমা ॥
জগতে দায়িনী জয় জগদম্বা তারা।
যোগেশী যোগিনী জয়া যোগেশ্বর দারা ॥
শত্রুজয়ী হয় তারা যে তোমারে স্মরে।
বিষম বিপদ হ'তে অনায়াসে তরে ॥
দুর্গানামে দুঃখ হরে দিগম্বর কয়।
জনম মরণ নাশে যায় যমভয় ॥
বিপদে যে দুর্গানাম বলে একবার।
নিশ্চয় চলিয়ে যায় বিপদ্ তাহার ॥
দুর্গা বলি যেই জন ডাকে মনে প্রাণে।
সম্পদ্ বর্দ্ধিত হয় নামের স্মরণে ॥
কর দয়া মহামায়া ওমা শিবরাণী।
যোড় করে যাচি আমি চরণ দু'খানি ॥

সমাপ্ত